জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ হতে শিক্ষকদের জন্য
পরীক্ষামূলক সংস্করণ

শিক্ষক সহায়িকা

সামাজিক বিজ্ঞান ও প্রাথমিক বিজ্ঞান (সমন্বিত)

দ্বিতীয় শ্রেণি

লেখকবৃন্দ :

প্রফেসর ড. রিয়াদ চৌধুরী
মোঃ জহুরুল হক
সরোজ কুমার সাহা
মোস্তাফিজুর রহমান
গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন

ড. ইরম জাহান
মোঃ মাজহারুল হক
নাফিসা খানম
মোহাম্মদ রেজুয়ানুল হক
ড. মোহাম্মদ নূরুল বাশার

শিল্প নির্দেশনা :

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২৪

চিত্রাঙ্কন
স্বপন মজুমদার কিশোর
জহিরুল ইসলাম ভূঞা সেতু
সুমন মল্লিক

গ্রাফিক্স
জহিরুল ইসলাম ভূঞা সেতু

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

ভূমিকা

শিশুর মনোজগৎ এক অপার বিস্ময়ের লীলাভূমি। নানা কল্পনার রংবেরঙের খেলা চলে সেখানে। সেই জগতে শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করতে তাই দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী, শিশুবিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের ভাবতে হয় অবিরাম। শিশুর অপরিসীম বিস্ময়, কৌতূহল, আনন্দ, আগ্রহ, উদ্যম-এর যথাযথ ব্যবহার করে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা প্রয়োজন। তাই শিশুর সক্রিয় অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পরিকল্পনা করে তার সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২২ সালে শিক্ষাক্রম পরিমার্জিত হয়।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনায় নিয়ে বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতা বিশেষ করে সামাজিক-আবেগীয় দক্ষতাসমূহ, একীভূত মূল্যবোধের বিকাশ, অভিযোজন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তদানুযায়ী বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি এবং শিখন-মূল্যায়নে যথাযথ পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিষয়বস্তু নির্বাচনে শিক্ষার্থীর পরিচিত জগৎ, দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সামাজিক প্রেক্ষাপট, বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা ও প্রযুক্তির নবতর আবিষ্কার ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। সকল শিক্ষার্থীর সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ এবং বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা অর্জনসহ বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলার জন্য সক্রিয় শিখনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞানের বিমূর্ত বিষয়সমূহ সহজবোধ্য ও দৃশ্যমান করার জন্য সংশ্লিষ্ট পাঠে পর্যাপ্ত ছবি/চিত্র/ভিডিও/প্রদর্শন/পরীক্ষণ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীকে বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক সম্প্রীতি, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, ঝুঁকি মোকাবেলার মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিখন-শেখানো পদ্ধতি আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক এবং সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গ্রাফিক অর্গানাইজারসহ অডিও-ভিজ্যুয়াল উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ রাখা হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ শিখন নিশ্চিতকরণে ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রবর্তন পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন। সে লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর শিখন-অবস্থা নিরূপণ করার জন্য প্রতিটি অধ্যায় শেষে পারদর্শীতার সূচক সংযোজন করা হয়েছে।

এই শিক্ষক সহায়িকাটি যথাযথ ব্যবহারের ফলে একজন শিক্ষার্থী বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত ধারণা লাভের মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবে, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হবে, দেশ ও বিশ্বকে ভালোবাসবে। সর্বোপরি নিজেকেও ভালোবাসবে এবং দেশও হবে সমৃদ্ধ। শিশুর সামগ্রিক বিকাশে এই শিক্ষক সহায়িকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে প্রত্যাশা করছি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সাধারণ নির্দেশনা

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের সামাজিক বিজ্ঞান ও প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষক সহায়িকা আগের চেয়ে আরো শিক্ষার্থী-বান্ধব করা হয়েছে, যাতে অধ্যায়ভিত্তিক, সক্রিয় ও অনুসন্ধানমূলক শিখন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণির এই শিক্ষক সহায়িকায় যুগোপযোগী বিষয়বস্তু নির্ধারণের পাশাপাশি শিখন-শেখানো কার্যাবলি এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়েছে। সকল শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ শিখন নিশ্চিত করার জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর শিখন দৃশ্যমান করা ও শিখন দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিখন সংগঠক (গ্রাফিক অর্গানাইজার) সংযোজন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নিশ্চিতকরণের সঠিকভাবে অর্জনের উদ্দেশ্যে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

১. প্রতি পাঠ শুরুর পূর্বে পাঠসংশ্লিষ্ট শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা বিষয়বস্তু ও শিখন-শেখানো কার্যাবলি মনোযোগ সহকারে পড়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

২. শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন চহিদা বিবেচনা করবেন।

৩. সার্বিক মানসিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য বিবেচনায় শিখন-শেখানো কৌশল নির্ধারণ করবেন।

৪. শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন।

৫. শিখন-শেখানো কার্যাবলিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) করার জন্য শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতাভেদে সকল শিক্ষার্থী যেন শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।

৬. পাঠসংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনা যথাসম্ভব অনুসরণ করবেন। যেমন-

- কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- শিক্ষার্থী কাজটা করবে এবং শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবেন।
- পাঠসংশ্লিষ্ট হাতে-কলমে কাজসমূহ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সম্পন্ন করবেন।
- যে সকল শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেবেন।
- পরিকল্পিত কাজে সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষার্থীকে ধারণা প্রকাশে উৎসাহ প্রদান করবেন। ভুল ধারণা/অসম্পূর্ণ ধারণা প্রকাশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক থাকবেন। সময় নিয়ে যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য এ সকল ধারণা ব্যবহার করবেন।
- কাজের ফলাফল শিক্ষার্থীদের দিয়ে উপস্থাপন করাবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামাজিক মর্যাদাবোধ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন।

৭. অধ্যায় শেষে পারদর্শীতার সূচক ব্যবহার করে পাঠ চলাকালে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়নরে মাধ্যমে শিখন অগ্রগতি নিশ্চত করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৮. শিক্ষার্থীর আন্তঃবিষয় (Inter-diciplinary) যোগ্যতাসমূহ [যেমন- শব্দভান্ডার, ভাষাগত দক্ষতা, গাণিতিক দক্ষতা, অংকন দক্ষতা, সূক্ষ্ম ও স্থূল পেশি পরিচালনা দক্ষতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিষয়ক দক্ষতা] বিবেচনায় নিয়ে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করবেন।

৯. শিক্ষক সহায়িকায় প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি পাঠে বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর মানসিক পরিপক্বতা, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে প্রয়োজনে পাঠ সংখ্যা বাড়াতে বা কমাতে পারবেন।

১০. প্রতি পাঠের শেষে পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণের নমুনা/নির্দেশনা দেওয়া আছে। শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার পূর্বেই প্রদত্ত নমুনা/নির্দেশনা অনুযায়ী উপকরণ প্রস্তুত করবেন এবং শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে যথাযথভাবে ব্যবহার করবেন।

১১. উপকরণ সংগ্রহ, তৈরি, ব্যবহার ও সংরক্ষণে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করবেন।

১২. শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ছাড়াও অন্য কোনো কার্যকর পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করতে পারবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	পরিবেশে জীব	২২
তৃতীয় অধ্যায়	আমি ও আমার প্রতিবেশী	৪৭
চতুর্থ অধ্যায়	ছেলে-মেয়ে সমতা	৬৬
পঞ্চম অধ্যায়	মানবদেহ	৮৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধু	১১২
সপ্তম অধ্যায়	জাতীয় পরিচয়ের উপাদানসমূহ	১২০
অষ্টম অধ্যায়	বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	১৫৫
নবম অধ্যায়	প্রতিবেশী দেশসমূহের সংস্কৃতি	১৬৭
দশম অধ্যায়	আমার পরিবারে আমি	১৭৮
একাদশ অধ্যায়	আমার সুরক্ষা	১৮৭
দ্বাদশ অধ্যায়	বস্তুর শ্রেণিবিন্যাস	১৯৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়	আলো, বিদ্যুৎ ও তাপ সম্পর্কিত ঘটনাসমূহ	২২৭
চতুর্দশ অধ্যায়	পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় করণীয়	২৪৮
পঞ্চদশ অধ্যায়	নিরাপদে সড়ক চলাচল	২৫৫
ষোড়শ অধ্যায়	সদাচার	২৬৪
সপ্তদশ অধ্যায়	বাংলাদেশের মানচিত্র	২৭০
অষ্টাদশ অধ্যায়	পরিবেশের উপাদান	২৭৮
উনবিংশ অধ্যায়	প্রাকৃতিক সম্পদ	২৯২
বিংশ অধ্যায়	আমার জীবনে সম্পদ	৩০৭
একবিংশ অধ্যায়	বাংলাদেশের ঋতু	৩২১
দ্বাবিংশ অধ্যায়	জরুরী পরিস্থিতিতে করণীয়	৩৩৫
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্তি	৩৪৭

প্রথম অধ্যায়

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

১.১ চেনা-জানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখা।

পাঠ বিভাজন : ৬

পাঠ-১

প্রাকৃতিক পরিবেশ

শিখনফল

১. ১. ১ প্রাকৃতিক পরিবেশের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. প্রাকৃতিক পরিবেশের ছবি/পোস্টার/ভিডিও।
২. ছবি অঙ্কনের কাগজ

বিষয়বস্তু

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে যেমন– মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, ঘরবাড়ি, নদনদী ইত্যাদি সবকিছু মিলেই আমাদের পরিবেশ। একটু লক্ষ করলে দেখতে পাই পরিবেশের কিছু জিনিস (উপাদান) মানুষ সৃষ্টি করেছে। ঘরবাড়ি, রাস্তা, কলকারখানা ইত্যাদি। অন্যদিকে আমরা প্রকৃতিতে অনেক জিনিস দেখতে পাই যা মানুষ সৃষ্টি করেনি, বরং স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতিতে রয়েছে। যেমন– চন্দ্র, সূর্য, নদী, বনজঙ্গল, আকাশ, বাতাস, মানুষ, পশুপাখি, পোকামাকড় ইত্যাদি। এসব উপাদান নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত। প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক সৃষ্ট; মানুষের দ্বারা নয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. বিদ্যালয়ে আসার পথে শিক্ষার্থীরা কী কী দেখেছে তা জানতে চাইবেন।
৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে এগুলোর মধ্যে কোনগুলো মানুষের সৃষ্ট নয় তা জানতে চাইবেন। প্রাপ্ত উত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।
৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন “প্রাকৃতিক পরিবেশ কী?” ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা

- বোর্ডে পরিবেশের ছবি প্রদর্শন করে তা মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন।

- ○ এসব উপাদান কি মানুষ তৈরি করেছে?
- ○ প্রকৃতি থেকে আমরা কোন কোন উপাদান পাই?

- শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে একই প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নোত্তর ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক উপাদানের ধারণা প্রদান করবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীর নিকট প্রদর্শিত উপকরণে পরিবেশের কী কী প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে তা জানতে চাইবেন এবং উত্তরের ভিত্তিতে মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন।

- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় পরিবেশের আরও কিছু প্রাকৃতিক উপাদান মাইন্ডম্যাপে অন্তর্ভুক্ত করবেন।
- মাইন্ডম্যাপ তৈরির পর উপাদনগুলোর নাম শিক্ষার্থীদের একজনকে দিয়ে পড়াবেন।
- উল্লিখিত উপাদান নিয়েই প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয় তা ব্যাখ্যা করবেন।

২. একক কাজ

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ছবি আঁকার জন্য কাগজ সরবরাহ করবেন।
- তাদের পছন্দমাফিক মাইন্ডম্যাপে উল্লিখিত এক/একাধিক প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান দিয়ে ছবি আঁকতে বলবেন।
- কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে সব কাজ তদারক করবেন ও প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।
- সবার কাজ শেষে প্রত্যেকে তাদের ছবি নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে সবাইকে দেখাবে।
- কাজ শেষে সবার আঁকা ছবি দড়ি টানিয়ে শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়নের সুযোগ দিবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

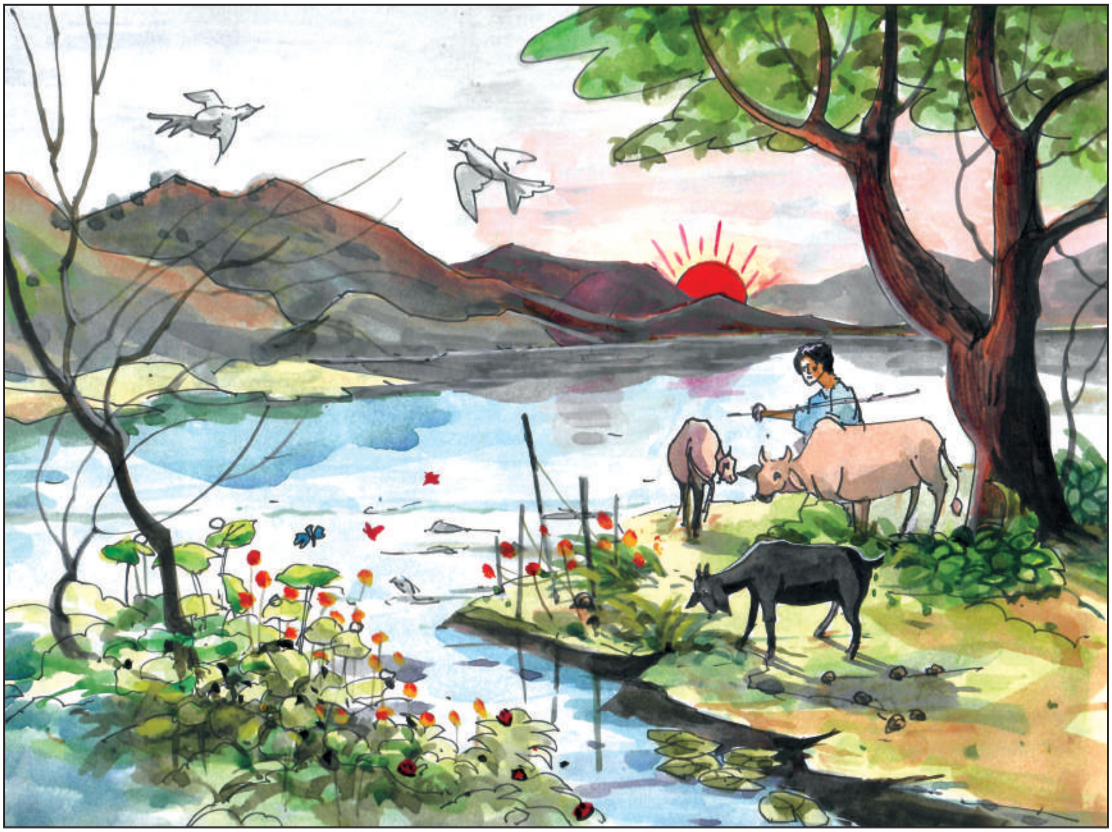

১নং উপকরণ

পাঠ-২

সামাজিক পরিবেশ

শিখনফল

১. ১. ২ সামাজিক পরিবেশের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. বাড়ি, রাস্তা, বাজারসহ গ্রামের সামাজিক পরিবেশের ছবি, পোস্টার, ভিডিও।
২. ভবন, যানবাহন, বিদ্যালয়সহ শহরের সামাজিক পরিবেশের ছবি।

বিষয়বস্তু

মানুষ সামাজিক জীব। মিলেমিশে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। পরিবেশকে মানুষ তার বসবাসের উপযোগী করতে প্রয়োজন অনুযায়ী ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, রাস্তা, চেয়ার, টেবিল, পুকুর, আসবাবপত্র, কলকারখানা, আচার অনুষ্ঠান, নিয়মকানুন ইত্যাদি তৈরি করে। এসব উপাদান নিয়ে সামাজিক পরিবেশ গঠিত। সামাজিক পরিবেশ মানুষের দ্বারা তৈরি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২. শ্রেণিকক্ষে আমরা কী কী জিনিস ব্যবহার করি তা জানতে চাইবেন এবং কয়েকজনের কাছ থেকে উত্তর শুনবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে এগুলোর মধ্যে কোনগুলো মানুষের সৃষ্ট তা জানতে চাইবেন। প্রাপ্ত উত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন “সামাজিক পরিবেশ কী?” ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সংবলিত ছবি প্রদর্শন করে মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিবেন এবং নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।
    - ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?
    - ছবির কোন কোন জিনিস মানুষ তৈরি করেছে?
- একই প্রশ্ন কয়েকজন শিক্ষার্থীকে করবেন। প্রশ্নোত্তর ফলাবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশের কোন কোন উপাদান মানুষ তৈরি করেছে– এ বার্তা দিবেন। এগুলো যে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান নয় কয়েকজন শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের মাধ্যমে ধারণা প্রদান করবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীর নিকট মানুষের তৈরি কী কী উপাদান রয়েছে তা জানতে চাইবেন এবং উত্তরের ভিত্তিতে বোর্ডে মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন।

- মাইন্ডম্যাপ তৈরির পর শিক্ষক ৪/৫ জন শিক্ষার্থীকে দিয়ে উপাদানগুলোর তালিকা পড়াবেন যাতে বাকি শিক্ষার্থীরা স্পষ্টভাবে শুনতে পায়। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- এসব সামাজিক পরিবেশের উপাদান নিয়েই সামাজিক পরিবেশ গঠিত হয় তা ব্যাখ্যা করবেন।

২. জোড়ায় কাজ

- প্রতি বেঞ্চের দুজন মিলে একটি জোড়া গঠন করবেন এবং কাজের নির্দেশনা দিবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শ্রেণিকক্ষে রয়েছে এমন দুটি সামাজিক পরিবেশের উপাদানের নাম খাতায় লিখতে বলবেন।
- ঘুরে ঘুরে কাজের তদারক করবেন এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে জোড়ায় খাতা পরিবর্তন করে মূল্যায়ন করতে বলবেন। শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে জোড়ায় ধারাবাহিকভাবে তাদের উত্তরগুলো বলতে বলবেন এবং সহপাঠীদের দ্বারা মূল্যায়ন করাবেন।
- "সামাজিক পরিবেশ" যে সামাজিক পরিবেশের উপাদান দ্বারা গঠিত এ ধারণা নিশ্চিত করাবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়নের সুযোগ দিবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।
পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

পাঠ-৩

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদান

শিখনফল

১. ১. ৩ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদানসমূহের শ্রেণিকরণ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানের ছবির কার্ড ১০টি (একই উপাদানের ৫টি করে)
২. কর্মপত্র

বিষয়বস্তু

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার সবকিছু মিলেই আমাদের পরিবেশ। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান আমাদের জীবন ধারণের জন্য খুবই প্রয়োজন। আমাদের চারপাশের পরিবেশে মানুষ ছাড়া মাটি, পানি, গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তু, চন্দ্র, সূর্য, পাহাড়, নদনদী ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তু নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত। প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। পরিবেশকে মানুষ তার বসবাস উপযোগী করার করতে প্রয়োজন অনুযায়ী ঘরবাড়ি, রাস্তা, চেয়ার, টেবিল, খাল, আসবাবপত্র, কল-কারখানা ইত্যাদি তৈরি করে। এসব উপাদান নিয়ে সামাজিক পরিবেশ গঠিত হয়। উভয় পরিবেশের উপাদান আমাদের উপকারে আসে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে কী কী দেখা যায়, তা পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন এবং তা জানতে চাইবেন।
৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে এগুলোর মধ্যে কোনগুলো মানুষের সৃষ্ট এবং কোনগুলো মানুষের সৃষ্ট নয় তা জানতে চাইবেন। প্রাপ্ত উত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ

- সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানের ছবির ১০টি কার্ড প্রদর্শন করে তা মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন।
- কার্ডগুলো টেবিলের উপর রাখবেন এবং পর্যায়ক্রমে ১০ জন শিক্ষার্থীদের সামনে ডাকবেন।
- শিক্ষার্থীরা ১টি করে কার্ড নিবে এবং পুশপিন বোর্ড/বোর্ডে নিম্নরূপ ছকের সঠিক স্থানে স্থাপন করতে বলবেন।

সামাজিক পরিবেশের উপাদান	প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান

- প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। প্রশ্নোত্তর ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের ধারণা দিবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণের জন্য বাইরে নিয়ে যাবেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা রক্ষায় এবং কাজে মনোনিবেশ করাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।
- শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী দলে ভাগ করে দলনেতা নির্বচন করুন এবং প্রত্যেক দলে কর্মপত্র সরবরাহ করুন।
- পর্যবেক্ষণ ও দলীয় আলোচনাম মাধ্যমে পরিবেশের উপাদানগুলোর নাম দ্বারা কর্মপত্র পূরণ করাবেন।
- পরিবেশ পর্যবেক্ষণের সময় শিক্ষার্থীদের উৎসাহদানের জন্য বলবেন, যে দল সবচেয়ে বেশি উপাদানের নাম লিখবে তাদের বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে এনে তারা বাইরে কী কী উপাদান দেখতে পেয়েছে তা প্রতিদলের নিকট জানতে চাইবেন।

- উপস্থাপনা শেষে শ্রেণির বাকি শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় কোনো পর্যবেক্ষণ বা সংযোজন-বিয়োজনের প্রস্তাব থাকলে তা করবে।
- প্রতি দলের উপস্থাপনা এবং শিক্ষার্থীদের মতামতের আলোকে বোর্ডে ইতোমধ্যে তৈরিকৃত ছকে পরিবেশের উপাদানের নাম লিখবেন।
- প্রতি দলের উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন উপাদানের নাম বোর্ডে প্রস্তুতকৃত ছকে যোগ করবেন। এভাবে একটি সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করবেন।
- বোর্ডে ছক চূড়ান্ত হলে তথ্যাদি শিক্ষার্থীদের সহায়তায় তালিকাটি পড়ে শোনাবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়নের সুযোগ দিবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।
পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

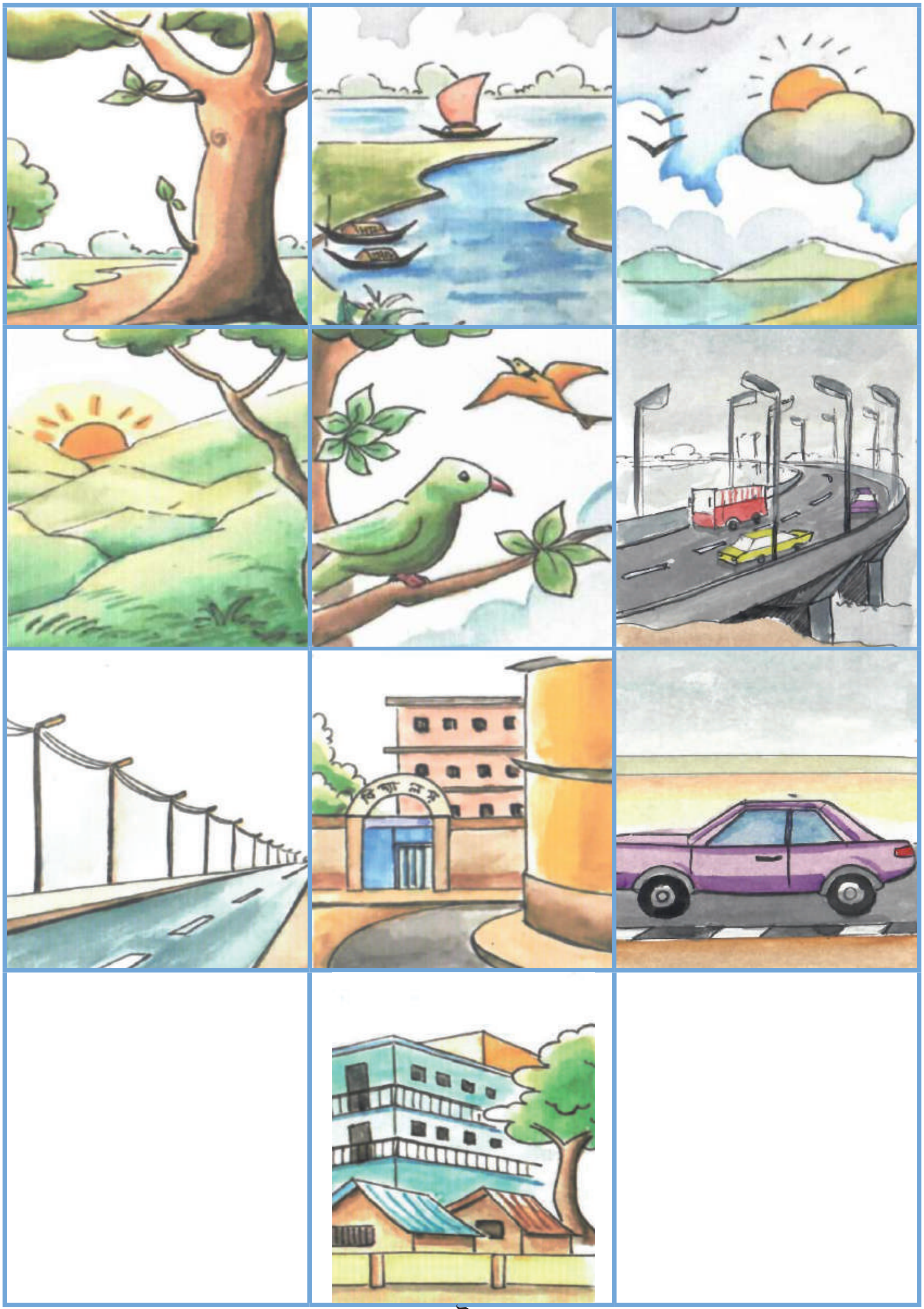

১নং উপকরণ

কর্মপত্র

সামাজিক পরিবেশের উপাদান	প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদন
১)	১)
২)	২)
৩)	৩)
৪)	৪)
৫)	৫)

পাঠ-৪

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব-১

শিখনফল

১. ১. ৪ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. ছবি-১ প্রাকৃতিক পরিবেশ (প্রবহমান নদীর ছবি যেখানে নৌকা, লঞ্চ চলছে, জেলে মাছ ধরছে, নদীর ঘাটে গাছের নিচে যাত্রীরা বিশ্রাম নিচ্ছে)
২. ছবি-২ প্রাকৃতিক পরিবেশ (ঘাসসহ মাঠের ছবি, একপাশে ফলসহ গাছ, কেউ গাছের ছায়ায় ফল খাচ্ছে, মাঠে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে খেলছে, একপাশে গরুছাগল ঘাস খাচ্ছে, অন্যপাশে পাহাড়)
৩. কর্মপত্র

বিষয়বস্তু

পরিবেশের উপাদানসমূহ আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব উপাদানের সঙ্গে আমাদের আন্তঃনির্ভরশীলতার সম্পর্ক বিদ্যমান। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে আমাদের জীবন ধারণ সহজ ও আরামদায়ক করি। প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো– মাটি, পানি, আলো, নদী, বাতাস, গাছপালা, জীবজন্তু, ইত্যাদি। আমরা সবাই পরিবেশের মধ্যে বাস করি। পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের প্রতিটি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ। যেমন গাছ থেকে আমরা খাদ্য, জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও আসবাবপত্র পেয়ে থাকি। আমরা বাড়িতে ও বিদ্যালয়ের ফাঁকা স্থানে বড়দের সহায়তায় গাছ রোপণ করব।
মানুষ একা বাস করতে পারে না। মানুষ নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ঘরবাড়ি, রাস্তা, চেয়ার, টেবিল, আসবাবপত্র, কলকারখানা ইত্যাদি তৈরি করে। এসব উপাদান নিয়ে সামাজিক পরিবেশ গঠিত হয়। সামাজিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বাড়ি ও বিদ্যালয়। আমরা বাড়িতে বসবাস করি। বাড়ির চারপাশের সবাই আমাদের প্রতিবেশী। বিদ্যালয় আমাদের অনেক প্রিয়। বিদ্যালয়ে আমরা লেখাপড়া, খেলাধুলা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে কয়েকজনকে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন :

- ○ মাছ আমরা কোন পরিবেশ থেকে পাই?
- ○ ফল আমরা কোন পরিবেশ থেকে পাই ?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- ধারাবাহিকভাবে ১নং ও ২নং উপকরণের ছবি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন।
- নির্দিষ্ট সময় পর নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - ○ নদী আমাদের প্রয়োজন কেন?
  - ○ নদী না থাকলে আমাদের কী অসুবিধা হয়?

- ○ গাছপালা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?
- ○ গাছপালা না থাকলে কী সমস্যা হবে?
- একই প্রশ্ন ৩/৪ জনকে করবেন। প্রশ্নোত্তর এবং ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবেন।

২. দলগত কাজ

- প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের দলের একটি নাম নির্ধারণ করবে এবং দলনেতা নির্বাচন করবে। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- প্রত্যেক দলে কর্মপত্র সরবরাহ করবেন এবং দলগত কাজটি বুঝিয়ে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাজটি কীভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করবেন। দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- দলগত কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- দলগত কাজ চলাকালীন বোর্ডে কর্মপত্রের ন্যায় একটি ছক তৈরি করবেন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রত্যেক দলনেতা তাদের দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনা শেষে শ্রেণির বাকি শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় কোনো পর্যবেক্ষণ বা সংযোজন-বিয়োজনের প্রস্তাব থাকলে তা করবে।
- প্রথম দলের উপস্থাপনা এবং শিক্ষার্থীদের মতামতের আলোকে ইতোমধ্যে তৈরিকৃত ছকে লিখবেন।
- এভাবে প্রতি দলের উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন তথ্যাদি বোর্ডে ইতঃপূর্বে প্রস্তুতকৃত ছকে যোগ করবেন। প্রয়োজনে নিচে ঘরসংখ্যা বৃদ্ধি করবেন। এভাবে একটি সমন্বিত ছক প্রস্তুত হবে।
- বোর্ডে ছক চূড়ান্ত হলে পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদান আমাদের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ তা একেকজন শিক্ষার্থীকে ব্যাখ্যা করতে বলবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণি কাযক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশ্ন, লিখিত ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন নির্দেশক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

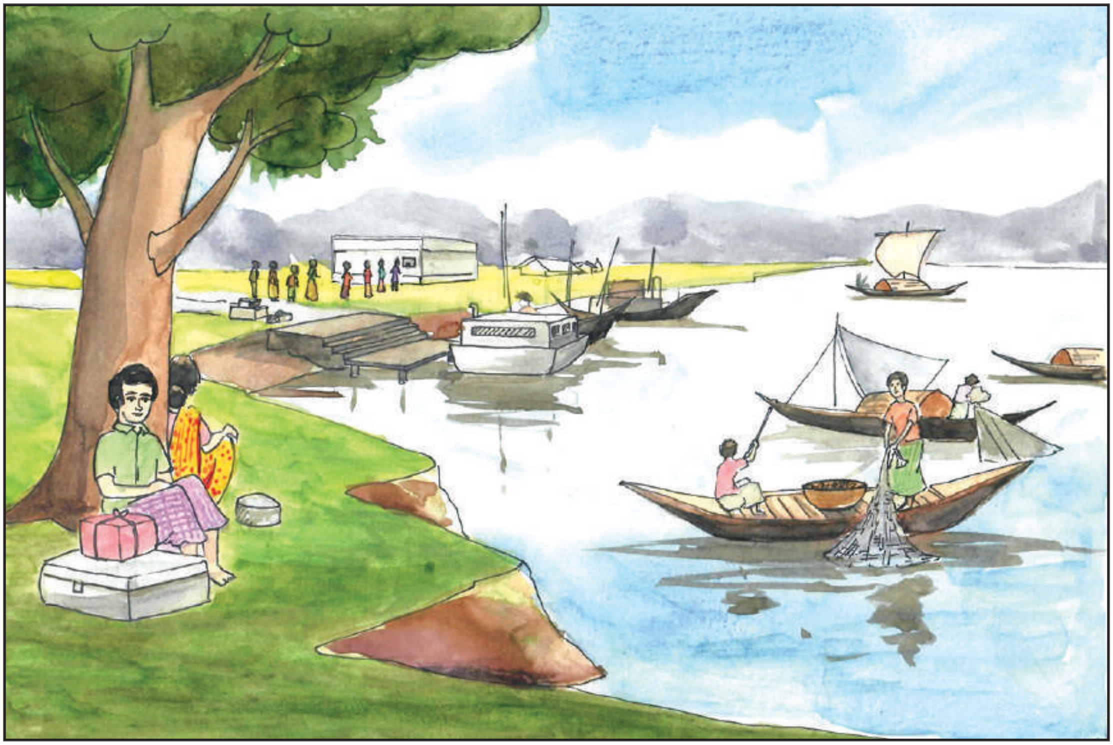

১নং উপকরণ

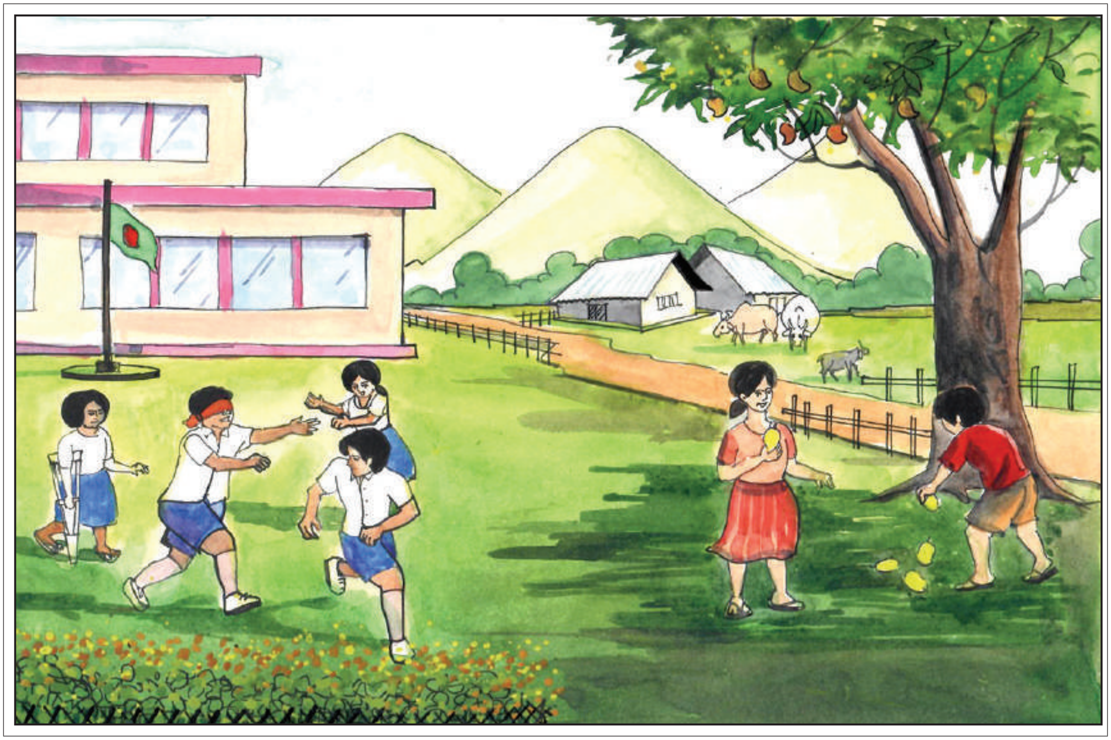

২নং উপকরণ

কর্মপত্র

উপাদানের নাম	পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদান আমাদের কী উপকারে আসে?	প্রাকৃতিক উপাদান না থাকলে কী অসুবিধা হতো?
পানি	১)	১)
গাছ	২)	২)
সূর্য	৩)	৩)
নদী	৪)	৪)
গরু	৫)	৫)

পাঠ-৫

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব-২

শিখনফল

১. ১. ৪ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ (ছবি/ভিডিও)

১. রাস্তা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।
২. শিক্ষার্থী বাড়ির সামনে খেলছে, অন্য সদস্যরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত আছে।

বিষয়বস্তু

পাঠ দ্রষ্টব্য-৪

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. বিদ্যালয়ে আমরা কীভাবে আসি, তা জানতে চাইবেন।
৩. প্রাপ্ত উত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন " সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব কী?" ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- ১নং ও ২নং উপকরণের ছবি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীরে মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন এবং নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - বাড়ি আমাদের প্রয়োজন কেন?
  - রাস্তা আমাদের কেন প্রয়োজন?
  - রাস্তা না থাকলে কী অসুবিধা হতো?
- প্রশ্নোত্তর এবং ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবেন।
- একই প্রশ্ন কয়েকজন শিক্ষার্থীকে করবেন। প্রশ্নোত্তর ফলাবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশের এই উপাদান মানুষ কেন তৈরি করেছে– এ বার্তা দিবেন। এই উপাদানগুলো যে মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের মাধ্যমে ধারণা প্রদান করবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীর নিকট মানুষের তৈরি আর কী কী উপাদান রয়েছে যা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা জানতে চাইবেন এবং উত্তরের ভিত্তিতে মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন।

২. দলগত কাজ

- প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের দলের একটি নাম নির্ধারণ করবে এবং দলনেতা নির্বাচন করবে। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- দলগত কাজের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- প্রতিটি দল আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশের একটি উপাদানের নাম নির্ধারণ করে দলনেতার খাতায় লিখবে। উক্ত উপাদানটির গুরুত্ব একটি বাক্যে খাতায় লিখবে।
- দলগত কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে কাজের তদারক করবেন এবং একই উপাদান যেন একাধিক দল নির্বাচন না করে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- দলগত কাজের সময় শিক্ষক নিম্নরূপ ছক বোর্ডে প্রস্তুত করবেন।

সামাজিক উপাদানের নাম	গুরুত্ব
রাস্তা	রাস্তা ব্যবহার করে আমরা সহজে চলাচল করতে পারি।
সেতু	সেতু ব্যবহার করে আমরা নদী/খাল পার হতে পারি।

- নির্দিষ্ট সময় শেষে একটি দলকে সামনে এসে দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- প্রথম দলের উপস্থাপনের সময় বাকি শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে তা উত্থাপন করবে।
- প্রথম দল থেকে প্রাপ্ত উপাদান ও এর গুরুত্ব ইতঃপূর্বে প্রস্তুতকৃত বোর্ডে ছকে লিখবেন।
- এভাবে সব দল তাদের কাজের ফলাফল উপস্থাপন করবে।
- প্রতি দলের উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন তথ্যাদি বোর্ডে প্রস্তুতকৃত ছকে যোগ করবেন।
- বোর্ডে ছক চূড়ান্ত হলে একেকটি উপাদান এবং তার গুরুত্ব একেকজন শিক্ষার্থীকে ব্যাখ্যা করতে বলবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

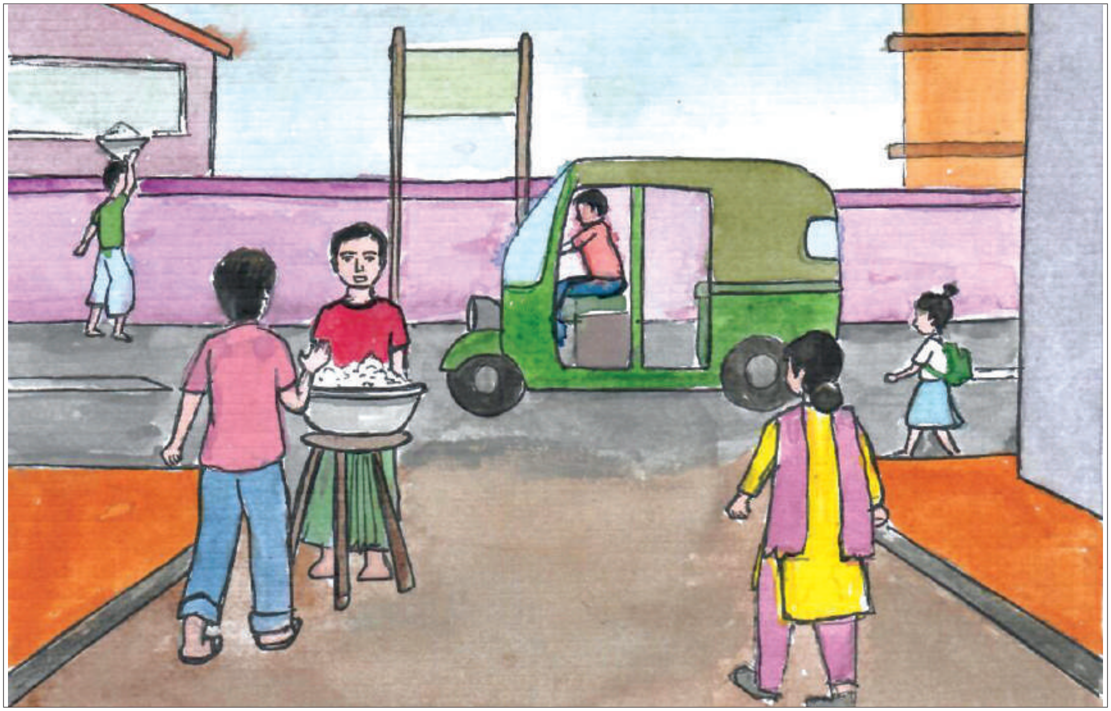

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

পাঠ-৬

সংরক্ষণ করি পরিবেশ

শিখনফল

১. ১. ৫ নিজের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সংরক্ষণে যত্নশীল হবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ (ছবি)

১. রাস্তার পাশে খোলা স্থানে ময়লা আবর্জনা।
২. বৃক্ষরোপণের দৃশ্য।
৩. পোষা পাখিকে (কবুতর) খাবার দেওয়া।

বিষয়বস্তু

পরিবেশের উপাদানসমূহ আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষ সভ্যতার উন্নয়নের জন্য পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করছে। শিশু যে পরিবেশে বেড়ে উঠছে তার প্রতি শিশুদেরকে যত্নশীল আচরণে অভ্যস্ত করা আমাদের দায়িত্ব। শিশুর জীবনে এ ধরনের আচরণ গড়ে তোলার প্রধান ক্ষেত্র হলো তার বাড়ি ও বিদ্যালয়। বাড়িতে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে যেমন– চকলেটের মোড়ক, বিস্কুটের প্যাকেট, ছেঁড়া কাগজপত্র ইত্যাদি ময়লা-আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে। গৃহপালিত বিভিন্ন পশুপাখির (যেমন– মুরগি, কবুতর, বিড়াল, ছাগল) যত্ন নেওয়া, গাছের ডালপালা না ভাঙা, কলকারখানার কালো ধোঁয়া বাতাসে না ছড়ানো, বাগান করা। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা উচিত। প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরিবেশ সংরক্ষণে যত্নশীল হতে হবে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং আজকের পাঠের সংযোগ সৃষ্টির জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
- তোমরা কি কেউ গাছ রোপণ করেছ?
- গাছ রোপণ করলে পরিবেশের কী হতে পারে?
- বাড়িতে পোষা পশুপাখির কেন যত্ন নেওয়া দরকার?

৩. প্রাপ্ত উত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের শিরোনাম “পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের করণীয়” ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ

- উপকরণ ১নং ছবি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন এবং নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - খোলা স্থানে ময়লা ফেললে কী হয়?
  - অধিক পলিথিন ব্যবহার পরিবেশের জন্য কি ভালো?
  - ময়লা কীভাবে রাখলে পরিবেশ ভালো থাকবে?

- ২নং ছবি প্রদর্শনপূর্বক নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - ছবিতে কী দেখতে পাও?
  - গাছ রোপণ করলে পরিবেশ কেমন হবে?
- ৩নং ছবি প্রদর্শনপূর্বক নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - তোমাদের কেউ কি মুরগি বা পাখি পালন কর?
  - পাখি কীভাবে পরিবেশ ভালো রাখে?
  - পাখির যত্ন কীভাবে নেওয়া হয়?
- প্রশ্নোত্তরের আলোকে পরিবেশ সংরক্ষণে আমরা নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলে, গাছ রোপণ করে, পোষা প্রাণীকে খাবার দিয়ে শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তা বুঝিয়ে বলবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সংরক্ষণে নিজেদের কী করণীয় তা অনুশীলনের জন্য জন্য বাইরে নিয়ে যাবেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা রক্ষায় এবং কাজে মনোনিবেশ করাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী দলে ভাগ করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের দলের একটি নাম নির্ধারণ করবে এবং দলনেতা নির্বাচন করবে। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- প্রত্যেক দলকে কী কাজের অনুশীলন করাবেন তা নির্দিষ্ট করে রাখবেন।
- কাজটি কীভাবে করবে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। কাজটি হলো– শিক্ষার্থীদেরকে দলগতভাবে বিদ্যালয়ের ফুলের বাগানের পরিচর্যা করাবেন।
- দলগত কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন, উৎসাহ দেবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে এনে তারা বাইরে যে কাজটি করেছে তা পরিবেশের জন্য কেমন হবে, জানতে চাইবেন।
- পরিবেশ সংরক্ষণে শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তা ব্যাখ্যা করবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।
পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

৩নং উপকরণ

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক নম্বর **(PI)**	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
১.১ চেনা-জানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখা।	06.02.(1.1).01 (PI-01)	চেনা-জানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরিবেশ সংরক্ষণে যত্নশীল হতে পেরেছে।	চেনা-জানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদানসমূহ প্রকাশ করতে পেরেছে।	চেনা-জানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পেরেছে।	চেনা-জানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সংরক্ষণে যত্নশীল হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবেশে জীব

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

১.১ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশে জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত ও শ্রেণিকরণ করে এদের প্রতি যত্নশীল হওয়া।

শিখনফল

১.১.১ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারবে

১.১.২ চলন ও খাদ্য গ্রহণ তৈরির ভিত্তিতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে

১.১.৩ নিকট পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীর যত্ন নিতে পারবে

পাঠ বিভাজন : ৭

পাঠ-১

জীবের পরিচিতি

শিখনফল

১.১.১ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১। পরিবেশের কয়েকটি বাড়ি ও তার আশপাশের দৃশ্য যাতে কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকবে

২। উদ্ভিদের ছোটো থেকে বড়ো হবার ছবি

৩। পোস্টারে প্রাণীর হাঁটার ছবি, প্রাণীর খাওয়ার ছবি ও হাসির ছবি

১. উদ্ভিদ ও প্রাণী সংবলিত পরিবেশ

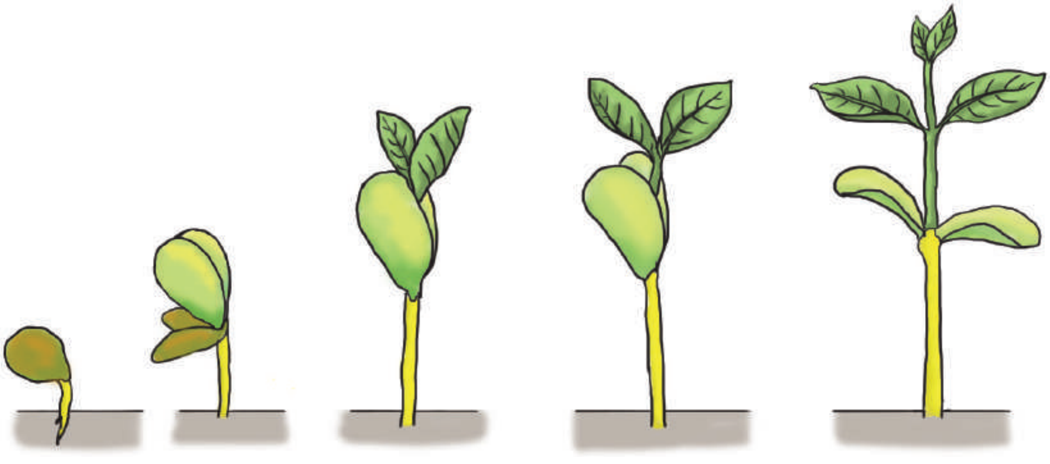

২. উদ্ভিদের ছোটো থেকে বড়ো হওয়া

৩. হাঁটা	৩. হাসা	৩. খাওয়া

বিষয়বস্তু

ইতোপূর্বে আমরা জেনেছি– উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই জীব। জীব নিজের মতো আরেকটি জীব হতে জন্ম নেয় এবং নির্দিষ্ট সময় পর মারা যায়। এটি তাদের জীবনকাল। এ সময়ে এদের শরীর আকার-আয়তনে বাড়ে ও পরিবর্তিত হয়। জীবনকালে এরা খাবার খায়, পানি পান করে ও শ্বাস নেয়। এরা নিজে নিজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হতে পারে। অনুভূতি থাকায় এরা পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থায় সাড়া দেয়। আমাদের চারপাশে যাদের জীবন আছে, তারা হলো জীব। যেমন : গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি, মানুষ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে পাঠ শুরু করবেন।

২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

৩। প্রথমে প্রেষণা তৈরির জন্য বলবেন, আমরা পরিবেশের উপাদানগুলোর নাম জানি। (শ্রেণিকক্ষ ও জানালা দিয়ে বাইরের পরিবেশ দেখতে বলবেন)

প্রশ্ন করবেন–

- বলো তো এ উপাদানগুলো কী কী?
- উপাদানগুলোর দুটি করে উদাহরণ দাও।

৪। উত্তর পাওয়ার জন্য ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৫। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ সম্পর্কে ধারণা দিবেন–

আজ আমরা আমাদের চারপাশের (বিদ্যালয়ের) জীবগুলোকে দেখব ও মনে করার (বাড়ির) চেষ্টা করব। এই দেখা, মনে করা ও মজার মজার কাজের মাধ্যমে আমরা আমরা এই জীবগুলোর ধরন ও বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।

৬। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন—

- “জীবের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?”

খ. মূল পাঠ

১. একক কাজ

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ

শ্রেণির বাইরে গিয়ে শিক্ষার্থীরা যেসব জীব দেখতে পাবে (গরু, ছাগল, পাখি, পোকা), তাদের চলাফেরা, খাওয়া, অনুভূতি– এসব লক্ষ করতে বলবেন। বাহ্যিক গঠন এবং বৈশিষ্ট্যও পর্যবেক্ষণ করবে। কীভাবে তারা কাজটি করবে তার স্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন।

তাদেরকে সতর্ক করবেন—

সতর্কতা! বাইরে অবস্থানকালে শিশুরা যেন কোনো জিনিস, পোকা/জীব এমনকি গাছের পাতা/ফুলে হাত না দেয়। এতে দুর্ঘটনা বা বিপদ হতে পারে।

- শিক্ষার্থীরা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শেষে শ্রেণিতে ফিরে এলে, তাদের দেখা জীবগুলোর তালিকা করতে দিবেন। (তারা নামগুলো বললে, আপনি জীবগুলোর নামের তালিকা আকারে বোর্ডে লিখবেন)
- এবারে ১নং ছবিটি দেখাবেন এবং বাড়িতে ও বাড়ির আশপাশে থাকা জীবগুলো নিয়ে ভাবতে ও একইভাবে তালিকা তৈরি করতে দিবেন।

২. দলগত কাজ

শ্রেণির শিশুদেরকে দুটি দলে ভাগ করবেন। একটি দলকে বাইরে ও ছবিতে দেখা জীব থেকে উদ্ভিদ ও অন্য দলকে প্রাণী আলাদা করতে দিবেন।

- এবার দুটি দলকেই জিজ্ঞেস করবেন—
    - তোমাদের তালিকার জীবগুলো কী কী করতে পারে?

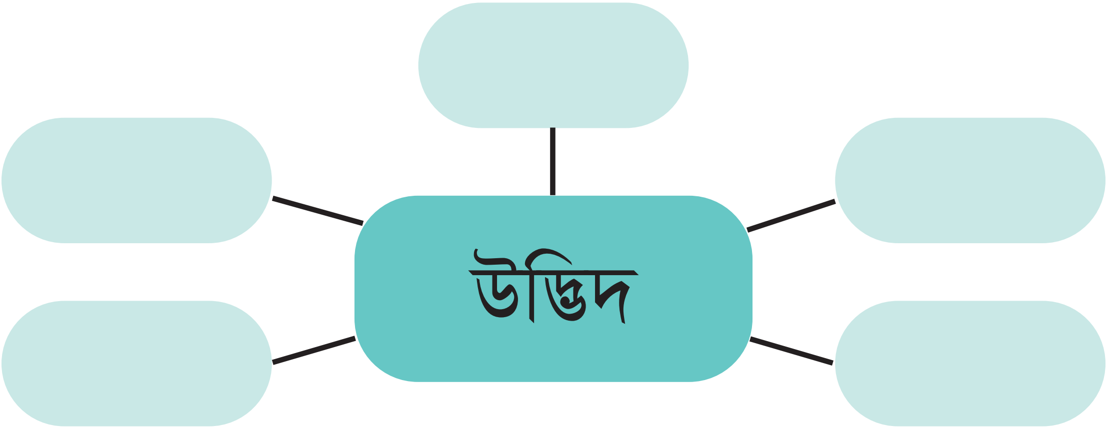

- শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে সহায়তা করার জন্য ২নং ও ৩নং ছবিটি দেখান।
- কোনো শিক্ষার্থী উত্তর দিতে না পারলে সতীর্থদের সাহায্য নিতে দিবেন।
- এরপর এভাবে তা বোর্ডে উপস্থাপন করবেন।

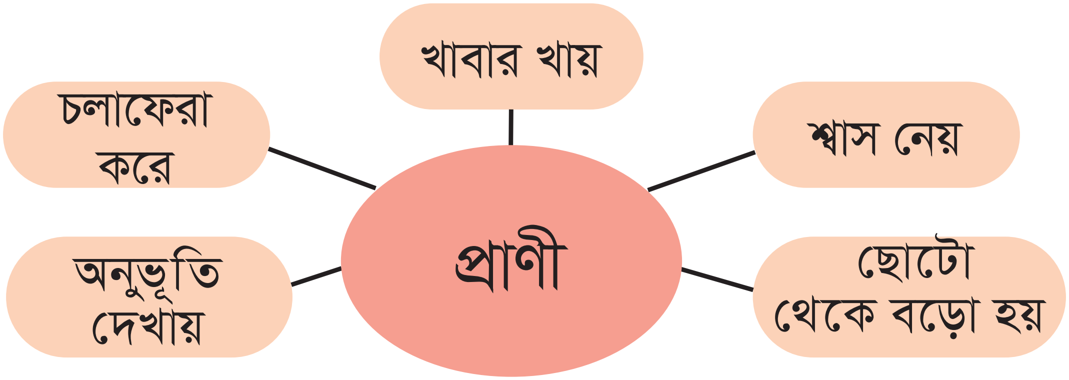

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণার ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠীকে দিয়ে মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আজকে আমরা আমাদের চারপাশের দুইধরনের জীব অর্থাৎ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করলাম। সেই সঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণী কী কী করতে পারে ও পারে না তাও জেনেছি। আজকের জানা থেকে আমরা বুঝেছি যে, উদ্ভিদ ও প্রাণী দুটো দলের বৈশিষ্ট্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও, কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকায় তারা উভয়েই জীব।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

উদ্ভিদ ও প্রাণী কেন একরকম নয় সে সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পাঠে জানব। তোমরাও একটু চিন্তা করো, এগুলো কীভাবে ভিন্ন?

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-২

উদ্ভিদ পরিচিতি

শিখনফল

১.১.১ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. উদ্ভিদ ও প্রাণীসহ বিভিন্ন ধরনের জীব ও জড়ের ছবি/চিত্র/ফ্ল্যাশকার্ড।

২. মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফলবিশিষ্ট বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের (সপুষ্পক) চিহ্নিতকরণ ছাড়া ও সহ ছবি/চিত্র/ফ্ল্যাশকার্ড।

১. বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ (জীব)

১. প্রাণী (জীব)

১. চেয়ার (জড়)

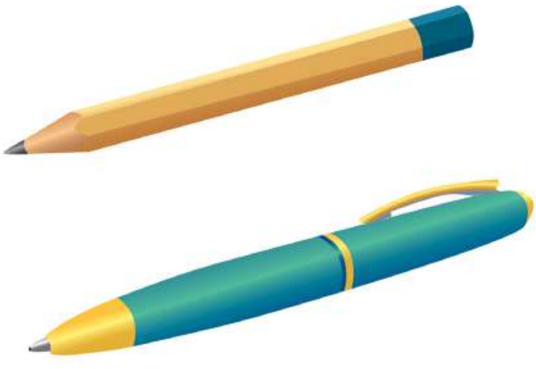

১. কলম-পেন্সিল (জড়)

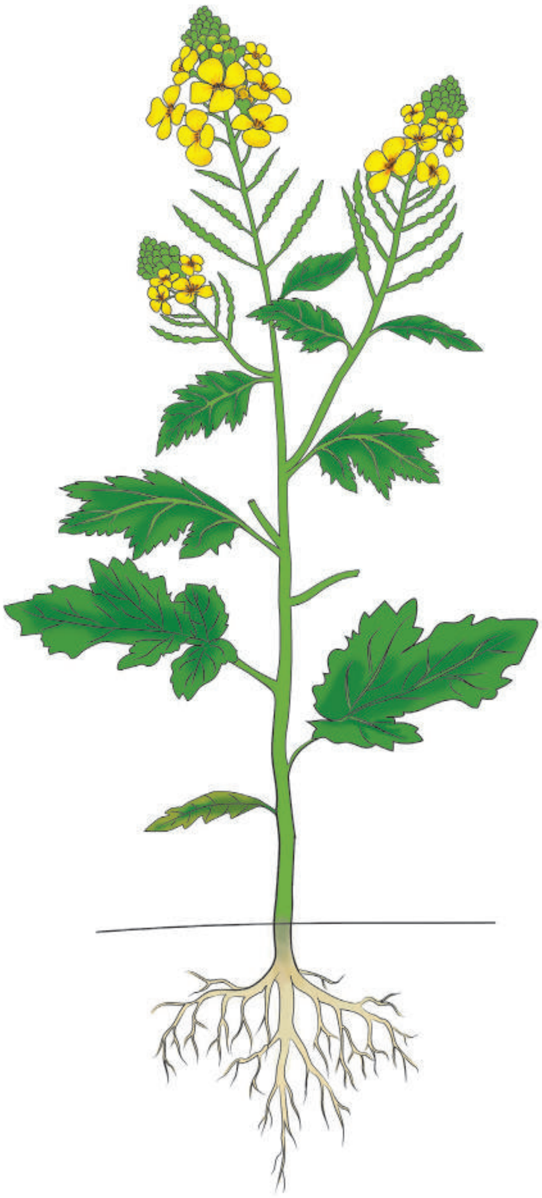

২. উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ (চিহ্নিতকরণ ছাড়া)

বিষয়বস্তু

আমরা জেনেছি উদ্ভিদ এক ধরনের জীব। আমাদের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য উদ্ভিদ রয়েছে। এদের বেঁচে থাকার জন্য আলো, পানি ও বাতাস প্রয়োজন। এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে না। অধিকাংশ উদ্ভিদই সবুজ এবং নিজেরা নিজেদের খাদ্য তৈরি করে। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ থাকে যা তাদের বৃদ্ধি, বেঁচে থাকা ও বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এ অংশগুলোর মধ্যে রয়েছে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল।

- পাতা– উদ্ভিদের একটি অংশ হলো পাতা। পাতা বিভিন্ন আকার ও আকৃতির হয়, কিন্তু বেশিরভাগ পাতাই সাধারণত চ্যাপ্টা ও সবুজ হয়।
- কাণ্ড– কাণ্ড হলো উদ্ভিদের অন্যতম প্রধান অংশ কারণ এটি ফুল, ফল ও পাতা ধারণে সহায়তা করে। কাণ্ড

খাদ্য ও পানি পরিবহণের মাধ্যমে উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

- মূল– মূল মাটির নিচে থাকা উদ্ভিদের একটি অন্যতম প্রধান অংশ। সাধারণত মূল মাটির নিচে থাকায় গাছকে মাটির সঙ্গে আঁকড়ে থাকতে এবং মাটি থেকে পানির মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহে সহায়তা করে।
- ফুল– ফুল হলো উদ্ভিদের একটি অংশ যা থেকে ফল ও বীজ হয়। ফুল বিভিন্ন রঙের হয়।
- ফল– ফল হলো উদ্ভিদের সেই অংশ যার ভিতরে বীজ থাকে। অধিকাংশ ফল মিষ্টি হওয়ায় প্রাণীরা ফল খেতে পছন্দ করে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জীব ও জড়ের ছবি (উপকরণ-১ -এ বর্ণিত) দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন—
   ○ এখানে কোনগুলো জীব ও কোনগুলো জড়?
৩. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।
৪. ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।
৫. এরপর শিক্ষার্থীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবেন যে, উদ্ভিদ ও প্রাণী হলো জীব।
৬. নিচের প্রশ্নটি করবেন—
   ○ এখানে কোনগুলো উদ্ভিদ?
৭. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।
৮. ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।
৯. শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন—
   "উদ্ভিদ এক ধরনের জীব। আমাদের আশপাশে নানা ধরনের উদ্ভিদ রয়েছে। উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশগুলো কী কী? কিছু মজার কাজ করার মাধ্যমে আজকে আমরা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে জানব"।
১০. পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।
১১. আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি বোর্ডে লিখবেন—
   ○ উদ্ভিদের দেহের প্রধান অংশগুলো কী কী?

খ. মূল পাঠ

১. একক কাজ

মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফলবিশিষ্ট বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের (সপুষ্পক) ছবি (উপকরণ-২ -এ বর্ণিত) দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে বলবেন—

"ছবিতে একটি গাছ দেখানো হয়েছে। এই উদ্ভিদের কী কী অংশ রয়েছে তা খুঁজে বের করো।"

এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।
নিচের মতো করে বোর্ডে একটি ছক আঁকবেন।

উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ

২. দলগত কাজ

চিহ্নিতকরণ ছাড়া উদ্ভিদের ২নং ছবিটি বোর্ডে লাগাবেন/আঁকবেন।

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- প্রদর্শিত ছবি সম্পর্কে নিজেদের মতামত দলের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করতে বলবেন।
- কাজটি করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।
- নির্দিষ্ট সময় পরে প্রতিটি দলকে তাদের দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- বোর্ডে লাগানো/আঁকা ছবিতে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশগুলো নিচের মতো করে লেবেল/চিহ্নিত করতে বলবেন।

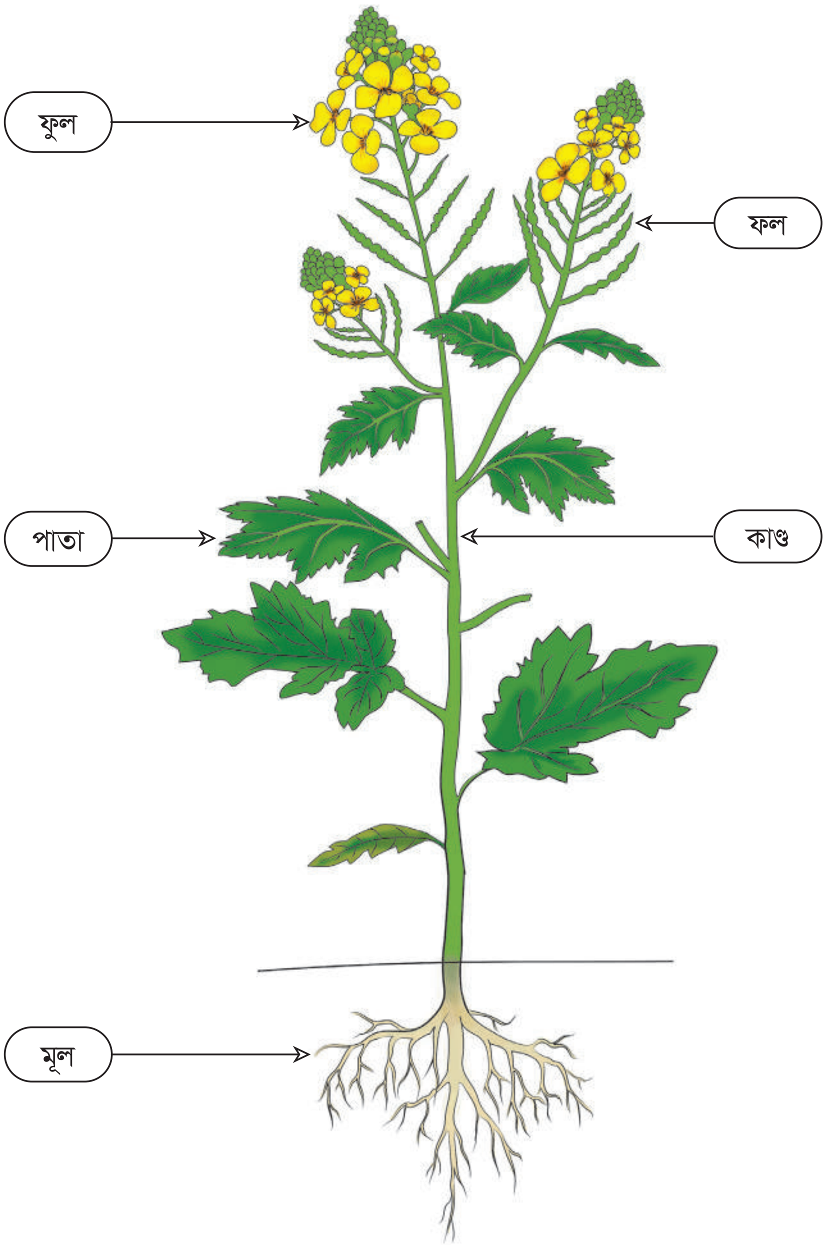

২. উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ (চিহ্নিতকরণসহ)

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণার ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠীকে দিয়ে মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

- আজকের পাঠে আমরা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে জেনেছি। অধিকাংশ উদ্ভিদের সাধারণ কিছু অংশ থাকে, যেমন– মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল।
- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

- আগামী ক্লাসে আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে কী কী পার্থক্য আছে, তা জানব।
- পরবর্তী পাঠের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৩ ও ৪
প্রাণীর পরিচিতি

শিখনফল

১.১.২ চলন ও খাদ্য গ্রহণ তৈরির ভিত্তিতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে

শিখন-শেখানো উপকরণ

১। বিভিন্ন প্রাণীর ছবি/চিত্র/ফ্ল্যাশ কার্ড
২। প্রাণীর জন্ম থেকে বড়ো হয়ে মৃত্যুর ছবি
৩। প্রাণী খাচ্ছে, চলাফেরা করছে, শ্বাস নিচ্ছে এমন ছবি

১. কয়েকটি প্রাণী

২. মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু

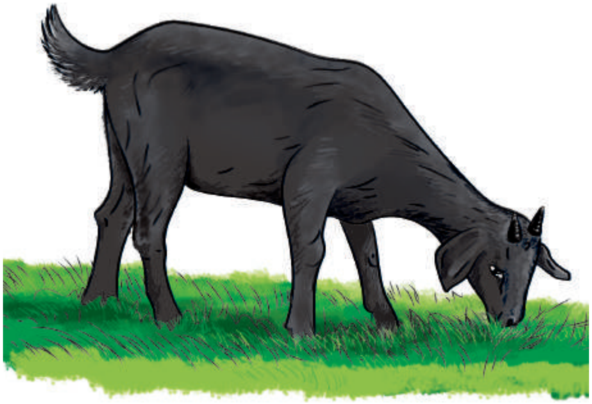

৩. ছাগলটি ঘাস খাচ্ছে

৩. ছেলেটি শ্বাস নিচ্ছে

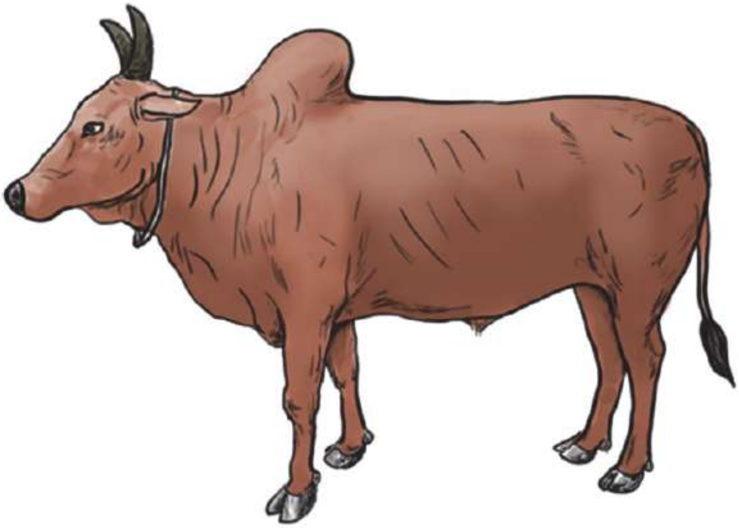

৩. গরুটি হাঁটছে

বিষয়বস্তু

আমরা জেনেছি জীব দুধরনের। প্রাণীরাও জীব। এরা পা বা পাখা দিয়ে চলাফেরা করে নিজে নিজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হতে পারে। প্রাণী খাবার খেলেও নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে না। খাবার হিসেবে এরা উদ্ভিদ বা অন্য প্রাণীকে খেয়ে থাকে। এদের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। এরা শ্বাস নেয় এবং পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থায় সাড়া দেয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করতে গত পাঠ থেকে প্রশ্ন করবেন— আমরা গত পাঠে বাইরে গিয়ে যে দু' ধরনের জীব দেখেছিলাম, তাদের নাম কী? তারা কি দেখতে একই রকম ছিল?

৩। উত্তর পাওয়ার জন্য ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪। শিক্ষার্থীদের উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৫। প্রেষণা সৃষ্টির জন্য বলবেন—

গত পাঠে আমরা জেনেছি, উদ্ভিদের কী কী বৈশিষ্ট্য আছে। আজ আমরা প্রাণীদের সম্পর্কে জানব। প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।

৬। আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে তা লিখবেন।

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন—

- "প্রাণীর কী কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে?"

খ. মূল পাঠ

১. একক কাজ

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ

প্রথমেই শিক্ষার্থীদের কাজটি সম্পন্ন করার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন :

"শিক্ষার্থীদের ১০ মিনিটের জন্য বাইরে নিয়ে যান। বিদ্যালয়ের ও আশপাশের প্রাণীগুলো দেখতে বলবেন। এদের চলন ও খাদ্যগ্রহণ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন।

সতর্কতা! বাইরে অবস্থানকালে শিশুরা যেন কোনো জিনিস, পোকা/জীব এমনকি গাছের পাতা/ফুলে হাত না দেয়। এতে দুর্ঘটনা বা বিপদ হতে পারে।

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে ফিরিয়ে এনে শ্রেণিকক্ষের ভিতরের প্রাণীদের দেখতে বলবেন। এবারে প্রশ্ন করবেন–

- বাইরে তোমরা কোন কোন প্রাণী দেখেছ?
- শ্রেণিকক্ষে তোমরা কোন কোন প্রাণী দেখতে পাচ্ছ?

ওদের দেয়া উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন।

এরপর ২ নং ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন—

- ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছ?

বলবেন— প্রাণী তার মতো আরেকটি প্রাণী থেকে জন্ম হয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বড়ো হয় ও এক সময় মারা

যায়।

এরপর ৩নং ছবি দেখিয়ে একই প্রশ্ন করবেন। এবারে জিজ্ঞাসা করবেন—

- প্রাণী যে খাচ্ছে, তা কি তারা নিজেরা তৈরি করেছে?
- তারা কোথা থেকে খাবার পেয়েছে? ভালো ও বেশি পাবার জন্য উদ্ভিদে সার দেওয়া হয়।

বনের ছবিটি দেখিয়ে বলবেন— উদ্ভিদ নিজেই নিজের খাবার তৈরি করে। (এ সম্পর্কে আমরা বড়ো ক্লাসে বিস্তারিত জানব। প্রাণী নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে না। তাকে খাবার হিসেবে অন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী খেতে হয়।

- বিষয়টি বুঝিয়ে দিবেন। এ সময় শিশুদের কৌতূহলমূলক জিজ্ঞাসার সমাধান দিবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করবেন।
- এক দলকে তাদের দেখা প্রাণীদের নামের তালিকা তৈরি ও অন্য দলকে প্রাণীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে দিবেন।
- কাজটি করার জন্য নির্দিষ্ট সময় দিবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে শ্রেণিতে ঘুরে ঘুরে শিশুদের কাজ দেখবেন।
- শিশুদের দলগত কাজের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- বোর্ডে লেখা আগের তালিকায় নতুন প্রাণীর নাম যুক্ত করবেন।
- প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে বোর্ডে লিখবেন— জন্ম নেয়, মৃত্যু হয়, চলাফেরা করে, খাবার খায় ও শ্বাস নেয় ইত্যাদি।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণার ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠীকে দিয়ে মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আমরা আজকে আমাদের চারপাশের প্রাণীদের খুঁজে বের করেছি এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো জেনেছি। প্রাণীরা জন্ম নেয়, বড়ো হয় ও এক সময়ে মারা যায়। প্রায় সব প্রাণী নিজে নিজে চলাফেরা করতে পারে। তবে খাবারের জন্য এদের অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীর উপর নির্ভর করতে হয়। এরা শ্বাস নেয় এবং পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থায় সাড়া দেয়।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

বাস্তবিক জীবনে এ পাঠ থেকে জানা কাজগুলো করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৫ ও ৬

উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য

শিখনফল

১.১.২ চলন ও খাদ্য গ্রহণ তৈরির ভিত্তিতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১। উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা সংবলিত ছবি যার আকাশে একটি সূর্য আঁকা থাকবে।
২। মাছের পানিতে থাকা, পাখির ওড়া, ঘোড়া দৌড়ানোর ছবি।
৩। মুরগির ধান ও মানুষের মাছ খাওয়ার ছবি।
৪। বৃষ্টিতে একটি বনের ছবি।

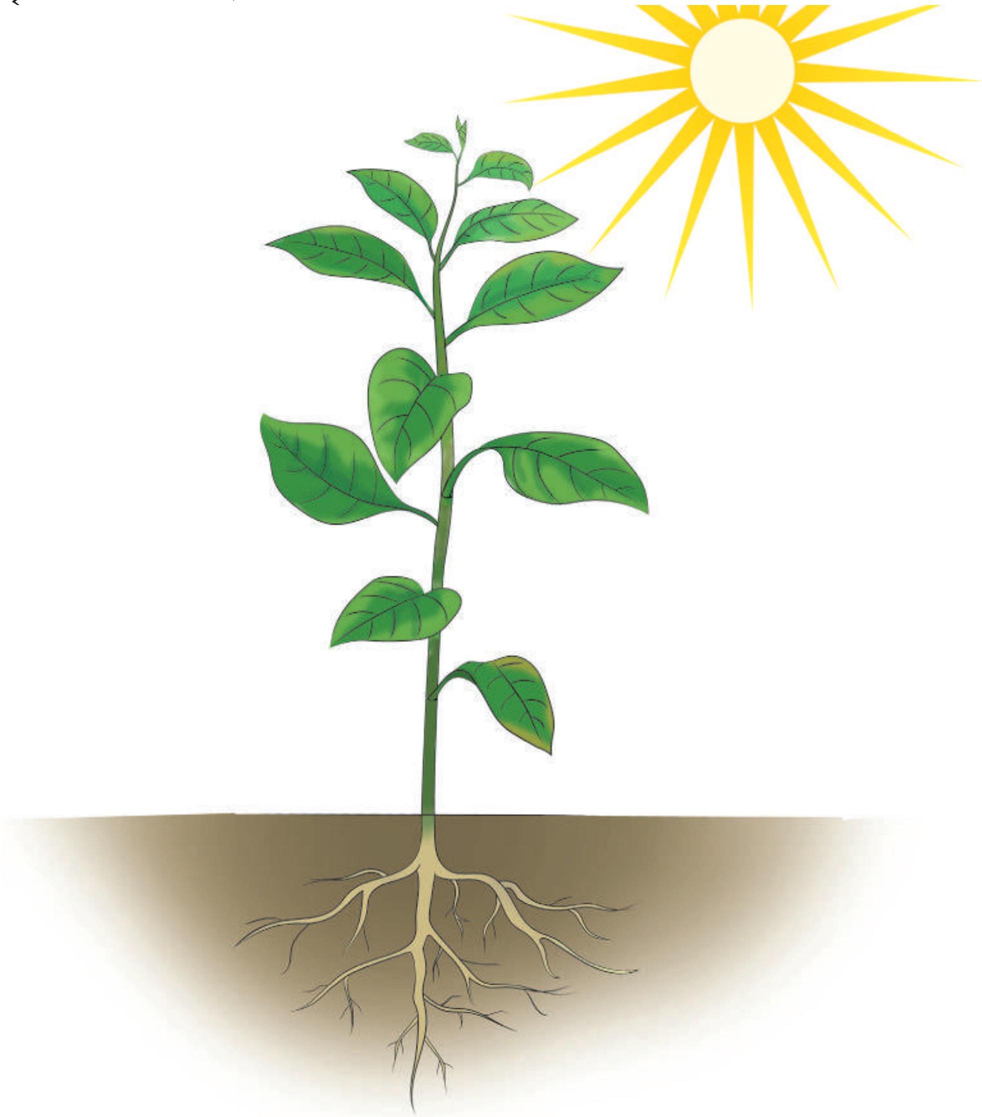

১. উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা সংবলিত ছবি, আকাশে একটি সূর্য

২. পানিতে মাছ

২. পাখি উড়ছে

২. ঘোড়া দৌড়াচ্ছে

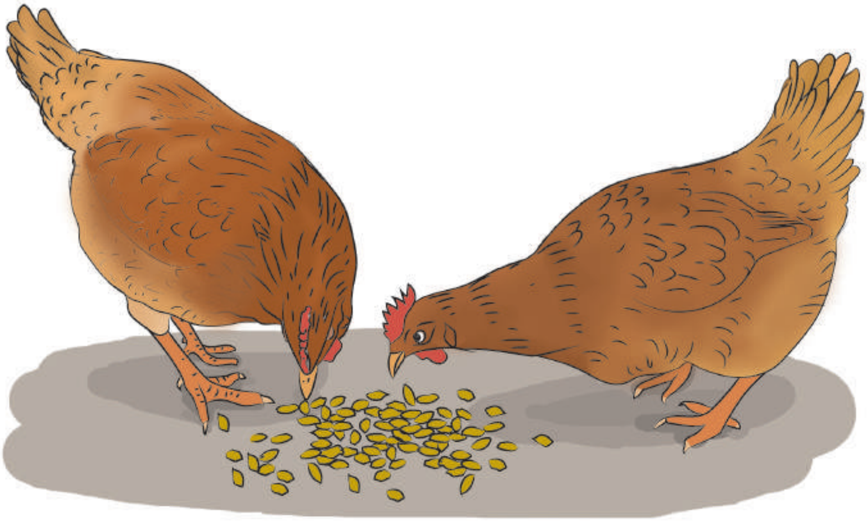

৩. মুরগি খাচ্ছে

৩. মানুষ মাছ খাচ্ছে

৪. বনে বৃষ্টি হচ্ছে

বিষয়বস্তু

জীব দুই ধরনের– উদ্ভিদ ও প্রাণী।

উদ্ভিদ :

উদ্ভিদ শেকড়/মূল দিয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। এটি নিজে নিজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে না। জলজ উদ্ভিদরা পানির স্রোতের সাহায্যে জায়গা বদল করে। উদ্ভিদ মাটিতে থাকা পানি ও সূর্যের আলো দিয়ে নিজেদের খাবার নিজেরাই তৈরি করে। প্রায় সব উদ্ভিদই সবুজ।

প্রাণী :

প্রাণী তাদের পাখা বা পা দিয়ে নিজে নিজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাফেরা করে। প্রাণী খাবার খেলেও, নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে না। খাবার হিসেবে এরা উদ্ভিদ বা অন্য প্রাণীকে খেয়ে থাকে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করতে গত পাঠ থেকে প্রশ্ন করবেন– আমরা গত পাঠে বাইরে গিয়ে যে দুই ধরনের জীব দেখেছিলাম, তাদের নাম কী? তারা কি দেখতে একই রকম ছিল?

৩। উত্তর পাওয়ার জন্য ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪। শিক্ষার্থীদের উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৫। প্রেষণা সৃষ্টির জন্য বলবেন–

- উদ্ভিদ ও প্রাণী যেমন দেখতে ভিন্ন, তেমনি বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও এরা আলাদা।

৬। আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে তা লিখবেন।

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন–

- উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে একে অন্য থেকে আলাদা/ভিন্ন?”

খ. মূল পাঠ

১. একক কাজ

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ :

প্রথমেই শিক্ষার্থীদের কাজটি সম্পন্ন করার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন :

“শিক্ষার্থীদের ১০ মিনিটের জন্য বাইরে নিয়ে যান। বিদ্যালয়ের ও আশপাশের উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলো দেখতে বলবেন। এদের চলন ও খাদ্যগ্রহণ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন।”

সতর্কতা! বাইরে অবস্থানকালে শিশুরা যেন কোনো জিনিস, পোকা/জীব এমনকি গাছের পাতা/ফুলে হাত না দেয়। এতে দুর্ঘটনা বা বিপদ হতে পারে।

শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে ফিরে এলে, এরপর প্রশ্ন করবেন–

- ○ বাইরে আমরা কী কী উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখেছি?

এরপর ১ ও ২নং ছবি দুটি দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন–

- আমগাছটি কীসের সাহায্যে দাঁড়িয়ে থাকে?
- এ গাছটি কি হাঁটতে বা অন্য জায়গায় যেতে পারে?
- পাখিটি কি একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিল?

- পাখিটি কীভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেল?

এবার প্রশ্ন করবেন–

  - উদ্ভিদ ও প্রাণী বড়ো হওয়া ও বেঁচে থাকার জন্য কী দরকার?

এবারে ৩নং ছবিটি দেখান, প্রশ্ন করবেন–

  - এই দুটো প্রাণী যে খাবার খাচ্ছে, তা কি তারা নিজেরা তৈরি করেছে?
  - এ খাবার তারা কোথা থেকে পেয়েছে?
  - উদ্ভিদ কোথা থেকে তার খাবার পায়?

সারের কথা উল্লেখ করে বলবেন– সার উদ্ভিদের প্রধান খাবার নয়। বেশি ও ভালো ফলন পাবার জন্য উদ্ভিদে সার দেয়া হয়।

উদ্ভিদ নিজেই নিজের খাবার তৈরি করে। (এ সম্পর্কে আমরা বড়ো ক্লাসে বিস্তারিত জানব)। প্রাণী নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে না। তাকে খাবার হিসেবে উদ্ভিদ ও অন্য প্রাণী খেতে হয়।

২. দলগত কাজ

- পুরো শ্রেণিকে দুভাগে ভাগ করবেন। উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে একে অন্যের থেকে আলাদা সে বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করতে দিবেন।
- কাজটি করার জন্য নির্দিষ্ট সময় দিবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে শ্রেণিতে ঘুরে ঘুরে শিশুদের আলোচনা শুনবেন ও প্রয়োজনে তাদের ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা করবেন।
- বোর্ডের একদিকে একটি উদ্ভিদ ও অন্যদিকে প্রাণীর ছবির আউটলাইন এঁকে মাঝে একটি দাগ টানবেন।
- এবারে দুটি দলের দলনেতাকে দলগত কাজের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করতে বলবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণার ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠীকে দিয়ে মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আজ আমরা জানলাম, উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে দাঁড়িয়ে থাকে তবে নিজে নিজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে না। প্রাণী পা, পাখা দিয়ে নিজেই চলাফেরা করতে পারে। উদ্ভিদ নিজের খাবার নিজে তৈরি করে কিন্তু প্রাণী নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে না। সে উদ্ভিদ ও অন্য প্রাণীকে খাবার হিসেবে খায়।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

আমরা আজকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভিন্নতা সম্পর্কে জেনেছি। পরবর্তী পাঠে আমরা এদের যত্ন করা নিয়ে জানব। তোমরা এ বিষয়ে চিন্তা করবে।

ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি টানবেন।

পাঠ-৭

জীবের যত্ন

শিখনফল

১.১.৩ নিকট পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীর যত্ন নিতে পারবে

শিখন-শেখানো উপকরণ

১। শিশুরা গাছে পানি দিচ্ছে, আগাছা পরিষ্কার করছে এমন দৃশ্য
২। হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগলের খাওয়ার ছবি
৩। গরুর গোয়ালঘর, হাঁস-মুরগির খোঁয়াড় পরিষ্কার করার ছবি
৪। পশুপাখিকে গোসল করানোর ছবি

১. শিশুরা গাছে পানি দিচ্ছে

১. আগাছা পরিষ্কার করছে

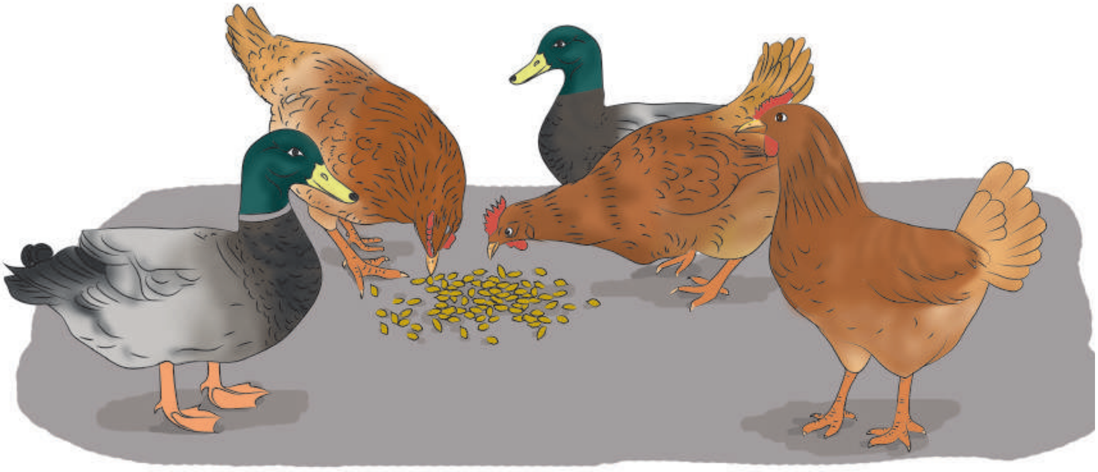

২. হাঁস-মুরগির খাওয়ার ছবি

২. গরু-ছাগলের খাওয়ার ছবি

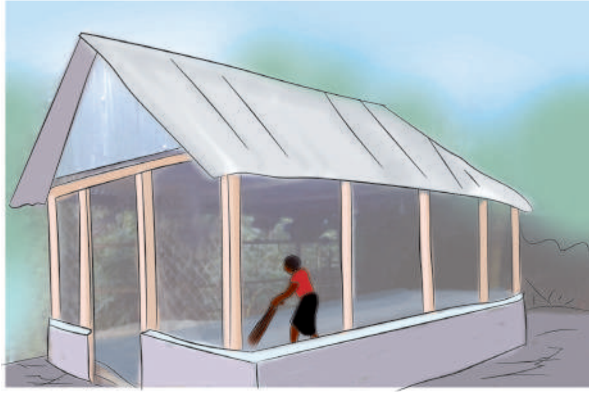

৩. গরুর গোয়ালঘর, হাঁস-মুরগির খোঁয়াড় পরিষ্কার করার ছবি

৪. গরুকে গোসল করানোর ছবি

বিষয়বস্তু

আমাদের আশপাশে আম, জাম, কাঁঠাল, ফল ও সবজির গাছ রয়েছে। এরা সবাই উদ্ভিদ। এদের থেকে আমরা ফুল-ফল-সবজি, ফসল ও কাঠ পাই। এসব উদ্ভিদ থেকে ভালো ফুল, ফল, সবজি বা কাঠ পেতে হলে, এদের যত্ন নিতে হয়। গাছে নিয়মিত পানি দিতে হয়। আগাছাও পরিষ্কার করতে হয়। বেশি ও ভালো ফল পেতে মাঝে মাঝে গাছে সারও দিতে হয়।

বাড়িতে আমরা কবুতর, টিয়া, ময়না বা কুকুর-বিড়াল পুষি। আমাদের অনেকের বাড়িতে হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগলও আছে। এরা সবাই প্রাণী। ডিম, দুধ ও মাংস পেতে, এসব প্রাণীদেরও যত্ন নিতে হয়। আমরা এদের থাকার জন্য খাঁচা বা বাসস্থানের ব্যবস্থা করি। নিয়মিত এই বাসস্থান পরিষ্কার করি। এসব প্রাণীকে প্রতিদিন যথাযথ খাবার দেই। পরিষ্কার রাখার জন্য মাঝে মাঝে এদেরকে গোসলও করাতে হয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তৈরির জন্য প্রশ্ন করবেন−

- তোমাদের চারপাশে যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখো, তাদের জন্য তোমরা কী কী কর?

৩। উত্তর পাওয়ার জন্য ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪। শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে আমরা ফুল, ফল, সবজি, কাঠ, মাংস, দুধ ও ডিম পেয়ে থাকি। এরা আমাদের আনন্দও দেয়। তাই আমাদের এদের যত্ন নেওয়া উচিত। সেজন্য আমাদের কী করতে হবে তাই আমরা আজকে জানার চেষ্টা করব।

৫। আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে তা লিখবেন।

৬। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন :

“কীভাবে আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণীর যত্ন নিব?”

খ. মূল পাঠ

১. একক কাজ

প্রথমে ১নং ছবিটি দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন−

- ছবিতে কী দেখছো?
- কেন গাছে পানি দেয়া হচ্ছে?
- গাছে পানি দেয়া ছাড়াও আর কী কী দেয়া হয়?
- পানি দেয়া ছাড়াও ছবিতে আর কী করতে দেখা যাচ্ছে? কেন এসব করা হচ্ছে?

- বাড়িতে কী কী পশুপাখি পোষা হয়?

এরপর একে একে ২,৩ ও ৪ নং ছবিগুলো দেখান এবং প্রশ্ন করবেন−

- ছবিতে তোমরা কী দেখছো?

প্রকৃতিতে কাজ

শিশুদের হাতে গাছে পানি দেয়ার উপকরণগুলো সরবরাহ করবেন। কোনো নির্দেশনা ছাড়াই ওদেরকে টব/বাগানের গাছের কাছে পাঁচ মিনিটের জন্য ছেড়ে দিবেন। শুধু সতর্ক করে দিবেন−

সতর্কতা! বাইরে অবস্থানকালে তারা যেন কোনো জিনিস, পোকা/জীব এমনকি গাছের পাতা/ফুলে হাত না দেয়। এতে দুর্ঘটনা বা বিপদ হতে পারে। পোকামাকড় বা বিষাক্ত উদ্ভিদ গায়ে লাগলে চুলকানি বা র‍্যাশ হতে পারে।

- শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। তাদের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণার ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠীকে দিয়ে মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করবেন।
- বোর্ডে নিচের ছকটি আঁকুন ও শিক্ষার্থীদের তালিকাটি করতে বলবেন–

উদ্ভিদের যত্ন	প্রাণীর যত্ন

- শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন :

"তারা তাদের চারপাশের উদ্ভিদ ও প্রাণীর যত্ন নিতে যে কাজগুলো করে, বা অন্যদেরকে করতে দেখে, সেগুলো একে একে বলবে"

- কাজটি করার জন্য নির্দিষ্ট সময় দিবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে শ্রেণিতে ঘুরে ঘুরে শিশুদের কাজ দেখুন।
- শিশুদের নেতাকে দলগত কাজের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- সারসংক্ষেপ ও মতামতের বিষয়গুলো পয়েন্ট আকারে আপনি বোর্ডের ছকে লিখবেন। লেখা শেষে তা পড়ে শোনাবেন।

উদ্ভিদের যত্ন	প্রাণীর যত্ন
নিয়মিত পানি দেয়া	খাবার দেয়া
আগাছা পরিষ্কার করা	থাকার জায়গা পরিষ্কার করা
প্রয়োজনে সার দেয়া	গোসল করানো

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আজকে আমরা জানলাম, উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে ফুল, ফল, কাঠ, ফসল, মাংস ও ডিম পাই। এসব পেতে নিয়মিত এদেরকে খাবার দিতে হয়। পরিষ্কারও করতে হয়। অর্থাৎ, বিভিন্নভাবে এদের যত্ন নিতে হয়। তোমরা নিজেরাও তা করেছ।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

বাস্তবিক জীবনে এ পাঠ থেকে জানা কাজগুলো করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।
ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি টানবেন।

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শীতার সূচক নং (PI)	পারদর্শীতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা		
			প্রারম্ভিক	ভালো	উত্তম
১.১ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশে জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত ও শ্রেণিকরণ করে এদের প্রতি যত্নশীল হওয়া।	04.02.01.01	পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশে জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে।	নিকট পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পেরেছে।	পরিবেশের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পেরেছে।	বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত ও তুলনা করতে পেরেছে।
	04.02.01.02	পরিবেশে জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করে এদের প্রতি যত্নশীল হতে পেরেছে।	উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করে জীবের যত্নের উপায় প্রকাশ করতে পেরেছে।	উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করে জীবের যত্ন নিতে উদ্যোগ নিয়েছে।	উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করে বিদ্যালয়ে ও নিকট পরিবেশে তাদের যত্ন করতে পেরেছে।

তৃতীয় অধ্যায়
আমি ও আমার প্রতিবেশী

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

২.১ প্রতিবেশী সম্পর্কে জেনে তাদেরকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা করা

পাঠ বিভাজন : ৫

পাঠ-১
আমার প্রতিবেশী

শিখনফল

২.১.১ প্রতিবেশী সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. প্রতিবেশীর ছবি/ভিডিও যেখানে পাশাপাশি কয়েকটি বাসা বা বাড়ির লোকজন বসবাস করে।
২. সমবয়সি কয়েকটি শিশু মিলে পাড়ায়/মহল্লায় খেলাধুলা করছে।
৩. কর্মপত্র

বিষয়বস্তু

আমাদের বাড়ির চারপাশে যাঁরা বসবাস করেন, তাঁরাই আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীদের মধ্যে আমাদের আত্মীয়স্বজনও আছেন, আবার অনেক অনাত্মীয়ও রয়েছেন। তবে আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশীই শিশুদেরকে অনেক আদর করেন। অপরদিকে শিশুরাও তাদেরকে নানাভাবে সম্বোধন করে থাকে। এর ফলে প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের সবার সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। বিশেষ করে শিশুদের সঙ্গে প্রতিবেশীর সম্পর্ক হয় অত্যন্ত মধুর।

কোনো কোনো প্রতিবেশী আমাদের খুবই পরিচিত, কেউ স্বল্প পরিচিত, আবার কারো কারো সম্পর্কে আমরা তেমন কিছুই জানি না। অনেকের সঙ্গেই শুভেচ্ছা বিনিময় হয়, আবার কারো কারো সঙ্গে তেমন কথাই হয় না। তবে সমাজে সুন্দরভাবে থাকতে হলে প্রতিবেশীদের চিনতে হবে, তাদের সম্পর্কে জানতে হবে এবং এদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২ শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ১নং ও ২নং ছবি দেখিয়ে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

- প্রথম ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে? তোমাদের বাড়ির চারপাশে এরকম বাড়িঘর আছে কি?
- দ্বিতীয় ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে? তোমরাও কি সমবয়সি প্রতিবেশীদের সঙ্গে এভাবে খেলাধুলা কর?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।
৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন ‘আমার প্রতিবেশীদের পরিচয় কী?’ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১। জোড়ায় কাজ

- পাশাপাশি বসা শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে জোড়া গঠন করে একটি খেলার মাধ্যমে পরস্পরকে নিজ নিজ বাড়ির চারপাশে কারা থাকেন তা জেনে নিতে বলবেন। যেমন– একজন বলবে, 'আমার বাড়ির পাশে থাকেন আমার চাচার পরিবার, তোমার বাড়ির পাশে কে থাকেন?' অপর শিক্ষার্থী বলবে, 'আমার বাড়ির পাশে থাকেন আমার বন্ধুরা, তোমার বাড়ির পাশে কে থাকেন?' এভাবে ৪/৫ মিনিট ধরে খেলাটি চলবে।
- জোড়ায় কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে খেলাটি দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা ও উৎসাহ দিবেন।
- ৫/৭ জনের নিকট থেকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাদের বাড়ির পাশে কে কে থাকেন তা শুনবেন।

২। প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

শিক্ষার্থীদেরকে পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

- ○ তোমার বাড়ির পাশে কারা থাকেন?
- ○ তোমার বাড়ির পাশে যাঁরা থাকেন, তাদেরকে এক কথায় কী বলা হয়?
- ○ তাঁদের মধ্যে সবাই কি তোমার আত্মীয়?
- ○ তোমার আত্মীয়স্বজন ছাড়াও আর কারা কারা থাকেন?
- ○ প্রতিবেশীদেরকে তুমি কী কী বলে সম্বোধন কর?
- ○ সমবয়সি প্রতিবেশীদের সঙ্গে তোমরা কী কী কর?

- শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে তথ্য নিয়ে বোর্ডে একটি কমন তালিকা করবেন (যেমন– প্রতিবেশীর তালিকা : চাচা, ফুপু, বন্ধু, মামা, অনাত্মীয় ইত্যাদি)।
- প্রশ্নোত্তরের আলোকে প্রতিবেশী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

৩। একক কাজ

- পূর্বে পোস্টার পেপারে লেখা কর্মপত্র সবাইকে সরবরাহ করবেন। অথবা কর্মপত্রটি মাল্টিমিডিয়ায় দেখাবেন/বোর্ডে লিখবেন।
- এবার প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সরবরাহকৃত কর্মপত্রটি, অথবা নিজ নিজ খাতায় কর্মপত্র লিখে ছকটি পূরণ করতে বলবেন।
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা ও উৎসাহ দিবেন।
- কয়েকজনের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে বোর্ডে প্রতিবেশীর একটি সাধারণ তালিকা তৈরি করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৪। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : পাঠের শেষে শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

কর্মপত্র

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	উত্তর
১	তোমার সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশীর বাড়িতে পরিবারের লোকসংখ্যা কতজন?	
২	এ পরিবারটি কি তোমাদের আত্মীয়?	
৩	উক্ত পরিবারের কেউ বিদ্যালয়ে যায় কি?	
৪	তাদের মধ্যে কেউ তোমাদের খেলার সাথী রয়েছে কি?	
৫	ঐ পরিবারের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কেমন?	

পাঠ-২

আমাদের জীবনে প্রতিবেশীদের গুরুত্ব

শিখনফল

২.১.২ শিশুর জীবনে প্রতিবেশীর গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ (ছবি/ভিডিও)

১. প্রতিবেশীর ছবি বা ভিডিও যেখানে পাশাপাশি কয়েকটি বাসার মধ্যে একটি বাসা থেকে দুটি শিশু স্কুল ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ানো বয়স্কদেরকে সালাম দিচ্ছে/শুভেচ্ছা বিনিময় করছে (নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী)। বয়স্করা হেসে সালামের/শুভেচ্ছার জবাব দিচ্ছেন;
২. পাড়া বা মহল্লার একটি ছবি/ভিডিও, যেখানে পাড়ার/মহল্লার শিশুরা মিলেমিশে ফুটবল খেলছে। কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তাদের খেলা দেখছেন ও উৎসাহ দিচ্ছেন;
৩. প্রতিবেশীর ছবি/ভিডিও যেখানে পাশাপাশি কয়েকটি বাসার মধ্যে একটিতে আগুন লেগেছে এবং প্রতিবেশীরা মিলে আগুন নেভাচ্ছেন।

বিষয়বস্তু

প্রতিবেশীরা শিশুদেরকে অনেক আদর ও স্নেহ করেন। প্রতিবেশীরা শিশুদের খেলাধুলা, বিভিন্ন নিয়মকানুন, সামাজিক রীতিনীতি ও শিষ্টাচার শিখতে সহায়তা করেন; শিশুসুলভ ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে সকলের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করেন। সমাজের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি বিশেষ ভূমিকা রাখতেও প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসেন। প্রতিবেশীরা আমাদের বিপদে-আপদে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। আমাদের যে কোনো প্রয়োজনে প্রতিবেশীরা সকলের আগে এগিয়ে আসেন। বাড়িতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে যেমন– কারো বাড়িতে আগুন লাগলে প্রতিবেশীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাড়িতে কেউ অসুস্থ থাকলে প্রতিবেশীরা দেখতে আসেন ও সান্ত্বনা দেন। গভীর রাতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রতিবেশীরাই হাসপাতালে নিয়ে যান। কেউ মারা গেলে প্রতিবেশীরা মৃত ব্যক্তির ধর্মমত অনুসারে সৎকারের কাজে সাহায্য করেন। এভাবে প্রতিবেশীরা আমাদের পরম বন্ধু হয়ে থাকেন। তাই সকল প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা আমাদের কর্তব্য।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং আজকের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
   - প্রতিবেশী কাদেরকে বলে?
   - তোমার কোনো নিকটাত্মীয় যদি দূরবর্তী কোনো স্থানে বসবাস করেন, তিনি কি তোমার প্রতিবেশী?
   - প্রতিবেশী কি আমাদের দরকার? কেনো?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।
৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন ‘আমাদের জীবনে প্রতিবেশীদের গুরুত্ব কী?’ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- শিক্ষার্থীদেরকে পর্যায়ক্রমে ১, ২ ও ৩নং উপকরণ প্রদর্শন করে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
    - ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে? (১ম ছবি প্রদর্শনপূর্বক)
    - প্রতিবেশীরা কি তোমাদের আদর করেন?
    - এ ছবিতে শিশুরা কী করছে? (২য় ছবি প্রদর্শনপূর্বক)
    - তোমরাও কি প্রতিবেশী শিশুদের সঙ্গে এভাবে খেলাধুলা কর?
    - ছবির লোকগুলো কী করছে? (৩য় ছবি প্রদর্শনপূর্বক)
    - এ কাজগুলো করতে গিয়ে কি তাঁদের বিপদ হতে পারে?
    - এ লোকগুলো কারা হতে পারে?
    - তোমাদের প্রতিবেশীরা তোমাদেরকে বিপদ-আপদে বা অন্য সময়ে কীভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন?
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মানুষের জীবনে বিশেষত শিক্ষার্থীর জীবনে প্রতিবেশীর গুরুত্ব বুঝিয়ে বলবেন।

২. ভূমিকাভিনয়

- প্রতিষ্ঠান প্রধানের পূর্বানুমতি নিয়ে ভূমিকাভিনয়ের জন্য প্রতিষ্ঠানের মাঠ বা অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থান নির্ধারণ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের বলবেন যে আজ একটি মজার কাজ হবে। তাদেরকে ভূমিকাভিনয়ের বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলবেন।
- দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ভূমিকাভিনয়ের জন্য নির্বাচন করবেন। তাদেরকে ভূমিকাভিনয়ের স্ক্রিপ্টটির ধারণা দেবেন, প্রত্যেকের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং ভূমিকাভিনয়ের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীদের ভাবনা এবং প্রস্তুতির জন্য কিছু সময় দেবেন। ভূমিকাভিনয়ের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- স্ক্রিপ্টটি এরকম হতে পারে : কয়েকজন শিশু মিলে তাদের পাড়ায়/মহল্লার ফাঁকা জায়গায় ফুটবল খেলছে। একদল একটি গোল করে ফেলল। কিন্তু অন্যদল তা মানতে চাইল না। গোল হওয়া না হওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হলো। উভয় দলের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। এমতাবস্থায় খেলা বন্ধ হবার উপক্রম হলো। দুইজন প্রতিবেশী বয়স্ক ব্যক্তি এসে বিষয়টি জানতে চাইলেন। সবকিছু শুনে তাঁরা বিষয়টির মীমাংসা করে দিলেন এবং শিশুদেরকে বুঝিয়ে শান্ত করলেন। সবাই মিলেমিশে পুনরায় খেলা শুরু করল।
- নির্ধারিত সময়ে ভূমিকাভিনয় অনুষ্ঠিত হবে। এ সময়ে বাকি শিক্ষার্থীরা ভূমিকাভিনয়টি মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করবে।
- ভূমিকাভিনয়ের শেষে শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞেস করবেন অভিনয়টি তাদের কেমন লেগেছে এবং প্রতিবেশীরা শিশুদেরকে কীভাবে সহায়তা করেছে?
- শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রতিবেশীরা আর কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন শিক্ষার্থীদের তা জিজ্ঞেস করবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : পরবর্তী পাঠের ইঙ্গিত দিয়ে এবং শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ সমাপ্ত করবেন।

উপকরণ

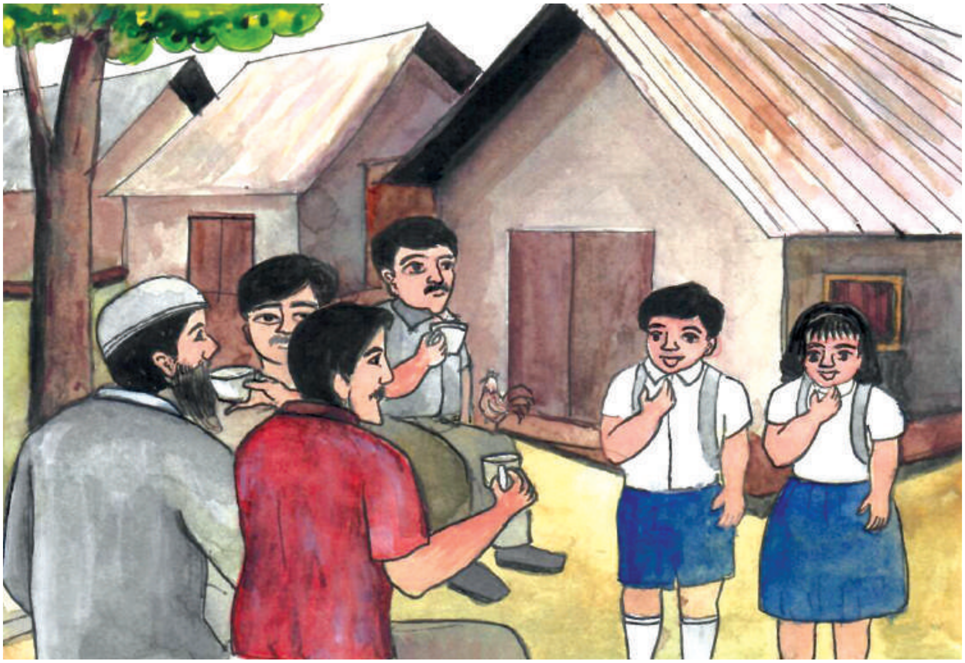

১নং উপকরণ

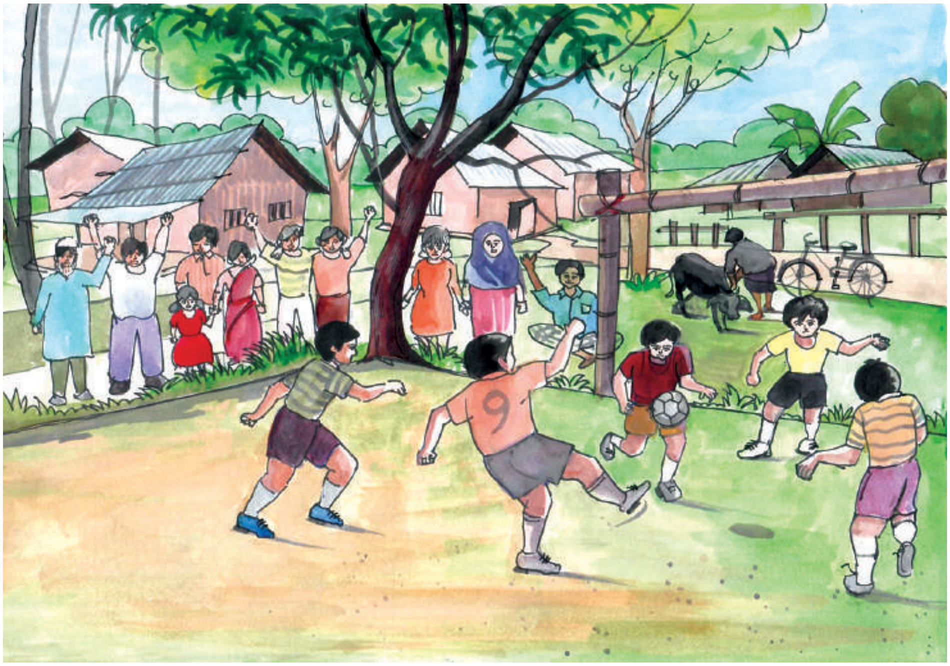

২নং উপকরণ

৩নং উপকরণ

পাঠ-৩

সকল প্রতিবেশীকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা-১

শিখনফল :

২.১.৩ ভিন্নতা নির্বিশেষে প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. একটি পাড়া বা মহল্লার ছবি, যেখানে পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের অনেকগুলো (বিলাসবহুল, আধাপাকা ও টিনের তৈরি) বাড়ি। বাড়িগুলোর সামনে বিভিন্ন পেশার মানুষ রয়েছেন (যেমন : ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, কৃষক, সাধারণ কর্মজীবী মানুষ ইত্যাদি। এদের মধ্যে অভিজাত ও সাধারণ পোশাকের মানুষও রয়েছেন।

২. বিভিন্ন ধর্ম ও নৃগোষ্ঠীর প্রতিবেশীর সম্পন্ন পাড়া বা মহল্লার ছবি।

বিষয়বস্তু :

আমাদের প্রতিবেশীদের পেশা, আয়, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাদের মধ্যে কেউ কৃষক, কেউ দোকানদার, কেউ দিনমজুর, কেউ শিক্ষক, কেউ ডাক্তার, কেউ প্রকৌশলী, আবার কেউ সাধারণ চাকরিজীবী। তাই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কেউ স্বচ্ছল, কেউ মধ্যম, আবার কেউ দরিদ্র। ধর্মের দিক থেকে কেউ মুসলিম, কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ, আবার কেউ খ্রিষ্টান। এছাড়া অন্যান্য ধর্মের লোকও থাকতে পারেন। যেমন– বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকদের নিজস্ব ধর্ম রয়েছে। তবে যিনি যে ধর্মের লোক হোন না কেন সবারই নিজ নিজ ধর্ম পালনের

অধিকার রয়েছে। আমাদের প্রতিবেশীরা সাংস্কৃতিক দিক থেকেও বৈচিত্র্যপূর্ণ। খাবার, পোশাক, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি দিক দিয়েও প্রতিবেশীদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। প্রতিবেশীদের মধ্যে এ ভিন্নতাকে মেনে নিয়ে তাদের সকলকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। কোনোভাবেই কাউকে অসম্মান বা অবজ্ঞা করা যাবে না। সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে। প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ১নং ও ২নং ছবি দেখিয়ে নিম্নরূপ প্রশ্নসমূহ করবেন :

- ছবিটিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?
- ছবিতে সবগুলো বাড়ি কি একই রকম বিলাসবহুল? নাকি বিভিন্ন রকম?
- ছবিতে কোন কোন পেশার লোক দেখা যাচ্ছে?
- ছবিতে কোন কোন ধর্মের লোক দেখা যাচ্ছে?
- ছবির সব লোকের আর্থিক অবস্থা কি একই রকম বলে মনে হয়?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন ‘ভিন্নতা নির্বিশেষে প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য করণীয় কী’? ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- তোমাদের বাড়ির আশপাশের লোকদের মধ্যে কী কী পেশার লোক দেখতে পাও?
- কী কী ধর্মের লোক দেখতে পাও?
- তোমার প্রতিবেশীদের মধ্যে কে, কী করেন?
- সবাই কি একই রকমের পোশাক পরেন?
- তোমার প্রতিবেশীদের আর্থিক অবস্থা কি একই রকম?
- প্রতিবেশীরা তোমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন?
- তোমরা তাঁদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার কর?
- তোমরা সকল প্রতিবেশীর সঙ্গে কি মিলেমিশে থাকো?
- তোমাদের বিপদে কি প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসেন?
- তোমরা কি প্রতিবেশীদের বিপদে সাহায্য কর?
- প্রতিবেশীরা ধনী বা গরিব কিংবা যে ধর্মেরই হোক না কেন, সবাই কি সবাইকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন?
- সকল প্রতিবেশী এক অপরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করলে সমাজ কেমন হবে?
- তুমি প্রতিবেশীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে?
-

২। ভূমিকাভিনয়

- কয়েকজন শিশুকে আগেই ভূমিকাভিনয়ের জন্য নির্দেশনা দিয়ে প্রস্তুত রাখবেন এবং তাদেরকে দিয়ে নিম্নের ভাবধারার আলোকে অভিনয় করাবেন।
- পাড়ার একটি গরিব পরিবারের ৭/৮ বছরের একটি মেয়ে শিশু গভীর রাতে কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। সে প্রায় মুমূর্ষু। তাঁকে বাঁচাতে হলে এখনই হাসপাতালে নিতে হবে। কিন্তু হাসপাতাল অনেক দূরে। হাসপাতালে ফোন করেও অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায়নি। রাস্তায় কোনো যানবাহনও পাওয়া যাচ্ছে না। অসুস্থ মেয়েটির মা-বাবা ভীষণ চিন্তিত। তাঁরা অনেক কান্নাকাটি করছেন। পাড়ার অনেক লোক জেগে উঠেছেন। পাশের একটি অভিজাত বাড়ির মালিক জেগে উঠে জানতে চাইলেন, ওখানে কী হয়েছে? ঘটনাটি শুনে তিনি বললেন, “আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না। আমার তো গাড়ি আছে। এত রাতে আমার ড্রাইভারকে পাওয়া যাবে না। তবে আমি নিজেই গাড়ি চালিয়ে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাব। পাড়ার কারো সন্তান তো আমাদের নিজের সন্তানের মতো। প্রতিবেশীর জন্য এতটুকু করা আমার কর্তব্য।” তাঁর কথা শুনে উপস্থিত সবাই ভীষণ খুশি হলো এবং ঐ ধনী ব্যক্তিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে লাগল। ইতোমধ্যে অন্য একজন অবস্থাসম্পন্ন প্রতিবেশী বললেন যে ওষুধপত্র কিনতে টাকা লাগতে পারে। তাই তিনি অসুস্থ মেয়েটির বাবাকে কিছু টাকা দিলেন। পাড়ার অন্য একজন লোক রোগীর সঙ্গে গেলেন প্রয়োজনে সাহায্য করার জন্য। উপস্থিত সবাই বলল, প্রতিবেশী এমনই হওয়া উচিত। ধনী-গরিব, উচ্চ শিক্ষিত-কম শিক্ষিত, মুসলিম-হিন্দু যে যা-ই হোক না কেন, সবাই সবাইকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো উচিত এবং পরস্পরের বিপদে-আপদে সবার এগিয়ে আসা উচিত।
- শিক্ষক বলবেন, ‘শ্রেণির বাইরেও তোমাদের নিজ নিজ প্রতিবেশীদেরকে সালাম/শুভেচ্ছা বিনিময় করবে। তাদেরকে সম্মান জানাবে।’ কারণ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে আমাদের সকল প্রতিবেশীই আমাদের নিকট সম্মানীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র।
- অভিনয় শেষে শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে জানবেন, তারা এ অভিনয় থেকে কী শিখেছে?

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ। উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : পাঠের শেষে শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

পাঠ-৪

সকল প্রতিবেশীকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা-২

শিখনফল :

২.১.৩ ভিন্নতা নির্বিশেষে প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. পাঠ-৩-এর শিখন-শেখানো উপকরণের ছবি/ভিডিও।
২. কর্মপত্র ২টি।

বিষয়বস্তু

আমাদের প্রতিবেশীদের পেশা, আয়, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাদের মধ্যে কেউ কৃষক, কেউ দোকানদার, কেউ দিনমজুর, কেউ শিক্ষক, কেউ ডাক্তার, কেউ প্রকৌশলী, আবার কেউ সাধারণ চাকরিজীবী। তাই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কেউ স্বচ্ছল, কেউ মধ্যম, আবার কেউ দরিদ্র। ধর্মের দিক থেকে কেউ মুসলিম, কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ, আবার কেউবা খ্রিস্টান। এছাড়া অন্যান্য ধর্মের লোকও থাকতে পারেন। যেমন– বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকদের নিজস্ব ধর্ম রয়েছে। তবে যিনি যে ধর্মের লোক হোন না কেন সবারই নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। আমাদের প্রতিবেশীরা সাংস্কৃতিক দিক থেকেও বৈচিত্র্যপূর্ণ। খাবার, পোশাক, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি দিক থেকে প্রতিবেশীদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। প্রতিবেশীদের মধ্যে এ ভিন্নতাকে মেনে নিয়ে তাদের সকলকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। কোনোভাবেই কাউকে অসম্মান বা অবজ্ঞা করা যাবে না। সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে। প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক। ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ১নং উপকরণের ছবি দেখিয়ে ছবির বিষয়বস্তু উপলব্ধির জন্য প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছবির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিবেন। অতঃপর নিচের প্রশ্নসমূহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বপাঠ যাচাই করবেন :

- তোমরা সকল প্রতিবেশী কি মিলেমিশে থাকো?
- তোমাদের বিপদে কি প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসেন?
- প্রতিবেশীরা ধনী বা গরিব কিংবা যে ধর্মেরই হোক না কেন, সবাই কি সবাইকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন?
- সকল প্রতিবেশী এক অপরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করলে সমাজ কেমন হবে?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন ‘ভিন্নতা নির্বিশেষে প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য করণীয় কী?’ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ। মূলপাঠ

১. দলগত কাজ (চার্ট পূরণ)

- শিক্ষার্থীদের সংখ্যার ভিত্তিতে তাদেরকে ৫/৬টি দলে বিভক্ত করবেন।
- একজন দলনেতা নির্বাচন করতে সহায়তা দিবেন।

- এবার প্রতিটি দলে কর্মপত্র-১ সরবরাহ করবেন।
- নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে প্রদত্ত ছক অনুসারে নিজ নিজ প্রতিবেশীদেরকে কীভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে, তার তালিকা তৈরি করতে দিবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- এবার একটি দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- অন্য দলগুলোর নতুন কোনো মতামত থাকলে হাত তুলে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- প্রাপ্ত নতুন মতামত উপস্থাপিত তালিকায় সংযোজন করবেন এবং সবাইকে পড়ে শোনাবেন।
- মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দিবেন।

২. দলগত কাজ (সঠিক/বেঠিক নির্ণয়)

- শিক্ষার্থীদের সংখ্যার ভিত্তিতে তাদেরকে ৫/৬টি দলে বিভক্ত করবেন।
- একজন দলনেতা নির্বাচন করতে সহায়তা দিবেন।
- এবার প্রতিটি দলে কর্মপত্র-২ সরবরাহ করবেন।
- নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে প্রদত্ত ছকে বর্ণিত তথ্য সঠিক হলে টিক (√) চিহ্ন এবং ভুল হলে ক্রস (×) চিহ্ন দিতে বলবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- এবার পর্যায়ক্রমে প্রতিটি দলকে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- অন্য দলগুলোর নতুন কোনো মতামত থাকলে হাত তুলে বলতে বলবেন।
- মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ। উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : পাঠের শেষে শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

উপকরণ

কর্মপত্র-১ (প্রতিবেশীদেরকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উপায় লিখ)

ক্রমিক নং	আমার প্রতিবেশীদেরকে যেভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব
১	
২	
৩	
৪	

কর্মপত্র-২

ক্রমিক নং	বিবৃতি	টিক (√) অথবা ক্রস চিহ্ন (×) দাও
১	আমি আমার সকল প্রতিবেশীকে সম্মান প্রদর্শন করব।	
২	কেবল ধনী প্রতিবেশীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করব।	
৩	সকল প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলেমিশে থাকব।	
৪	শিক্ষিত প্রতিবেশীদেরকে বেশি সম্মান করব।	
৫	সকল প্রতিবেশীকে সাধ্যমতো সাহায্য-সহযোগিতা করব।	

পাঠ-৫

উৎসব আমাদের সবার

শিখনফল

২.১.৪ প্রতিবেশীদের উৎসবে পারস্পরিক অংশগ্রহণ করতে পারবে।

শিখন শেখানো উপকরণ

১. বিভিন্ন উৎসবের/অনুষ্ঠানের ছবি (যেমন– ঈদ, পূজা, নবান্ন, বিয়ে, নববর্ষ, বসন্ত উৎসব ইত্যাদি) যেখানে প্রতিবেশী শিশুরাও অংশগ্রহণ করছে।

বিষয়বস্তু

পূর্ব পাঠে আমরা আমাদের জীবনে প্রতিবেশীদের গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছি। আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, জেন্ডার, বিশেষ চাহিদাসম্পন্নসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আমরা মিলেমিশে থাকি। সামাজিক মানুষ হিসেবে আমরা বিভিন্ন ধরনের উৎসব পালন করে থাকি। পারিবারিকভাবে বিবাহ, জন্মদিন, বসন্ত উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালন করি। প্রতিবেশীদের অংশগ্রহণে আমাদের এসব অনুষ্ঠান আরও উপভোগ্য হয়ে উঠে, পূর্ণতা পায়। সঙ্গত কারণেই আমাদের এসব পারিবারিক উৎসবে প্রতিবেশীদেরকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত। একইভাবে প্রতিবেশীদের পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলে অবশ্যই সে অনুষ্ঠানে যোগদান করা উচিত। এতে প্রতিবেশীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়। সমাজে পারস্পরিক সহাবস্থান বজায় থাকে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২. আজকের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

- ○ তোমাদের বাড়িতে কি কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠান হয়?
- ○ সেগুলোতে কি তোমাদের প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ কর?
- ○ প্রতিবেশীদের কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠানে কি তোমরা কখনো গিয়েছ?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন ‘প্রতিবেশীর বিভিন্ন উৎসবে অংশগ্রহণ এবং নিজ বাড়ির উৎসবে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো প্রয়োজন কেন?’ ব্যাখ্যা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. সমবেত কাজ

- উপকরণের ছবি/ভিডিওটি প্রদর্শন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের তা ভালোভাবে দেখতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - ○ ছবিতে/ভিডিওতে কী হচ্ছে? এখানে কাদেরকে দেখা যাচ্ছে?
  - ○ এখানে কী কী উৎসব হচ্ছে, তা কি বলতে পারো?
  - ○ যে কোনো উৎসব শুধু নিজেরা নিজেরা করলে কি মজা হয়?
  - ○ নিজ বাড়ির উৎসবে প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা কী?
- প্রাপ্ত উত্তরের ভিত্তিতে ফলাবর্তন করবেন এবং নিজ বাড়ির উৎসবে প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ করার

প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করবেন এবং প্রতি দলে একটি করে পোস্টার পেপার ও সাইন পেন সরবরাহ করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই দলের একটি নাম নির্ধারণ করবে এবং দলনেতা নির্বাচন করবে। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- দলগত কাজটি বুঝিয়ে বলবেন। কাজটি হলো, দলে আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবেশীদের বিভিন্ন উৎসবে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা। সব দল আলাদাভাবে একই কাজ করবে। দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- দলগত কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন, উৎসাহ দেবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- নির্ধারিত সময় শেষে একটি দলকে সামনে এসে দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনা শেষে শ্রেণির বাকি শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় কোনো পর্যবেক্ষণ বা সংযোজন-বিয়োজনের প্রস্তাব থাকলে তা করবে।
- ফলাবর্তন করবেন।
- প্রথম দলের উপস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের মতামত এবং ফলাবর্তনের আলোকে নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তা বোর্ডে মাইন্ডম্যাপ আকারে লিখবেন।
- এভাবে সব দল পর্যায়ক্রমে তাদের কাজ উপস্থাপন করবে।
- প্রতি দলের উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন প্রয়োজনীয়তা ইতঃপূর্বে প্রস্তুতকৃত মাইন্ডম্যাপে যোগ করবেন। এভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ মাইন্ডম্যাপ প্রস্তুত হবে।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে মাইন্ডম্যাপটি ব্যাখ্যা করতে বলবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ। উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : পাঠের শেষে শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

ঈদ উৎসব

নবান্ন উৎসব

নববর্ষ

বসন্ত উৎসব

পূজা

১নং উপকরণ

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
২.১ প্রতিবেশী সম্পর্কে জেনে তাদেরকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা করা।	06.02.(2.1).01 (PI-02)	প্রতিবেশী সম্পর্কে জেনে তাদেরকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সহিত সহযোগিতা করতে পেরেছে।	প্রতিবেশী সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	নিজ জীবনে প্রতিবেশীর গুরুত্ব প্রকাশ করতে পেরেছে।	প্রতিবেশীর সাথে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করে দেখাতে পেরেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ছেলে-মেয়ে সমতা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

২.২ পরিবার ও বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ের সমতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরস্পরকে সহযোগিতা করা।

পাঠ বিভাজন : ৫

পাঠ-১

ছেলে-মেয়ে বৈষম্যের ক্ষেত্র

শিখনফল

২.২.১ নিজ পারিপার্শ্বিকতায় ছেলে-মেয়ে বৈষম্যের সাধারণ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. পরিবারের একটি ভিডিও/ছবি যেখানে ছেলে-শিশু টেবিলে বসে পড়ছে, কিন্তু মেয়ে-শিশু পরিবারের কাজে মাকে সাহায্য করছে। যেমন– ঘর মোছা, সবজি কাটা ইত্যাদি)।

২. কর্মপত্র।

বিষয়বস্তু

সাধারণত মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়ে আমাদের পরিবার গঠিত। অনেক পরিবারে দাদা-দাদিও রয়েছেন। এছাড়া যৌথ পরিবারে চাচা-চাচি, চাচাতো ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন থাকতে পারেন। অধিকাংশ পরিবারেই ছেলে এবং মেয়েশিশু রয়েছে। পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যেও ছেলে এবং মেয়ে রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহপাঠীরাও ছেলে-মেয়ে নিয়ে গঠিত। এভাবে শিশুর পারিপার্শ্বিক জগতে ছেলে এবং মেয়ে প্রায় সমান সংখ্যায় রয়েছে। ছেলে এবং মেয়ের কিছু সাধারণ এবং কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ অনুসারে পরিবারে মেয়ে এবং ছেলেশিশুর অধিকার সমান। সঙ্গত কারণেই পরিবারের কাছ থেকে উভয়েই সমান ভালোবাসা, আদর, স্নেহ, খাদ্য, পোশাক, খেলনা ইত্যাদি সুবিধা প্রাপ্য। কিন্তু একটু লক্ষ করলে দেখা যায়, অনেক পরিবারে ছেলে এবং মেয়েশিশুদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েশিশুরা কম সুযোগ-সুবিধা পায়। কখনো কখনো ছেলেরাও বৈষম্যের শিকার হয়। একইভাবে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে-শিক্ষার্থীদের তুলনায় মেয়ে-শিক্ষার্থীরা বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হয়। যেমন– অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে-শিক্ষার্থীদের খেলার মাঠ এবং সরঞ্জাম থাকলেও মেয়ে-শিক্ষার্থীদের খেলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। আবার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে-শিক্ষার্থীদের ওয়াশরুম থাকলেও মেয়ে-শিক্ষার্থীদের আলাদা ওয়াশরুম নেই। সামাজিক ভ্রান্ত ধ্যানধারণা থেকেও অনেক বৈষম্য তৈরি হয়। এভাবে অধিকাংশ সমাজে সুযোগ-সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে মেয়েশিশুরা ছেলেশিশুদের তুলনায় পিছিয়ে থাকে, যা মোটেও কাম্য নয়। জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ অত্যন্ত অমানবিক এবং একইসঙ্গে তা দেশ ও সমাজের উন্নয়নের পথে বড় অন্তরায়। লক্ষণীয়, বৈশিষ্ট্যগত স্বাতন্ত্র্যের কারণে ছেলে এবং মেয়েদের কিছু বিষয়ে ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু সেজন্য কোনো একটি অংশের প্রাপ্য অধিকার হতে বঞ্চনা ও তার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়।

আশার কথা, বর্তমানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও ছেলে-মেয়ের বৈষম্য বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে। বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সর্বাগ্রে আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলে ছেলে-মেয়ের বৈষম্যের সাধারণ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছেলে-মেয়ের বৈষম্যের বিষয়টি আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার সময় খেয়াল করতে হবে যাতে সব শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে খোলা মনে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং কোনো শিক্ষার্থী আহত বোধ না করে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ১নং উপকরণ প্রদর্শন করে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

- ছবিতে কোন শিশু কী করছে?
- পড়ার সময়ে মেয়েটির কি পড়ালেখার প্রয়োজন নেই?
- ছবিতে ছেলেশিশু এবং মেয়েশিশুর মধ্যে কাকে কম সুযোগ দেয়া হচ্ছে?
- এভাবে কাউকে কম সুযোগ দেয়াকে এক কথায় কী বলে?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'নিজ পারিপার্শ্বিকতায় ছেলে-মেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়?' ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই দলের একটি নাম নির্ধারণ করবে এবং দলনেতা নির্বাচন করবে। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- প্রতি দলে একটি করে কর্মপত্র সরবরাহ করবেন এবং দলগত কাজটি বুঝিয়ে বলবেন। কর্মপত্রে কয়েকটি বিবৃতির একটি তালিকা দেওয়া আছে, যে বিবৃতিগুলোর সঙ্গে শিক্ষার্থীরা একমত বা দ্বিমত পোষণ করতে পারে। কাজটি হলো, প্রত্যেক দল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তালিকায় একমত হওয়া বিবৃতিগুলোর পাশে টিক চিহ্ন (√) এবং একমত না হওয়া বিবৃতিগুলোর পাশে ক্রস চিহ্ন (X) বসাবে। সব দল আলাদাভাবে একই কাজ করবে। দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- দলগত কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে বিবৃতি বুঝতে সহায়তা করবেন, উৎসাহ দেবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- নির্ধারিত সময় শেষে একটি দলকে সামনে এসে দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনা শেষে শ্রেণির বাকি শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে তা করবে।
- ফলাবর্তন করবেন।
- দলটির উপস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের মতামত এবং ফলাবর্তনের আলোকে শিক্ষার্থীর পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলে ছেলে-মেয়ের বৈষম্যের বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন।
- সব দলকে তাদের কর্মপত্রে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করতে বলবেন। বর্তমান পাঠেই পরবর্তী কার্যক্রমে এ কর্মপত্রটি ব্যবহৃত হবে।

২. দলগত কাজ

- পূর্বের দলগুলোকেই দ্বিতীয় আরেকটি দলগত কাজ দেবেন। সব দল তাদেরকে পূর্বে সরবরাহকৃত কর্মপত্র ব্যবহার করেই বর্তমান দলগত কাজটি করবে। কাজটি হলো, প্রথম দলগত কাজের মাধ্যমে চিহ্নিত ছেলে-মেয়ের বৈষম্যগুলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্র অনুযায়ী ভাগ করা। প্রথম কাজে চিহ্নিত বৈষম্যমূলক সমজাতীয় বিবৃতিগুলোকে একত্র করে বৈষম্যের একেকটি ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হবে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোর নাম, যেমন– 'খেলা', 'খাবার', 'কাজ', 'মেধা', 'দৃষ্টিভঙ্গি' ইত্যাদি বোর্ডে লিখে দেবেন। 'দৃষ্টিভঙ্গি' ক্ষেত্রটি শিক্ষার্থীদের অনুধাবনের জন্য কঠিন বিধায় দলগত কাজ শুরুর পূর্বেই শিক্ষার্থীদের বোধগম্য অন্য কোনো পদ বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করে এ ক্ষেত্রটি ব্যাখ্যা করবেন। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য নিজে একটি ক্ষেত্র নির্ধারণ করে কাজটি করার প্রক্রিয়া প্রদর্শন করবেন। উদাহরণস্বরূপ কর্মপত্রের ৫ এবং ৬নং বিবৃতি মিলে 'কাজ' ক্ষেত্রটি নির্ধারিত হয়। কর্মপত্রে বিবৃতি সংখ্যার সীমাবদ্ধতার কারণে বৈষম্যের কিছু ক্ষেত্র শুধু একটি বিবৃতি দ্বারাই গঠিত হতে পারে। দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- দলগত কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে বৈষম্যের ক্ষেত্র বুঝতে সহায়তা করবেন, উৎসাহ দেবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- নির্ধারিত সময় শেষে প্রথম দলগত কাজ উপস্থাপনকারী দল ব্যতিরেকে অন্য একটি দলকে সামনে এসে দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনা শেষে শ্রেণির বাকি শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে তা করবে।
- ফলাবর্তন করবেন।
- দলটির উপস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের মতামত এবং ফলাবর্তনের আলোকে শিক্ষার্থীর পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলে ছেলে-মেয়ের বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো বোর্ডে মাইন্ডম্যাপ আকারে লিখবেন ও ব্যাখ্যা করবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

১নং উপকরণ

কর্মপত্র

[একমত হওয়া বিবৃতির পাশে টিক চিহ্ন (√) এবং একমত না হওয়া বিবৃতির পাশে ক্রস চিহ্ন (X) দাও]

	পুতুল খেলা শুধু মেয়েদের খেলা
	আচার শুধু মেয়েদের খাবার
	মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বেশি পুষ্টিকর খাবার দরকার
	ঘর গোছানো ছেলে-মেয়ে উভয়ের কাজ
	রান্না করা শুধু মেয়েদের কাজ
	চাকুরি করা শুধু ছেলেদের কাজ
	মেয়েরা ছেলেদের মতো কষ্ট করতে পারে না
	পরিবারে ছেলেদের দায়িত্ব মেয়েদের চেয়ে বেশি
	ছেলেরা অঙ্কে মেয়েদের চেয়ে ভালো
	মেয়েরা গাড়ি ভালো চালাতে পারে না
	ছেলেরা জামাকাপড় ভালো পছন্দ করতে পারে না
	ছেলে-মেয়ে উভয়ের মেধা একইরকম
	ছেলে-মেয়ে যে যেটা ভালো পারে, তাকে সেটা করতে দেওয়া উচিত
	মেয়েদের সব সময় ছেলেদের চেয়ে বেশি পরিপাটি থাকতে হয়
	মেয়েরা যখন-তখন কাঁদতে পারে, ছেলেরা পারে না
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের আলাদা ওয়াশরুম দরকার

পূরণকৃত কর্মপত্র

[একমত হওয়া বিবৃতির পাশে টিক চিহ্ন (√) এবং একমত না হওয়া বিবৃতির পাশে ক্রস চিহ্ন (X) দাও]

X	পুতুল খেলা শুধু মেয়েদের খেলা
X	আচার শুধু মেয়েদের খাবার
X	মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বেশি পুষ্টিকর খাবার দরকার
√	ঘর গোছানো ছেলে-মেয়ে উভয়ের কাজ
X	রান্না করা শুধু মেয়েদের কাজ
X	চাকুরি করা শুধু ছেলেদের কাজ
X	মেয়েরা ছেলেদের মতো কষ্ট করতে পারে না
X	পরিবারে ছেলেদের দায়িত্ব মেয়েদের চেয়ে বেশি
X	ছেলেরা অঙ্কে মেয়েদের চেয়ে ভালো
X	মেয়েরা গাড়ি ভালো চালাতে পারে না
X	ছেলেরা জামাকাপড় ভালো পছন্দ করতে পারে না
√	ছেলে-মেয়ে উভয়ের মেধা একইরকম
√	ছেলে-মেয়ে যে যেটা ভালো পারে, তাকে সেটা করতে দেওয়া উচিত
X	মেয়েদের সব সময় ছেলেদের চেয়ে বেশি পরিপাটি থাকতে হয়
X	মেয়েরা যখন-তখন কাঁদতে পারে, ছেলেরা পারে না
√	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের আলাদা ওয়াশরুম দরকার

পাঠ-২

পরিবারে ছেলে-মেয়ে সমতার ক্ষেত্র

শিখনফল

২.২.২ পরিবার ও বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে সমতার ক্ষেত্রগুলো বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. পরিবারের ছবি/ভিডিও, যেখানে পিতামাতা ছেলে ও মেয়েশিশু দুজনকেই আদর করছেন।
২. পরিবারের ছবি/ভিডিও যেখানে ছেলে ও মেয়েশিশু উভয়েই মিলেমিশে খেলছে।
৩. পরিবারের ছবি/ভিডিও যেখানে ছেলে ও মেয়েশিশুকে মিলেমিশে পড়ার ঘর পরিষ্কার করতে দেখা যাচ্ছে।

বিষয়বস্তু

পরিবার হলো একটি শিশুর নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তাই পরিবারের নিকট থেকে ছেলে এবং মেয়ে উভয় ধরনের শিশুরই সবক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব ও সুযোগ-সুবিধা পাওয়া নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা পূর্বপাঠে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, আমাদের সমাজে ছেলে শিশুদের তুলনায় মেয়ে শিশুরা সুযোগ সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে অনেক বৈষম্যের শিকার হয়। এ ধরনের বৈষম্য মেয়ে শিশুদেরকে মানসিক দিক দিয়ে অনেক কষ্ট দেয় এবং তাদের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। তাছাড়া বিষয়টি মানবাধিকারের পরিপন্থি। তাই পরিবারে মেয়েশিশুদের বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো শনাক্ত করে এগুলো বন্ধ করা প্রয়োজন। পরিবারের কর্মকাণ্ড ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে সমতার ক্ষেত্রগুলো হলো : খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিছানাপত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা, বিনোদনের সুবিধা, খেলাধুলার সুবিধা, সম্মান ও মর্যাদা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ১, ২ ও ৩নং ছবি দেখিয়ে নিম্নরূপ প্রশ্নসমূহ করবেন:
- প্রথম ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?
- দ্বিতীয় ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?
- তৃতীয় ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?
- এখানে ছেলে এবং মেয়েদেরকে কীভাবে সমান সুযোগ দেয়া হচ্ছে?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'পরিবারের কর্মকাণ্ড ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে সমতার ক্ষেত্রগুলো কী কী' ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- শিশুদেরকে প্রশ্ন করুন, 'তোমাদের মা-বাবা তোমাদের ভাই-বোনকে কি সমানভাবে আদর করেন?'
- তোমাদের মা-বাবা তোমাদের ভাই-বোনকে কি সমানভাবে খেলার সুযোগ দেন?
- তোমাদের মা-বাবা তোমাদের ভাই-বোনের মতামতকে কি সমান গুরুত্ব দেন?
- তোমরা বাড়িতে নিজেদের জিনিসপত্র সমানভাবে গুছিয়ে রাখ?

- শিক্ষক ৫/৬ জন শিশুর কাছ থেকে উত্তর শুনুন এবং উৎসাহ দিন।
- তোমাদের মা-বাবা তোমাদেরকে (ভাই-বোনকে) সমানভাবে আর কী কী করেন?
- শিক্ষক ৫/৬ জন শিশুর কাছ থেকে উত্তর শুনুন এবং উৎসাহ দিন।

২. ভূমিকাভিনয়

- একজন ছেলে-শিক্ষার্থী এবং একজন মেয়ে-শিক্ষার্থীকে বোর্ডের কাছে ডাকুন। পূর্বে প্রস্তুতকৃত ভাই-বোন টোপর উভয়ের মাথায় পরিয়ে দিন। তারা সমস্বরে বলবে, "আমরা ভাই-বোন। মা-বাবা আমাদেরকে অনেক আদর করেন। দুজনকেই সমান আদর করেন। দুজনকেই সমানভাবে খেলার সুযোগ দেন। দুজনকেই বাইরে বেড়াতে নিয়ে যান। সবকিছুতেই দুজনকে সমান সুযোগ দেন। আমরা দুজনে মিলে আমাদের বই, খাতাপত্র, কাপড় গুছিয়ে রাখি।"
- শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিকট জানতে চান, তারা এ অভিনয় দেখে কী শিখেছে?
- ৫/৬ জন শিশুর কাছ থেকে উত্তর শুনুন এবং উৎসাহ দিন।

৩. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের সংখ্যার ভিত্তিতে ৫/৬টি দলে ভাগ করুন। একজন দলনেতা নির্বাচন করতে সহায়তা দিবেন।
- এবার বিভাজিত দলগুলোকে একটি করে ভিপকার্ড/কাগজ কেটে তৈরিকৃত কার্ড সরবরাহ করুন। শিক্ষার্থীদের প্রতি দলকে 'পরিবারের কর্মকাণ্ড ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে সমতার দুটি/তিনটি করে ক্ষেত্র লিখে বোর্ডে আঠা দিয়ে লাগাতে সহায়তা দিবেন।
- কাজটি করার জন্য ৫ মিনিট সময় দিবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- সকল দলের কাছ থেকে পাওয়া ছেলে-মেয়ে বৈষম্যের সাধারণ ক্ষেত্রগুলো সারসংক্ষেপ আকারে নিজে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিয়ে প্রয়োজনীয় নিরাময় দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৪. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : অতঃপর আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরুন।
পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের পাঠ সমাপ্ত করুন।

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

৩নং উপকরণ

পাঠ-৩

বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ে সমতার ক্ষেত্রগুলো জেনে নেই

শিখনফল

২.২.২ পরিবার ও বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে সমতার ক্ষেত্রগুলো বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. শ্রেণিকক্ষের ছবি, যেখানে ছেলে ও মেয়ে-শিক্ষার্থীরা মিলেমিশে সামনে পিছনে সব জায়গায় বসেছে। শিক্ষক মাঝামাঝি দাঁড়িয়েছেন।
২. বিদ্যালয়ের মাঠের ছবি, যেখানে ছেলে ও মেয়ে-শিক্ষার্থীরা একই মাঠে মিলেমিশে খেলা করছে।
৩. বিদ্যালয়ের ছবি, যেখানে শিক্ষক ছেলে ও মেয়ে-শিক্ষার্থীদেরকে মিলেমিশে বিদ্যালয়ের ফুলের বাগান পরিচর্যা করছে।

বিষয়বস্তু

নিজ পরিবার ও সমাজে মেয়েশিশুরা যেমন বৈষম্যের শিকার হয়, তেমনি শিক্ষা গ্রহণের জন্য তারা বিদ্যালয়ে গিয়েও ছেলেদের তুলনায় অনেক কম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। এগুলো তাদের মনে অনেক কষ্ট দেয়। তাই বিদ্যালয়ে মেয়েশিশুদের বঞ্চিত হবার ক্ষেত্রগুলো শনাক্ত করে এসব বৈষম্য রোধের জন্য সবাইকে সচেতন করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ে সমতার ক্ষেত্রগুলো হলো– ছেলে ও মেয়ে-শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের সুযোগ,

শ্রেণিকক্ষের আসন ব্যবস্থাপনা, ইউনিফর্ম, শিক্ষকের সমদৃষ্টি, খেলাধুলা, টিফিন সুবিধা, ওয়াশরুম সুবিধা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে কয়েকজনকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

- কাদের ভাই/বোন আছে?
- খেলাধুলা করার ক্ষেত্রে কে বেশি সুযোগ পায়, ভাই না বোন?
- বাবা-মা কাকে বেশি আদর করেন, ছেলে না মেয়েকে?

৩. শিক্ষাথীদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন ‘বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে সমতার ক্ষেত্রগুলো কী কী?’ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্ন-উত্তর আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ১,২ ও ৩নং ছবি দেখিয়ে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - প্রথম ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?
  - এখানে বসার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কি সমান সুযোগ পেয়েছে?
  - দ্বিতীয় ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?
  - মাঠে কি শুধু মেয়েরা খেলছে?
  - এখানে কি ছেলেদের খেলার সুযোগ আছে?
  - তৃতীয় ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?
  - এ ছবিতে কি ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কোনো বিভেদ আছে?
  - এখানে ছেলে এবং মেয়েদেরকে কীভাবে সুযোগ দেয়া হচ্ছে?
- এভাবে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে ছেলে-মেয়ে সমতার ক্ষেত্র শ্রেণিকক্ষে বসা, খেলাধুলা ও বিদ্যালয়ে কাজ করা চিহ্নিত করবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করবেন। প্রত্যেক একজন দলনেতা নির্বাচন করতে বলবেন।
- বিদ্যালয়ে আরও যে যে কর্মকাণ্ডে ছেলে ও মেয়েরা সমান সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে, শিক্ষার্থীদের তা দলে আলোচনা করতে বলবেন।
- আলোচনা করার জন্য ১০ মিনিট সময় দিবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

- আলোচনা শেষ হলে প্রত্যেক দল থেকে এক এক করে তথ্য নিয়ে বোর্ডে নিম্নরূপ মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন :

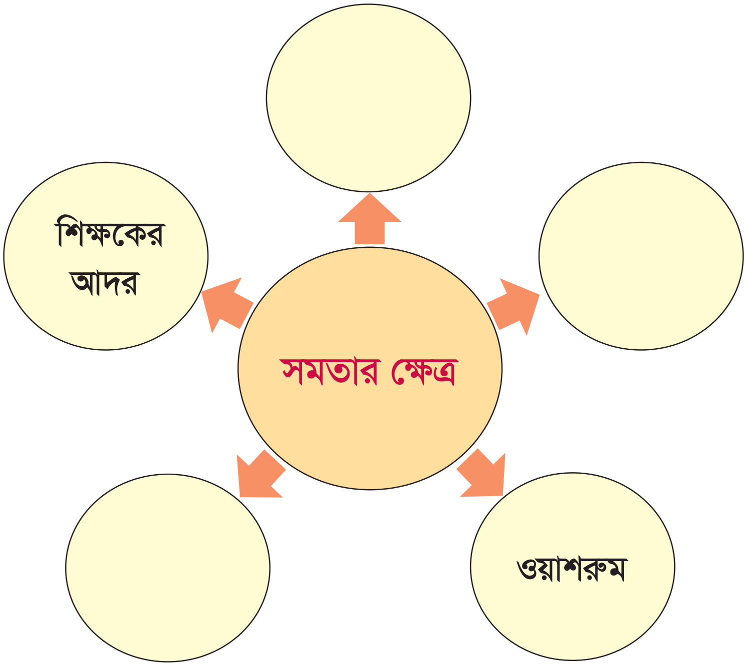

- মাইন্ডম্যাপ তৈরি শেষ হলে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পড়ে শোনাবেন।
- সব দলের কাছ থেকে পাওয়া ছেলে-মেয়ে সমতার সাধারণ ক্ষেত্রগুলো সারসংক্ষেপ আকারে নিজে বলবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : অতঃপর আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের পাঠ সমাপ্ত করবেন।

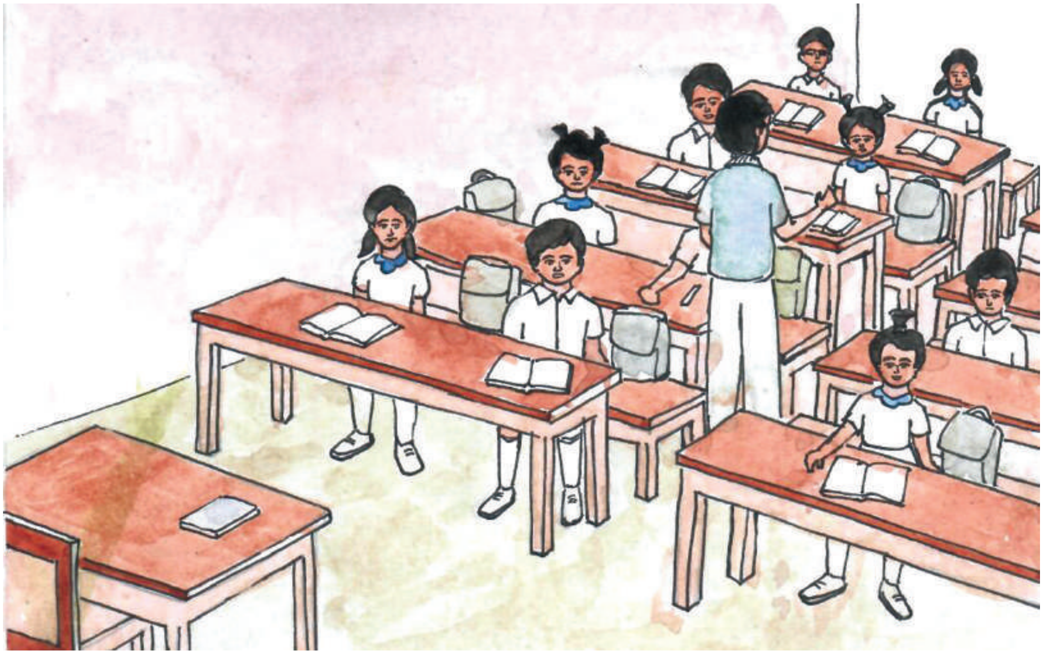

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

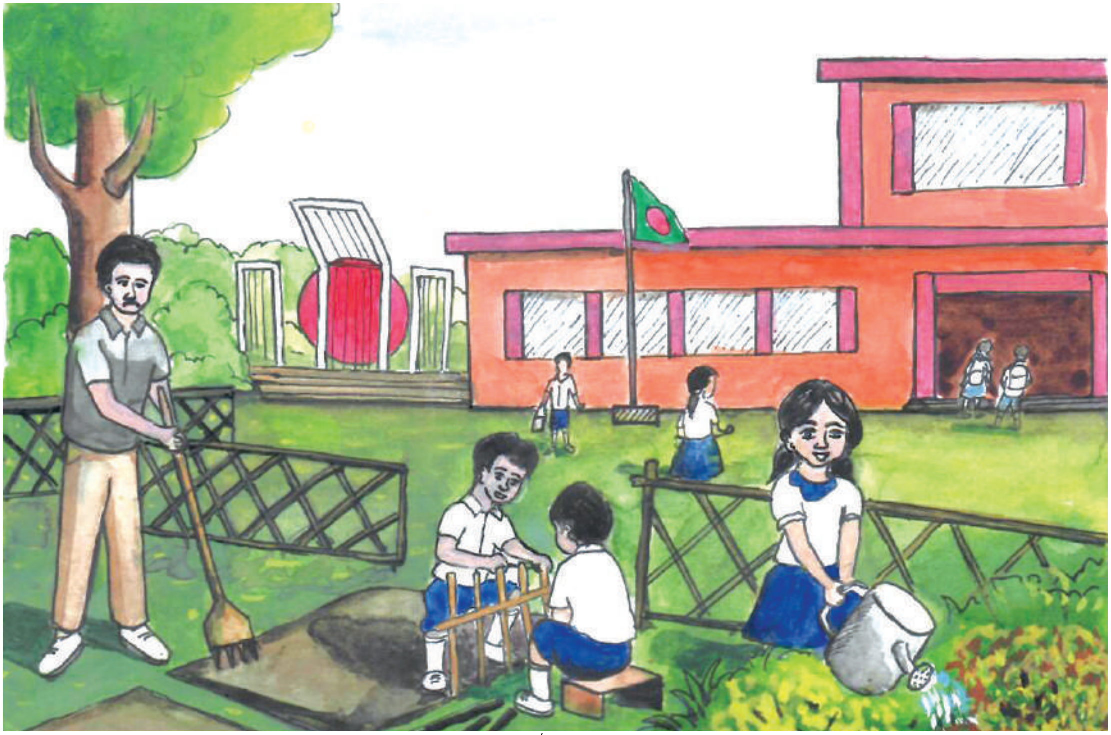

৩নং উপকরণ

পাঠ- ৪

পরিবারের কর্মকাণ্ডে ছেলে-মেয়ে সমভাবে অংশগ্রহণ

শিখনফল

২.২.৩ পরিবার ও বিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ডে ছেলে-মেয়ে সমভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

শিখন শেখানো উপকরণ

১. পরিবারসহ ছেলে-মেয়ের ছবি/ভিডিও যেখানে ছেলে ও মেয়েশিশু মিলেমিশে নিজেদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র বই, খাতা, খেলনা, শার্ট, জামা, প্যান্ট ইত্যাদি গুছিয়ে রাখছে।
২. পরিবারসহ ছেলে-মেয়ের ছবি/ভিডিও যেখানে ছেলে ও মেয়েশিশু মিলে মাকে কাজে সাহায্য করছে।
৩. পারিবারিক ফুলবাগানের ছবি, যেখানে ভাই-বোনে মিলে বাগানের পরিচর্যা করছে। যেমন– গাছে পানি দেয়া।
৪. পাঠ ২-এর ২নং উপকরণের ছবি/ভিডিও।

বিষয়বস্তু

পরিবারের সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সবারই সমান অধিকার রয়েছে। তেমনি ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সবাই পরিবারের কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। বাস্তবে দেখা যায় অনেক পরিবারে ছেলেশিশুর চেয়ে মেয়েশিশুদেরকে অনেক বেশি কাজ করতে হয়। যেমন– মাকে রান্নার কাজে সাহায্য করা, নিজেদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, ঘর সাজানো, বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান পালনের জন্য কাজ করা, বাড়ির পোষা প্রাণীকে খাবার দেয়া, খাওয়ার পর থালাবাসন ও খাওয়ার জায়গা পরিষ্কার করা ইত্যাদি। এতে পরিবারের মেয়েশিশুদের অনেক বেশি পরিশ্রম হয়। পরিবারে ভাই-বোন মিলে এসব কাজ করলে কারোরই বেশি

পরিশ্রম হবে না। তাই পরিবারের সকল কর্মকাণ্ডে ছেলে-মেয়ে সমানভাবে অংশগ্রহণের উপায় সম্পর্কে সকল শিক্ষার্থীরই জানা প্রয়োজন।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ১,২ ও ৩নং ছবি দেখিয়ে নিম্নরূপ প্রশ্নসমূহ করবেন :

- প্রথম ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?
- দ্বিতীয় ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?
- তৃতীয় ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?
- এখানে ছেলে এবং মেয়েশিশু কি পরিবারের কাজে সমানভাবে অংশগ্রহণ করছে?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'পরিবারের সকল কর্মকাণ্ডে ছেলে-মেয়ে সমভাবে অংশগ্রহণের উপায় কী হতে পারে?' ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ

- শিশুদেরকে প্রশ্ন করবেন :
  - তোমাদের বাড়ির কাজে তোমাদের মা-বাবাকে ভাই-বোন উভয়ে কি সমানভাবে সাহায্য কর?
  - বাড়িতে তোমরা ভাই-বোন কি মিলেমিশে খেলাধুলা কর?
  - খাওয়ার পর কি তোমরা নিজ নিজ প্লেট ধুয়ে রাখ?
  - তোমরা বাড়িতে নিজেদের জিনিসপত্র ভাই-বোন মিলে সমানভাবে গুছিয়ে রাখ?
- শিক্ষক ৫/৬ জন শিশুর কাছ থেকে উত্তর শুনুন এবং উৎসাহ দিবেন।

২. ভূমিকাভিনয়

- একজন ছেলে-শিক্ষার্থী এবং একজন মেয়ে-শিক্ষার্থীকে বোর্ডের কাছে ডাকবেন। পূর্বে প্রস্তুতকৃত 'ভাইবোন' লেখা টোপর উভয়ের মাথায় পরিয়ে দিন। তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সমস্বরে বলবে, "আমরা ভাই-বোন। বাড়িতে আমরা মা-বাবাকে বাড়ির কাজে সমানভাবে সাহায্য করি। আমরা দুজনে মিলে আমাদের বই, খাতাপত্র, কাপড় গুছিয়ে রাখি। দুজনে মিলে খেলাধুলা করি। খাওয়ার পর আমরা নিজ নিজ প্লেট ধুয়ে রাখি। তাই মা-বাবা আমাদের দুজনকেই সমান আদর করেন।"
- শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিকট জানতে চাইবেন, তারা এ অভিনয় দেখে কী শিখেছে?
- ৫/৬ জন শিশুর কাছ থেকে উত্তর শুনুন এবং উৎসাহ দিবেন।

৩. দলগত কাজ

- সামনে-পিছনের প্রতি দুই বেঞ্চে বসা শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে একটি করে দল গঠন করুন। একজন দলনেতা নির্বাচন করতে সহায়তা দিবেন।
- এবার বিভাজিত দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে 'পরিবারের সকল কর্মকাণ্ডে ছেলে-মেয়ে সমভাবে অংশগ্রহণের দুটি করে কাজ চিহ্নিত করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- কাজটি করার জন্য ৫ মিনিট সময় দিবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

- প্রতিটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতিটি দলকে ২ মিনিট করে সময় দিবেন।
- সকল দলের কাছ থেকে পাওয়া 'পরিবারের সকল কর্মকাণ্ডে ছেলে-মেয়ে সমভাবে অংশগ্রহণের উপায়গুলোর সারসংক্ষেপ আকারে নিজে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিয়ে প্রয়োজনীয় নিরাময় দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৪. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : অতঃপর আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের পাঠ সমাপ্ত করবেন।

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

৩নং উপকরণ

পাঠ- ৫

বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে ছেলে-মেয়ের সমান অংশগ্রহণ

শিখনফল

২.২.৩ পরিবার ও বিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ডে ছেলে-মেয়ে সমভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. শ্রেণিকক্ষের ছবি/ভিডিও, যেখানে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীরা মিলে শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করছে।

২. পাঠ-৩ এর ২নং উপকরণের ছবি।

৩. বিদ্যালয়ের ছবি/ভিডিও, যেখানে শিক্ষক, ছেলে ও মেয়ে-শিক্ষার্থীরা মিলেমিশে বিদ্যালয়ের ফুলের বাগান পরিচর্যা করছে।

বিষয়বস্তু

আমাদের দেশের মেয়েশিশুরা শিক্ষা গ্রহণের জন্য তারা বিদ্যালয়ে গিয়ে ছেলেদের তুলনায় অনেক কম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। মেয়ে-শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে ছেলেদের মতো সমানভাবে অংশগ্রহণ করে না। অথচ বিদ্যালয়ের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার অধিকার তাদেরও রয়েছে। যেমন– শ্রেণিকক্ষের আসন ব্যবস্থাপনা, শিক্ষকের সুদৃষ্টি, খেলাধুলা, ওয়াশরুম সুবিধা ইত্যাদি। মেয়ে ও ছেলে-শিক্ষার্থীরা মিলে বিদ্যালয়ের যেসব কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে তা হলো বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ ও আঙিনা পরিষ্কার করা, বিদ্যালয়ের ফুলের বাগান পরিচর্যা করা, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের

পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন করা, খেলাধুলা করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ১,২ ও ৩নং ছবি দেখিয়ে নিম্নরূপ প্রশ্নসমূহ করবেন :

- প্রথম ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?
- দ্বিতীয় ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?
- তৃতীয় ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?
- এখানে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে ছেলে এবং মেয়ে-শিক্ষার্থীরা কি সমানভাবে অংশগ্রহণ করছে? কীভাবে?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন ‘বিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ডে ছেলে-মেয়ে সমভাবে অংশগ্রহণের উপায় বলতে পারা’ এবং ‘বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে কীভাবে ছেলে ও মেয়ে-শিক্ষার্থীরা সমভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে?’ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. জোড়ায় কাজ

শিশুদেরকে জোড়ায় ভাগ করে ‘বিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ডে ছেলে-মেয়ে সমভাবে অংশগ্রহণের উপায় কী হতে পারে’ তা আলোচনা করতে বলবেন।

- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের জোড়ায় কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা ও উৎসাহ দিবেন।
- অতঃপর ৪/৫ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তর শুনবেন।

২. ভূমিকাভিনয়

একজন ছেলে-শিক্ষার্থী এবং একজন মেয়ে-শিক্ষার্থীকে বোর্ডের কাছে ডাকুন। পূর্বে প্রস্তুতকৃত ‘সহপাঠী’ লেখা টোপর উভয়ের মাথায় পরিয়ে দিন। তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সমস্বরে বলবে, “আমরা দুজন একই ক্লাসে পড়ি। বিদ্যালয়ের সকল কাজে আমরা সমানভাবে অংশগ্রহণ করি। আমরা মিলেমিশে আমাদের শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের আঙিনা পরিষ্কার করি, মিলেমিশে মাঠে খেলাধুলা করি, বিদ্যালয়ের ফুলের বাগান পরিচর্যা করি। শিক্ষকদেরকে কাজে সাহায্য করি। তাই শিক্ষকগণ আমাদেরকে সমান আদর করেন।”

- শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিকট জানতে চান, তারা এ অভিনয় দেখে কী শিখেছে?
- ৫/৬ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তর শুনুন এবং উৎসাহ দিবেন।

৩. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে ৫/৬টি দলে ভাগ করুন। একজন দলনেতা নির্বাচন করতে সহায়তা দিবেন।
- এবার বিভাজিত দলগুলো দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে বিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ডে ছেলে-মেয়ে সমভাবে অংশগ্রহণের দুটি করে উপায় চিহ্নিত করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- কাজটি করার জন্য ৫ মিনিট সময় দিবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- প্রতি দলের পয়েন্টগুলো নিয়ে বোর্ডে একটি কমন তালিকা তৈরি করবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৪. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : অতঃপর আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের পাঠ সমাপ্ত করবেন।

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ- পাঠ-৩-এর ২নং উপকরণের চিত্র

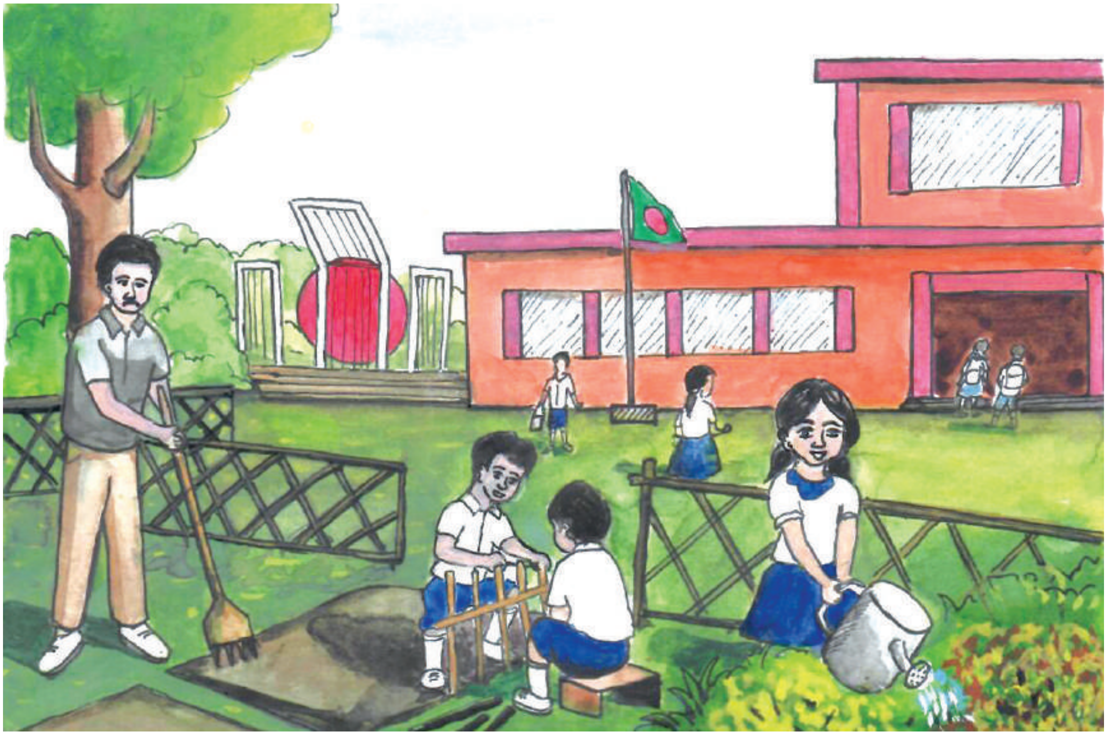

৩নং উপকরণ

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
২.২ পরিবার ও বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ের সমতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরস্পরকে সহযোগিতা করা।	06.02.(2.2).01 (PI-03)	পরিবার ও বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ের সমতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পেরেছে।	পরিবার ও বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ে বৈষম্যের সাধারণ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করেছে।	পরিবার ও বিদ্যালয়ের কর্মকান্ড ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের সমতার ক্ষেত্রগুলো প্রকাশ করতে পেরেছে।	পরিবার ও বিদ্যালয়ের সকল কর্মকান্ডে ছেলে-মেয়ে সমভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

মানবদেহ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

২.১ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানবদেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ চিহ্নিত করে এদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হওয়া

২.২ পর্যবেক্ষণ ও প্রদর্শনের মাধ্যমে সুস্থভাবে জীবনযাপন করার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সুরক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জেনে নিজ ও অন্যের স্বাস্থ্য রক্ষায় দায়িত্বশীল হওয়া

পাঠ বিভাজন : ৮

শিখনফল

২.১.১ দেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গের কাজ চিহ্নিত করতে পারবে।

২.১.২ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার মাধ্যমে এদের প্রতি যত্নশীল হবে।

২.২.১ দেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গের সুরক্ষার উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

২.২.২ দেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গের সুরক্ষার উপায় প্রদর্শন করতে পারবে।

২.২.৩ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

২.২.৪ দেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গের সুরক্ষা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজের ও অন্যের স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেষ্ট হবে।

পাঠ-১

মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ

শিখনফল

২.১.১ দেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গের কাজ চিহ্নিত করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১। হাত,পা, চোখ, আঙুল, কান, নাক, ঠোঁট, ইত্যাদি চিহ্নিত করা মানবদেহের ছবি।

২। আগের ছবির প্রত্যেকটি অঙ্গের কাজের ছবি। যেমন– হাত–কিছু ধরা, পা–হাঁটা, চোখ–দেখা, নাক–ঘ্রাণ নেয়া, কান–শোনা, ঠোঁট– কথা বলা, লোম–শরীর ঢেকে রাখা, আঙুল–মুষ্টিবদ্ধ করা।

৩। একপাশে বিভিন্ন অঙ্গ ও অন্যপাশে এলোমেলোভাবে তাদের কাজের ছবি।

বিষয়বস্তু

আমাদের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে। যেমন– হাত, পা, আঙুল, চোখ, কান, নাক, ঠোঁট, জিহ্বা, দাঁত ইত্যাদি। এগুলো নানা রকম কাজ করে, যেমন– হাত দিয়ে আমরা সবরকমের কাজ করি, আঙুল দিয়ে আমরা মুষ্টি করে কোনো কিছু ধরি, পা দিয়ে হাঁটি, ইত্যাদি। এছাড়াও আমরা চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, নাক দিয়ে শ্বাস নেই ও গন্ধ শুঁকি, জিহ্বা ও দাঁত দিয়ে খাই। এসব অঙ্গের কোনোটি না থাকলে ঐ অঙ্গের কাজটি করা সহজ হয় না।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। পাঠে শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বলবেন–

আমরা ১ম শ্রেণিতে আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের নামগুলো জেনেছি ও তাদের চিনেছি। এরা আমাদের দেহে নানা রকমের কাজ করে। প্রশ্ন করবেন– তোমরা কি সেই কাজগুলো সম্পর্কে জানো?

৩। উত্তর পাওয়ার জন্য ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

"আজ আমরা আমাদের শরীরের বাইরের বিভিন্ন অঙ্গের কাজগুলো জানব"

৫। আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে তা লিখবেন।

৬। এবারে, বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন–

"আমাদের দেহের বাইরের অঙ্গগুলোর কাজ কী?"

খ. মূল কাজ

১. একক কাজ

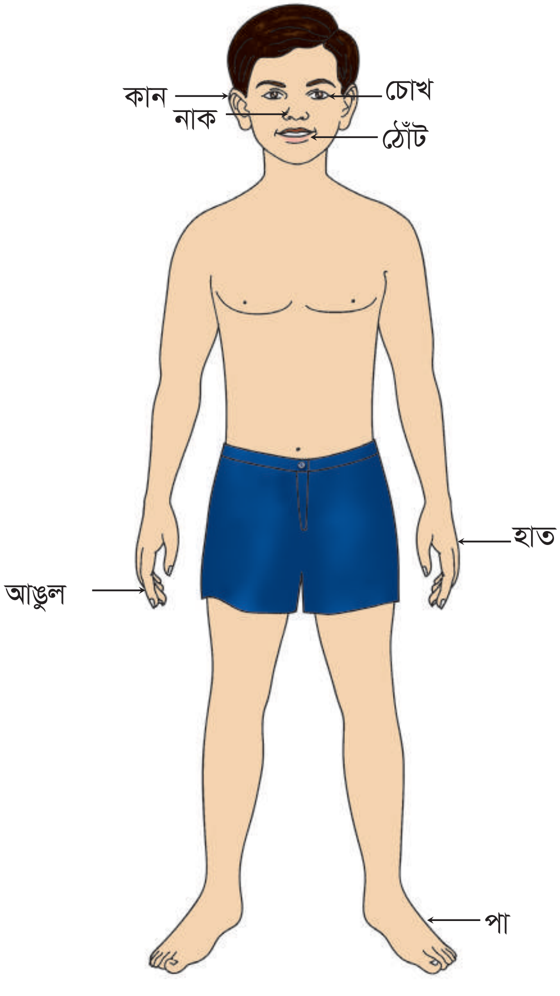

১. মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের চিহ্নিত চিত্র

- ১নং ছবিটি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অঙ্গের কাজগুলো বলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার জন্য ২নং ছবিটি দেখাবেন।

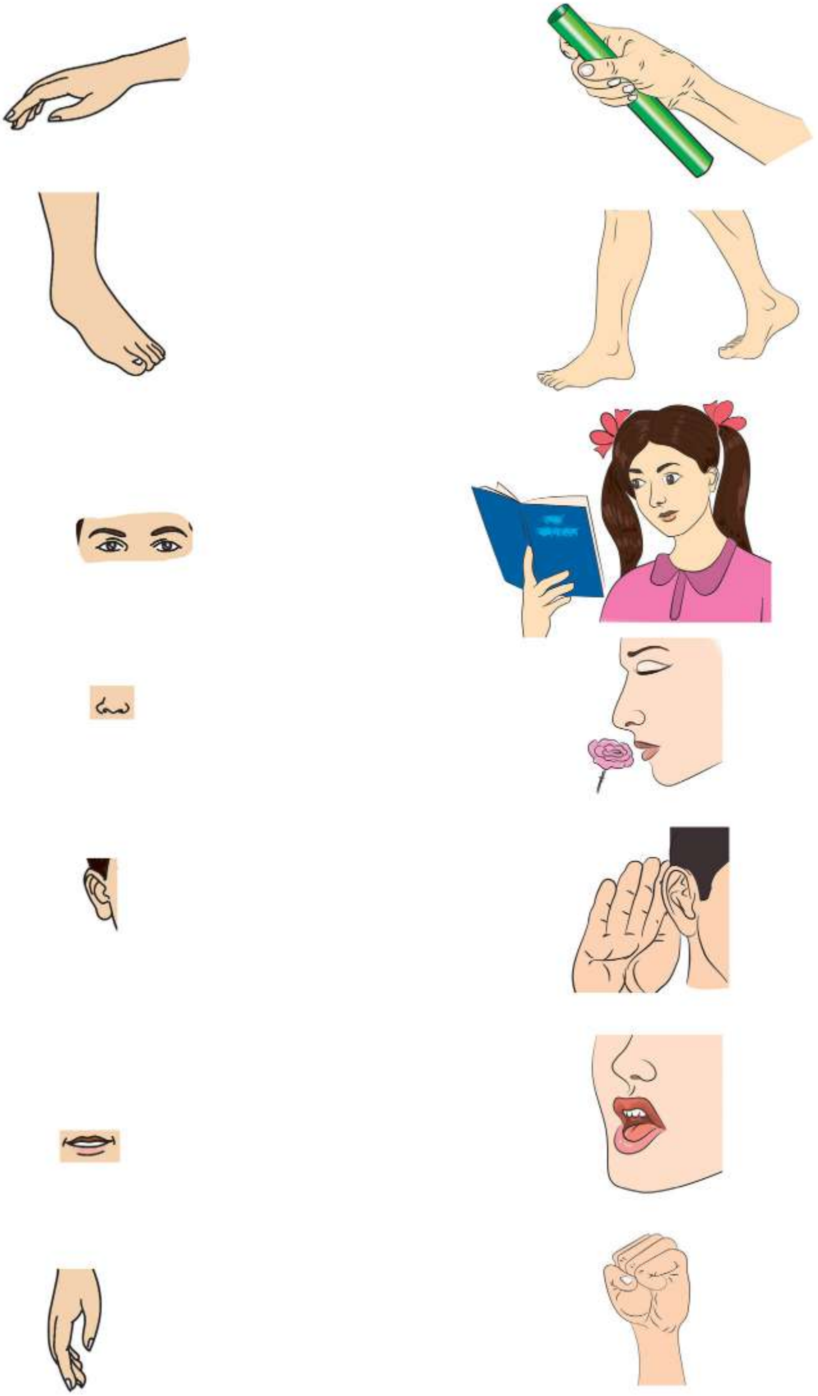

২. মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ

Role-Play

- ৮-১০ জন শিক্ষার্থীকে বোর্ডের কাছে ডেকে এনে ১নং ছবিটি দেখিয়ে একজনকে একটি করে অঙ্গের নাম বেছে নিতে বলবেন। এবারে একটি অঙ্গের নামধারী শিক্ষার্থীকে ঐ অঙ্গের কাজ অভিনয় (Role play) করে দেখাতে বলবেন।
- শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীদের এদের Role play দেখে ঐ অঙ্গটি চিনে সেটির নাম বলার সুযোগ দিবেন।
- ৩নং ছবিটি দেখিয়ে একেকজন শিক্ষার্থীকে দু পাশে লাইন টেনে মিলাতে দিবেন।

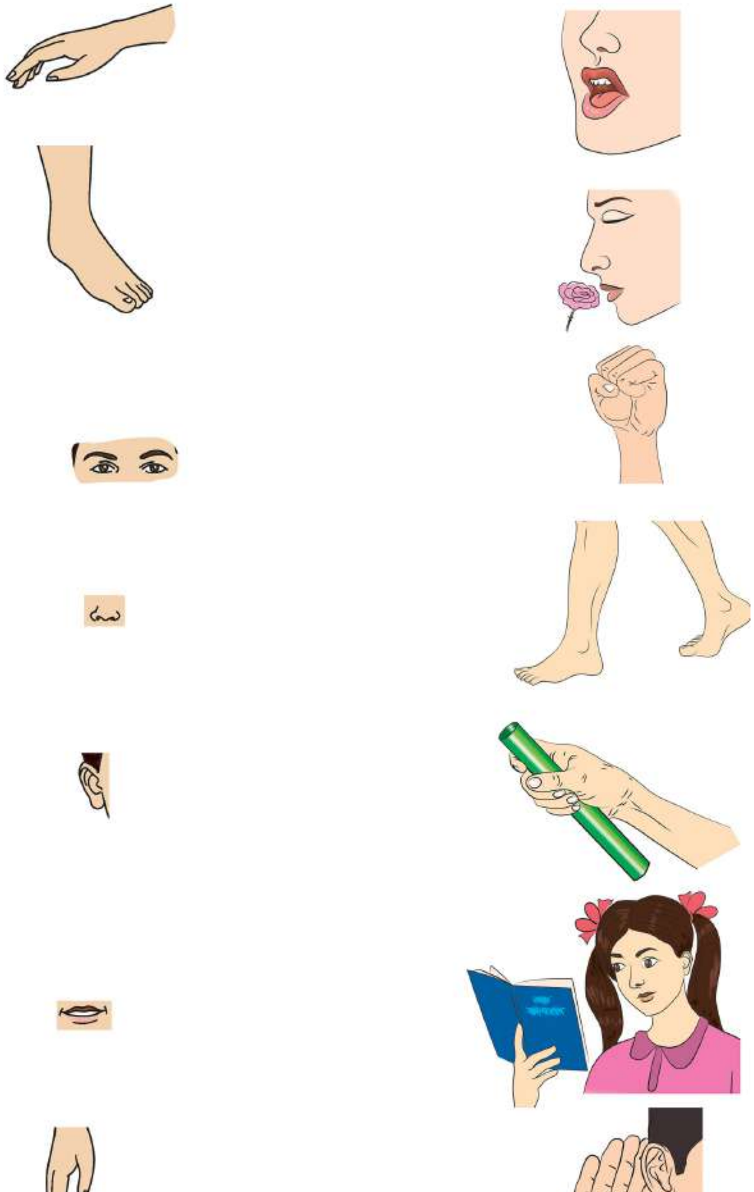

৩. উপকরণ (শিক্ষার্থীরা লাইন টেনে মিলাবে)

২. দলগত কাজ

- শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে ৪/৫টি দলে ভাগ করবেন।
- প্রতিটি দলকে একেকটি অঙ্গের কাজ আলোচনা করতে দিবেন।
- কাজটি কীভাবে করবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন (চোখ ঢেকে তার সামনে কোনো ছবি ধরুন, কানে আঙুল দিয়ে তার সঙ্গে কথা বলবেন)।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণার ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠীকে দিয়ে মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

- দলনেতাকে বোর্ডের সামনে এনে, দলের কাজ উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন।
- দলনেতার মতামতের সারসংক্ষেপ তালিকা আকারে বোর্ডে লিখবেন।

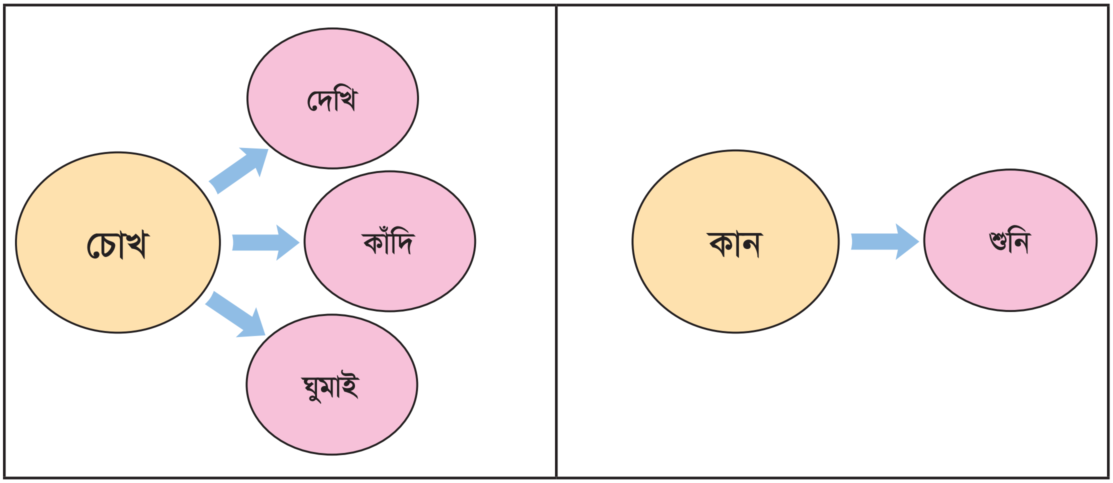

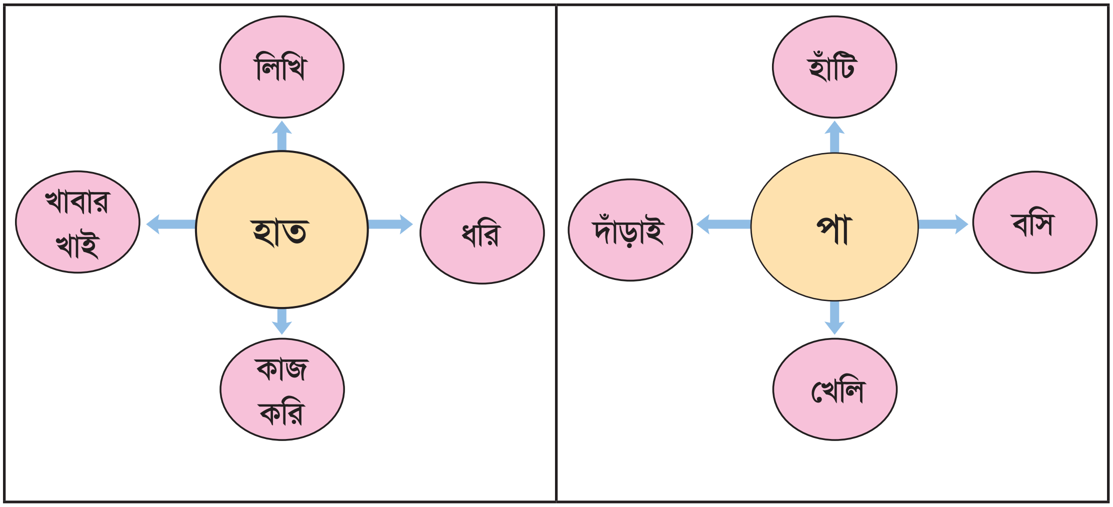

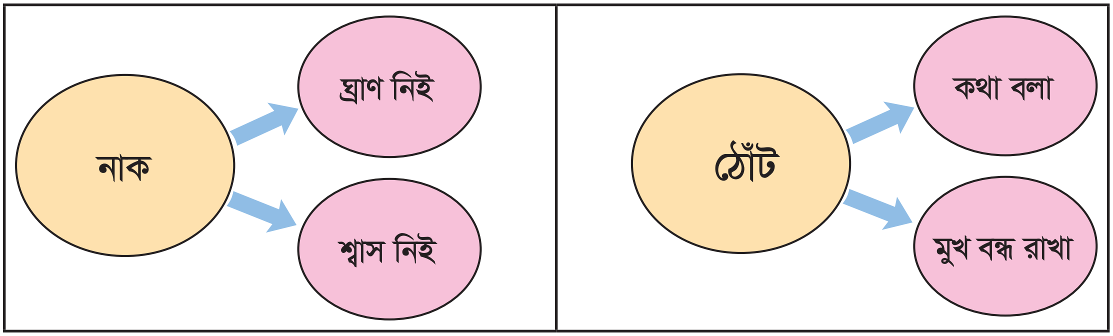

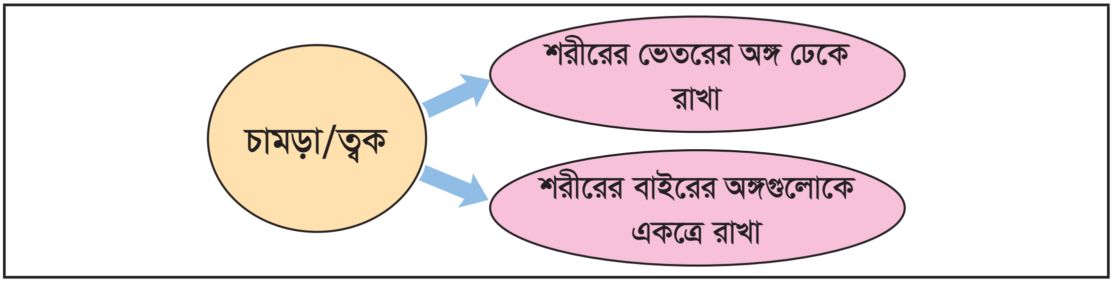

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আজকে আমরা আমাদের দেহের বাইরে অঙ্গগুলোর কাজ জানলাম।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

- আমাদের দেহের এ অঙ্গগুলো কেন প্রয়োজনীয়, পরের পাঠে তা জানতে চেষ্টা করব।

ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-২ ও ৩

দেহের বাহ্যিক অঙ্গসমূহের প্রয়োজনীয়তা/গুরুত্ব

শিখনফল

২.১.২ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার মাধ্যমে এদের প্রতি যত্নশীল হবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১। হাত দিয়ে কোনো কিছু ধরার ছবি

২। পা দিয়ে হাঁটার ছবি
৩। চোখ দিয়ে দেখার ছবি
৪। ঠোঁট দিয়ে কথা বলার ছবি

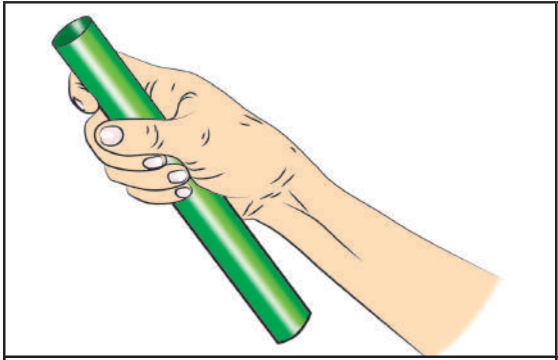

১. হাত দিয়ে পাইপ ধরে আছে

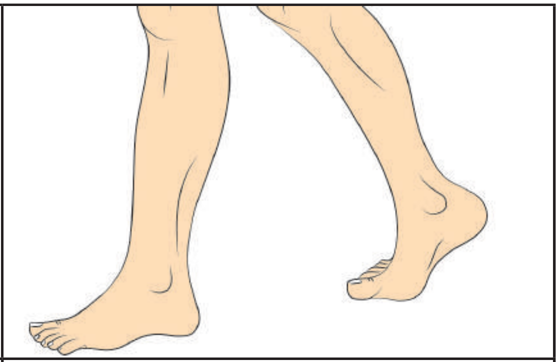

২. পা দিয়ে হাঁটছে

৩. চোখ দিয়ে দেখছে

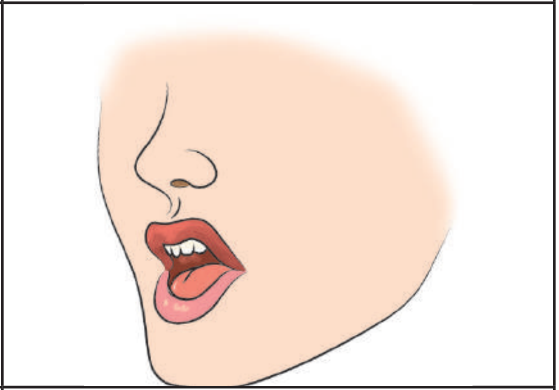

৪. ঠোঁট দিয়ে কথা বলছে

বিষয়বস্তু

আগের পাঠে আমরা আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নানা রকম কাজ সম্পর্কে জেনেছি। এসব অঙ্গ নানা ধরনের কাজের মাধ্যমে আমাদের বেঁচে থাকা ও প্রতিদিনের জীবন যাপনকে সহজ করে দেয়। এসব অঙ্গের, কোনোটি না থাকলে, ঐ অঙ্গের কাজটি সহজে করা যায় না। আমরা সবাই অন্ধ, খোঁড়া বা ঠোঁটকাটা মানুষ দেখেছি। ওরা কেউ দেখতে পায় না, কেউ হাঁটতে পারে না বা কেউ সুন্দর করে হাসতে পারে না। তাঁরা অনেক কষ্টে জীবন কাটান। আমাদের দেহের এসব বাহ্যিক অঙ্গ ঠিকমতো থাকায় ও কাজ করায়, আমাদেরকে সুন্দর দেখায়। অর্থাৎ সুন্দর স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য আমাদের দেহের সব অঙ্গই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এসব অঙ্গের প্রতি অবশ্যই আমাদের যত্নশীল হতে হবে। তবেই আমরা সহজভাবে সুস্থ সুন্দর জীবন কাটাতে পারব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। পাঠে শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বলবেন–

আমরা আগের পাঠে আমাদের দেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গগুলো কী কাজ করে তা জেনেছি।

প্রশ্ন করবেন– তোমরা কি সেই কাজগুলো বলতে পারবে?

৩। উত্তর পাওয়ার জন্য ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন :

আজ আমরা আমাদের শরীরের এই বাহ্যিক অঙ্গগুলো কেন প্রয়োজনীয়/গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝার চেষ্টা করব।

৫। আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে তা লিখবেন।

৬। এবার বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন–

"আমাদের দেহের বাইরের অঙ্গগুলোর যত্ন নেওয়া কেন জরুরি?"

খ. মূল পাঠ

১. একক কাজ

Role-Play

- ৮-১০ জন শিক্ষার্থীকে বোর্ডের কাছে ডেকে এনে ১-৪নং ছবিটি দেখিয়ে একজনকে একেকটি অঙ্গের নাম বেছে নিতে দিবেন। এবারে একে একে তাদেরকে বেছে নেয়া অঙ্গটি কাজ না করলে কী সমস্যা হবে তা অভিনয় করে দেখাতে বলবেন।

কাজটি কীভাবে করবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন (দুই হাত পেছনে আটকে দিয়ে কোনো কিছু ধরতে দিবেন, চোখ ঢেকে তার সামনে কোনো ছবি ধরবেন, কানে আঙুল দিয়ে তার সঙ্গে কথা বলবেন)।

- কাজটি করার জন্য নির্দিষ্ট সময় দিবেন।
- এ সময়ে শ্রেণিতে ঘুরে ঘুরে শিশুদের কাজের মূল্যায়ন করতে থাকবেন।
- প্রয়োজনে অন্যদেরকে তাদের সহায়তা করতে বলবেন। হাতের চিহ্ন ব্যবহার করে কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতে সাহায্য করবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণার ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠীকে দিয়ে মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

২. দলগত কাজ

- পুরো শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৮-১০ জন করে কয়েকটি দলে ভাগ করে দিবেন।
- প্রতিটি দলকে একটি অঙ্গের নাম বলে দিবেন, ঐ অঙ্গ কেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে দিবেন।
- একই দলকে কীভাবে এসব অঙ্গের যত্ন নেয়া যায়, তা-ও ভাবতে বলবেন।
- কাজটি করার জন্য নির্দিষ্ট সময় দিবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে শ্রেণিতে ঘুরে ঘুরে শিশুদের কাজ মূল্যায়ন করতে থাকবেন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে শিশুদের প্রতিটি দল থেকে দুজন করে সামনে ডেকে, একজনকে তার দলের জন্য নির্ধারিত অঙ্গটির গুরুত্ব ও অন্যজনকে ওই অঙ্গের যত্নের উপায় Role play-র মাধ্যমে উপস্থাপন করতে দিবেন।
- তাদের মতামতের সারসংক্ষেপ পয়েন্ট আকারে বোর্ডে লিখবেন।

অঙ্গ	গুরুত্ব	যত্ন
হাত	কোনো কিছু ধরতে পারব না মুঠি করতে পারব না হাতের কোনো কাজ করা যাবে না	হাত পরিষ্কার রাখতে হবে। হাতে যেন ব্যথা না লাগে। হাত যেন আগুনে না পোড়ে। হাত দিয়ে বৈদ্যুতিক তার/সুইচ ধরব না।
পা	হাঁটতে পারব না খেলতে পারব না	মারামারি করব না। সাবধানে খেলাধুলা করব। রাস্তায় চলাচলে নিয়ম মানব ও পারাপারে সতর্ক হব।
চোখ	দেখতে পারব না	চোখ পরিষ্কার রাখব। মোবাইল, টিভি, কম্পিউটার অতিরিক্ত ব্যবহার করব না। রোদে চশমা পরব।
কান	শুনতে পারব না	অতিরিক্ত ও উচ্চ শব্দের কোনো কিছু অনেকক্ষণ ধরে শুনব না। নিয়মিত কান পরিষ্কার করব। কানকে আঘাত থেকে রক্ষা করব।
নাক	গন্ধ শুঁকতে পারব না শ্বাস নিতে কষ্ট হবে	ঠান্ডা লাগাব না। নাকে আঘাত লাগাব না। নাক পরিষ্কার রাখব।
ঠোঁট	সুন্দর দেখাবে না, মুখগহ্বর ঢেকে থাকবে না	আঘাত/দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করব।
চামড়া/ত্বক	সুন্দর দেখাবে না	আঘাত/দুর্ঘটনা/কাটা/পোড়া থেকে সতর্ক থাকব।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আজকে আমরা আমাদের দেহের বাইরের অঙ্গগুলো ঠিকমতো কাজ না করলে কী কী সমস্যা হয় তা জানলাম।

আমাদের দেহের এ অঙ্গগুলো সঠিকভাবে কাজ করার জন্য– কীভাবে এগুলোর যত্ন নিতে হয় সে সম্পর্কেও জানলাম।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

- কীভাবে এসব অঙ্গ সুরক্ষা করা যায়, পরবর্তী পাঠে আমরা তা জানতে চেষ্টা করব। সে সম্পর্কে তোমরাও ভাববে।

ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৪

দেহের সুরক্ষা/যত্ন

শিখনফল

২.২.১ দেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গের সুরক্ষার উপায় বর্ণনা করতে পারবে

শিখন-শেখানো উপকরণ

১। শরীর পরিষ্কার করার (দাঁত মাজা, গোসল করা, চুল-নখ কাটার) ছবি
২। সুস্থ থাকার কিছু উপায়ের (সুষম খাবার, বিশ্রাম, খেলাধুলার) ছবি
৩। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার (ঝাড়ু দেয়া, মোছা, আগাছা পরিষ্কারের) ছবি
৪। বিভিন্ন ধরনের আঘাত পাওয়ার ছবি (খেলাধুলায় আঘাত পাওয়া, গাছ থেকে পড়ে যাওয়া, হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খাওয়া, ইলেকট্রিক শকজনিত আঘাত, মারামারি করার দৃশ্য)

১. দাঁত মাজছে

১. গোসল করছে

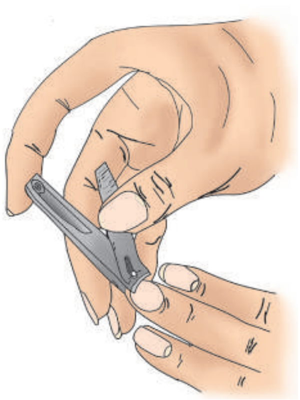

১. নখ কাটছে

২. সুষম খাবার

২. বিশ্রাম নিচ্ছে

২. খেলাধুলা করছে

৩. ঝাড়ু দিচ্ছে

৩. টেবিল মুছছে

৩. আগাছা পরিষ্কার করছে

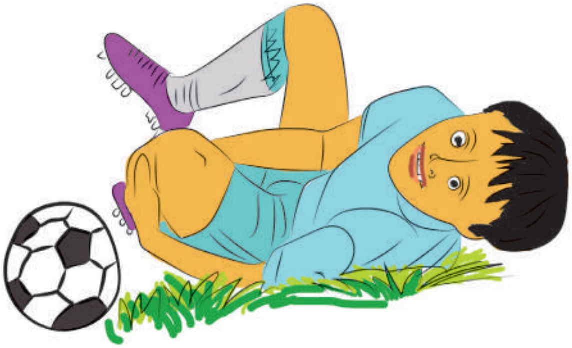

৪. খেলতে গিয়ে হাঁটুতে আঘাত

৪. হাঁটার সময় পড়ে গিয়ে আঘাত

৪. গাছ থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত

৪. ইলেকট্রিক শকজনিত আঘাত

৪. মারামারি করার দৃশ্য

বিষয়বস্তু

আমাদের শরীর অনেকগুলো অঙ্গ নিয়ে গঠিত। প্রতিটি অঙ্গের আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে। আমরা সবাই শরীর সুস্থ রাখতে চাই। আর তাই, আমাদের দেহের সুরক্ষার জন্য ,বিভিন্ন অঙ্গের যত্ন নিতে হয়। শরীরের যত্ন নেয়ার উপায়গুলো হলো– দেহকে পরিষ্কার, আঘাতমুক্ত ও রোগমুক্ত রাখা। আমরা আজকে এসবের বিভিন্ন উপায় খুঁজে বের করব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে তা লিখবেন।

৩। পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি ও পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের বলবেন–

তোমরা সবাই নিশ্চয়ই সব সময় শরীরকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখতে চাও। এবার জিজ্ঞাসা করবেন–

- কী করে শরীর সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখা যায়?

৪। উত্তর পাওয়ার জন্য ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৫। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য তুলে ধরবেন-

“প্রধানত কয়েকটি কারণে আমরা সুস্থ ও সুরক্ষিত থাকতে পারি না। এগুলো হলো- অপরিচ্ছন্নতা, রোগ ও দুর্ঘটনাজনিত আঘাত। আজ আমরা এসব ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়গুলো নিয়ে ভাবব ও জানার চেষ্টা করব।

৬। বোর্ডে আজকের মূল প্রশ্নটি লিখবেন–

“দেহকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখার উপায়গুলো কী কী?”

খ. মূল পাঠ

১. একক কাজ

একে একে শ্রেণির ৮/১০ জন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করবেন–

- তুমি কীভাবে তোমার শরীরের যত্ন নাও?
- সুস্থ থাকার জন্য তুমি কী কী করো?
- তোমার জীবনে কি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে? সেটি কী?
- কোনো দুর্ঘটনার আঘাত থেকে রক্ষা পেতে কী করা উচিত?
- তাদের মতামতের সারসংক্ষেপ বোর্ডে তালিকা আকারে লিখবেন–
  - শরীরের যত্ন– পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
  - সুস্থ থাকার কিছু নিয়ম মেনে চলা– সময়মতো খাওয়া, ঘুম, খেলাধুলা, বিশ্রাম
  - দুর্ঘটনা– আঘাত, পানিতে ডোবা, আগুনে পোড়া, ইলেকট্রিক শক লাগা

২. দলগত কাজ

- শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৫/৬ জন করে নিয়ে কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- প্রত্যেক দলকে আগে উল্লেখিত তিনটি বিষয় থেকে সুরক্ষার উপায়গুলো আলোচনা করতে দিবেন। এ পর্যায়ে ১-৪ নং ছবিগুলো দেখাবেন।
- কাজটি করার সময় স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। তাদের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণার ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠীকে দিয়ে মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

- দলনেতাকে দলের কাজ উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন।
- দলনেতার উপস্থাপিত তথ্যের সারসংক্ষেপ ছক আকারে বোর্ডে লিখবেন।

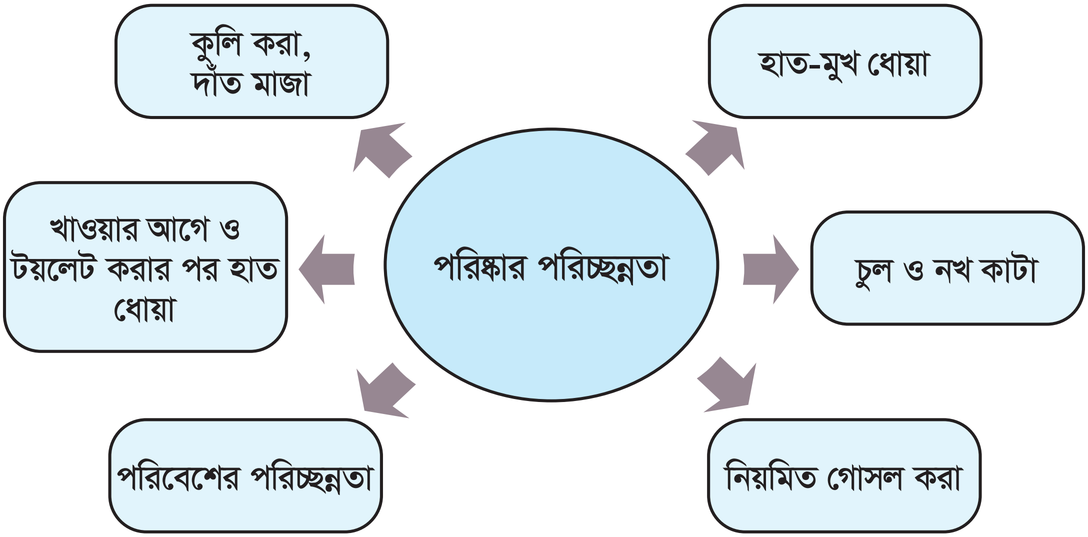

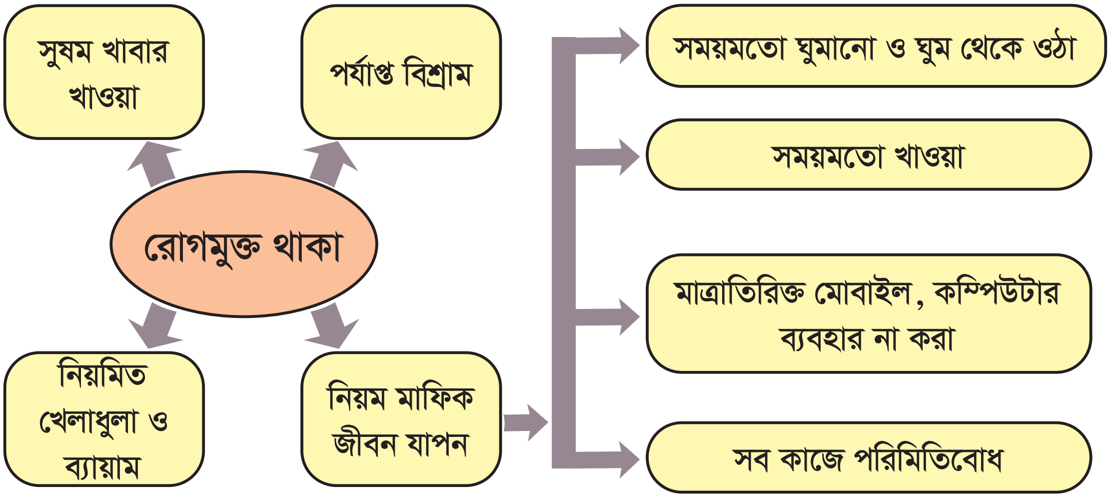

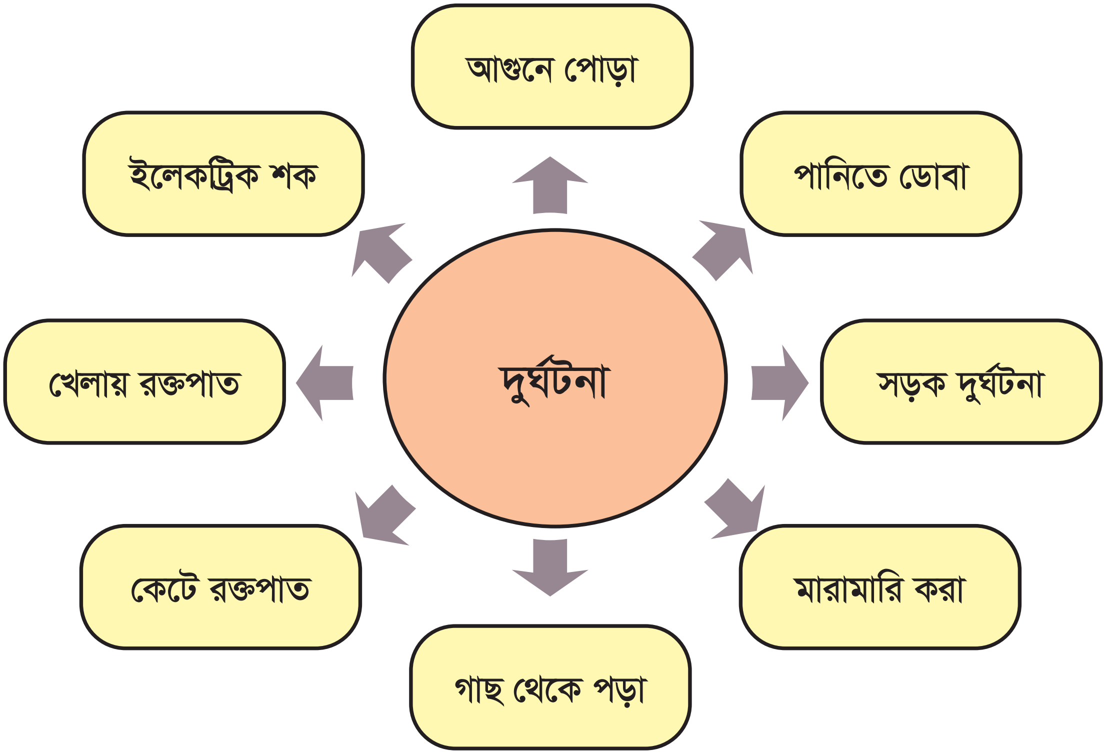

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আমাদের দেহকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখার জন্য এর যত্ন নেয়া ও একে রোগমুক্ত এবং দুর্ঘটনামুক্ত রাখা অত্যন্ত জরুরি। আজকের পাঠে আমরা এগুলোর উপায় সম্পর্কে আলোচনা করলাম ও জানলাম।

এখন থেকে আমরা তা মেনে চলার ও এ ব্যাপারে অন্যকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করব।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

পরবর্তী পাঠে দেহের সুরক্ষায় পরিছন্নতা প্রয়োজনীয় কেন সে সম্পর্কে জানব। ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৫ ও ৬

দেহের সুরক্ষার উপায়

শিখনফল

২.২.২ দেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গের সুরক্ষার উপায় প্রদর্শন করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১। আঘাত থেকে বেঁচে থাকার কিছু উপায়ের (দেখে রাস্তা পারাপার, কাপড় দিয়ে গরম হাঁড়ি ধরার) ছবি

২। আঘাত পাওয়ার পর কিছু করণীয় কাজের (কেটে যাওয়া স্থানে ব্যান্ডেজ করার, পেটে চাপ দিয়ে পানি বের করার) ছবি।

১. দেখে রাস্তা পারাপার

১. কাপড় দিয়ে গরম হাঁড়ি ধরা

২. কেটে যাওয়া স্থানে ব্যান্ডেজ করা

২. পেটে চাপ দিয়ে পানি বের করা

বিষয়বস্তু

গত পাঠে আমরা দেহকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখার উপায়গুলো জেনেছি। আজকে আমরা নিজেদের জীবনে কীভাবে তা অনুসরণ করব সেটা নিয়ে আলোচনা করব। মাঝে মাঝে নানা রকম দুর্ঘটনায় আমরা শরীরে আঘাত পাই। খেলা, হাঁটা বা দৌড়ানোর সময়, এমনকি গাছ থেকে পড়ে গিয়েও আমরা আঘাত পাই। এছাড়াও নিজেদের মধ্যে দুষ্টামি বা মারামারি করার সময়, এমনকি বৈদ্যুতিক শকেও আমাদের আঘাত লাগে। এ ধরনের আঘাত আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতি করতে পারে। যেমন– চোখ, কান, মাথা, হাত বা পায়ে আঘাতের ফলে এসব অঙ্গের কাজ করার ক্ষমতা আংশিক বা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই সব সময় দুর্ঘটনা থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে তা লিখবেন।

৩। পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি ও পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের বলবেন–

আমরা গত পাঠে দেহকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখার উপায়গুলো জেনেছি। তবে আমরা কি সেগুলো নিজেদের জীবনে ব্যবহার করি?

৪। উত্তর পাওয়ার জন্য ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৫। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য তুলে ধরবেন–

আমরা আজ সুস্থ ও সুরক্ষিত থাকার করণীয়গুলো নিয়ে ভাবব ও তা নিজেদের জীবনে মেনে চলার চেষ্টা করব।

৬। বোর্ডে আজকের মূল প্রশ্নটি লিখবেন–

- দেহকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখার উপায়গুলো কী কী?

খ. মূল পাঠ

১ ও ২নং ছবিগুলো দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন– ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?

১. একক কাজ

- শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো শুনবেন। প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করবেন।

প্রদর্শন–

- একে একে শ্রেণির ৮/১০ জন শিক্ষার্থীকে ডেকে সামনে এনে বলতে ও অভিনয় করে দেখাতে বলবেন–
- দৈনন্দিন জীবনে শরীরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সে কী কী করে?
- আবারও ৫/৬ জন শিক্ষার্থীকে ডেকে সামনে এনে প্রশ্ন করবেন–
- তুমি কী করলে রোগমুক্ত থাকতে পারবে? বলো ও অভিনয় করে দেখাও।

২. জোড়ায় কাজ :

- অন্য ৮/১০ জনকে সামনে এনে জোড়া বানান। জোড়ার একজনকে একটি দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের উদাহরণ দিতে বলবেন এবং অন্যজনের কাছে সে দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য সতর্কতাগুলো বলতে বলবেন।

- তাদের মতামতের সারসংক্ষেপ বোর্ডে ছক আকারে লিখবেন।

দুর্ঘটনার নাম	দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে থাকার উপায়।
গাছ থেকে পড়া	গাছে না উঠা, উঠলে সাবধানে উঠা, বৃষ্টির দিনে গাছে উঠবই না।
খেলাধুলায় আঘাত	খেলার সময় অন্যদের দেখে দৌড়াব কিন্তু কাউকে ধাক্কা দিব না।
কেটে গিয়ে রক্তপাত	বড়োদের সাহায্য নিয়ে ধারলো ছুরি/কাঁচি সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করব।
সড়ক দুর্ঘটনা	দেখে শুনে নিয়ম মেনে রাস্তায় চলাচল করব ও সতর্কভাবে রাস্তা পার হব।
পানিতে ডোবা	সাঁতার না জানলে পুকুর/নদীতে নামব না।
আগুনে পোড়া/ছ্যাঁকা লাগা	গরম কিছু খালি হাতে ধরব না, আগুন নিয়ে খেলব না।
ইলেকট্রিক শক্	একা একা বা ভেজা হাতে বৈদ্যুতিক জিনিস ধরব না।
মারামারি	কখনোই কারও সঙ্গে মারামারি করব না।

৩. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- প্রত্যেক দলকে নিজেদের জীবনে ও তাদের দেখা অন্য সমবয়সিদের জীবনে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলো, ঘটে যাওয়ার পরে করণীয় নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন।
- কাজটি করার সময় স্পষ্টভাবে নির্দেশনা ও নির্দিষ্ট সময় দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণার ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠীকে দিয়ে মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

- দলনেতাকে সামনে ডেকে এনে দলে আলোচনার মতামতগুলো উপস্থাপন করতে বলবেন এবং আপনি সেগুলো বোর্ডে লিখবেন।

বিভিন্ন দুর্ঘটনা	পরবর্তী সময়ে করণীয়
গাছ থেকে পড়ে যাওয়া	মচকালে/হাড় ভাঙলে ডাক্তারের চিকিৎসা নেয়া
খেলাধুলার সময়	আঘাত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া
ছুরি/কাঁচি/কোদালের ব্যবহারে রক্তপাত	রক্তপাত বন্ধের ব্যবস্থা নেয়া
সড়ক দুর্ঘটনা	দ্রুত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নেয়া
পানিতে ডোবা	পানি থেকে তুলে পেটের পানি বের করে শ্বাস স্বাভাবিক করানো
আগুনে পোড়া	ঠান্ডা সেঁক, ওষুধ লাগানো
ইলেকট্রিক শক	গরম দুধ খাওয়ানো, বিশ্রাম নেয়া
মারামারি	আঘাত অনুযায়ী চিকিৎসা

৪. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আমরা আজ আমাদের জীবনের বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা, সেগুলো না ঘটার জন্য পূর্ব সতর্কতা ও ঘটে গেলে করণীয়গুলো সম্পর্কে জানলাম। নিজেদের জীবনে এসব মেনে চললে ও অন্যকে এ ব্যাপারে সতর্ক করলে, আমরা সবাই সুস্থ ও সুরক্ষিত থাকব।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

পরবর্তী পাঠে দেহের সুরক্ষায় দেহের পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানব। ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৭

পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা

শিখনফল

২.২.৩ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১। একটি অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের ছবি।

২। একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশের ছবি।

৩। নিজের ঘর ও বাড়ি, বিদ্যালয়ের চারপাশে আগাছা, পুকুর-জলাশয় ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার ছবি

১. অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ

২. পরিচ্ছন্ন পরিবেশ

৩. বাড়ি পরিষ্কার করছে

বিদ্যালয়ের চারপাশ পরিষ্কার করছে

৩. পুকুর পরিষ্কার করছে

৩. রাস্তাঘাট পরিষ্কার করছে

বিষয়বস্তু

আমাদের রোগাক্রান্ত হওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো অপরিচ্ছন্নতা। তাই নিজেদের সুস্থ ও নিরোগ রাখতে আমাদের দেহের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ ও পরিষ্কার থাকতে হবে। এজন্য নিয়মিত আমাদের চারপাশের পরিবেশ, যেমন– বাড়ি, স্কুল, উঠোন, রাস্তাঘাট, বাগান, পুকুর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা খুবই জরুরি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে তা লিখবেন।

৩। পাঠে পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন–

গত পাঠে আমরা জেনেছি, কী কী কারণে আমাদের দেহের সুরক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়। সে কারণগুলো কী কী ছিল?

৪। উত্তর পাওয়ার জন্য ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৫। এবারে আজকের পাঠে আগ্রহী করার জন্য বলবেন–

আমাদের দেহ সুরক্ষিত রাখার জন্য আমাদের পরিবেশ কেমন রাখতে হবে, তা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই বোঝ।

৬। শিক্ষার্থীদের সম্মতির সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য বলবেন–

"আমাদের দেহে সুরক্ষা বিঘ্নিত হবার একটি প্রধান কারণ হলো– অপরিচ্ছন্নতা। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ সহজেই রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাই সুস্থ থাকতে আমাদের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা খুবই জরুরি। আজ আমরা আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপায়গুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।"

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন–

" আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার উপায়গুলো কী কী?"

খ. মূল পাঠ

১. একক কাজ

১নং ছবিটি দেখাবেন। একাধিক শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করবেন–

- ছবিটি কি তোমার ভালো লাগছে?
- এমন থাকলে তোমার কী সমস্যা হতে পারে?

২নং ছবিটি দেখিয়ে নির্দিষ্ট করে প্রশ্ন করবেন–

- এ ছবিটি কেমন লাগছে?
- কেন ভালো লাগছে?
- শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরগুলো শুনবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- শিশুরা কীভাবে নিজেদের পরিবেশ পরিষ্কার রাখবে, তার তালিকা তৈরি করতে দিবেন। কাজটির জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে শ্রেণিতে ঘুরে ঘুরে শিশুদের কাজ দেখবেন ও প্রয়োজনে পরামর্শ দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণার ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠীকে দিয়ে মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩নং ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন–

- ছবিতে চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কী করতে দেখা যাচ্ছে?
- কীভাবে পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায়?

- তাদের দেয়া মতামত, তালিকা আকারে বোর্ডে লিখবেন এবং লেখা শেষে পড়ে শোনাবেন।

  সম্ভাব্য উত্তর
  - নিয়মিত বাড়ি-ঘর ও শ্রেণিকক্ষ ঝাড়ু দেয়া ও মোছা
  - বাড়ির উঠান ও এর চারপাশ পরিষ্কার করা
  - বিদ্যালয়ের বারান্দা, খেলার মাঠ পরিষ্কার করা
  - প্রতিদিন শৌচাগার জীবাণুমুক্ত করা
  - নিয়মিত বাগানের আগাছা পরিষ্কার করা
  - বড়ো গাছের ডাল ছাঁটা ও ঝরা পাতা পুড়িয়ে ফেলা
  - আশপাশের পুকুরের ময়লা ও কচুরিপানামুক্ত করা

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আমাদের শরীরের সুরক্ষার এবং নিজেকে সুস্থ ও রোগমুক্ত রাখার জন্য চারপাশের পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপায়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। আমরা সবাই এই কাজগুলো করব ও অন্যকে এ ব্যাপারে সচেতন

করব। আর এভাবেই আমাদের দেহ সুরক্ষিত থাকবে।

◊ আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৮

দেহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

শিখনফল

২.২.৪ দেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গের সুরক্ষায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজের ও অন্যের স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেষ্ট হবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১। একটি পরিচ্ছন্ন শিশুর ছবি।
২। একটি অপরিচ্ছন্ন শিশুর ছবি।
৩। শরীর পরিষ্কার রাখার বিভিন্ন কাজের ছবি (হাত-মুখ ধোয়া, কুলি করা, দাঁত মাজা, গোসল করা)

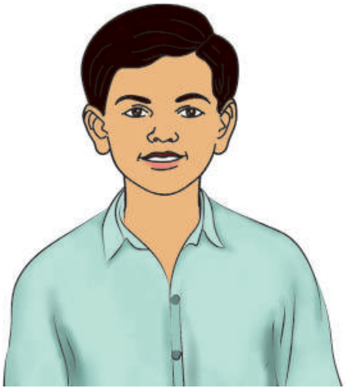

১. পরিচ্ছন্ন শিশু

২. অপরিচ্ছন্ন শিশু

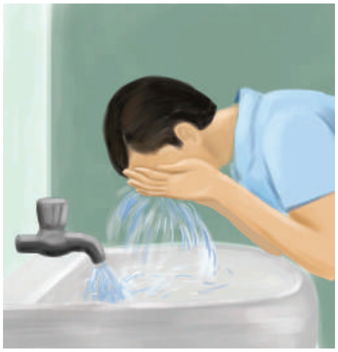

৩. হাত-মুখ ধুচ্ছে, কুলি করছে

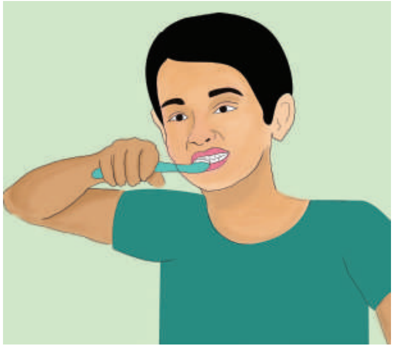

৩. দাঁত মাজছে

৩. গোসল করছে

বিষয়বস্তু

সাধারণত কোনো রোগে আক্রান্ত হলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমাদের রোগাক্রান্ত হওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো দেহের অপরিচ্ছন্নতা। পরিষ্কার থাকলে জীবানুমুক্ত ও সুস্থ থাকা যায়। তাই সুস্থ থাকতে, আমাদের নিজের দেহ ও ব্যবহারের জিনিস (জামাকাপড়, জুতা, বিছানা-বালিশ) পরিষ্কার রাখা দরকার। দেহ পরিষ্কার রাখতে নিয়মিত হাত-মুখ ধুতে হবে ও গোসল করতে হবে। খাওয়ার আগে ও টয়লেট ব্যবহারের পর হাত জীবাণুমুক্ত করা খুবই জরুরি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২। পাঠে পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন–

গত পাঠে আমরা জেনেছি, কী কী কারণে আমাদের দেহের সুরক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়। সে কারণগুলো কী কী ছিল?

৩। উত্তর পাওয়ার জন্য ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৪। এবারে আজকের পাঠে আগ্রহী করার জন্য বলবেন–

আমাদের দেহ সুরক্ষিত রাখার জন্য আমাদের দেহ কেমন রাখতে হবে, তা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই বোঝ।

৫। শিক্ষার্থীদের সম্মতির সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য বলবেন–

"আমাদের দেহের সুরক্ষা বিঘ্নিত হবার একটি প্রধান কারণ হলো– অপরিচ্ছন্নতা। অপরিচ্ছন্ন দেহ রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রোগগ্রস্ত হয়। তাই আমাদের দেহ পরিচ্ছন্ন রাখা খুবই জরুরি। আজ আমরা আমাদের শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপায়গুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।"

৬। আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে তা লিখবেন।

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন–

"আমাদের শরীর পরিচ্ছন্ন রাখার উপায়গুলো কী কী?"

খ. মূল পাঠ

১. একক কাজ

- ১ ও ২নং ছবিটি দেখাবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করবেন–
  - ছবির কাকে তোমার ভালো লাগছে? কেন ভালো লাগছে?

অপরিচ্ছন্ন শিশুর ছবিটি দেখিয়ে নির্দিষ্ট করে প্রশ্ন করবেন–

  - এমন থাকলে তোমার কী সমস্যা হতে পারে? (শিক্ষার্থীরা অপরিচ্ছন্ন থাকার কোনো অসুবিধা বাদ দিলে, তা যুক্ত করবেন।
  - শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরগুলো শুনবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- শিশুরা কীভাবে নিজেদের শরীর পরিষ্কার করে, তার তালিকা তৈরি করতে দিবেন।

কাজটির জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন।

- দলগত কাজ চলাকালে শ্রেণিতে ঘুরে ঘুরে শিশুদের কাজ দেখুন ও প্রয়োজনে পরামর্শ দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণার ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠীকে দিয়ে মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩নং ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন–

- ছবিতে নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কী করতে দেখা যাচ্ছে?
- নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখলে কী লাভ হয়?
- তাদের দেয়া মতামত, তালিকা আকারে বোর্ডে লিখবেন এবং লেখা শেষে পড়ে শোনাবেন।

নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপায়-

১। নিয়মিত হাত-মুখ ধোয়া ও গোসল করা

২। নিয়মিত চুল-নখ কাটা, দাঁত মাজা

৩। খাওয়ার আগে ও টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান/ছাই দিয়ে হাত ধোয়া

৪। পরিষ্কার কাপড়, জামা, জুতা পরা

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আমাদের শরীরের সুরক্ষার এবং নিজেকে সুস্থ ও রোগমুক্ত রাখার জন্য নিজেকে ও চারপাশের পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরি। আজ আমরা নিজেদেরকে পরিচ্ছন্ন রাখার উপায়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। আমরা সবাই এই কাজগুলো করব ও অন্যকে এ ব্যাপারে সচেতন করব। আর এভাবেই আমাদের দেহ সুরক্ষিত থাকবে।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শীতার সূচক নং (PI)	পারদর্শীতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা		
			প্রারম্ভিক	ভালো	উত্তম
২.১ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানবদেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গা-প্রত্যঙ্গের কাজ চিহ্নিত করে এদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।	04.02.02.01	মানবদেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা চিহ্নিত করে এর কাজ ও প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করতে পারছে।	মানবদেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গা-প্রত্যঙ্গের কাজ ও প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছে	মানবদেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা চিহ্নিত করে এর কাজ ও প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করতে পেরেছে।	মানবদেহের বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা চিহ্নিত করে এর কাজ ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পেরেছে।
২.২ পর্যবেক্ষণ ও প্রদর্শনের মাধ্যমে সুস্থভাবে জীবনযাপন করার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সুরক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জেনে নিজ ও অন্যের স্বাস্থ্য রক্ষায় দায়িত্বশীল হওয়া।	04.02.03.01	সুস্থভাবে জীবনযাপন করার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সুরক্ষা করতে পারছে।	সুস্থভাবে জীবনযাপন করার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সুরক্ষার উপায় প্রকাশ করতে পেরেছে ।	সুস্থভাবে জীবনযাপন করার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গা চিহ্নিত করে আলাদাভাবে তা সুরক্ষা করতে পেরেছে।	সুস্থভাবে জীবনযাপন করার জন্য নিজের দেহের বিভিন্ন অঙ্গা প্রত্যঙ্গের সুরক্ষা করে অন্যকে উৎসাহিত করতে পেরেছে।
	04.02.03.02	পারিপার্শ্বিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জেনে নিজ ও অন্যের স্বাস্থ্য রক্ষায় দায়িত্বশীল হতে পারছে।	পারিপার্শ্বিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জেনে নিজে দায়িত্বশীল হয়েছে।	পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জেনে নিজ ও অন্যের স্বাস্থ্য রক্ষায় দায়িত্বশীল হয়েছে।	পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জেনে নিজ ও অন্যের স্বাস্থ্য রক্ষায় দায়িত্বশীল হয়েছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধু

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার অবদান জেনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

পাঠ বিভাজন : ২

পাঠ-১

জাতির পিতার নেতৃত্ব ও ত্যাগ

শিখনফল

৩.১.১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার নেতৃত্ব ও ত্যাগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. জাতির পিতার ছবি/চিত্র
২. স্বাধীনতার ঘোষণা পরবর্তী গ্রেফতারের ছবি/চিত্র
৩. ৭ই মার্চের ভাষণের ছবি/চিত্র
৪. ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ছবি/চিত্র
৫. কর্মপত্র

বিষয়বস্তু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা। শৈশবকাল থেকেই তিনি নেতৃত্ব ও ত্যাগের স্বাক্ষর রেখেছেন। ভাষা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। এ দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বহুবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শোষণ নিপীড়নের হাত থেকে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির জন্য নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বলেন– "**এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।**" ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এজন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করে রাখে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন। তাঁর নেতৃত্ব ও ত্যাগের বিনিময়েই আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। জাতির পিতাকে আমরা সবসময় শ্রদ্ধা করব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. জাতির পিতার ১নং ছবি প্রদর্শন করে নিচের প্রশ্নের আলোকে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন :

- এটা কার ছবি?
- তাঁকে বাংলাদেশের কী বলা হয়?
- তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

২. উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন।
৩. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন " বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার নেতৃত্ব ও ত্যাগের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জড়িয়ে আছে?" বোর্ডে লিখে দিবেন।

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ

- ২নং উপকরণ প্রদর্শন করে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - এ ছবির ব্যক্তিকে তোমরা কি চেনো?
  - তাঁর নাম কী?
  - এ ছবিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে কী করা হয়েছে?
  - ছবিতে তিনি কোথায় আছেন বলে মনে হয়?
  - তিনি কেন কারাভোগ করেছেন?
- এভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ত্যাগের কথা তুলে ধরবেন।
- এবার ৩নং ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - এ ছবিতে কে বক্তৃতা করছেন?
  - তোমরা কি জানো তিনি কখন এ বক্তৃতা করেছিলেন?
  - এ বক্তৃতায় তিনি কীসের ডাক দিয়েছিলেন?
  - স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিয়েছিলেন?
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের আলোকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের কথা তুলে ধরবেন।
- ৪নং ছবি প্রদর্শন করে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - এ ছবিটি কি তোমরা চিনতে পার? (প্রয়োজনে উত্তর প্রদানে সহায়তা করবেন)
  - বঙ্গবন্ধু কত তারিখে নিজ দেশে ফিরে আসেন?
  - স্বাধীনতার পর দেশে এসে কে এ দেশের নেতৃত্ব দেন?
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ ও নেতৃত্বের কথা তুলে ধরবেন।

২. দলগত কাজ

- ছবিগুলোতে ক্রমিক নম্বর দিবেন এবং সবার সামনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।
- দুই বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি বসিয়ে দল গঠন করবেন।
- দলে আলোচনা করে কোনটি কীসের ছবি তা নম্বরসহ তালিকা করতে বলবেন।
- প্রত্যেক দলে কর্মপত্র সরবরাহ করে বোর্ডে প্রদর্শিত ছবি সম্পর্কে দলে আলোচনা করে দলে সরবরাহকৃত কর্মপত্র (ছক) পূরণ করতে বলবেন। এ কাজের জন্য সময় বেঁধে দিবেন।
- দলে কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে কর্মপত্রের অনুরূপ একটি ছক বোর্ডে আঁকবেন।
- সময় শেষে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপিত তথ্যাদি অন্যান্য দলের মতামতের প্রেক্ষিতে যাচাইপূর্বক ও প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করে বোর্ডের ছকে সন্নিবেশিত করবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তভাবে পাঠের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ তুলে ধরবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী পাঠের দিকনির্দেশনা প্রদান করে পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

৩নং উপকরণ

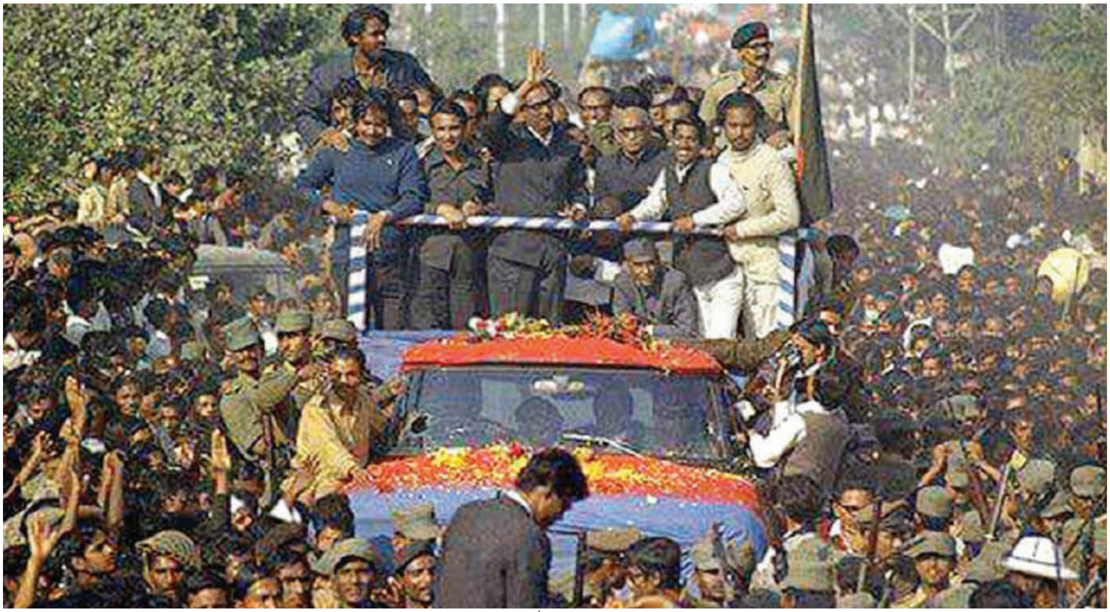

৪নং উপকরণ

উপকরণ-০৫
কর্মপত্র

ছবির নম্বর	ঘটনার নাম	জাতির পিতা কী করেছিলেন

পাঠ-২

সম্মান জানাই জাতির পিতাকে

শিখনফল

৩.১.২ জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. জাতির পিতার ছবি
২. জাতির পিতার ছবিতে ফুল দেওয়া হচ্ছে (ছবি/ভিডিও)

বিষয়বস্তু

পাঠ-১ দ্রষ্টব্য

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. পূর্ববর্তী পাঠ থেকে জাতির পিতা সম্পর্কে জানতে চাইবেন।
৩. নিম্নরূপ প্রশ্ন ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।
   - জাতির পিতার জন্মদিনে আমরা কী করি?
   - বিশেষ বিশেষ দিনে আমরা কেন জাতির পিতার ছবি/প্রতিকৃতিতে ফুল দেই?

খ. মূলপাঠ

১. দলগত কাজ

- ২নং উপকরণের ছবি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন-
  - ছবিতে কী করা হচ্ছে?
- উত্তরের সূত্র ধরে বলবেন, জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে যেভাবে শ্রদ্ধা জানানো হয়, আজ শ্রেণিকক্ষে সেরকম একটি অনুষ্ঠান করা হবে।
- টেবিলের ওপর জাতির পিতার প্রতিকৃতি রাখবেন।
- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। প্রত্যেক দলের একটি নাম ও একজন দলনেতা নির্বাচন করে দেবেন।
- প্রত্যেক দলনেতার হাতে পূর্বে সংগ্রহ করা ফুল বা কাগজের ফুল দেবেন।
- এবার দলনেতাকে সামনে রেখে একেক দলকে সারিবদ্ধভাবে এসে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিতে বলবেন।

২. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- সকল দলের ফুল দেওয়া শেষ হলে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - আমরা কার ছবিতে ফুল দিলাম?
  - কেন আমরা জাতির পিতার ছবিতে ফুল দিলাম?
  - জাতির পিতার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আমরা কেন অংশগ্রহণ করব?
- উত্তরের জন্য অপেক্ষা করবেন, না পারলে সহায়তা করবেন। বুঝিয়ে বলবেন, আমরা আমাদের জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা করি এবং সব সময় তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তভাবে পাঠের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ তুলে ধরবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী পাঠের দিকনির্দেশনা প্রদান করে পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৩.১ স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার অবদান জেনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।	06.02.(3.1).01 (PI-04)	স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার অবদান জেনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পেরেছে।	বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার নেতৃত্ব ও ত্যাগ সম্পর্কে প্রকাশ করতে পেরেছে।	বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার নেতৃত্ব ও ত্যাগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী প্রকাশ করতে পেরেছে।	বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার নেতৃত্ব ও ত্যাগ অনুধাবন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে।

সপ্তম অধ্যায়

জাতীয় পরিচয়ের উপাদানসমূহ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৩.২ জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় কবি ও জাতীয় দিবসসমূহ) সম্পর্কে জেনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

পাঠ বিভাজন : ১১

পাঠ-১

খুঁজে বের করি জাতীয় পতাকার বৈশিষ্ট্য

শিখনফল

৩.২.১ জাতীয় পতাকার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. বাস্তব জাতীয় পতাকা
২. কর্মপত্র

বিষয়বস্তু

আমাদের জাতীয় পতাকা আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক। আমাদের জাতীয় পতাকার আকৃতি আয়তাকার। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০:৬। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ১০ ইঞ্চি হলে প্রস্থ ৬ ইঞ্চি। আমাদের জাতীয় পতাকার দুটি রং–সবুজ ও লাল। পতাকার সবুজ অংশটি তারুণ্যের ও গ্রামবাংলার বিস্তৃত সবুজ প্রকৃতির প্রতীক, আর সবুজের বুকে লাল বৃত্তটি স্বাধীনতার উদীয়মান সূর্যের প্রতীক। পতাকাকে ভালোবাসার অর্থ হলো দেশকে ভালোবাসা। জাতীয় পতাকাকে সম্মান করার অর্থ হলো দেশকে সম্মান করা। তাই জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান দেখানো প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. জাতীয় পতাকা সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:
   ক) জাতীয় পতাকার আকৃতি কেমন?
   খ) পতাকার রং কেমন?
   গ) পতাকায় লাল রঙের অংশটুকুর আকৃতি কেমন?
২. প্রশ্নের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন।

৩. পাঠের শিরোনামের সূত্র ধরে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন “আমাদের জাতীয় পতাকার বৈশিষ্ট্য কী?” উত্থাপন করে বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ

- জাতীয় পতাকার ছবিটি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদেরকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। এক্ষেত্রে জাতীয় পতাকার রং, আকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বিশেষভাবে লক্ষ করতে বলবেন।
- প্রয়োজনে ফিডব্যাক প্রদান করে ধারণা স্পষ্ট করবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজ নিজ খাতায় বৈশিষ্ট্যগুলো লিখতে বলবেন।

২. দলগত কাজ

- জাতীয় পতাকা প্রদর্শিত রেখে দুই বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি বসিয়ে দল গঠন করবেন।
- কর্মপত্র (ছক) সরবরাহ করবেন। দলে আলোচনা করে সরবরাহকৃত কর্মপত্র পূরণ করতে বলবেন। এ কাজের জন্য সময় বেঁধে দিবেন।
- দলগত কাজের সময় বোর্ডে কর্মপত্রের অনুরূপ ছক তৈরি করবেন।
- দলীয় কাজ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে দলীয় কাজ এক এক করে উপস্থাপন করতে বলবেন। এক্ষেত্রে অন্য দলের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীদের দেয়া তথ্য বোর্ডে তৈরিকৃত ছকে লিখবেন।
- জাতীয় পতাকার রং দুটি কী অর্থ প্রকাশ করে তা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।
- ছোট ছোট প্রশ্নের অবতারণা করে পতাকার বৈশিষ্ট্যের ধারণা স্পষ্ট করবেন।
- জাতীয় পতাকাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের কথাটি শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তভাবে পাঠের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ তুলে ধরবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী পাঠের জন্য সবুজ ও লাল রংপেন্সিল আনার দিকনির্দেশনা প্রদান করে পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

১নং উপকরণ

উপকরণ-০২

কর্মপত্র

	বৈশিষ্ট্য
আকার/আকৃতি কেমন	
কয়টি রং	
কী কী রং	
পতাকার কয়টি দিক লম্বা	
পতাকার কয়টি দিক খাটো	

পাঠ-২

জাতীয় পতাকা আঁকি মুক্ত হাতে

শিখনফল

৩.২.২ মুক্ত হাতে জাতীয় পতাকা আঁকতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. পাঠ-১-এর ১নং উপকরণ
২. সবুজ রঙের আয়তাকার (১০:৬), বর্গাকার, রম্বসাকৃতির কার্ড
৩. লাল রঙের বৃত্তাকার (আয়তাকার কার্ডের আনুপাতিক), উপবৃত্তাকার, অর্ধবৃত্তাকার কার্ড
৪. সাদা কাগজ, সবুজ ও লাল রংপেন্সিল

বিষয়বস্তু

পাঠ-১ দ্রষ্টব্য

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. জাতীয় পতাকার মডেল/ছবি প্রদর্শন করে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
   - ○ এটি কী?
   - ○ এর আকার কেমন?
   - ○ লাল অংশটুকুর আকার কেমন?

৩. প্রশ্নের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- প্রত্যেক দলে ২নং ও ৩নং উপকরণ সরবরাহ করবেন।
- প্রত্যেক দলকে সরবরাহকৃত কার্ড ব্যবহার করে আলোচনার ভিত্তিতে জাতীয় পতাকা তৈরি করতে বলবেন।
- দলীয় কাজের সময় ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে ফিডব্যাক প্রদান করবেন।
- কাজ শেষে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

২. একক কাজ

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে সাদা কাগজ সরবরাহ করবেন।
- প্রত্যেককে রংপেন্সিল দিয়ে জাতীয় পতাকা আঁকতে বলবেন। এর জন্য সময় বেঁধে দিবেন।
- শিক্ষার্থীরা যখন আঁকবে তখন ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- আঁকা শেষে সকলের কাজ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তভাবে পাঠের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ তুলে ধরবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী পাঠের দিকনির্দেশনা প্রদান করে পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

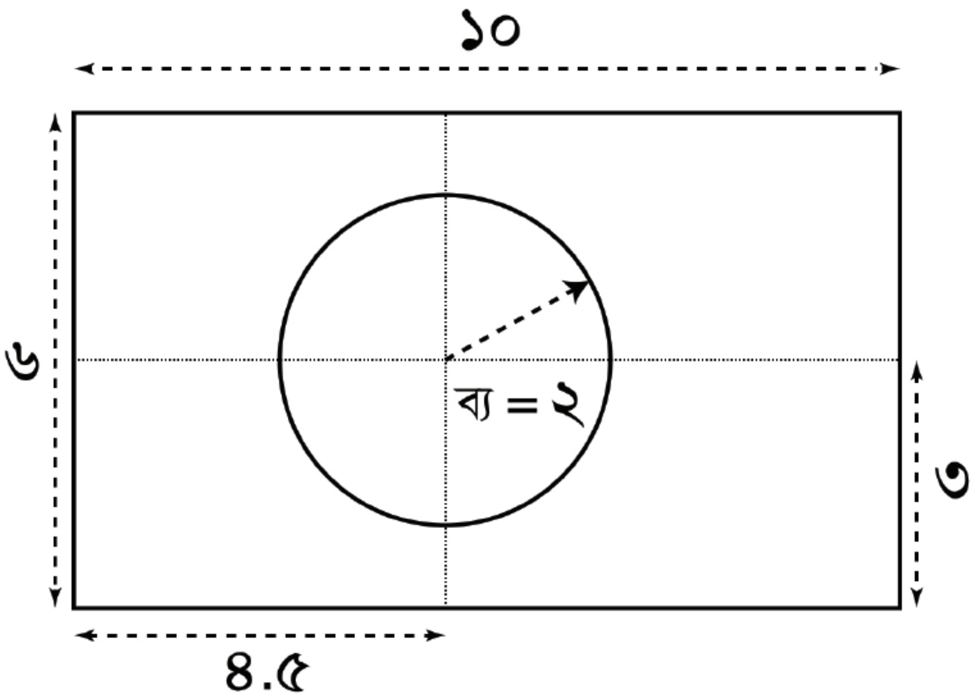

পাঠ-৩
আমাদের জাতীয় সংগীত ও এর রচয়িতা

শিখনফল

৩.২.৩ জাতীয় সংগীতের রচয়িতা সম্পর্কে বলতে পারবে।
৩.২.৪ জাতীয় সংগীত শুদ্ধভাবে গাইতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি/ভিডিও

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদাসুন্দরী দেবী, কোলকাতা, ২৫শে বৈশাখ, ২২শে শ্রাবণ, নোবেল পুরস্কার, জাতীয় সংগীত লেখা সংবলিত কার্ড
৩. কর্মপত্র

বিষয়বস্তু

আমাদের জাতীয় সংগীত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পরিচয় বহন করে। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি...' আমাদের জাতীয় সংগীত। আমাদের জাতীয় সংগীত লিখেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি কোলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মা সারদাসুন্দরী দেবী। শৈশবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাজীবন শুরু হলেও বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাগ্রহণ করা হয়ে উঠেনি। বিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা নিয়ম-শাসনের সঙ্গে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। বাড়িতেই তিনি শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি কবিতা, কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ, গান, নাটক, উপন্যাস রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। শিশুদের জন্য তিনি অনেক কবিতা, গল্প ও গান রচনা করেছেন। তিনি ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান, যা আমাদের জন্য গৌরব বয়ে এনেছে। বাংলা ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচনা আমাদের অমূল্য সম্পদ। তাঁকে আমরা সব সময় শ্রদ্ধা ও সম্মান করব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন:
   - আজ সমাবেশে আমরা কী গাইলাম?
   - গাইতে আমাদের কেমন লাগল?
৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।
৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন **'জাতীয় সংগীতের রচয়িতা কে?'** বলবেন বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন–
  - এটি কার ছবি?
  - তাঁর পুরো নাম কী?
  - তিনি আমাদের কাছে বিখ্যাত কেন?
  - আমাদের জাতীয় সংগীত কোনটি?
  - আমাদের জাতীয় সংগীত কে লিখেছেন? ইত্যাদি।
- প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে জাতীয় সংগীত রচয়িতার পরিচয় তুলে ধরবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- প্রত্যেক দলে ২নং উপকরণের একটি সেট, কর্মপত্র-১ ও কর্মপত্র-২ এবং গাম/গ্লু-স্টিক সরবরাহ করবেন। দলগত কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন।
- দলগত কাজটি বুঝিয়ে বলবেন। কাজটি হলো, কর্মপত্র পাঠ করে সেখান থেকে তথ্য নিয়ে কর্মপত্র-২ এর

জীবনীবৃক্ষের যথাস্থানে ২নং উপকরণের কার্ড গাম দিয়ে সংযোজন করে জীবনীবৃক্ষটি সম্পূর্ণ করা।

- নির্দিষ্ট সময় শেষে এক এক করে সকল দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- প্রয়োজনে ফিডব্যাক প্রদান করবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তভাবে পাঠের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ তুলে ধরবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী পাঠের দিকনির্দেশনা প্রদান করে পাঠ সমাপ্তিঘোষণা করবেন।

উপকরণ-০১

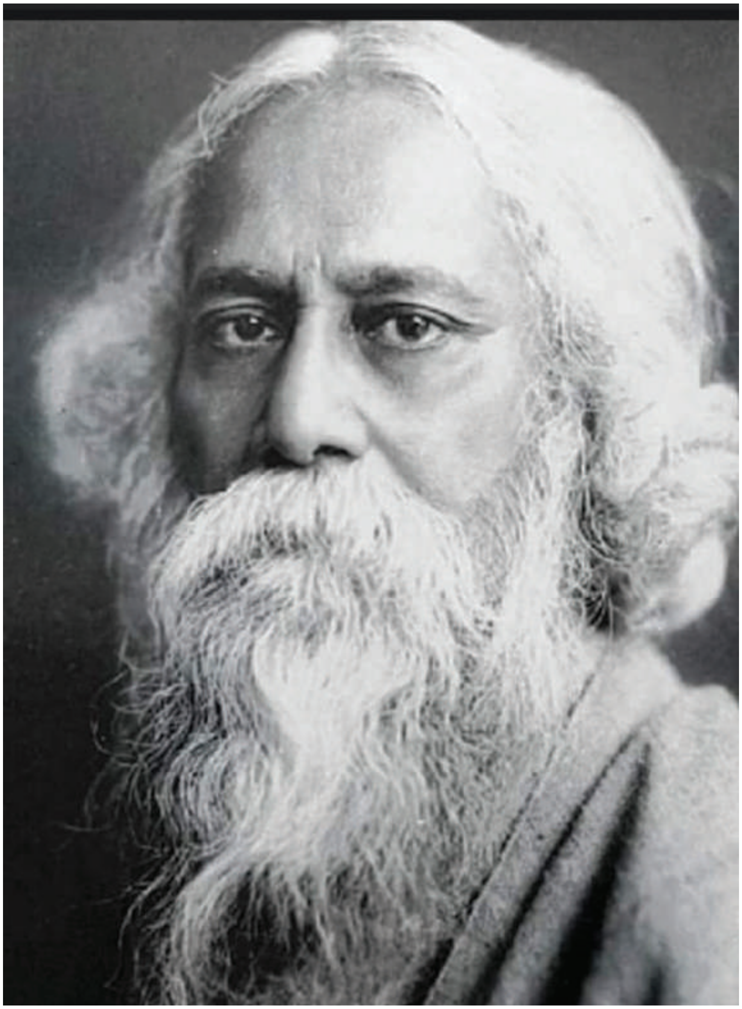

উপকরণ-০২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ। বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মায়ের নাম সারদাসুন্দরী দেবী। তিনি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি আমাদের জাতীয় সংগীত লিখেন। ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ তিনি মারা যান।

কর্মপত্র

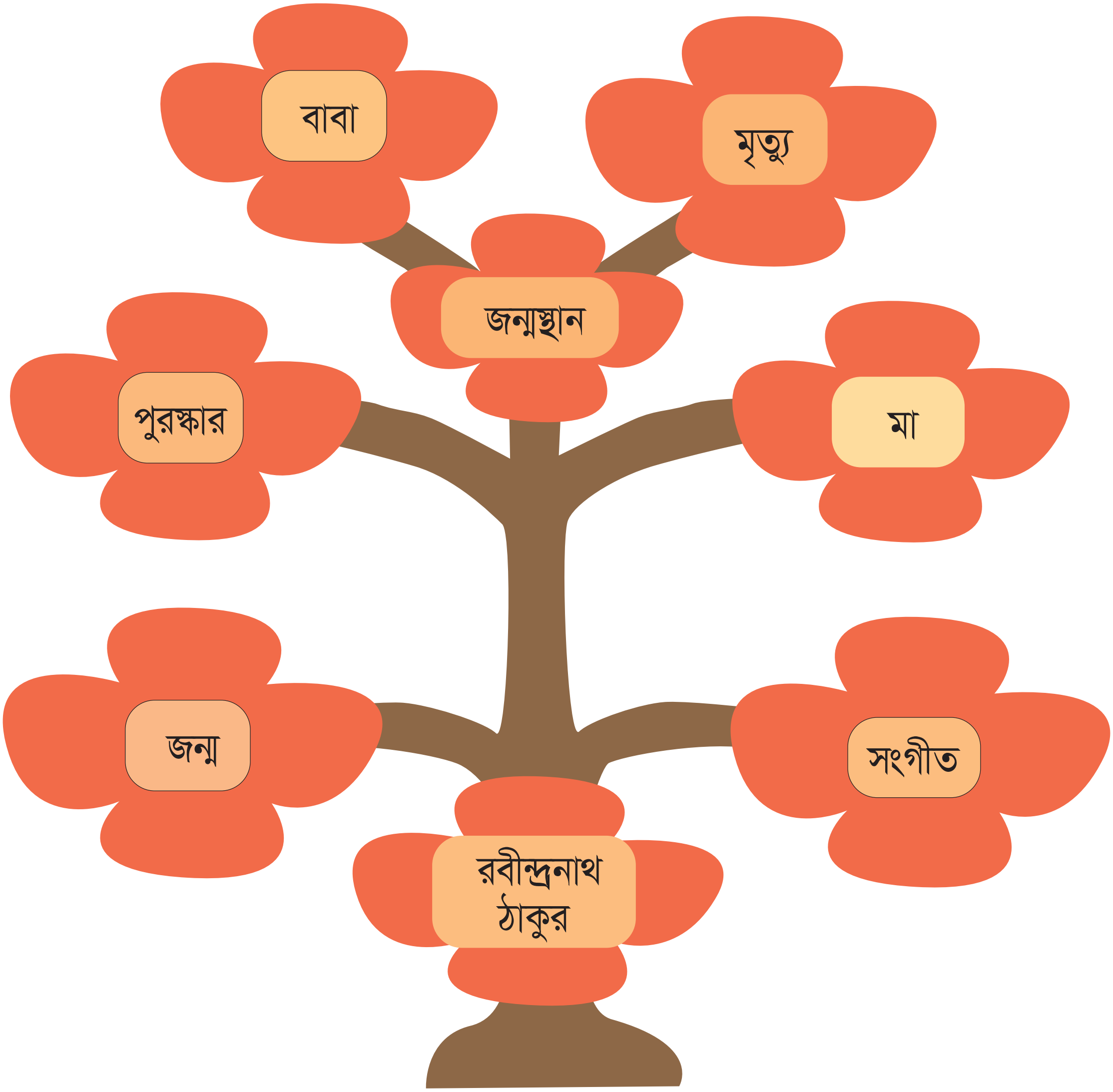

পাঠ-৪
চলো গাই জাতীয় সংগীত

শিখনফল
৩.২.৪ জাতীয় সংগীত শুদ্ধভাবে গাইতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ
১. সমাবেশে জাতীয় সংগীত গাওয়ার দৃশ্য/ভিডিও

২. পোস্টারে লেখা জাতীয় সংগীত ও অডিও রেকর্ড

বিষয়বস্তু
পূর্ণাঙ্গ জাতীয় সংগীত

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা
১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২. ১নং উপকরণ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন :

- এটি কীসের ছবি?
- এ ছবিতে শিক্ষার্থীরা কী করছে?
- আমাদের জাতীয় সংগীত কে লিখেছেন?

৩. জিজ্ঞাসা করবেন : আজ সমাবেশে আমরা কি জাতীয় সংগীত গেয়েছি?

৪. প্রশ্নের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

৫. শিক্ষার্থীদের বলবেন আজ আমরা জাতীয় সংগীত গাওয়া অনুশীলন করব।

খ. মূলপাঠ

১. দলগত কাজ
- প্রথমে আপনি ২/১বার গাইবেন বা জাতীয় সংগীতের রেকর্ড বাজিয়ে শুনাবেন, শিক্ষার্থীরা শুনবে।
- আপনি গাইবেন, শিক্ষার্থীরা শুনে পুনরাবৃত্তি করবে।
- আপনি গাইবেন, শিক্ষার্থীরা আপনার সঙ্গে সঙ্গে গাইবে।
- শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করে প্রথমে এক দল আপনার সঙ্গে গাইবে, অন্য দল মনোযোগ সহকারে শুনবে। এরপর ঠিক একইভাবে যে দল শুনেছে সে দল আপনার সঙ্গে গাইবে, অন্য দল মনোযোগ সহকারে শুনবে। এভাবে কয়েকবার কাজটি চলবে যাতে তাদের গাওয়া রপ্ত হয়ে যায়।

২. ছোট দলে কাজ
- প্রতি দুই বেঞ্চকে একেকটি দল বিবেচনা করে একেক দলকে জাতীয় সংগীত গাইতে বলবেন। প্রয়োজনে প্রতি দলকে সহায়তা করবেন। এক দল যখন গাইবে তখন অন্য দলগুলো মনোযোগসহকারে শুনবে এবং তা লক্ষ রাখবে।

- এবার প্রথম বেঞ্চের শিক্ষার্থীরা জাতীয় সংগীতের ১ম লাইন, দ্বিতীয় বেঞ্চ ২য় লাইন....... এভাবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সবাই গাইবে।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তভাবে পাঠের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ তুলে ধরবেন।
পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী পাঠের দিকনির্দেশনা প্রদান করে পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

১ নং উপকরণ

পাঠ-৫

জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করব

শিখনফল

৩.২.৮ জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. দৈনিক সমাবেশে পতাকাকে সম্মান করছে এমন ছবি/ভিডিও
২. পাঠ-৪-এর ১নং উপকরণের ছবি
৩. লম্বা কাঠিতে বাঁধা পতাকা

বিষয়বস্তু

জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা একটি স্বাধীন দেশের আত্মপরিচয়ের প্রধান উপাদান। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রধান বাহক এ দুটি উপাদান। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত পৃথিবীর বুকে তুলে ধরতে পেরেছি। জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত নাগরিককে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। এদের সম্মান রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমরা জাতীয় পতাকাকে সম্মান দেখাব। বিদ্যালয়ে সমাবেশে আমরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জাতীয় পতাকাকে স্যালুট করে সম্মান জানাই। জাতীয় পতাকাকে সযত্নে গুছিয়ে রাখতে হয়। যেখানে-সেখানে ফেলে রাখলে জাতীয় পতাকাকে অসম্মান করা হয়। অব্যবহৃত জাতীয় পতাকাও সযত্নে গুছিয়ে রাখতে হবে। স্কুলে দৈনিক সমাবেশে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, জাতীয় নানা অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গাইতে হয়। কোনো অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত গাওয়া বা বাজানো হলে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতে হয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের পূর্বের পাঠের ধারণা যাচাই করার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
   - আমাদের জাতীয় সংগীত কোনটি?
   - আমাদের জাতীয় পতাকার রং কী কী?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।
৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতকে কীভাবে সম্মান জানাব?' ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- ১নং উপকরণের ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করবেন। ছবি/ভিডিওটি শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে দেখতে বলবেন।
- দেখা শেষে শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নরূপ প্রশ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর ধারণা দেবেন :
  - এ ছবিতে শিশুরা কী করছে?
  - এ কাজ করাকে কী বলে?
  - জাতীয় পতাকাকে সম্মান করার সময় শিশুরা কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে?

- এবার ২নং উপকরণের ছবি প্রদর্শন করবেন ও নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
    - এ ছবিতে শিশুরা কী করছে?
    - শিশুরা কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে?
- উপরোক্ত প্রশ্ন ব্যবহার করে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় কীভাবে দাঁড়িয়ে গাইতে হয় তা বুঝিয়ে বলবেন। কোনো অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত গাওয়া বা বাজানো হলে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতে হয় তা বুঝিয়ে বলবেন এবং কাজটি করতে উৎসাহিত করবেন।

২. দলগত কাজ

- সমগ্র শ্রেণিকে দুটি দলে ভাগ করবেন। বলবেন এটি একটি প্রতিযোগিতা। যে দল সবচেয়ে ভালো করবে সে বেশি নম্বর পাবে। এক দলকে দিয়ে শ্রেণিকক্ষে সমাবেশের মতো পতাকাকে সম্মান জানানো ও জাতীয় সংগীত গাওয়াবেন। এ সময় অন্যদল ভালোভাবে তা দেখবে।
- একদলের উপস্থাপন শেষ হলে একইভাবে অন্যদল কাজটি করবে।
- প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতকে কীভাবে সম্মান দেখাতে হয় তা ব্যাখ্যা করবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

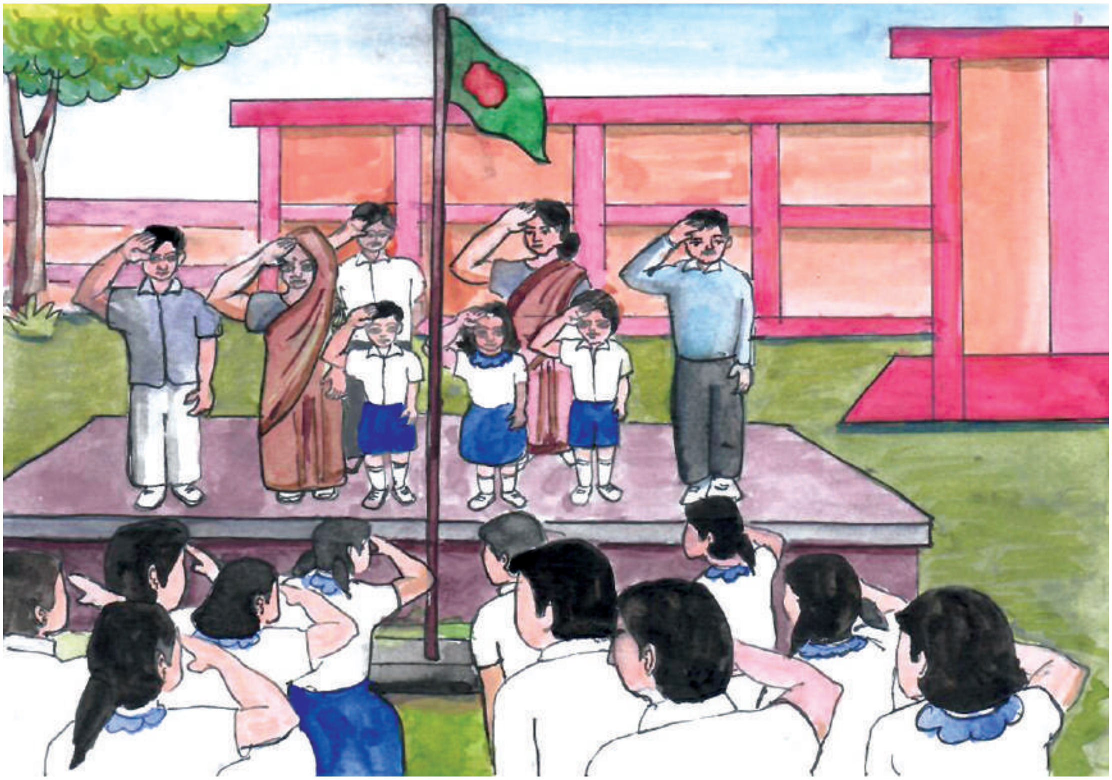

১নং উপকরণ

পাঠ-৬

আমাদের জাতীয় কবি

শিখনফল

৩.২.৫ জাতীয় কবি সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. জাতীয় কবির ছবি/ভিডিও
২. কাজী নজরুল ইসলাম, দুখু মিয়া, কাজী ফকির আহমদ, জাহেদা খাতুন, চুরুলিয়া, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ২৯শে আগস্ট, ভোর হলো লেখা সংবলিত কার্ড
৩. কর্মপত্র
৪. গাম/গ্লু-স্টিক

বিষয়বস্তু

কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। তিনি ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে, বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ ও মা জাহেদা খাতুন। নজরুলের ডাক নাম ছিল 'দুখু মিয়া'। ছোটবেলা থেকেই নজরুল দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে বড় হয়েছেন। পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি মসজিদে মুয়াজ্জিনের কাজ, লেটোদলের সদস্য হওয়া থেকে শুরু করে চা-রুটির দোকানে চাকরি পর্যন্ত করেছেন। নজরুলের কৈশোর জীবনের এক বছর অতিবাহিত হয় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি সেনাবাহিনীতেও যোগদান করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন নানা লেখায়। তিনি রচনা করেছেন কবিতা, কাব্য, সংগীত ও উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে খ্যাত। ১৯৭২ সালের ২রা মে কবিকে সপরিবারে বাংলাদেশে আনা হয় এবং ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয় জাতীয় কবিকে। জাতীয় কবি সকলের পছন্দের কবি। তাঁর লেখা সাহিত্য আমাদের অমূল্য সম্পদ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে "ভোর হল দোর খোল" কবিতাটি আবৃত্তির মাধ্যমে আগ্রহ সৃষ্টি করবেন।
২. কবির ছবি প্রদর্শন করে প্রশ্ন করবেন–
   - ○ ছবির মানুষকে চেনো কি?
   - ○ তাঁর নাম কী?
৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।
৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন "বাংলাদেশের জাতীয় কবি কে? " বলবেন ও বোর্ডে লিখে দিবেন।

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ

- শুরুতে আমরা যে কবিতাটি আবৃত্তি করলাম, তোমরা কি জান এ কবিতাটি কে লিখেছেন?

- শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে রচয়িতার নাম প্রকাশ করবেন। বলবেন, কাজী নজরুল ইসলামই আমাদের জাতীয় কবি।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- দলগত কাজটি বুঝিয়ে বলবেন। কাজটি হলো, কর্মপত্র পাঠ করে সেখান থেকে তথ্য নিয়ে কর্মপত্র-২ এর জীবনীবৃক্ষের যথাস্থানে ২নং উপকরণের কার্ড গাম দিয়ে সংযোজন করে জীবনীবৃক্ষটি সম্পূর্ণ করা।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে এক এক করে সকল দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- প্রয়োজনে ফিডব্যাক প্রদান করবেন।
- প্রত্যেক দলে ২ নং উপকরণের একটি সেট, কর্মপত্র-১ ও ২ এবং গাম/গ্লু-স্টিক সরবরাহ করবেন।
- নির্দিষ্ট সময় পর এক এক করে সব দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- ফিডব্যাক প্রদান করবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩.পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তভাবে পাঠের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ তুলে ধরবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী পাঠের দিকনির্দেশনা প্রদান করে পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

১নং উপকরণ (জাতীয় কবির ছবি)

কর্মপত্র-১

কাজী নজরুল ইসলাম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ। বাবা কাজী ফকির আহমদ। মা জাহেদা খাতুন। মা-বাবা নাম রাখেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর ডাক নাম দুখু মিয়া। কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। তিনি ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট মারা যান। 'ভোর হল দোর খোল' শিশুদের জন্য তাঁর লেখা কবিতা।

কর্মপত্র-২

পাঠ-৭

চিনে নিই জাতীয় প্রতীক-১

শিখনফল

৩.২.৬ বাংলদেশের জাতীয় প্রতীকগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. সাদা শাপলা, লাল শাপলা, পদ্ম ফুল, কাঁঠাল, কাঠালগাছ, আমগাছ, বটগাছ, আমের ছবি/চিত্র

২. কর্মপত্র

বিষয়বস্তু

পৃথিবীর প্রায় সবদেশে কিছু জাতীয় প্রতীক রয়েছে, সেগুলো সে দেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। আমাদের জাতীয় প্রতীকসমূহ হলো– ফুল, ফল, মাছ, পাখি, পশু ও বৃক্ষ। বাংলাদেশের অতি পরিচিত সাদা শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। বাংলাদেশের সব এলাকায় সুস্বাদু ফল কাঁঠাল পাওয়া যায়। তাই কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ। ইলিশ খুব সুস্বাদু মাছ। আমাদের দেশে প্রচুর ইলিশ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবী বিখ্যাত। আর এই রয়েল বেঙ্গল টাইগার হলো আমাদের জাতীয় পশু। সাদা-কালো রঙের ছোট দোয়েল পাখি আমাদের চিরচেনা। বাংলাদেশের সর্বত্র এর বিচরণ। দোয়েল পাখিই আমাদের জাতীয় পাখি। বাংলাদেশের বিখ্যাত আরেকটি ফল হলো আম। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই আমগাছ আছে। এই সুস্বাদু ফল আমের গাছই হলো আমাদের জাতীয় বৃক্ষ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২. সাদা শাপলা, লাল শাপলা ও পদ্ম ফুলের ছবি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন-

- ○ এ ছবিগুলো তোমরা চেনো কি?
- ○ এগুলো কীসের ছবি?
- ○ কোনটার কী নাম?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখে দিবেন। আরও বলবেন, আজ আমরা জাতীয় প্রতীকগুলোর মধ্যে জাতীয় ফুল, ফল ও বৃক্ষ এ তিনটি সম্পর্কে জানব এবং পরবর্তী পাঠে বাকিগুলো জানব।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনা

- এবার ১নং উপকরণের ছবিগুলো এক এক করে বোর্ডে প্রদর্শন করবেন। নিম্নরূপ প্রশ্নের আলোকে ছবিগুলো সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন এবং এগুলোর মধ্যে কোনগুলো জাতীয় প্রতীক হিসেবে বিবেচিত তা বুঝিয়ে বলবেন :
  - ○ এটি কীসের ছবি?

- ○ এর নাম কী?
- ○ কোথায় দেখেছ?
- ○ কোথায় পাওয়া যায়?

২. দলগত কাজ

- প্রত্যেক বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল গঠন করে দলে একজন দলনেতা নির্বাচন করবেন।
- দলে কর্মপত্র সরবরাহ করবেন এবং বাম কলামের সঙ্গে ডান কলামে দাগ টেনে কীভাবে কর্মপত্রটি পূরণ করতে হবে তা বুঝিয়ে বলবেন। দলীয় কাজের সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে দলীয় কাজ উপস্থাপনের জন্য দলনেতাকে আহ্বান করবেন।
- এক দলের উপস্থাপনার পরে সে বিষয়ে অন্যান্য দলের শিক্ষার্থীরা তাদের পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করবেন।
- ফলাবর্তন করবেন।
- এভাবে সব দলই উপস্থাপন করবে।
- উপস্থাপিত তথ্যসমূহ বোর্ডে নিম্নরূপ ছক আকারে লিখবেন :

জাতীয় প্রতীকের নাম	প্রতীকসমূহ
ফুল	
বৃক্ষ	
ফল	

- বোর্ডে পূরণকৃত ছক কয়েকজন শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
- জাতীয় প্রতীকগুলো যে আমাদের দেশের পরিচয় প্রকাশ করে তা বুঝিয়ে বলবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তভাবে পাঠের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ তুলে ধরবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী পাঠের দিকনির্দেশনা প্রদান করে পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

উপকরণ

			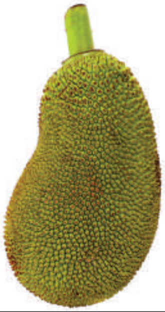
সাদা শাপলা	লাল শাপলা	পদ্ম ফুল	কাঁঠাল
কাঁঠাল গাছ	বটগাছ	আম	আমগাছ

১নং উপকরণ

কর্মপত্র

জাতীয় প্রতীকের নাম	প্রতীকসমূহ
ফুল	কাঁঠাল
	তাল
বৃক্ষ	সাদা শাপলা
	লাল শাপলা
	বটগাছ
ফল	আম
	আমগাছ

পাঠ-৮

চিনে নিই জাতীয় প্রতীক-২

শিখনফল

৩.২.৬ বাংলদেশের জাতীয় প্রতীকগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. ইলিশ মাছ, দোয়েল, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, রুই মাছ, সিংহ, গরু, কবুতর, বুলবুলি ইত্যাদির ছবি/চিত্র
২. কর্মপত্র

বিষয়বস্তু

পাঠ-৭-এর বিষয়বস্তু

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. দোয়েল, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, রুই মাছ, সিংহের ছবি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন:
  - এ ছবিগুলো তোমরা চেনো কি?
  - এগুলো কীসের ছবি?
  - কোনটার কী নাম?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখে দিবেন।
৪. আজ আমরা আরও কয়েকটি জাতীয় প্রতীক, জাতীয় পাখি, পশু ও মাছ সম্পর্কে জানব।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনা

- ১নং উপকরণের ছবিগুলো এক এক করে বোর্ডে প্রদর্শন করবেন। নিম্নরূপ প্রশ্নের আলোকে ছবিগুলো সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন এবং এগুলোর মধ্যে কোনগুলো জাতীয় প্রতীক হিসেবে বিবেচিত তা বুঝিয়ে বলবেন :
  - এটি কীসের ছবি?
  - এর নাম কী?
  - কোথায় দেখেছ?
  - কোথায় পাওয়া যায়?

২. দলগত কাজ

- প্রত্যেক বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল গঠন করে দলে একজন দলনেতা নির্বাচন করবেন।
- দলে কর্মপত্র সরবরাহ করবেন এবং বাম কলামের সঙ্গে ডান কলামে দাগ টেনে কীভাবে কর্মপত্রটি পূরণ করতে হবে তা বুঝিয়ে বলবেন। দলীয় কাজের সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে দলীয় কাজ উপস্থাপনের জন্য দলনেতাকে আহ্বান করবেন।
- এক দলের উপস্থাপনার পরে অন্যান্য দলের শিক্ষার্থীরা তাদের পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করবেন।

- ফলাবর্তন করবেন।
- এভাবে সব দলই উপস্থাপন করবে।
- উপস্থাপিত তথ্যসমূহ বোর্ডে নিম্নরূপ ছক আকারে লিখবেন।

জাতীয় প্রতীকের নাম	প্রতীকসমূহ
পশু	
পাখি	
মাছ	

- বোর্ডে পূরণকৃত ছক শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন। জাতীয় প্রতীকগুলো যে আমাদের দেশের পরিচয় প্রকাশ করে তা বুঝিয়ে বলবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন
শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তভাবে পাঠের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ তুলে ধরবেন।
পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী পাঠের দিকনির্দেশনা প্রদান করে পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

উপকরণ

ইলিশ মাছ

দোয়েল

রয়েল বেঙ্গল টাইগার

রুই মাছ

সিংহ

গরু

কবুতর

বুলবুলি

কর্মপত্র

জাতীয় প্রতীকের নাম	প্রতীকসমূহ
পশু	গরু
	ছাগল
পাখি	দোয়েল
	টিয়া
	রুই মাছ
মাছ	ইলিশ মাছ
	রয়েল বেঙ্গল টাইগার

পাঠ-৯

আমাদের শহিদ দিবস

শিখনফল

৩.২.৭ জাতীয় দিবসসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।

৩.২.৯ জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. শহিদ মিনারের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের চিত্র
২. প্রভাতফেরির ছবি/চিত্র

৩. বিদ্যালয়ে শহিদ দিবস উদ্‌যাপনের ছবি/ভিডিও
৪. 'জাতীয় দিবস', 'শহিদ দিবস', 'সালাম', 'রফিক', 'বরকত', '১৬ই ডিসেম্বর', '২ শে ফেব্রুয়ারি', 'শহিদ মিনার', 'বাংলা নববর্ষ', 'প্রভাতফেরি', 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' লেখা কার্ড
৫. কর্মপত্র

বিষয়বস্তু

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। পাকিস্তানি শাসকেরা বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এজন্য এ অঞ্চলের জনগণ তা মেনে নেয়নি। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাজপথে নেমে মিছিল করে বাংলার ছাত্র-জনতা। পাকিস্তানি শাসকেরা তা মানতে পারেনি। তারা পুলিশকে লেলিয়ে দেয় সেই মিছিলে। মিছিলে পুলিশের নির্মম গুলিতে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে শহিদ হন। সেদিন থেকেই ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের শহিদ দিবস। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সারা পৃথিবীর মানুষ আজ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে। এই দিনে আমরা ভাষা শহিদদের স্মরণে প্রভাতফেরি করি, শহিদ মিনারে ফুল দেই ও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গান গেয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য ১ম শ্রেণিতে শেখা জাতীয় দিবসসমূহের নাম বলতে বলবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের বলবেন যে, আমরা প্রথম শ্রেণিতে শহিদ দিবস, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি জাতীয় দিবসের নাম জেনেছি। আজ আমরা এ দিবসগুলো কখন, কীভাবে উদযাপন করি তা জানব।

৪. "আমরা যে গানটি গেয়ে শুরু করেছিলাম সেটি কখন গাওয়া হয়? " প্রশ্নের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

৫. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন "শহিদ দিবস কোন তারিখে উদ্‌যাপিত হয় ও ঐ দিবসে আমরা কী করি?" বোর্ডে লিখবেন ও বুঝিয়ে দিবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- ১নং থেকে ৩নং পর্যন্ত উপকরণগুলো প্রদর্শন করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ভালোভাবে দেখতে বলবেন এবং ছবিগুলো কীসের তা একাকী ভাবতে বলবেন। এজন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে শহিদ দিবস কী, কখন পালিত হয়, পালনের জন্য কী করি, কারা প্রাণ দিয়েছিলেন, এটি জাতীয় দিবস কি না তা বুঝিয়ে বলবেন।
- ৪নং উপকরণের কার্ডগুলো টেবিলের উপর ছড়িয়ে রাখবেন।
- 'শহিদ দিবস' লেখা কার্ডটি শিক্ষার্থীদেরকে দেখাবেন ও এতে কী লেখা আছে তা জিজ্ঞাসা করবেন। আজ শহিদ দিবসকে ঘিরে একটি যে মাইন্ডম্যাপ তৈরি করা হবে তা বলবেন।
- শহিদ দিবস লেখা কার্ডটি বোর্ডের মাঝে লাগাবেন।

- এবার দৈবচয়নের ভিত্তিতে টেবিল থেকে একটি একটি করে কার্ড তুলবেন ও শিক্ষার্থীদের প্রদর্শন করবেন। জিজ্ঞাসা করবেন এটি শহিদ দিবসের সঙ্গে সম্পর্কিত কি না। প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে শহিদ দিবসকে ঘিরে লেখা কার্ডগুলো দিয়ে বোর্ডে নিম্নরূপ মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন :

মাইন্ড ম্যাপ

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলে কর্মপত্র সরবরাহ করবেন। কীভাবে কর্মপত্রে কাজ করতে হবে তা বুঝিয়ে দিবেন। দলগত কাজ করার জন্য কতটুকু সময় পাবে তা শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন।
- দলগত কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। ইতোমধ্যে বোর্ডে কর্মপত্রের অনুরূপ ছক তৈরি করবেন।
- প্রত্যেক দলের পূরণকৃত কর্মপত্রটি বোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যেক দলের দলনেতা সংশ্লিষ্ট কর্মপত্র পড়ে শোনাবে। অন্য দলের মতামত যাচাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন ও বোর্ডের ছকে লিখবেন।
- সকল দলের উপস্থাপন শেষে বোর্ডের পূরণকৃত ছকের তথ্যসমূহ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে জোড়ে পড়তে বলবেন।
- শহিদ দিবস উদ্‌যাপনে আমাদের সবাইকে যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে তা শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তভাবে পাঠের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ তুলে ধরবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী পাঠের দিকনির্দেশনা প্রদান করে পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

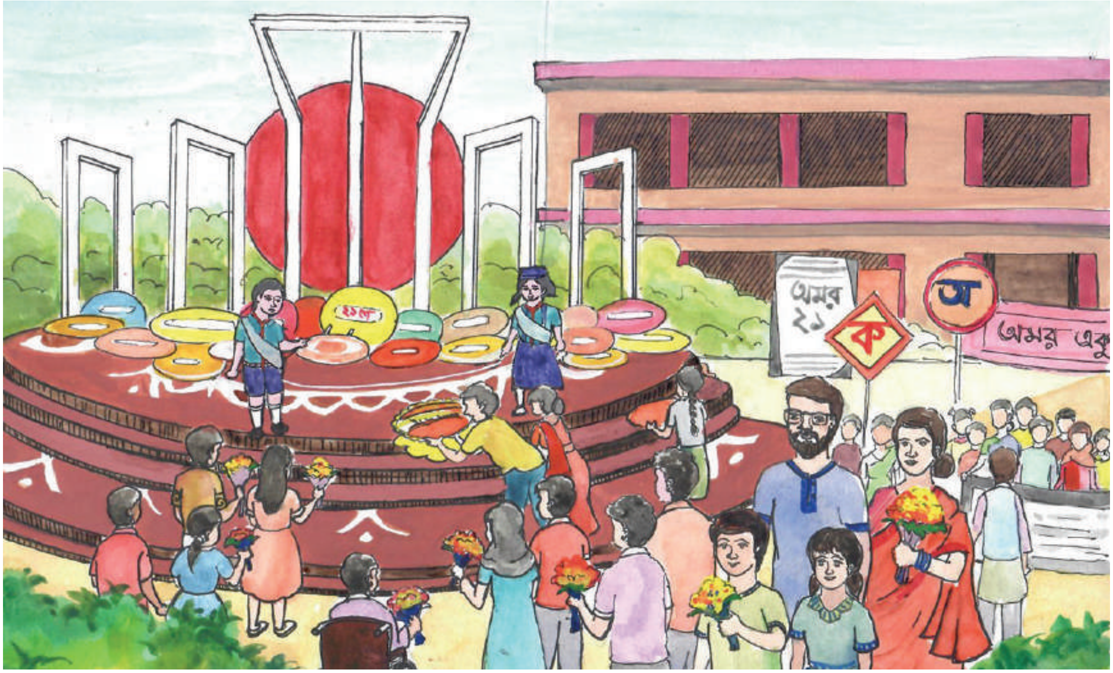

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

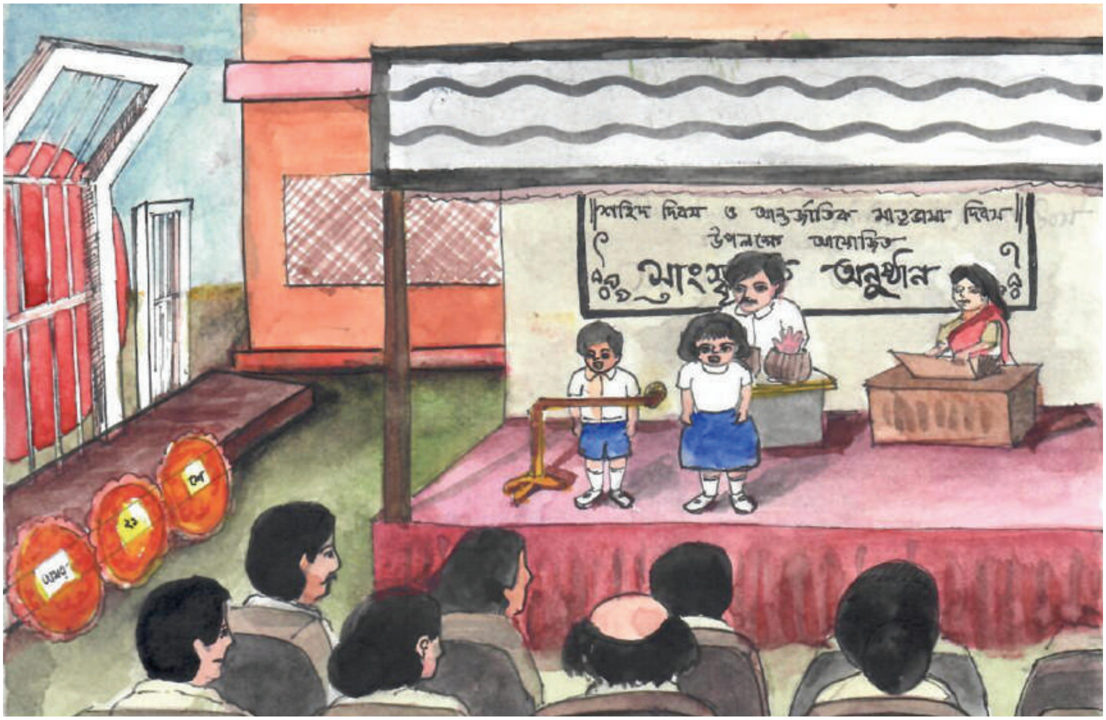

৩নং উপকরণ

কর্মপত্র

জাতীয় দিবসের নাম	কত তারিখে পালন করি	এ দিবসে আমরা কী করি

পাঠ-১০

আমাদের স্বাধীনতা দিবস

শিখনফল

৩.২.৭ জাতীয় দিবসসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
৩.২.৯ জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. স্বাধীনতা দিবসে শিশুদের কুচকাওয়াজের ছবি/চিত্র
২. বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের দৃশ্য
৩. জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের চিত্র/ছবি
৪. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন ও ভবন সাজসজ্জার ছবি/ভিডিও
৫. ২৬শেমার্চ, জাতীয় দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, শিশুদের কুচকাওয়াজ, বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা, পতাকা উত্তোলন, স্মৃতিসৌধে ফুল দেয়া ইত্যাদি লেখা কার্ড
৬. কর্মপত্র

বিষয়বস্তু

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এদিন থেকেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এদিনে বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এজন্য ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। এ দিবসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ভবনে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। শিক্ষার্থীরা কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করে। রাস্তাঘাট ও ভবন নানা সাজে সজ্জিত করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হাসপাতাল, এতিমখানা ও জেলখানায় উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হয়। বীর শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে আমরা সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দেই। স্বাধীনতা দিবসও আমাদের জাতীয় দিবস। এ দিবস উদ্‌যাপনে আমরা সকলে সক্রিয় অংশগ্রহণ করব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে কোনো একটি দেশাত্মবোধক গান গেয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য ১ম শ্রেণিতে শেখা জাতীয় দিবসগুলোর নাম বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
   - ২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা কোন দিবস পালন করি?
   - শহিদ দিবস কি আমাদের জাতীয় দিবস?
৩. শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা আরও একটি জাতীয় দিবস সম্পর্কে জানব বলে পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখে দিবেন।

৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন "স্বাধীনতা দিবস কোন তারিখে উদ্‌যাপিত হয় ও ঐ দিবসে আমরা কী করি?" বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ, প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনা

- ১নং থেকে ৪নং পর্যন্ত উপকরণগুলো প্রদর্শন করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ভালোভাবে দেখতে বলবেন এবং ছবিগুলো কীসের তা একাকী ভাবতে বলবেন। এজন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস কী, কখন পালিত হয়, পালনের জন্য কী করি, এটি জাতীয় দিবস কি না তা বুঝিয়ে বলবেন।
- ৫নং উপকরণের কার্ডগুলো টেবিলের উপর ছড়িয়ে রাখবেন।
- স্বাধীনতা দিবস লেখা কার্ডটি শিক্ষার্থীদেরকে দেখাবেন ও এতে কী লেখা আছে তা জিজ্ঞাসা করবেন ।আজ স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে একটি মাইন্ডম্যাপ তৈরি করা হবে তা বলবেন।
- স্বাধীনতা দিবস লেখা কার্ডটি বোর্ডের মাঝে লাগাবেন।
- এবার দৈবচয়নের ভিত্তিতে টেবিল থেকে একটি একটি করে কার্ড তুলবেন ও শিক্ষার্থীদের প্রদর্শন করবেন। জিজ্ঞাসা করবেন এটি স্বাধীনতা দিবসের সঙ্গে সম্পর্কিত কি না। প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে লেখা কার্ডগুলো দিয়ে বোর্ডে নিম্নরূপ মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন :

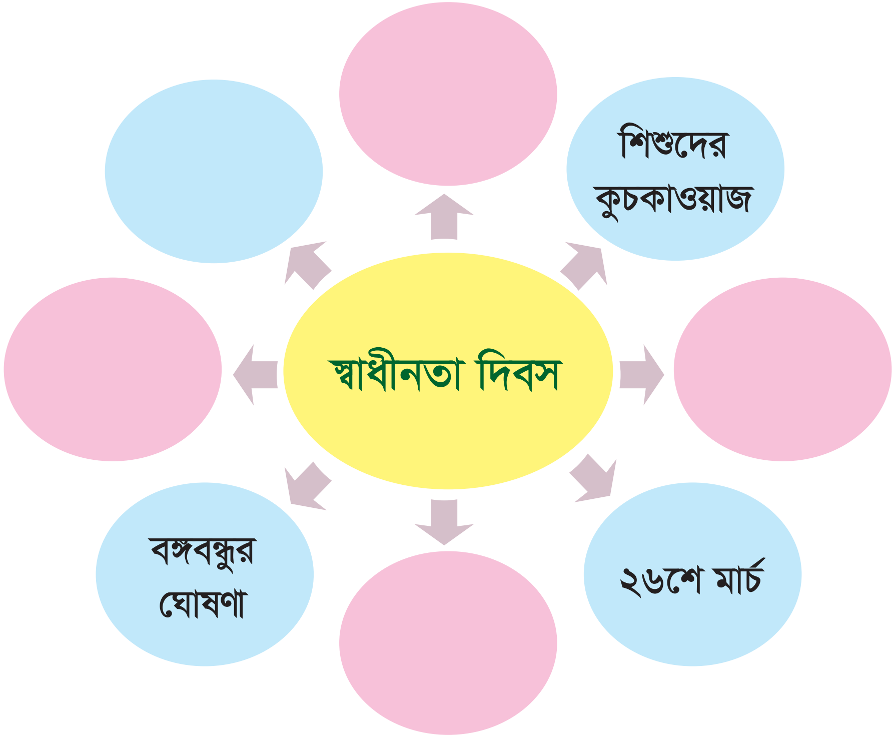

মাইন্ড ম্যাপ

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলে কর্মপত্র সরবরাহ করবেন। কীভাবে

কর্মপত্রে কাজ করতে হবে তা বুঝিয়ে দিবেন। দলগত কাজ করার জন্য কতটুকু সময় পাবে তা শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন।

- দলগত কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। ইতোমধ্যে কর্মপত্রের বোর্ডে অনুরূপ ছক আঁকবেন।
- প্রত্যেক দলের পূরণকৃত কর্মপত্রটি বোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যেক দলের দলনেতা সংশিষ্ট কর্মপত্র পড়ে শোনাবে। অন্য দলের মতামত যাচাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন ও বোর্ডের ছকে লিখবেন।
- সকল দলের উপস্থাপন শেষে বোর্ডের পূরণকৃত ছকের তথ্যসমূহ শ্রেণিকে অবহিত করবেন।
- স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে আমাদের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে তা শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তভাবে পাঠের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ তুলে ধরবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী পাঠের দিকনির্দেশনা প্রদান করে পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

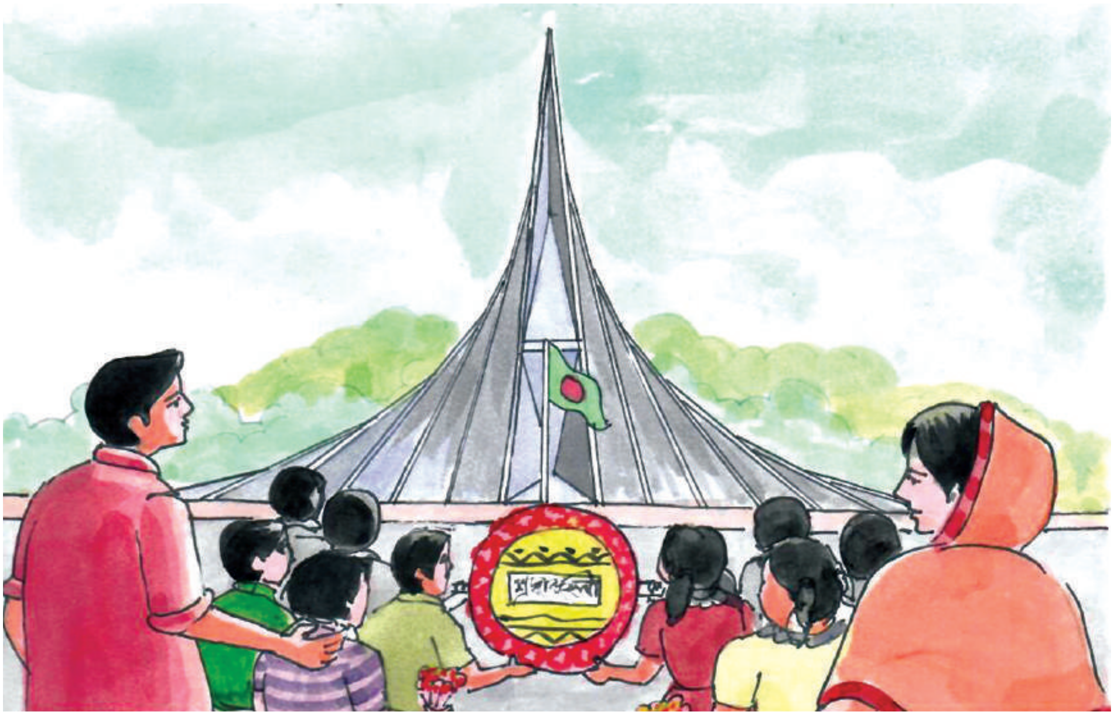

৩নং উপকরণ

৪নং উপকরণ

কর্মপত্র

জাতীয় দিবসের নাম	কত তারিখে পালন করি	এ দিবসে আমরা কী করি

পাঠ-১১

আমাদের বিজয় দিবস

শিখনফল

৩.২.৭ জাতীয় দিবসসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
৩.২.৯ জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের ছবি/চিত্র
২. বিদ্যালয়ে বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের ছবি
৩. পাঠ-১০-এর ৩নং উপকরণের ছবি
৪. পাঠ- ১০-এর ৪নং উপকরণের ছবি
৫. জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে সামরিক কুচকাওয়াজের ছবি/চিত্র
৬. ২৬শে মার্চ, জাতীয় দিবস, ১৬ইডিসেম্বর, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, শিশুদের কুচকাওয়াজ, বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা, পতাকা উত্তোলন, স্মৃতিসৌধে ফুল দেয়া ইত্যাদি লেখা কার্ড
৭. কর্মপত্র

বিষয়বস্তু

আমাদের দেশ বাংলাদেশ। আমরা স্বাধীন দেশের মানুষ। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় স্বাধীনতার যুদ্ধ, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে আমরা বিজয় অর্জন করি। ঐদিন পাকিস্তানি বাহিনী বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে আত্মসমর্পণ করে। তাই ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। এই দিন আমাদের গৌরবের দিন। এ দিবসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ভবনে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। রাস্তাঘাট ও ভবন আলোক সাজে সজ্জিত করা হয়। নানা আনন্দ-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এ দিনটি উদ্‌যাপন করি। বিদ্যালয়গুলোতে আয়োজন করা হয় নানা অনুষ্ঠানের। এদিন রাজধানীর জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়। বীর শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে আমরা জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দেই। বিজয় দিবসও আমাদের আরও একটি জাতীয় দিবস। এ দিবস উদ্‌যাপনে আমরা সবাই সক্রিয় অংশগ্রহণ করব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে কোনো একটি দেশাত্মবোধক গান গেয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য ১ম শ্রেণিতে শেখা জাতীয় দিবসগুলোর নাম বলতে বলবেন। জিজ্ঞাসা করবেন :
   - ২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা কোন দিবস পালন করি?
   - শহিদ দিবস কি আমাদের জাতীয় দিবস?
   - ২৬শে মার্চ আমরা কোন দিবস পালন করি?

৩. শিক্ষার্থীদের বলবেন আজ আমরা আরও একটি জাতীয় দিবস সম্পর্কে জানব বলে পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখে দিবেন।

৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন "বিজয় দিবস কোন তারিখে উদ্‌যাপিত হয় ও ঐ দিবসে আমরা কী করি?" বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ, প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনা

- ১নং থেকে ৫নং পর্যন্ত উপকরণগুলো প্রদর্শন করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ভালোভাবে দেখতে বলবেন এবং ছবিগুলো কীসের তা একাকী ভাবতে বলবেন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে বিজয় দিবস কী, কখন পালিত হয়, পালনের জন্য কী করি, এটি জাতীয় দিবস কি না তা বুঝিয়ে বলবেন।
- ৫নং উপকরণের কার্ডগুলো টেবিলের উপর ছড়িয়ে রাখবেন।
- বিজয় দিবস লেখা কার্ডটি শিক্ষার্থীদেরকে দেখাবেন ও জিজ্ঞাসা করবেন এতে কী লেখা আছে। আজ বিজয় দিবসকে ঘিরে একটি যে মাইন্ডম্যাপ তৈরি করা হবে তা বলবেন।
- বিজয় দিবস লেখা কার্ডটি বোর্ডের মাঝে লাগাবেন।
- এবার দৈবচয়নের ভিত্তিতে টেবিল থেকে একটি একটি করে কার্ড তুলবেন ও শিক্ষার্থীদের প্রদর্শন করবেন। জিজ্ঞাসা করবেন এটি বিজয় দিবসের সঙ্গে সম্পর্কিত কি না। প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে বিজয় দিবসকে ঘিরে লেখা কার্ডগুলো দিয়ে বোর্ডে নিম্নরূপ মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন :

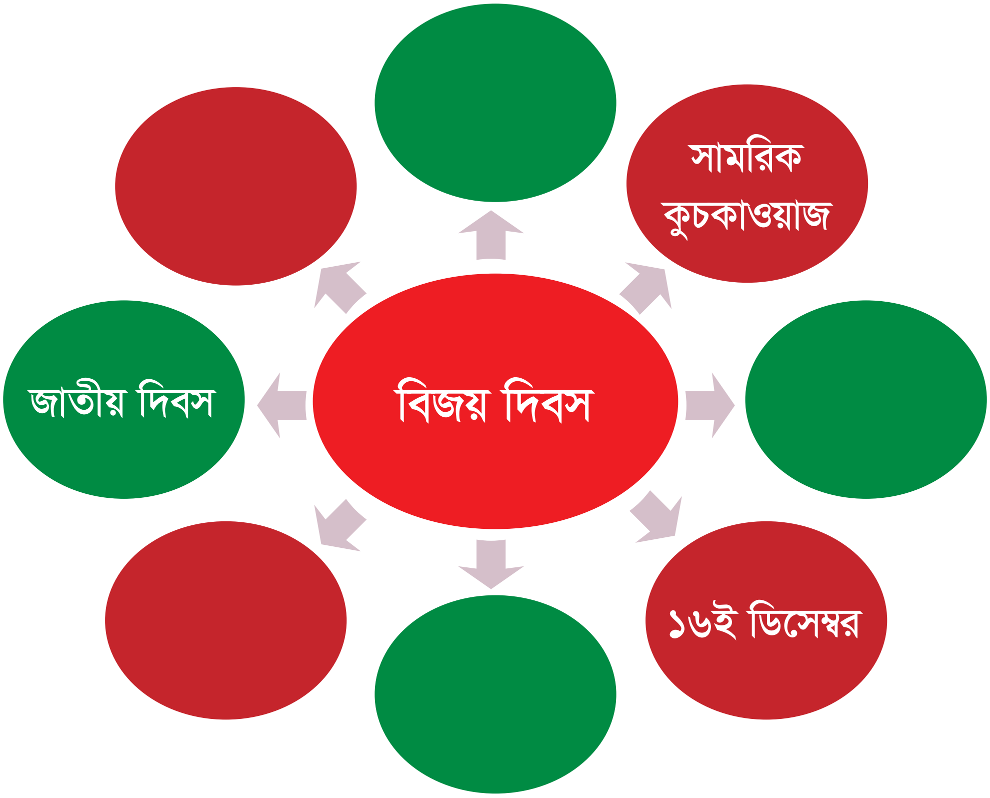

মাইন্ড ম্যাপ

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলে কর্মপত্র সরবরাহ করবেন। কীভাবে কর্মপত্রে কাজ করতে হবে তা বুঝিয়ে দিবেন। দলগত কাজ করার জন্য কতটুকু সময় পাবে তা শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন।
- দলগত কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। ইতোমধ্যে বোর্ডে কর্মপত্রের অনুরূপ ছক আঁকবেন।
- প্রত্যেক দলের পূরণকৃত কর্মপত্রটি বোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যেক দলের দলনেতা সংশ্লিষ্ট কর্মপত্র পড়ে শোনাবে। অন্য দলের মতামত যাচাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন ও বোর্ডের ছকে লিখবেন।
- সব দলের উপস্থাপন শেষে বোর্ডের পূরণকৃত ছক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পড়ে শোনাতে বলবেন।
- বিজয় দিবস উদ্‌যাপনে আমাদের সবার যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে তা শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তভাবে পাঠের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ তুলে ধরবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী পাঠের দিক নির্দেশনা প্রদান করে পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

৩নং উপকরণ: পাঠ-১০-এর ৩নং উপকরণের ছবি

৪নং উপকরণ পাঠ- ১০-এর ৪নং উপকরণের ছবি

৫নং উপকরণ

কর্মপত্র

জাতীয় দিবসের নাম	কত তারিখে পালন করি	এ দিবসে আমরা কী করি

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৩.২ জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় কবি ও জাতীয় দিবসসমূহ) সম্পর্কে জেনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।	06.02.(3.2).01 (PI-05)	জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় কবি ও জাতীয় দিবসসমূহ) সম্পর্কে জেনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।	জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় কবি ও জাতীয় দিবসসমূহ) সম্পর্কে প্রকাশ করতে পেরেছে।	জাতীয় জীবনে বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় কবি ও জাতীয় দিবসসমূহ) উপাদানের গুরুত্ব প্রকাশ করতে পেরেছে।	জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় কবি ও জাতীয় দিবসসমূহ) সম্পর্কিত কার্যক্রমে আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করেছে।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৩.৩ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে পোশাক ও খাবার সম্পর্কে জেনে এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

পাঠ বিভাজন : ৪

পাঠ-১

বাংলাদেশের শিশুদের পোশাক

শিখনফল

৩.৩.১ বাংলাদেশের শিশুদের নানা রকমের পোশাক চিহ্নিত করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. নানা ধরনের পোশাক পরিহিত ছেলে ও মেয়েশিশুদের ছবি/ভিডিও (শিশুদের সাধারণ পোশাক, গরমের পোশাক, শীতের পোশাক ইত্যাদি)
২. বাংলাদেশের ছেলেশিশু ও মেয়েশিশুদের পোশাকের নামকার্ডের সেট।
৩. কর্মপত্র (বাংলাদেশের ছেলেশিশু ও মেয়েশিশুদের পোশাকের নামকার্ড লাগানোর ছক)
৪. গ্লু-স্টিক

বিষয়বস্তু

বাংলাদেশের সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো পোশাক। পোশাকের বৈচিত্র্য আমাদের সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ। শিশুদের পোশাকে রয়েছে অধিকতর বৈচিত্র্য। দিনে দিনে ছেলে ও মেয়েশিশুদের পোশাকে এসেছে আধুনিকতা। তবুও ফ্রক, স্কার্ট, সালোয়ার, কামিজ আজও মেয়েশিশুদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ছেলেদের পাজামা, পাঞ্জাবি এবং শার্ট ও প্যান্ট ঐতিহ্যবাহী পোশাক হিসেবে আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশের অনেক অঞ্চলে আজকাল ছেলে-মেয়ে উভয়েই টি-শার্ট পরিধান করে থাকে। জাতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টি কালচারকে ধরে রাখার জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমাদের দেশের শিশুদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক সম্পর্কে পরিচিত করানোর প্রয়োজন রয়েছে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। আজকের পাঠে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নগুলো করবেন :
   - তোমরা সাধারণত কী কী পোশাক পর?
   - সব ঋতুতে তোমরা কি একই পোশাক পর?
   - বিভিন্ন উৎসবে তোমরা কী ধরনের পোশাক পর?

২. উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন।
আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'বাংলাদেশের ছেলে ও মেয়েশিশুরা কী ধরনের পোশাক পরিধান করে?' বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ

- ১নং উপকরণ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিটি পোশাক ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন।
- প্রত্যেককে বাংলাদেশের ছেলে ও মেয়েশিশুদের বিভিন্ন রকমের পোশাকের নাম নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলবেন।
- এবার ৫/৬ জনকে তৈরিকৃত তালিকা উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনকারী শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহ দিবেন ও ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে ৫/৬টি দলে ভাগ করবেন। প্রতি দলের একজন দলনেতা নির্বাচন করতে সহায়তা দিবেন।
- প্রত্যেক দলে কর্মপত্র এবং উপকরণ-২-এ বর্ণিত নামকার্ডের সেট ও গ্লু-স্টিক সরবরাহ করবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে দলে আলোচনা করে কর্মপত্রে শিরোনাম অনুযায়ী পোশাকের নাম লেখা কার্ডগুলো সাজাতে বলবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- দলীয় কাজ শেষ হলে প্রত্যেক দলের নেতাকে সাজানো কর্মপত্র উপস্থাপন করতে বলবেন।
- কারো কোনো মতামত থাকলে হাত তুলে দলে উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে যুক্তি দিতে বলবেন।
- উপস্থাপন শেষ হলে কর্মপত্রের আলোকে আজকের পাঠের মূল তথ্য তুলে ধরবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : অতঃপর আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।
পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ সমাপ্ত করবেন।

১নং উপকরণ

ফ্রক	হাফপ্যান্ট	পাঞ্জাবি	সালোয়ার	ওড়না
শার্ট	স্কার্ট	টি-শার্ট	পাজামা	কামিজ

২নং উপকরণ (বাংলাদেশের ছেলেশিশু ও মেয়েশিশুদের পোশাক নামকার্ড)

কর্মপত্র

বাংলাদেশের ছেলেশিশুদের পোশাক	বাংলাদেশের মেয়েশিশুদের পোশাক

পাঠ-২

বাংলাদেশের নারী-পুরুষের পোশাক

শিখনফল

৩.৩.২ বাংলাদেশের নারী-পুরুষের নানা ধরনের পোশাক চিহ্নিত করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. বাংলাদেশের নারীদের নানা ধরনের পোশাকের ছবি
২. বাংলাদেশের পুরুষদের নানা ধরনের পোশাকের ছবি
৩. কর্মপত্র
৪. নারী ও পুরুষের পোশাকের নাম লেখা কার্ড
৫. গ্লু-স্টিক

বিষয়বস্তু

বাংলাদেশের সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো পোশাক। পোশাকের বৈচিত্র্য আমাদের সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ। শাড়ি বাংলাদেশের নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক। এছাড়াও সালোয়ার কামিজ, ফ্রক, ওড়না ইত্যাদি বাঙালি নারীদের প্রিয় পোশাক। এছাড়া মুসলিম নারীরা বোরকা এবং হিজাবও পরেন। পুরুষদের পোশাক হিসেবে শার্ট, প্যান্ট অতি পরিচিত। পুরুষেরা পাঞ্জাবি-পায়জামাও পরেন। বাঙালি হিন্দু পুরুষদের আরেকটি ঐতিহ্যবাহী পোশাক হলো ধুতি ও পাঞ্জাবি। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ও বাড়িতে লুঙ্গি ও ফতুয়া/গেঞ্জি হলো পুরুষদের বহুল পরিধেয় পোশাক। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব পোশাক রয়েছে। জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমাদের দেশের নারী ও পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক সম্পর্কে পরিচিত করানোর প্রয়োজন রয়েছে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে আজকের পাঠে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নগুলো করবেন :
  - বাড়িতে তোমার মা কী ধরনের পোশাক পরেন?
  - বাড়িতে তোমার বাবা কী ধরনের পোশাক পরেন?
  - তোমার মা বাড়ির বাইরে গেলে কী ধরনের পোশাক পরেন?
  - বাড়ির বাইরে গেলে তোমার বাবা কী ধরনের পোশাক পরেন?

২. উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
৩. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'বাংলাদেশের নারী ও পুরুষরা কী ধরনের পোশাক পরিধান করে?' ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. ছবি প্রদর্শন ও প্রশ্নোত্তরে আলোচনা :

- শিক্ষার্থীদেরকে ১নং ও ২নং উপকরণ দেখিয়ে ওরা এ ধরনের পোশাকের সঙ্গে পরিচিত কিনা জানতে চাইবেন।
- অতঃপর 'মায়ের পোশাক' এবং 'বাবার পোশাক' শিরোনামে বোর্ডে একটি ছক এঁকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছকটি পূরণ করবেন।
- ছকটি পূরণ সম্পন্ন হলে একজন শিক্ষার্থীকে তা পড়ে শোনাতে বলবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে ৪-৬টি দলে ভাগ করবেন।
- প্রত্যেক দলে একটি কর্মপত্র, পোশাকের নাম লেখা কার্ডের একটি সেট ও গ্লু-স্টিক সরবরাহ করবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে দলে আলোচনা করে কর্মপত্রে শিরোনাম অনুযায়ী পোশাকের নাম লেখা কার্ডগুলো গ্লু-স্টিক দিয়ে আটকাতে বলবেন।
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলীয় কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা ও উৎসাহ দিবেন।
- দলীয় কাজ শেষ হলে প্রত্যেক দল থেকে একজনকে সাজানো কর্মপত্র উপস্থাপন করতে বলবেন।
- অন্যান্য দলের মতামতের ভিত্তিতে যাচাইপূর্বক তথ্যাদি সংশোধন করে দিবেন।
- সবদলের উপস্থাপনার আলোকে আজকের পাঠের মূল তথ্য তুলে ধরবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : অতঃপর আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ সমাপ্ত করবেন।

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

কর্মপত্র

নারীদের পোশাক	পুরুষদের পোশাক

৩নং উপকরণ

ব্লাউজ	শাড়ি	প্যান্ট	পাজামা	লুঙ্গি
ফতুয়া	বোরকা	ওড়না	ধুতি	পাঞ্জাবি
শার্ট	সালোয়ার	টি-শার্ট	ফ্রক	কামিজ

৪নং উপকরণ

পাঠ-৩

বাংলাদেশের মানুষের খাবার

শিখনফল

৩.৩.৩ বাংলাদেশের মানুষের নানা ধরনের খাবার সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. পরিবারের দৈনন্দিন খাবার যেমন– ভাত, মাছ, ডাল, মাংস, শাকসবজি, ভর্তা ইত্যাদির ছবি।
২. মিষ্টি জাতীয় খাবার যেমন– রসগোল্লা, চমচম, কালোজাম, দই, ফিরনি, রসমালাই, নানা জাতের পিঠাপুলি ইত্যাদির ছবি।
৩. উৎসব ও অনুষ্ঠানের খাবার যেমন– বিরিয়ানী, পোলাও, রোস্ট, নানা ধরনের মাংস ইত্যাদির ছবি।
৪. কর্মপত্র
৫. বিভিন্ন খাবারের নামকার্ড।
৬. গ্লুস্টিক

বিষয়বস্তু

বাংলাদেশের সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হলো খাবার। বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাসের তালিকায় ভাত ও মাছের অবস্থান সবার উপরে। তাই বাংলার মানুষকে বলা হয় 'মাছে ভাতে বাঙালি'। এ দেশের মানুষের খাবারের মধ্যে আছে বিরাট বৈচিত্র্য। প্রতিদিনের খাবারের মতো উৎসব ও অনুষ্ঠানের খাবারেরও রয়েছে বেশ রকমফের। আমাদের নিত্যদিনের খাবারের তালিকায় থাকে ভাত, মাছ, মাংস, ডাল, শাকসবজি, ভর্তা ইত্যাদি। আবার নানা উৎসব ও অনুষ্ঠানে থাকে বিরিয়ানি, পোলাও, বিভিন্ন ধরনের মাংস ইত্যাদি। এছাড়াও বাঙালির খাবারের তালিকায় রয়েছে নানা ধরনের মিষ্টি জাতীয় খাবার যেমন– রসগোল্লা, চমচম, কালোজাম, রসমালাই, দই, ফিরনি, পায়েস ইত্যদি। শীতের নানা জাতের পিঠাপুলিও আমাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে আজকের পাঠে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করবেন :
   - কয়েকজন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করবেন 'তোমরা প্রতিদিন কী কী খাবার খাও?'
   - শিক্ষার্থীদেরকে উত্তরদানে উৎসাহিত করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

- শিক্ষার্থীদেরকে ১নং ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন, 'বাংলাদেশের মানুষ কী কী খাবার খায়?'
- প্রাপ্ত উত্তরসমূহ মাইন্ডম্যাপ আকারে বোর্ডে লিখবেন।
- এবার ২নং ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করবেন, 'বাংলাদেশের মানুষ মিষ্টি জাতীয় কী কী খাবার খায়?'
- প্রাপ্ত উত্তরসমূহ একইভাবে মাইন্ডম্যাপ আকারে বোর্ডে লিখবেন।
- এবার ৩নং ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করবেন, 'বাংলাদেশের মানুষ বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে কী কী খাবার খায়?'

- প্রাপ্ত উত্তরসমূহ একইভাবে মাইন্ড ম্যাপিং আকারে বোর্ডে লিখবেন।
- তিনজন শিক্ষার্থীকে একটি করে মাইন্ডম্যাপ ব্যাখ্যা করতে বলুন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে ৪/৫টি দলে ভাগ করবেন। প্রতি দলের একজন দলনেতা নির্বাচন করতে সহায়তা দিবেন।
- প্রত্যেক দলে কর্মপত্র খাবারের নাম লেখা কার্ডের সেট ও গ্লুস্টিক সরবরাহ করবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে দলে আলোচনা করে কর্মপত্রে শিরোনাম অনুযায়ী খাবারের নাম লেখা কার্ডগুলো সাজিয়ে আঠা দিয়ে লাগাতে বলবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা ও উৎসাহ দিবেন।
- দলীয় কাজ শেষ হলে প্রত্যেক দলের দলনেতাকে কর্মপত্র উপস্থাপন করতে বলবেন।
- অন্যান্য দলের মতামতের ভিত্তিতে যাচাইপূর্বক তথ্যাদি সংশোধন করবেন।।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : অতঃপর আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ সমাপ্ত করবেন।

উপকরণ

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

৩নং উপকরণ

কর্মপত্র-১

পরিবারের দৈনন্দিন খাবার	উৎসব ও অনুষ্ঠানের খাবার	মিষ্টি জাতীয় খাবার

বাংলাদেশের মানুষের খাবারের নামকার্ড

ডাল	ভর্তা	রোস্ট	পোলাও	ভাত
পিঠা	মাছ	পায়েস	শাক	বিরিয়ানি

৫নং উপকরণ

পাঠ-৪

আমাদের ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করি

শিখনফল

৩.৩.৪ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. পাঠ-৩-এর ১, ২ ও ৩নং উপকরণের ছবি।

২. কর্মপত্র

বিষয়বস্তু

আমাদের খাবার, পোশাক এবং উৎসব আমরা শত শত বছর যাবৎ লালন করে আসছি। এগুলো আমাদের একান্তই নিজস্ব এবং আমাদের সংস্কৃতির অংশ। আমাদের দেহ ও মনের সঙ্গে রয়েছে এর নিবিড় সম্পর্ক। তাই এগুলো আমাদের ঐতিহ্য এবং আমাদের নিকট অত্যন্ত গর্বের। এগুলোকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই, বরং তা হবে লজ্জার। বিদেশি চাকচিক্যের মোহে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যকে ভুলে গেলে প্রকারান্তরে আমাদেরই ক্ষতি। তাহলে আমাদের নিজস্বতা বলে কিছু থাকবে না। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার ব্যাপারে ব্যাপারে আমাদের অনেক বেশি শ্রদ্ধা ও যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দেশীয় খাবার প্রদর্শনী (যেমন– পিঠা উৎসব), দেশীয় পোশাক প্রদর্শনীর জন্য বস্ত্রমেলার আয়োজন করা যেতে পারে। দেশীয় সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করতে হবে। এসব অনুষ্ঠানে আমরা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের দাওয়াত করব এবং বেড়াতে যাব।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে আজকের পাঠে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নগুলো করবেন :

- ○ প্রথম চিত্রে কী কী খাবারের ছবি আছে? এ খাবারগুলো খেতে কেমন লাগে?
- ○ দ্বিতীয় চিত্রে কী কী পোশাকের ছবি আছে? এগুলো কি তোমরা পছন্দ কর?
- ○ তৃতীয় চিত্রে কী কী উৎসবের ছবি আছে? এ উৎসবগুলো তোমরা কেন পালন কর?

২. উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।

৩. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন ‘আমাদের সাংস্কৃতিক উৎসবগুলো কীভাবে ধরে রাখতে পারি’ উত্থাপন করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. ভূমিকাভিনয় :

- একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে-শিক্ষার্থীকে বোর্ডের কাছে ডাকবেন।

- মেয়ে-শিক্ষার্থী ছেলে-শিক্ষার্থীকে বলবে, "আমার প্রিয় খাবার ভাত আর মাছ; তোমার প্রিয় খাবার কী?" ছেলে-শিক্ষার্থী বলবে, "আমার প্রিয় খাবার পোলাও আর রোস্ট; তোমার প্রিয় পোশাক কী?"
- মেয়ে-শিক্ষার্থী জবাব দিবে, "আমার প্রিয় পোশাক সালোয়ার আর কামিজ; তোমার প্রিয় পোশাক কী?" ছেলে-শিক্ষার্থী জবাব দিবে, "আমার প্রিয় পোশাক শার্ট আর প্যান্ট; তোমার প্রিয় উৎসব কী?"
- মেয়ে-শিক্ষার্থী জবাব দিবে, "আমার প্রিয় উৎসব নববর্ষ পালন; তোমার প্রিয় উৎসব কী?" ছেলে-শিক্ষার্থী জবাব দিবে, "আমার প্রিয় উৎসব জন্মদিন।"
- অভিনয় এখানেই শেষ হবে।
- শিক্ষক অভিনয়ের জন্য দুজনকে ধন্যবাদ দিবেন এবং সকলের উদ্দেশে বলবেন, আমাদের প্রিয় খাবার, পোশাক এবং উৎসব আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আমাদের গর্ব। এর সঙ্গে আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য মিশে আছে। এটি আমাদের অহংকার।

২. জোড়ায় কাজ :

দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া কেনো প্রয়োজন? শিক্ষার্থীরা জোড়ায় আলোচনা করে বলবে।

৩. দলগত কাজ (ছক পূরণ)

- সংখ্যার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের ৪/৫টি দলে ভাগ করবেন।
- এবার প্রতি দলকে কর্মপত্র-১ সরবরাহ করবেন।
- দলের সদস্যদের মধ্যে আলোচনা করে যেগুলোর সঙ্গে একমত সেখানে টিক ও যেগুলোর সঙ্গে একমত নয় সেখানে ক্রস চিহ্ন দিতে বলবেন।
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলীয় কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- দলীয় কাজ শেষ হওয়ার পর দলের কাজ উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন।
- উপস্থাপনের পর কেন টিক চিহ্ন দিল তার ব্যাখ্যা চাইবেন। শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যার আলোকে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৪. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : অতঃপর আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ সমাপ্ত করবেন।

কর্মপত্র-১

যে বাক্যের সঙ্গে একমত তাতে টিক (√) চিহ্ন দাও এবং যেটির সঙ্গে একমত নও তাতে ক্রস (×) চিহ্ন দাও :

ক্রমিক নং	বাক্য	টিক (√) চিহ্ন/ ক্রশ (×) চিহ্ন
১	আমরা দেশের পোশাক পরতে বেশি ভালোবাসি।	
২	বৈশাখী মেলা, পৌষ মেলা, বিয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আনন্দ পাই।	
৩	বিদেশি খাবারই আমাদের বেশি পছন্দের।	
৪	অন্য দেশের পোশাকে আমাদেরকে বেশি সুন্দর দেখায়।	
৫	আমার দেশের নানা ধরনের খাবার খেতে বেশি ভালো লাগে।	
৬	বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে দেশীয় পোশাক পরেই আমরা আনন্দ পাই।	

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৩.৩ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে পোশাক ও খাবার সম্পর্কে জেনে এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।	06.02.(3.3).01 (PI-06)	বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে পোশাক ও খাবার সম্পর্কে জেনে এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পেরেছে।	বাংলাদেশের নানা রকমের পোশাক / ও খাবার চিহ্নিত করতে পেরেছে।	বাংলাদেশের নানা রকমের পোশাক / ও খাবারের ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	বিভিন্ন শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের (খাবার ও পোশাক) প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে।

নবম অধ্যায়

প্রতিবেশী দেশসমূহের সংস্কৃতি

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ নিজ দেশ ও প্রতিবেশী দেশসমূহের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

পাঠ বিভাজন : ৩

পাঠ-১

আমাদের প্রতিবেশী দেশ

শিখনফল

৪.১.১ প্রতিবেশী দেশ সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী দেশসমূহের (ভারত ও মায়ানমার) একক ও যৌথ মানচিত্র।
২. কর্মপত্র (প্রতিবেশী দেশগুলোর মৌলিক তথ্য, যেমন : আয়তন, লোকসংখ্যা, পেশা ও রাজধানী ইত্যাদি)।

বিষয়বস্তু

আমাদের বাড়ির পাশে বসবাসকারীদেরকে আমরা প্রতিবেশী বলি। তেমনি আমাদের দেশের কাছাকাছি অবস্থিত দেশগুলোকে আমরা 'প্রতিবেশী দেশ' বলি। আমাদের সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী দেশ হলো ভারত ও মায়ানমার। এ দুইটি দেশের সঙ্গে আমাদের সীমানা রয়েছে। তাই এসকল দেশগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আমাদের দেশের পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব দিক জুড়ে রয়েছে ভারত। এটি অনেক বড়ো দেশ। আয়তনের দিক দিয়ে এটি বিশ্বের সপ্তম, আর জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। এ দেশটিতে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ব, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মের লোক বাস করে। দেশটির রাজধানীর নাম নয়াদিল্লী।

বাংলাদেশের আর একটি প্রতিবেশী দেশ হলো মায়ানমার। এ দেশটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। আয়তনের দিক থেকে এ দেশটি বাংলাদেশের চেয়ে বড়ো, কিন্তু দেশটির জনসংখ্যা বাংলাদেশের চেয়ে অনেক কম। দেশটির রাজধানীর নাম নেপিডো।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নগুলো করবেন :

- আমাদের প্রতিবেশী কোন কোন দেশের নাম তোমরা জানো?

- ○ কোন কোন দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের সীমানা রয়েছে?

তারপর জানাবেন, আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ হলো ভারত ও মায়ানমার।

৩. প্রশ্নোত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর পরিচিতি জানা' ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে পাঠ শিরোনাম লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

১নং উপকরণ অর্থাৎ বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী দেশসমূহের বড়ো আকারের মানচিত্র দেখিয়ে নিম্নরূপ প্রশ্নসমূহ করবেন :

- এখানে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়? কী রং?
- বাংলাদেশের পাশে কোন কোন দেশ রয়েছে?
- বাংলাদেশের আশপাশে সবচেয়ে বড়ো দেশ কোনটি?
- মায়ানমারের আয়তন বাংলাদেশের চেয়ে বড়ো না ছোটো?

২. ভূমিকাভিনয়

দুজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডের নিকট ডাকবেন। পূর্বে সংগৃহীত 'ভারত' ও 'মায়ানমার' লেখা ২টি টোপর তাদের দুজনের মাথায় পরিয়ে দিয়ে তাদেরকে দিয়ে নিম্নের ভূমিকাভিনয়টি করাবেন (প্রয়োজনে তারা কাগজে লেখা তথ্য দেখে দেখে বলবে) :

- প্রথমজন বলবে, "আমি ভারত। আমি বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ। আমি অনেক বড়ো দেশ। আমার লোকসংখ্যাও অনেক বেশি। জনসংখ্যার দিক থেকে আমি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। আমার রাজধানীর নাম নয়াদিল্লী।" শিক্ষার্থীরা হাততালি দিয়ে ধন্যবাদ দিবে।
- দ্বিতীয়জন বলবে, "আমি মায়ানমার। আমিও বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ। আমার আয়তন বাংলাদেশের চেয়ে বড়ো, কিন্তু লোকসংখ্যা বাংলাদেশের চেয়ে কম। আমার রাজধানীর নাম নেপিডো।" শিক্ষার্থীরা হাততালি দিয়ে ধন্যবাদ দিবে।
- অভিনয়ে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ দিবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে ভূমিকাভিনয়ে উপস্থাপিত তথ্য থেকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

৩. দলগত কাজ

- সংখ্যার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদেরকে ৪/৫টি দলে ভাগ করবেন।
- এবার প্রতি দলকে কর্মপত্র-১ সরবরাহ করবেন।
- দলের সদস্যদের মধ্যে আলাপ করে ছকটি পূরণ করতে বলবেন।
- ঘুরে ঘুরে দলীয় কাজ পরিবীক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- দলীয় কাজ শেষ হওয়ার পর দলের কাজ উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন।
- প্রয়োজনে শিক্ষক ছকটির তথ্য সংশোধন করে দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৪. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : অতঃপর আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ সমাপ্ত করবেন।

বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমার মানচিত্র

ছক-১

তথ্য	ভারত	মায়ানমার
আয়তন (বাংলাদেশের চেয়ে বড়ো/ছোটো)		
লোকসংখ্যা (বাংলাদেশের চেয়ে কম/বেশি)		
রাজধানী		

পাঠ-২

প্রতিবেশী দেশের সংস্কৃতি

শিখনফল

৪.১.২ প্রতিবেশী দেশের খাবার, পোশাক ও উৎসব সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. ভারতের খাবারের ছবি (ভাত, মাছ, মাংস, দোসা, জিরা রাইস ইত্যাদি) এবং মায়ানমারের খাবারের ছবি (ভাত, মাছ, মাহিঙ্গা ও শ্যান নুডুলস)।

২. ভারতের পোশাকের ছবি এবং মায়ানমারের পোশাকের ছবি

৩.ভারতের উৎসবের ছবি (হোলি) এবং মায়ানমারের উৎসবের ছবি (নববর্ষের 'থিংযান ওয়াটার ফেস্টিভাল')

৪. কর্মপত্র

বিষয়বস্তু

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত আয়তনে অনেক বড়ো এবং জনসংখ্যাও অনেক বেশি বলে ভারতের সংস্কৃতিও অনেক বৈচিত্র্যময়। তাই ভারতের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতি যথা : খাবার, পোশাক এবং উৎসবের অনেক মিল এবং অমিল দুইটিই রয়েছে। তেমনি মায়ানমারও আমাদের দেশের থেকে আয়তনে অনেক বড়ো আর বৈচিত্র্যময় বলে মায়ানমারের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির মিলের চেয়ে অমিলই বেশি।

আমাদের দেশের মতো ভারতের মানুষ ভাত, মাছ, মাংস, সবজি, ডাল ইত্যাদি খায়। আবার তাদের নিজস্ব অনেক জনপ্রিয় খাবার রয়েছে। যেমন– দোসা, জিরা রাইস, মালাই কোফতা ইত্যাদি। মায়ানমারের মানুষও আমাদের মতো ভাত, মাছ, মাংস ইত্যাদি খায়। তাদের নিজস্ব খাবারগুলোর মধ্যে মহিঙ্গা, শ্যান নুডুলস ইত্যাদি খুবই জনপ্রিয়।

আমাদের দেশের মতো ভারতের পুরুষ মানুষ শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি এবং মেয়েরা সালোয়ার, কামিজ, শাড়ি ইত্যাদি পরে থাকে। এছাড়াও পুরুষদের ধুতি, পাঞ্জাবি, কুর্তি আর মেয়েদের লেহেঙ্গা-চোলি, চুড়িদার কুর্তা ইত্যাদিও খুব জনপ্রিয় পোশাক। মায়ানমারের জনপ্রিয় পোশাকগুলো হলো লুঙ্গি, শার্ট, বর্মীকোট, মেয়েদের সালোয়ার, কামিজ, শাড়ি ইত্যাদি।

ভারতের জনপ্রিয় উৎসবগুলোর মধ্যে দীপাবলী, দুর্গাপূজা, হোলি, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মায়ানমারের জনপ্রিয় উৎসবগুলোর মধ্যে নববর্ষ উপলক্ষ্যে 'থিংযান ওয়াটার ফেস্টিভাল', আনন্দ প্যাগোড়া উৎসব, নৃত্য হাতি উৎসব ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের পূর্বপাঠ যাচাইয়ের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞেস করবেন :

- বাংলাদেশের দুইটি প্রতিবেশী দেশের নাম বলো।
- ভারতের রাজধানীর নাম কী?
- মায়ানমারের অবস্থান বাংলাদেশের কোনদিকে?

৩. উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মায়ানমারের খাবার, পোশাক ও উৎসব কী কী?' বলে পাঠ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রদর্শন ও আলোচনা

- ১নম্বর উপকরণের ছবি দেখিয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মায়ানমারের খাবার সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিবেন।
- একইভাবে ২ এবং ৩নং ছবি দেখিয়ে পর্যায়ক্রমে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মায়ানমারের পোশাক ও উৎসব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা পরিষ্কার করবেন :
    - ১নং ছবিতে কীসের ছবি দেখা যাচ্ছে?
    - এগুলো কি তোমাদের পরিচিত খাবার?
    - আমাদের দেশের খাবারের সঙ্গে এর কোনো মিল রয়েছে কি না?
    - কোন কোনটির মিল রয়েছে?
    - ২নং ছবিতে কী কী পোশাক দেখা যাচ্ছে?
    - কোনটি পুরুষের পোশাক?
    - কোনটি মহিলাদের পোশাক?
    - আমাদের দেশের পোশাকের সঙ্গে এর কোনো মিল রয়েছে কি?
    - কোন কোন পোশাকের মিল রয়েছে?
    - ৩নং ছবিতে কী কী উৎসবের ছবি দেখা যাচ্ছে? (প্রয়োজনে বুঝিয়ে দিবেন)।
    - এর মধ্যে কোনোটি তোমাদের নিকট পরিচিত কি না?
    - আমাদের দেশের উৎসবের সঙ্গে এর কোনো মিল রয়েছে কি?

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে ৪/৫টি দলে ভাগ করবেন।
- এবার প্রতি দলকে কর্মপত্র-১ (ছক) এবং ভারত ও মায়ানমারের খাবার, পোশাক ও উৎসব কার্ড একসঙ্গে মিশিয়ে সরবরাহ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে আলাপ করে তালিকা হতে বাছাই করে ভারত ও মায়ানমারের ২টি করে খাবার, পোশাক ও উৎসবের নাম লিখে ছক-১ পূরণ করতে বলবেন।
- ঘুরে ঘুরে দলীয় কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- কাজ শেষে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- দলীয় কাজে কোনো সংশোধন থাকলে অন্য দলের শিক্ষার্থীদেরকে হাত তুলে মতামত দিতে বলবেন।
- প্রয়োজনে নিজে সংশোধন করে দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : অতঃপর আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরুন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ সমাপ্ত করুন।

ভারত ও মায়ানমারের খাবার, পোশাক ও উৎসব কার্ড-

ভাত	মাছ	শ্যান নুডুলস	দুর্গাপূজা	হোলি
জিরা রাইস	লেহেঙ্গা-চোলি	লুঙ্গি	মাংস	বর্মীকোট
থিংযান ওয়াটার ফেস্টিভাল’	দোসা	শাড়ি	ধুতি	নৃত্য হাতি উৎসব

ভাত

মাছ

মাংস

দোসা

জিরা রাইস

মাহিঙ্গা

শ্যান নুডুলস

১নং উপকরণ

লুঙ্গি

শাড়ি

ধুতি

লেহেঙ্গা

কামিজ

ভারতের পোশাকের ছবি

মায়ানমারের শিশুদের পোশাক

২নং উপকরণ

হোলি উৎসব

থিংয়ান ওয়াটার ফেস্টিভাল

৩নং উপকরণ

কর্মপত্র-১

দেশ	২টি খাবারের নাম	২টি পোশাকের নাম	২টি উৎসবের নাম
ভারত			
মায়ানমার			

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৪.১ নিজ দেশ ও প্রতিবেশী দেশসমুহের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।	06.02.(4.1).01 (PI-07)	নিজ দেশ ও প্রতিবেশী দেশসমুহের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পেরেছে।	প্রতিবেশী দেশ সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	প্রতিবেশী দেশের খাবার / , পোশাক / ও উৎসব সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	প্রতিবেশী দেশের খাবার, পোশাক ও উৎসবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পেরেছে।

দশম অধ্যায়

আমার পরিবারে আমি

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৫.১. পরিবারকে ভালোবেসে পরিবারের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করা।

পাঠ বিভাজন : ৪

পাঠ-১

পরিবারে আমার করণীয়

শিখনফল

৫.১.১ পরিবারে নিজ করণীয় বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. ছোটো ছেলে বা মেয়ে নিজের পড়ার টেবিল গোছাচ্ছে (ছবি/ভিডিও)।
২. পোস্টার পেপার।
৩. সাইন পেন।

বিষয়বস্তু

নিজ পরিবারে শিশু পরিবারের সবার বিশেষ মনোযোগ ও ভালোবাসা পেয়ে থাকে। অনুরূপভাবে পরিবারকে ভালোবেসে পরিবারের প্রতি শিশুর নিজেরও কিছু করণীয় ও দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। সাধারণ কিছু দায়িত্ব এবং সবার সঙ্গে আচরণের সাধারণ কিছু মৌলিক রীতি থাকলেও সম্পর্কের বিভিন্নতার সূত্র ধরে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের প্রতি শিশুর দায়িত্বও বিভিন্ন রকম হয়। নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, পারিবারিক কাজে অন্যকে সাধ্যমত সাহায্য করা, কনিষ্ঠদের স্নেহ করা, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা, বিশেষ করে প্রবীণদের শ্রদ্ধা ও বিভিন্ন কাজে সাধ্যমতো সাহায্য করা ইত্যাদি শিশুর দায়িত্ব ও কর্তব্যের অংশ।

শিশুকে তার দায়িত্বের প্রতি সচেতন করা ও তা পালনে সহায়তা করা প্রয়োজন। পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনের ইতিবাচক মানসিকতা শিশুকে পর্যায়ক্রমে পরিবারের বাইরে প্রতিবেশী, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্ব মানবতার প্রতি সংবেদনশীল হয়ে নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করে। এভাবে শিশুর বিশ্ব নাগরিক হয়ে ওঠারও ভিত রচিত হয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং আজকের পাঠের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টির জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

- পরিবার বলতে আমরা কী বুঝি?
- আমরা কি আমাদের পরিবারের ভালো চাই, না খারাপ চাই?

- ○ পরিবারের ভালোর জন্য পরিবারের সদস্য হিসেবে তোমাকে কী কী কাজ করতে হয়?
- ○ অন্যান্য কাজগুলো কে কে করেন?

৩. আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।
৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'পরিবারে আমাদের করণীয় কী?' ব্যাখ্যা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূল পাঠ

১. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- উপকরণের ছবি/ভিডিওটি প্রদর্শন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের তা ভালোভাবে দেখতে বলবেন।
- নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - ○ ছবিতে ছেলেটি/মেয়েটি কী করছে?
  - ○ নিজের পড়ার টেবিল নিজে গোছানো ভালো, নাকি অন্য কেউ গুছিয়ে দেয়া ভালো?
  - ○ এটি করতে কি অনেক বেশি কষ্ট হয়?
  - ○ এরকম কোনো কাজ নিজে করলে তোমাদের কেমন লাগে?
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে একই প্রশ্ন করবেন।
- প্রশ্নোত্তরের আলোকে পরিবারে যে শিক্ষার্থীর করণীয় কাজ ও দায়িত্ব আছে তা, এ করণীয় কাজের গুরুত্ব এবং নিজের কাজ নিজে করার আনন্দ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করবেন এবং প্রতি দলে একটি করে পোস্টার পেপার ও সাইন পেন সরবরাহ করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই দলের একটি নাম নির্ধারণ করবে এবং দলনেতা নির্বাচন করবে। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- দলগত কাজটি বুঝিয়ে বলবেন। কাজটি হলো, দলে আলোচনার মাধ্যমে পরিবারে নিজের করণীয় নির্ধারণপূর্বক সরবরাহকৃত পোস্টার পেপারে এরূপ কাজের একটি তালিকা প্রস্তুত করা। সব দল আলাদাভাবে একই কাজ করবে। দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- দলগত কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন, উৎসাহ দেবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- নির্ধারিত সময় শেষে একটি দলকে সামনে এসে দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনা শেষে শ্রেণির বাকি শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় কোনো পর্যবেক্ষণ বা সংযোজন-বিয়োজনের প্রস্তাব থাকলে তা করবে।
- ফলাবর্তন করবেন।
- প্রথম দলের উপস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের মতামত এবং ফলাবর্তনের আলোকে নির্ধারিত করণীয় বোর্ডে মাইন্ডম্যাপ আকারে লিখবেন।
- এভাবে সব দল তাদের কাজের ফলাফল উপস্থাপন করবে।
- প্রতি দলের উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন করণীয় কাজ বোর্ডে ইতঃপূর্বে প্রস্তুতকৃত মাইন্ডম্যাপে যোগ করবেন। এভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ মাইন্ডম্যাপ প্রস্তুত হবে।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে মাইন্ডম্যাপটি ব্যাখ্যা করতে বলবেন।
- অতি উৎসাহী হয়ে সব ধরনের কাজ, বিশেষত বিপজ্জনক কাজ যেমন– বটি দিয়ে কিছু কাটা, চুলা জ্বালানো ইত্যাদি শিক্ষার্থীর বয়স ও দক্ষতা বিবেচনায় করা যাবে না– এ বিষয়ে সতর্ক করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।
পাঠসমাপ্তি : পরবর্তী পাঠের ইঙ্গিত দিয়ে এবং শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

১নং উপকরণ

পাঠ-২

পরিবারে আমার সাহায্য

শিখনফল

৫.১.২ পারিবারিক কাজে অন্য সদস্যদের সাহায্য করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. মা বাড়িতে গৃহস্থালি কাজে কর্মরত (ছবি/ভিডিও)।
২. মা বাড়ির বাইরে কর্মস্থলে বা অন্য কাজে কর্মরত (ছবি/ভিডিও)।
৩. বাবা বাড়িতে বাগানের কাজে কর্মরত (ছবি/ভিডিও)।
৪. বাবা বাড়ির বাইরে কর্মস্থলে বা অন্য কাজে কর্মরত (ছবি/ভিডিও)।
৫. ছেলে ও মেয়ে মিলে বাড়ির বিছানা গুছাচ্ছে (ছবি/ভিডিও)।

৬. মা রান্না করছেন; ছোটো ছেলে তাঁকে এটা সেটা এগিয়ে দিচ্ছে (ছবি/ভিডিও)।
৭. বাবা টবে পানি দিচ্ছেন; ছোটো মেয়ে মগে করে পানি এগিয়ে দিচ্ছে (ছবি/ভিডিও)।
৮ ছেলে-মেয়ে দুজনে মিলে বৃদ্ধ দাদা/দাদিকে ওষুধ খেতে সাহায্য করছে (ছবি/ভিডিও)।
৯. কর্মপত্র।

বিষয়বস্তু

নিজ পরিবারের প্রতি শিশুর কিছু করণীয় আছে। নিজের কাজগুলো করার পাশাপাশি পরিবারের অন্যদের কাজে সম্ভাব্য উপায়ে সাহায্য করার বিষয়েও শিশুকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। তাহলে কাজের পরিমাণ অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পারিবারিক বন্ধন অনেক দৃঢ় হয়। পরিবারিক কাজে অন্যকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে শিশুর শারীরিক সামর্থ্য অপেক্ষা মানসিক প্রস্তুতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য শিশুকে অল্প বয়স থেকেই দায়িত্ববান হয়ে উঠতে, কাজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি সংবেদনশীল হতে সাহায্য করা প্রয়োজন। এভাবে শিশুর যথাযথ মানসিক বিকাশ সাধিত হয় এবং শিশু ধীরে ধীরে পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে একজন সংবেদনশীল ও মানবিক গুণসম্পন্ন পরিপূর্ণ নাগরিকে পরিণত হয়। তাই পারিবারিক কাজে শিশুর সাহায্য করা পরিবারের জন্য যতটা প্রয়োজন, তা অপেক্ষা শিশুর নিজের জন্য বেশি প্রয়োজন।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং আজকের পাঠের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টির জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

- তোমার চুল আঁচড়ানো কার কাজ– তোমার, নাকি মা-বাবার?
- চুলা জ্বালানো কি তোমাদের কাজ?
- তোমরা কি কোনোভাবে পরিবারের অন্যদের কাজে সাহায্য করতে পার?

৩. আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।
৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন ‘পরিবারের অন্যদের কাজে কীভাবে সাহায্য করা যায়?’ ব্যাখ্যা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- উপকরণ ১নং হতে ৪নং প্রদর্শনপূর্বক নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - মা-বাবা সারাদিন যে কাজগুলো করেন, তাতে কি উনাদের কষ্ট হয়?
  - তোমরা কি মা-বাবাকে ভালোবাসো?
  - তোমরা কি চাও যে, মা-বাবার কষ্ট কম হোক?
  - মা-বাবার কষ্ট কমানোর জন্য তোমরা নিজেরা কি কিছু করতে চাও?
  - মা-বাবার কাজে সাহায্য করলে উনারা কি খুশি হবেন?
- প্রশ্নোত্তরের আলোকে পরিবারের মা-বাবাসহ অন্যদের এমনকি গৃহকর্মীর কাজে শিক্ষার্থীর সাহায্য করার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলবেন।
- উপকরণ ৫নং হতে ৮নং প্রদর্শনপূর্বক নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - এ কাজগুলো করলে কি মা-বাবাসহ পরিবারের অন্যদের সাহায্য হয়?
  - তোমরা কি এরকম করতে পার?

- প্রশ্নোত্তরের আলোকে ছোটো ছোটো কাজের মাধ্যমে অন্যকে সাহায্য করার উপায় বুঝিয়ে বলবেন এবং এ কাজগুলো করতে পারার সামর্থ্য যে শিক্ষার্থীদের আছে– এ বার্তাটি দিবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের দলের একটি নাম নির্ধারণ করবে এবং দলনেতা নির্বাচন করবে। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- সব দলকে একটি করে কর্মপত্র সরবরাহ করবেন এবং দলগত কাজটি বুঝিয়ে বলবেন। কাজটি হলো, দলে আলোচনার মাধ্যমে পরিবারে অন্য সদস্যদের কোন কোন কাজে সাহায্য করা যায় এবং এগুলোতে কীভাবে সাহায্য করা যায় তা নির্ধারণপূর্বক কর্মপত্রে লেখা। শিক্ষার্থীদের বলবেন, প্রয়োজনে কর্মপত্রে (সারির) সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাবে। সব দল আলাদাভাবে একই কাজ করবে। দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- দলগত কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন, উৎসাহ দেবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- দলগত কাজ চলাকালীন বোর্ডে কর্মপত্রের অনুরূপ একটি ছক তৈরি করবেন।
- নির্ধারিত সময় শেষে একটি দলকে সামনে এসে দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনা শেষে শ্রেণির বাকি শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় কোনো পর্যবেক্ষণ বা সংযোজন-বিয়োজনের প্রস্তাব থাকলে তা করবে।
- ফলাবর্তন করবেন।
- প্রথম দলের উপস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের মতামত এবং ফলাবর্তনের আলোকে নির্ধারিত কাজ ও সাহায্য করার উপায় বোর্ডে ইতোমধ্যে তৈরিকৃত ছকে লিখবেন।
- এভাবে সব দল তাদের কাজের ফলাফল উপস্থাপন করবে।
- প্রতি দলের উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন করণীয় কাজ এবং সাহায্য করার উপায় বোর্ডের ছকে যোগ করবেন। এভাবে একটি সমন্বিত ছক প্রস্তুত হবে।
- বোর্ডে ছক চূড়ান্ত হলে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তা ব্যাখ্যা করতে বলবেন।
- গত পাঠের ন্যায় অতি উৎসাহী হয়ে সব ধরনের কাজ, বিশেষত বিপজ্জনক কাজ যেমন– বটি দিয়ে কিছু কাটা, চুলা জ্বালানো ইত্যাদি শিক্ষার্থীর বয়স ও দক্ষতা বিবেচনায় করা যাবে না– এ বিষয়ে সতর্ক করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : পরবর্তী পাঠের ইঙ্গিত দিয়ে এবং শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

উপকরণ

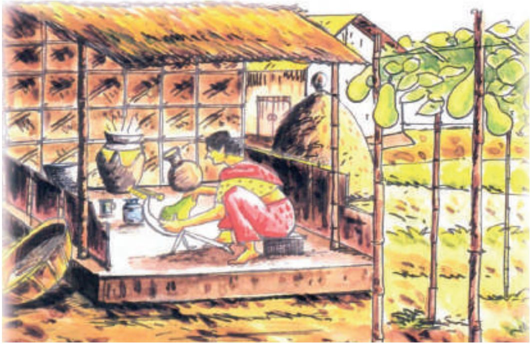	
১নং উপকরণ	২নং উপকরণ
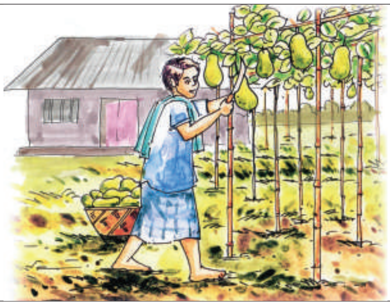	
৩নং উপকরণ	৪নং উপকরণ
৫নং উপকরণ	৬নং উপকরণ
৭নং উপকরণ	৮নং উপকরণ

কর্মপত্র

ক্রমিক নং	কোন কাজে সাহায্য করা যায়	কিভাবে সাহায্য করা যায়

পাঠ- ৩ ও ৪

পরিবারের সদস্যদের জন্য শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা

শিখনফল

৫.১.৩ পরিবারের সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

শিখন-শেখানো উপকরণের প্রয়োজন নেই।

বিষয়বস্তু

পরিবার পারস্পরিক শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালোবাসার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান। শিশুর জীবনে পরিবারের সব সদস্যের অপরিসীম অবদান রয়েছে। তাঁদের প্রতিও শিশুর কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে। এ কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রাথমিক রূপ হলো তাঁদের শ্রদ্ধা করা ও ভালোবাসা। মূলত শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালোবাসা ইত্যাদি মানবিক অনুভূতি অন্তরে লালন করতে হয় এবং বিভিন্ন আচার ও দায়িত্বের মাধ্যমে প্রদর্শন করতে হয়। পরিবারের সদস্যদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের কিছু আচার ও রীতিও রয়েছে। তবে, সবার প্রতি এ প্রকাশের ধরন একরকম হবে না। পারিবারিক পরিসরে শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালোবাসার আবহ শিশুর যথাযথ বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং আজকের পাঠের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টির জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

- তোমাদেরকে বড়ো করতে গিয়ে তোমাদের মা-বাবার কি কোনো কষ্ট হয়?
- এত কষ্টের পরও কি তাঁরা তোমাদেরকে ভালোবাসেন?
- তোমরা কি তোমাদের মা-বাবাকে ভালোবাস?
- এ ভালোবাসা কীভাবে প্রকাশ কর?

৩. আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'পরিবারের সদস্যদের প্রতি কীভাবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করব?' ব্যাখ্যা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. ভূমিকাভিনয়

- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত স্থান ফাঁকা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের চারটি দলে ভাগ করবেন। ভূমিকাভিনয়ের জন্য চারটি বিষয় নির্ধারণ করবেন। বিষয়গুলো হলো 'মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা', 'দাদা-দাদি/নানা-নানির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা', 'ছোটো ভাই-বোনের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা' এবং 'বড়ো ভাই-বোনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা'। প্রতি দলকে একটি করে বিষয় বরাদ্দ করবেন। বর্তমান পাঠে প্রথম দুটি এবং পরবর্তী পাঠে পরের দুটি বিষয়ের ভূমিকাভিনয় হবে। এ কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সূক্ষ্ম চিন্তন ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা, শিক্ষকের ফলাবর্তন এবং শিক্ষার্থীদের প্রতিফলনের অবকাশ থাকা প্রয়োজন, যা পর্যাপ্ত সময় দাবি করে। তাই তাড়াহুড়ো করে এক পাঠে না করে দুটি পাঠে এটি সম্পন্ন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয়ের ধাপগুলো বুঝিয়ে বলবেন। প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা ভূমিকাভিনয় করেছে বিধায় এটি ওদের পরিচিত কাজ। শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয়ের নির্দেশনাগুলো এবং উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। সব দলের পরিকল্পনা এবং প্রতি দলের ভূমিকাভিনয়ের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- শিক্ষকের সঠিক সহযোগিতায় প্রতি দলের শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ভূমিকাভিনয়ের একটি স্ক্রিপ্টের পরিকল্পনা করবে; দলের প্রত্যেকের ভূমিকা নির্ধারণ করবে।
- নির্ধারিত সময়ে একটি দল ভূমিকাভিনয় করবে। এ সময়ে বাকি শিক্ষার্থীরা তা পর্যবেক্ষণ করবে।
- ভূমিকাভিনয়ের পরে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন, তারা এ ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে কী শিখেছে।
- ফলাবর্তন করবেন।
- একই প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় দলের ভূমিকাভিনয়, শিক্ষার্থীদের মতামত এবং শিক্ষকের ফলাবর্তন হবে।
- শিক্ষার্থীদের বলবেন, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের আচরণগত দিক ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে দেখানো হলো। প্রদর্শন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, তবে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আন্তরিকতা ইত্যাদি অনুভূতি প্রথমত হৃদয়ে ধারণ ও লালন করার বিষয়। তাই সর্বাগ্রে পরিবারের বড়োদের প্রতি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাশীল এবং ছোটোদের প্রতি স্নেহশীল হতে হবে এবং সবাইকে ভালোবাসতে হবে।

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : পরবর্তী পাঠের ইঙ্গিত দিয়ে এবং শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৫.১ পরিবারকে ভালোবেসে পরিবারের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করা।	06.02.(5.1).01 (PI-08)	স্বতস্ফূর্তভাবে পরিবারের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করতে পেরেছে।	পরিবারে নিজের কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	পরিবারের প্রতি নিজের কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	পরিবারের বিভিন্ন কর্তব্য স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

একাদশ অধ্যায়

আমার সুরক্ষা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৫.২ শিশুর নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা।

পাঠ বিভাজন : ৪

পাঠ-১

বাড়িতে শিশুর নিরাপত্তা ঝুঁকি

শিখনফল

৫.২.১ নিজের নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পারবে।
৫.২.২ নিজের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে করণীয় বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. জ্বলন্ত দিয়াশলাই কাঠি (ছবি)।
২. জ্বলন্ত দিয়াশলাই কাঠি নিয়ে খেলা (ছবি)।
৩. প্রজ্জ্বলিত বাড়ি (ছবি)।
৪. কর্মপত্র।

বিষয়বস্তু

শিশুর নিরাপদ জীবন সবার কাম্য। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অনেক সময়ে শিশুর নিরাপত্তার প্রতি ঝুঁকি তৈরি হয়। কখনো শিশুর নিজের অসাবধানতা বা বিপজ্জনক আচরণ, কখনো অন্যের অন্যায্য আচরণ, কখনো কখনো নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত অন্য কারণও এ ঝুঁকির জন্য দায়ী। ধারালো দ্রব্যাদি যেমন– রান্নাঘরের ছুরি নিয়ে খেলা, কৌতূহলবশত ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার ধরা, ভেজা হাতে বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড স্পর্শ করা, বৈদ্যুতিক সকেটে ধাতব বস্তু প্রবেশ করানো, সাঁতার না জেনেও অভিভাবকের অজান্তে পানিতে নামা ইত্যাদি শিশুর ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ। আবার শিশু অপহরণ, সাপে কাটা ইত্যাদি ঘটনা শিশুর জীবনে মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। শিশুর বিভিন্ন বয়সে ঝুঁকির প্রকৃতি বিভিন্ন হয়। এসব ঝুঁকির ক্ষেত্রে কখনো দুর্ঘটনায় শিশু আহত হয়, মারাত্মক দুর্ঘটনায় শিশুর প্রাণহানির আশঙ্কাও তৈরি হয়। আবার কখনো কখনো পুরো পরিবার, এমনকি আশপাশের অন্যরাও মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যেমন– দিয়াশলাই কাঠি নিয়ে খেলতে খেলতে কোমলমতি শিশু ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করতে পারে। অভিভাবক বা অন্য কারো পক্ষে শিশুকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রেখে সব ধরনের ঝুঁকি থেকে নিরাপদ রাখা সম্ভব নয়, তা বাস্তবসম্মতও নয়। তাই শিশুর নিজের নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পারা, ঝুঁকির বিষয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা এবং সে অনুযায়ী করণীয় নির্ধারণ করতে পারা জরুরি। শিশুর নিরাপত্তাহীনতা শুধু শিশুর বিষয় নয়, বরং সংশ্লিষ্ট পরিবার এবং সমাজের বিষয়।

শিশুর নিরাপত্তা ঝুঁকি শিশুর বিচরণের সবক্ষেত্রেই থাকতে পারে। নিজ বাড়ি, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, রাস্তা, বেড়ানোর জায়গা ইত্যাদি যে কোনো স্থানে যে কোনো সময়ে এটি ঘটতে পারে। বর্তমান পাঠে বাড়িতে শিশুর নিরাপত্তা ঝুঁকি ও ঝুঁকির প্রেক্ষিতে করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। অবশ্য এসব ঝুঁকি বাড়ির বাইরে অন্যত্রও থাকতে পারে। পরবর্তী পাঠসমূহে বিদ্যালয় এবং অন্যত্র বিদ্যমান নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং আজকের পাঠের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টির জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

- ○ তোমাদের কি কারো কখনো হাত, পা বা অন্য কোথাও কেটে গিয়েছিলো?
- ○ কেউ কি কখনো খুব ব্যথা পেয়েছ?
- ○ কীভাবে পেয়েছ?
- ○ সাবধান থাকলে কি কাটত বা ব্যথা পেতে?

৩. আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।
৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'বাড়িতে শিশুর নিরাপত্তা ঝুঁকি কী কী এবং ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয় কী?' ব্যাখ্যা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূল পাঠ

১. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- ১নং উপকরণ প্রদর্শনপূর্বক নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - ○ এটি কি তোমরা চেনো?
  - ○ আমাদের বাড়িতে দিয়াশলাই (ম্যাচ) কী কাজে লাগে?
- ২নং উপকরণ প্রদর্শনপূর্বক নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - ○ ম্যাচ দিয়ে এরকম করলে বা খেললে কী হতে পারে?
- ৩নং উপকরণ প্রদর্শনপূর্বক নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - ○ ম্যাচের কাঠি থেকে এরকম হতে পারে কি?
  - ○ ছোটদের কি ম্যাচের কাঠি নিয়ে খেলা করা উচিত?
- প্রশ্নোত্তরের আলোকে বাড়িতে দিয়াশলাইয়ের প্রয়োজন থাকলেও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি, বিশেষত ছোটোদের তা নিয়ে খেলা করার সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং সবারই তা সাবধানে ব্যবহার করার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের দলের একটি নাম নির্ধারণ করবে এবং দলনেতা নির্বাচন করবে। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- সব দলকে একটি করে কর্মপত্র সরবরাহ করবেন এবং দলগত কাজটি বুঝিয়ে বলবেন। কাজটি হলো, দলে আলোচনার মাধ্যমে বাড়িতে শিশুর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজোগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো কেন ঝুঁকিপূর্ণ এবং ঝুঁকিগুলো মোকাবেলায় কী করণীয়– তা নির্ধারণ সব দল আলাদাভাবে একই কাজ করবে। দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- দলগত কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন, উৎসাহ দেবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- দলগত কাজ চলাকালীন বোর্ডে কর্মপত্রের অনুরূপ একটি ছক তৈরি করবেন।
- নির্ধারিত সময় শেষে একটি দলকে সামনে এসে দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনা শেষে শ্রেণির বাকি শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় কোনো পর্যবেক্ষণ বা সংযোজন-বিয়োজনের প্রস্তাব থাকলে তা করবে।

- দলের একেকজন শিক্ষার্থী একটি ঝুঁকি, সেটা কেন ঝুঁকিপূর্ণ ও সে ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয় মনে রাখবে এবং পরে দলগত উপস্থাপনার সময় বলবে।
- ফলাবর্তন করবেন।
- প্রথম দলের উপস্থাপনা এবং শিক্ষার্থীদের মতামতের আলোকে বাড়িতে শিশুর নিরাপত্তা ঝুঁকির উৎস, সেগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার কারণ এবং ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয় বোর্ডে ইতোমধ্যে তৈরিকৃত ছকে লিখবেন।
- এভাবে সব দল তাদের কাজের ফলাফল উপস্থাপন করবে।
- প্রতি দলের উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন তথ্যাদি বোর্ডে ইতঃপূর্বে প্রস্তুতকৃত ছকে যোগ করবেন। এভাবে একটি সমন্বিত ছক প্রস্তুত হবে।
- নিশ্চিত হবেন যাতে সমন্বিত ছকে ঝুঁকির উৎস হিসেবে ধারালো দ্রব্যাদি যেমন– ছুরি, কাঁচি ব্যবহার, ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার ধরা, ভেজা হাতে সুইচ বোর্ড স্পর্শ করা, বৈদ্যুতিক সকেটে কিছু ঢোকানো ইত্যাদি আসে। কোনো দলের উপস্থাপনায় এগুলো না থাকলে সর্বশেষ দলগত উপস্থাপনার ফলাবর্তনে নিজে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দু কলামের তথ্যাদি চূড়ান্ত করবেন।
- বোর্ডে ছক চূড়ান্ত হলে একেকটি ঝুঁকি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাকি কলামের তথ্যাদি একেকজন শিক্ষার্থীকে ব্যাখ্যা করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের বলবেন যে, আলোচিত ঝুঁকিগুলো সাধারণত বাড়িতে থাকে। তবে এগুলোর কোনো কোনোটি বিদ্যালয়ে এবং অন্যত্র যেমন– পথে, বেড়াতে গেলেও ঘটতে পারে। তাই স্থান নির্বিশেষে ঝুঁকিগুলোর বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী সাড়া দেওয়া জরুরি। ঝুঁকি এড়ানোর সর্বোত্তম পন্থা হলো সাবধানতা অবলম্বন করা এবং বিপজ্জনক দ্রব্যাদি নিয়ে খেলা না করা। তারপরও কখনো কখনো নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে বিষয়টি গোপন না করে দ্রুততম সময়ে অভিভাবককে জানাতে হবে।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : পরবর্তী পাঠের ইঙ্গিত দিয়ে এবং শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

উপকরণ

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

৩ নং উপকরণ

কর্মপত্র

ক্রমিক নং	ঝুঁকিপূণ কাজ	কেন ঝুঁকিপূর্ণ	ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয়

পাঠ-২
বিদ্যালয়ে শিশুর নিরাপত্তা ঝুঁকি

শিখনফল

৫.২.১ নিজের নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পারবে।

৫.২.২ নিজের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে করণীয় বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. সিঁড়ি দিয়ে একসঙ্গে অনেক শিক্ষার্থী হুড়োহুড়ি করে নামছে (ছবি/ভিডিও)।

২. একজন শিক্ষার্থী সিঁড়িতে পিছলে পড়ে গিয়েছে (ছবি/ভিডিও)।

৩. কর্মপত্র।

বিষয়বস্তু

শিশু দিনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিদ্যালয়ে অবস্থান করে। এসময়ে অভিভাবকের নজরদারি থাকে না; আবার একসঙ্গে অনেক বন্ধুর সান্নিধ্যে থাকে। বিদ্যালয়ে শ্রেণি কার্যক্রমের পাশাপাশি মাঠে বা অন্যত্র খেলাধুলা এবং অন্যান্য কার্যক্রম থাকে। যদিও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরদারি থাকে, তথাপি অনেক শিশুর উচ্ছলতাজনিত নানাবিধ ঝুঁকির আশঙ্কা রয়েছে। বিদ্যালয়ে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত ওঠানামা করতে গিয়ে পিছলে পড়া, খেলতে গিয়ে ব্যথা পাওয়া, অসাবধানতাবশত অন্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে পড়ে যাওয়া ইত্যাদি নানাবিধ দূর্ঘটনা ঘটার আশংকা থাকে। বিদ্যালয়ে এক শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীর আচরণের কারণেও ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করে এবং সাধারণ কিছু নিয়ম যেমন– শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময়ে হুড়োহুড়ি না করে অন্য শিক্ষার্থীকে আগে সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি অনুসরণ করে এসব ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব। শিক্ষার্থীদের নিজেদের নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী করণীয় নির্ধারণ করতে শেখানো প্রয়োজন।

বর্তমান পাঠে বিদ্যালয়ে শিশুর নিরাপত্তা ঝুঁকি ও ঝুঁকির প্রেক্ষিতে করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। অবশ্য এসব ঝুঁকি বিদ্যালয়ের বাইরে বাড়ি বা অন্যত্রও থাকতে পারে। পরবর্তী পাঠে বাড়ি ও বিদ্যালয় ব্যতীত অন্যত্র বিদ্যমান নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং আজকের পাঠের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টির জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

- স্কুলে কি কেউ কখনো ব্যথা পেয়েছ?
- কীভাবে পেয়েছ?
- সাবধান থাকলে কি ব্যথা পেতে?

৩. আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'বিদ্যালয়ে শিশুর নিরাপত্তা ঝুঁকি কী কী এবং ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয় কী?' ব্যাখ্যা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূল পাঠ

১. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- ১নং উপকরণ প্রদর্শনপূর্বক নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - এখানে শিক্ষার্থীরা কী করছে?
  - এভাবে সিঁড়িতে ওঠানামা করা কি ঝুঁকিপূর্ণ?
- ২নং উপকরণ প্রদর্শনপূর্বক নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - এ শিক্ষার্থীর কী হয়েছে?
  - এরকম কেন হতে পারে?
- প্রশ্নোত্তরের আলোকে সিঁড়িতে হুড়োহুড়ি করে ওঠানামা সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি এবং সাবধানে সিঁড়ি ব্যবহার করার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের দলের একটি নাম নির্ধারণ করবে এবং দলনেতা নির্বাচন করবে। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- সব দলকে একটি করে কর্মপত্র সরবরাহ করবেন এবং দলগত কাজটি বুঝিয়ে বলবেন। কাজটি হলো, দলে আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিশুর জন্য ঝুঁকিপূণ কাজগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো কেন ঝুঁকিপূর্ণ এবং ঝুঁকিগুলো মোকাবেলায় কী করণীয়- তা নির্ধারণ। সব দল আলাদাভাবে একই কাজ করবে। দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- দলগত কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন, উৎসাহ দেবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- দলগত কাজ চলাকালীন বোর্ডে কর্মপত্রের অনুরূপ একটি ছক তৈরি করবেন।
- নির্ধারিত সময় শেষে একটি দলকে সামনে এসে দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনা শেষে শ্রেণির বাকি শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় কোনো পর্যবেক্ষণ বা সংযোজন-বিয়োজনের প্রস্তাব থাকলে তা করবে।
- ফলাবর্তন করবেন।
- প্রথম দলের উপস্থাপনা এবং শিক্ষার্থীদের মতামতের আলোকে বিদ্যালয়ে শিশুর নিরাপত্তা ঝুঁকির উৎস, তা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার কারণ এবং ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয় বোর্ডে ইতোমধ্যে তৈরিকৃত ছকে লিখবেন।
- এভাবে সব দল তাদের কাজের ফলাফল উপস্থাপন করবে।
- প্রতি দলের উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন তথ্যাদি বোর্ডে ইতঃপূর্বে প্রস্তুতকৃত ছকে যোগ করবেন। প্রয়োজনে (row) সংখ্যা বৃদ্ধি করবেন। এভাবে একটি সমন্বিত ছক প্রস্তুত হবে।
- জরুরী কোনো ঝুঁকির বিষয় একটি দলেরও উপস্থাপনায় না থাকলে সর্বশেষ দলগত উপস্থাপনার ফলাবর্তনে নিজে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দু কলামের তথ্যাদি চূড়ান্ত করবেন।
- বোর্ডে ছক চূড়ান্ত হলে একেকটি ঝুঁকি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাকি কলামের তথ্যাদি একেকজন শিক্ষার্থীকে ব্যাখ্যা করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের বলবেন যে, আলোচিত ঝুঁকিগুলো বিদ্যালয়ের হিসেবে আলোচিত হলেও এগুলোর কোনো কোনোটি বাড়িতে এবং অন্যত্র যেমন পথে, বেড়াতে গেলেও ঘটতে পারে। তাই স্থান নির্বিশেষে ঝুঁকিগুলোর বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী সাড়া দেওয়া জরুরি। ঝুঁকি এড়ানোর সর্বোত্তম পন্থা হলো সাবধানতা অবলম্বন করা এবং সঠিক আচরণ করা। তারপরও কখনো কখনো নিরাপত্তা বিঘ্নিত

হতে পারে বা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে বিষয়টি গোপন না করে দ্রুততম সময়ে শিক্ষককে জানাতে হবে।

- দলের একেকজন শিক্ষার্থী একেকটি ঝুঁকি, সেটি কেন ঝুঁকিপূর্ণ ও সে ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয় মনে রাখবে এবং পরে দলগত উপস্থাপনার সময় বলবে।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।
পাঠসমাপ্তি : পরবর্তী পাঠের ইঙ্গিত জানিয়ে এবং শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

উপকরণ

১নং উপকরণ

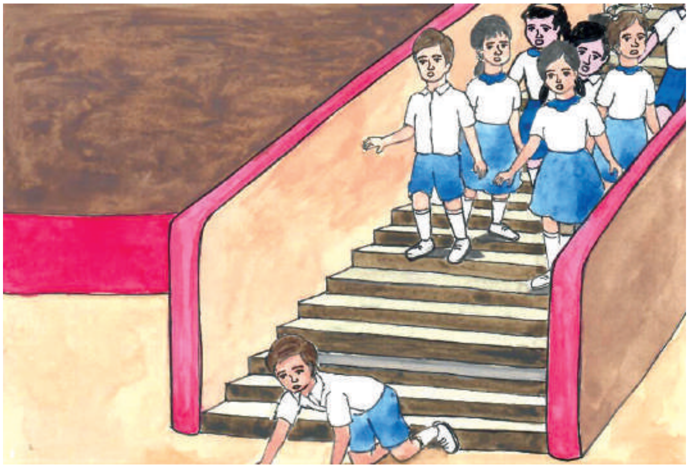

২নং উপকরণ

কর্মপত্র

ক্রমিক নং	ঝুঁকি	কেন ঝুঁকিপূর্ণ	ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয়

পাঠ-৩ ও ৪

অন্যান্য নিরাপত্তা ঝুঁকি

শিখনফল

৫.২.১ নিজের নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পারবে।

৫.২.২ নিজের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে করণীয় বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. শিশুর পুকুরের পানিতে ডুবে যাওয়ার খবরসম্পন্ন পত্রিকা।

২. ফণা তোলা সাপ (ছবি/ভিডিও)।

বিষয়বস্তু

শিক্ষার্থীর জীবনে পূর্বে আলোচিত বাড়ি এবং বিদ্যালয়ে নিরাপত্তা ঝুঁকিগুলো ছাড়াও আরও অনেক ঝুঁকি রয়েছে।

যেমন– পানিতে ডুবা, শিশু অপহরণ, সাপে কাটা ইত্যাদি। বাংলাদেশে প্রতিবছর অনেক শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়। শিশু অপহরণ অত্যন্ত ঘৃণ্য একটি কাজ যা অনেক সময় শিশুর প্রাণহানিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সাপের কামড়েও বাংলাদেশে অনেক শিশু মারা যায়। কম বয়সের কারণে শিশুরা এসব ক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে। শিশু নিজে এ ঝুঁকিগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারলে এবং যথাযথ করণীয় নির্ধারণ করতে পারলে নিরাপদ থাকে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং আজকের পাঠের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টির জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

- ○ বাড়িতে শিশুর কী কী নিরাপত্তা ঝুঁকি আছে?
- ○ বিদ্যালয়ে শিশুর কী কী নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকে?
- ○ শিশুর জীবনে কি আর কোনো ঝুঁকি থাকতে পারে?

৩. আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'পানিতে ডুবা, শিশু অপহরণ এবং সাপের কামড় এড়ানোর জন্য করণীয় কী?' ব্যাখ্যা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- পত্রিকা হতে কোনো শিশুর পানিতে ডুবে যাওয়ার খবর পাঠ করে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
    - ○ কী করতে জানলে মানুষ পানিতে নামলেও ডুবে না?
    - ○ তোমরা সবাই কি সাঁতার জানো?
    - ○ পানিতে অনেক স্রোত থাকলে কি সাঁতার জানা শিশুদের পক্ষেও সাঁতরে ভেসে থাকা সম্ভব?
    - ○ সাধারণত কোথায় কোথায় পানিতে স্রোত থাকে?
    - ○ কে অন্যকে সাঁতার শেখাতে পারে?
- প্রশ্নোত্তরের আলোকে সাঁতার না জানলে পানিতে নামা যাবে না– এ বার্তাটি দেবেন। বলবেন, একেবারে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে যেমন– পুকুরের অগভীর পানিতে বা সুইমিং পুলে সাঁতার জানা অভিভাবক বা বড়ো কারো তত্ত্বাবধানে নামা যাবে। অজানা বিল, ঝিল ইত্যাদিতে অনেক সময়ে পানির নিচে গাছপালা, লতা ইত্যাদি থাকে যাতে মানুষের হাত, পা, শরীর, জামাকাপড় আঁকড়ে যেতে পারে। ফলে সাঁতার জানা মানুষও ডুবে যেতে পারে। তাই সাঁতার জানলেও এসব স্থানে পানিতে নামা যাবে না।

২. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- শিশু অপহরণের একটি কাল্পনিক ঘটনা গল্প আকারে বলবেন। গল্পে অপরিচিত ব্যক্তি কর্তৃক একাকী শিশুকে চকোলেট দেবার প্রলোভন দেখিয়ে সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অপহরণের কথা থাকবে।
- শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

   - অপহরণকারী কি সবার সামনে থেকে শিশুটিকে অপহরণ করেছিল?
   - শিশুটি কি অপহরণকারীকে আগে থেকে চিনত?
   - শিশুটি অচেনা লোকটির সঙ্গে কেন গিয়েছিল?
   - কীভাবে শিশুটি অপহরণ হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারত?
- প্রশ্নোত্তরের আলোকে অপহরণের ঝুঁকি এবং অপহরণকারীদের সাধারণ কৌশলগুলো বুঝিয়ে বলবেন। অপহরণের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য বাড়ি এবং বিদ্যালয়ের বাইরে একা না থেকে দলবদ্ধ থাকা, একা থাকলে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে না মেশা, অপরিচিত ব্যক্তির কোনো প্রলোভনে আকৃষ্ট না হওয়া, অপরিচিত ব্যক্তির দেওয়া কোনো খাবার না খাওয়া, অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কোথাও না যাওয়া ইত্যাদি উপায়ের কথা কার্যকারণসহ বুঝিয়ে বলবেন। আরও বলবেন, কোনো ব্যক্তির আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে তা দ্রুত অভিভাবককে জানাতে হবে।

৩. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- ২নং উপকরণ প্রদর্শনপূর্বক নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন :
   - এ প্রাণীটিকে কি তোমরা চেনো?
   - সাপ কি নিরীহ নাকি বিষাক্ত?
   - সাপ সাধারণত কোথায় থাকে?
   - কীরকম জায়গা সাপের পছন্দ?
- প্রশ্নোত্তরের আলোকে সাপের কামড়ের ঝুঁকি বুঝিয়ে বলবেন। জানাবেন যে, সাপ সাধারণত গ্রামাঞ্চলে থাকে। গ্রামাঞ্চলে ঝোপঝাড়, জলাশয় এবং সংলগ্ন এলাকা, বসত এবং ফসলের মাঠে ইঁদুরের গর্ত ইত্যাদি সাপের পছন্দের জায়গা। ফলে এসব জায়গা ঝুঁকিপূর্ণ। এসব স্থান শিশুর এড়িয়ে চলা উচিত; এড়ানো সম্ভব না হলে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বন্যা এবং জলাবদ্ধতার সময় সাপ ডাঙায় উঠে আসে এবং মানুষের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে। তখন বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। শহরাঞ্চলে সাপ বিরল হলেও নির্মাণ কাজ চলছে এমন এলাকায় ইটের পাঁজায়, নিচু এলাকায় মাঝে মধ্যে সাপ দেখা যায়। এসব এলাকায়ও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বাড়িতে বোতলে করে কার্বলিক এসিড ঝুলিয়ে রাখলে সাপ আসে না।
- শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজকেরটিসহ গত তিনটি পাঠে শিশুদের কিছু নিরাপত্তা ঝুঁকি আলোচিত হয়েছে। এগুলো ছাড়াও আরও অনেক ঝুঁকি আসতে পারে, যেগুলো আতঙ্কিত না হয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজ বুদ্ধিতে চিহ্নিত করতে হবে এবং সতর্কতার সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। যে কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হলে যথাসম্ভব দ্রুত অভিভাবক বা শিক্ষকগণকে জানাতে হবে।

৪. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : পরবর্তী পাঠের ইঙ্গিত দিয়ে এবং শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

উপকরণ

পানিতে ডুবে রাজারহাট ও বুড়িচংয়ে ৩ শিশু মৃত্যু

রাজারহাট ও বুড়িচংয় প্রতিনিধি

২০ ডিসেম্বর ২০২৩, ১২:০০ এএম | প্রিন্ট সংস্করণ

কুড়িগ্রামের রাজারহাটে পুকুরের পানিতে ডুবে দুই চাচাত বোনের মৃত্যু হয়েছে। এরা হলো ফারজানা আক্তার (২) ও লুফা মনি (৩)। তারা ওই গ্রামের ফারুক হোসেন ও রাশেদুল ইসলামের মেয়ে ও সম্পর্কে চাচাত বোন। সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার কিসামত গোবধা গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। মৃতের পরিবার ও এলাকাবাসী জানান, সোমবার বিকালে ফারজানা ও লুফা মনি বাড়ির উঠানে খেলছিল। এ সময় সবার অজান্তে নিখোঁজ হয় তারা। পরে তাদের খোঁজাখুঁজি করেও ব্যর্থ হয় বাড়ির লোকজন। একপর্যায়ে ওই দিন সন্ধ্যায় বাড়ির পাশে পুকুরে ফারজানার জামা ভাসতে দেখে স্থানীয়দের সহযোগিতায় ওই পুকুর থেকে ফারজানা ও লুফা মনির লাশ উদ্ধার করা হয়। রাজারহাট থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, মৃত্যুর ঘটনায় ইউডি মামলা হয়েছে।

শিশুর পুকুরের পানিতে ডুবে যাওয়ার খবরসম্পন্ন পত্রিকা

ফণা তোলা সাপ

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৫.২ শিশুর নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা।	06.02.(5.2).01 (PI-09)	শিশুর নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে।	নিজের নিরাপত্তা ঝুঁকিরধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	নিজের নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পেরেছে।	ঝুঁকি থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখায় উপায়প্রকাশ করতে পেরেছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

বস্তুর শ্রেণিবিন্যাস

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ পরিচিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতার ভিত্তিতে বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে কৌতূহলী হওয়া।

শিখনফল

৩.১.১ ওজনের (ভারী/হাল্কা) ভিন্নতার ভিত্তিতে নিকট পরিবেশের বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে পারবে।

৩.১.২ ডুবা ও ভাসার ভিত্তিতে নিকট পরিবেশের বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে পারবে।

৩.১.৩ নিকট পরিবেশের বস্তুসমূহকে উজ্জ্বলতার ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করতে পারবে।

৩.১.৪ নিকট পরিবেশের বস্তুসমূহকে আঘাতের ফলে সৃষ্ট শব্দের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করতে পারবে।

৩.১.৫ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বস্তুসমূহের ভৌত ধর্ম বর্ণনা করতে আগ্রহী হবে।

পাঠ বিভাজন : ১০

পাঠ-১ ও ২

হাল্কা ও ভারী

শিখনফল

৩.১.১ ওজনের (ভারী/হাল্কা) ভিন্নতার ভিত্তিতে নিকট পরিবেশের বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ, যেমন–
১. বই (ভারী, হালকা) ২. খাতা (ভারী, হালকা) ৩. পেন্সিল ও কলম (ভারী, হালকা) ৪. স্কেল (ভারী, হালকা) ৫. কাগজ ও পলিথিন (ভারী, হালকা) ৬. বই-খাতাভর্তি ব্যাগ ও খালি ব্যাগ (ভারী, হালকা) ৭. পানিভর্তি ও পানিশূন্য প্লাস্টিক বোতল (ভারী, হালকা) ৮. শার্পনার ও রবার (ভারী, হালকা) (শিক্ষক সহজ প্রাপ্তি হিসেবে উপকরণ বেছে নেবেন) ৯. ওজন পরিমাপের জন্য একটি স্কেল ও ডাস্টার/ছোটো প্যাকেট (যেগুলো অনুমান ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব নয়)

১. বই (ভারী, হালকা)

২. খাতা (ভারী, হালকা)

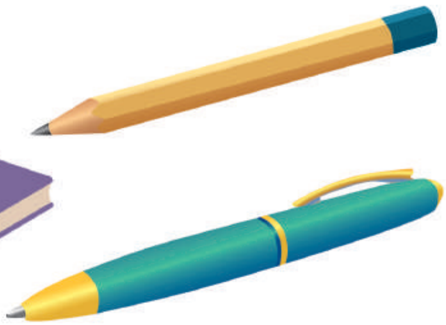

৩. পেন্সিল ও কলম (ভারী, হালকা)

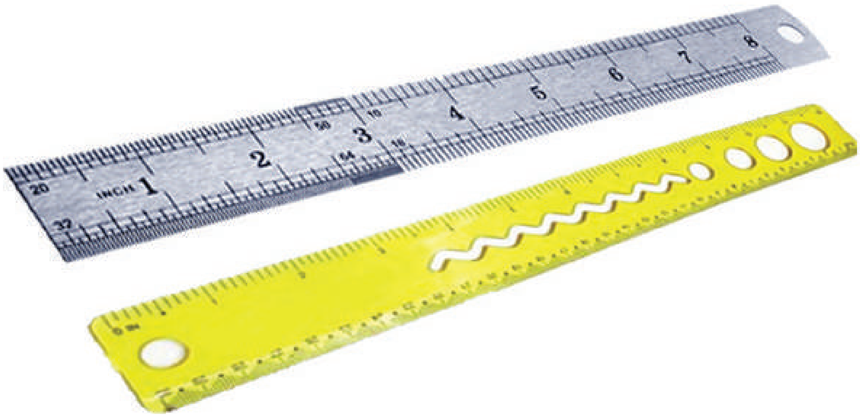

৪. স্কেল (ভারী, হালকা)

৫. কাগজ ও পলিথিন (ভারী, হালকা)

৬. বই-খাতাভর্তি ব্যাগ ও খালি ব্যাগ (ভারী, হালকা)

৭. পানিভর্তি ও পানিশূন্য প্লাস্টিক বোতল (ভারী, হালকা)

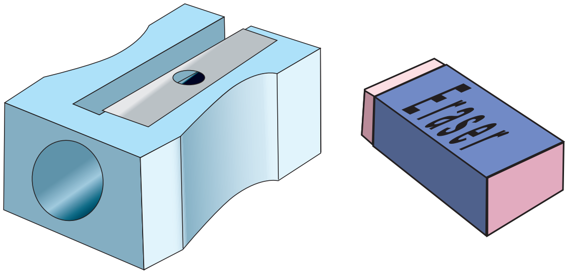

৮. শার্পনার ও রবার (ভারী, হালকা)

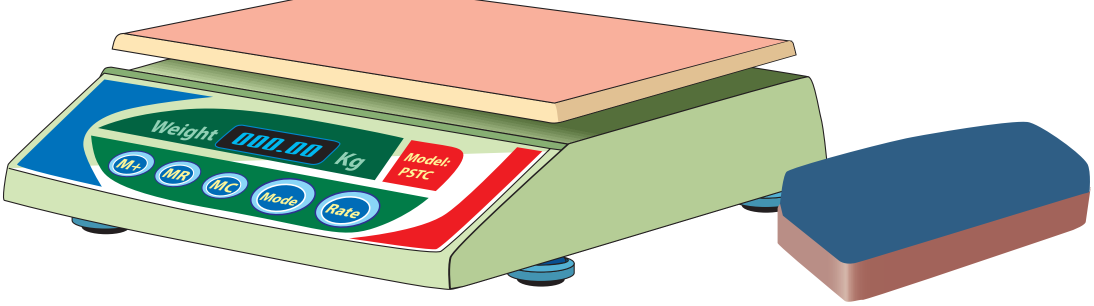

৯. ওজন পরিমাপের জন্য একটি স্কেল ও ডাস্টার/ছোটো প্যাকেট

বিষয়বস্তু

ওজন বস্তুর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলের কম/বেশির উপর নির্ভর করে। প্রকৃতিতে নানা ধরনের বস্তুসমূহের মধ্যে কোনোটি ভারী, কোনোটি হালকা। যেসব বস্তু অনায়াসে উপরে তোলা বা বহন করা যায় সেগুলোকে সাধারণত হালকা যেগুলো উপরে তোলা বা বহন করতে কিছুটা বেগ পেতে হয় সেগুলো কিছুটা ভারী। কোনো ওজন মাপার যন্ত্র ছাড়াই অনুমান, পর্যবেক্ষণ এবং হাতে নিয়ে অনেক সময় বোঝা যায় ওজনের পার্থক্য। ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে তা বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। বয়সের পার্থক্য, ব্যক্তির ব্যক্তিগত সামর্থ্যের উপর হালকা বা ভারী লাগার পার্থক্য হয়ে থাকে। তবে কিছু কিছু বস্তুকে হাতে ওজন নিয়ে বোঝার উপায় থাকে না কোনোটি ভারী, কোনোটি হালকা। যেমন– রাবার, পেন্সিল, শার্পনার, বিভিন্ন ধরনের প্ল-াস্টিকের বোতল ইত্যাদি। তবে অনুমান, পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের মাধ্যমে শনাক্ত ও শ্রেণিকরণ করা সম্ভব হয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. বলবেন, তোমাদের ব্যাগ থেকে একটা বই ও খাতা বের করো এবং পাশাপাশি রেখে দেখে বলো ;

- কোনটি ভারী আর কোনটি হালকা?
- এবার দুই হাতের তালুতে দুটি নিয়ে বলো তোমার অনুমান সঠিক হয়েছে কি?
- কয়েন ও টাকার নোট, এ দুটির মধ্যে কোনটা হালকা, কোনটা ভারী?

৩. উত্তর পাওয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

৪. ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। ভুল উত্তর দিলেও সবার উত্তর গ্রহণ করবেন। পরবর্তী সময়ে সংশোধন করে নিবেন।

৫. শিক্ষার্থীদের থেকে পাওয়া উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন।

৬. শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

"আজ আমরা আমাদের চেনা পরিবেশের বস্তুগুলোর মাঝে কোনগুলো হালকা, কোনগুলো ভারী, তা অনুমান, পর্যবেক্ষণ ও সহজ পরীক্ষণের মাধ্যমে শনাক্ত করতে চেষ্টা করব। বস্তুসমূহের মাঝে পর্যায়ক্রমে হালকা ও ভারী বস্তুসমূহকে বাছাই করব।"

৭. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন–

"আমাদের ব্যবহৃত বস্তুগুলোকে ওজনের ভিত্তিতে কীভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়?"

৮. বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

মাথা খাটানোর জন্য শ্রেণিকক্ষে নিচের বস্তুসমূহের ছবি ও চিত্রের চার্টটি প্রদর্শন করবেন ও প্রশ্ন করবেন–

- কোন বস্তুগুলোকে হালকা ও কোনগুলোকে ভারী মনে হচ্ছে?

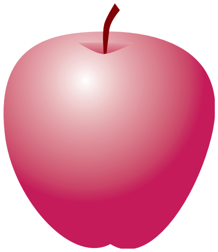

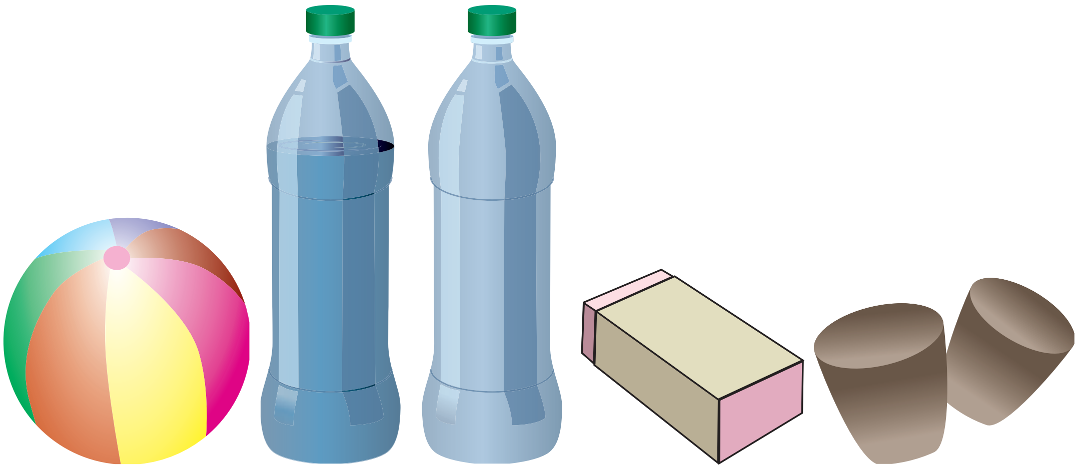

খ. মূল পাঠ

১. জোড়ায় কাজ

বাস্তব বস্তু পর্যবেক্ষণ অথবা চিত্র প্রদর্শন

- শিক্ষার্থীদের জোড়ায় পাশাপাশি বসতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ব্যাগ থেকে শিখন-শেখানো উপকরণসমূহ বের করে বেঞ্চের উপর রাখতে বলবেন। ওরা কী কী পর্যবেক্ষণ করবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন। স্কুলব্যাগ থেকে পেন্সিল, কলম, রাবার, শার্পনার, স্কেল (প্লাস্টিক ও স্টিল), বই, খাতা, কলম, পানির বোতল বের করতে বলবেন। আপনি প্রতি জোড়ায় পলিথিন ও কাগজের টুকরা দিবেন। ছকে শিক্ষার্থীদের বলা বস্তুর নামসমূহ লিখবেন। প্রথমে হাতে নিয়ে এবং পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের মাধ্যমে হালকা ও ভারী বস্তুসমূহকে আলাদা করে রাখতে বলবেন।
- তারপর বাকি বস্তুসমূহের জন্য ডাস্টার/অন্য কোনো বস্তুর উপর একটি স্কেল রেখে ওজন নিতে বলবেন। (অনেকটা চিত্রের মতো)।
- জোড়ায় কাজের সময় শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহয়তা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট চার্টে তা লিপিবদ্ধ করবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

ওজনের (হালকা ও ভারী) ভিন্নতার ভিত্তিতে বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

১. সারসংক্ষেপ

- আমরা শ্রেণিকক্ষে অনেক কিছু দেখেছি ও বেশ কিছু পরীক্ষা করেছি।
- পর্যবেক্ষণ ও হাতে নিয়ে বস্তুসমূহের মাঝে ওজনের ভিন্নতা শনাক্ত করতে পেরেছি।
- পর্যবেক্ষণ, হাতে নিয়ে ও পরীক্ষণ করে ওজনের ভিন্নতা শ্রেণিকরণ করতে পেরেছি।
- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে শিখন যাচাই করবেন।

২. পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠে করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন ও ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৩ ও ৪
ডুবা ও ভাসা

শিখনফল
৩.১.২ ডুবা ও ভাসার ভিত্তিতে নিকট পরিবেশের বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ
শ্রেণিতে ও গৃহে শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ, যেমন–
১. রাবার ২. পেন্সিল ৩. স্কেল (স্টিল ও প্লাস্টিক) ৪. বোতলের ছিপি ৫. কাগজের নৌকা ৬. পানিশূন্য ও পানিভর্তি প্লাস্টিক বোতল ৭. চিপসের প্যাকেট ৮. কলম, ৯. প্লাস্টিকের খেলনা ১০. পিন ১১. একই গাছের একই আকারের শুকনা ও তাজা পাতা ১২. ২/৫ টাকার কয়েন ১৩. ২/৫ টাকার নোট ইত্যাদি। (শিক্ষক সহজ প্রাপ্তি হিসেবে উপকরণ বেছে নেবেন) ১৪. ভেসে থাকা ও ডুবে যাওয়ার পরীক্ষণের জন্য পানি ও বড়ো পাত্র। (শিক্ষক সহজ প্রাপ্তি হিসেবে উপকরণ বেছে নেবেন)

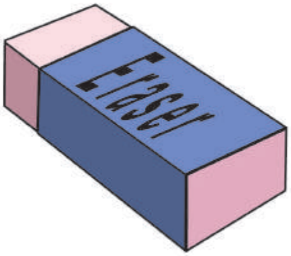

১. রাবার

২. পেন্সিল

৩. স্কেল (স্টিল ও প্লাস্টিক)

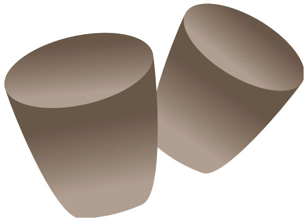

৪. বোতলের ছিপি

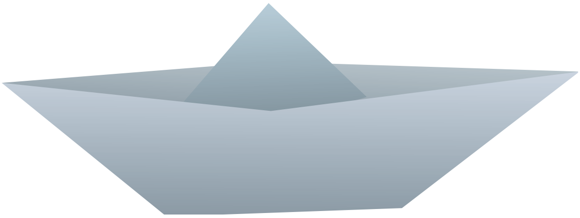

৫. কাগজের নৌকা

৬. পানিশূন্য ও পানিভর্তি প্লাস্টিক বোতল

৭. চিপসের প্যাকেট

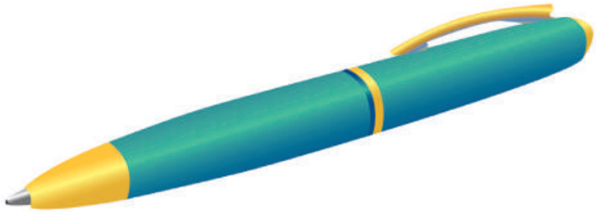

৮. কলম

৯. প্লাস্টিকের খেলনা

১০. পিন

১১. একই গাছের একই আকারের শুকনা ও তাজা পাতা

১২. ২/৫ টাকার কয়েন

১৩. ২/৫ টাকার নোট

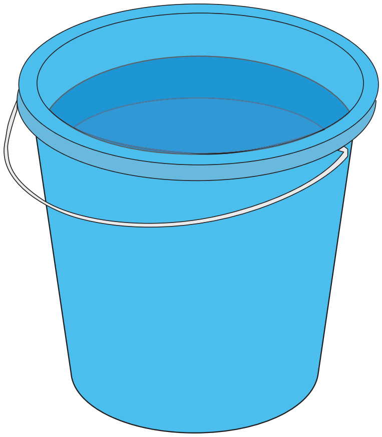

১৪. ভেসে থাকা ও ডুবে যাওয়ার পরীক্ষণের জন্য পানি ও বড়ো পাত্র।

বিষয়বস্তু

প্রকৃতিতে নানা ধরনের বস্তুসমূহের মধ্যে কোনোটি পানিতে ভেসে থাকে, আবার কোনোটি ডুবে যায়। বস্তুর তলদেশের আয়তনের পার্থক্যের জন্য বস্তু ভেসে থাকে অথবা ডুবে যায়। বস্তু দ্বারা অপসারিত পানির ওজন কম হলে বস্তু ডুবে যাবে এবং বেশি হলে বস্তু ভেসে থাকবে। কোনো প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করা ছাড়াই অনুমান, পর্যবেক্ষণ এবং হাতে নিয়ে অনেক সময় ভাসা ও ডুবার পার্থক্য বোঝা যায়। হাতে-কলমে পরীক্ষণের মাধ্যমে বস্তুসমূহের এসব বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে শনাক্ত করা যায়। ওজনের পার্থক্য এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। আবার কিছু বস্তু হালকা হলেও পানিতে ভিজে যাওয়ার জন্য ডুবে যায়। সাধারণত পানিতে দ্রবীভূত হয় না এমন বস্তুর ভেসে বা ডুবে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. কুশল বিনিময়য়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. তোমাদের ব্যাগ থেকে একটি পেন্সিল ও রাবার বের করো এবং দেখে বলো।

৩. কোনটি পানিতে ভাসবে এবং কোনটি পানিতে ডুবে যাবে?

৪. সমান আকারের ছোটো টিনের কৌটা ও প্লাস্টিকের কৌটার মধ্যে কোনটি ভেসে থাকবে ও কোনটি ডুবে যাবে?

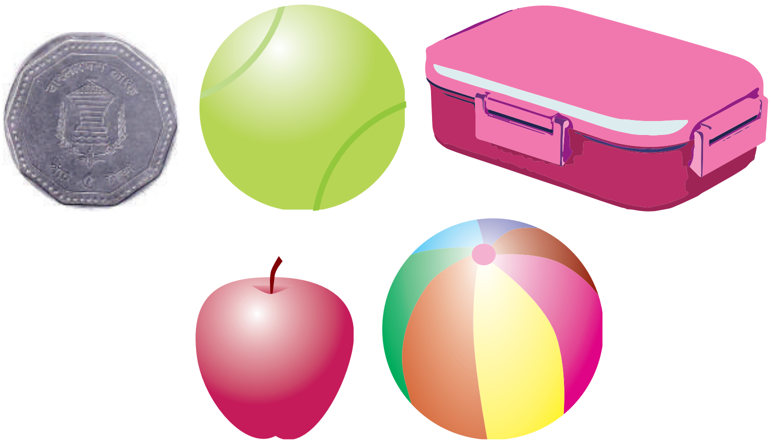

ছবিগুলো দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন– কোনগুলো ভেসে থাকবে এবং কোনগুলো ডুবে যাবে বলে তোমাদের ধারণা?

৫. উত্তর পাওয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

৬. ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলেও তা গ্রহণ করবেন।

৭. শিক্ষার্থীদের থেকে পাওয়া উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন।

৮. শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

"আজ আমরা আমাদের চেনা পরিবেশের বস্তুগুলোর মাঝে কোনগুলো পানিতে ভেসে থাকে ও কোনটি ডুবে যায়, তা অনুমান, পর্যবেক্ষণ ও সহজ পরীক্ষণের মাধ্যমে শনাক্ত করতে চেষ্টা করব। বস্তুসমূহের মাঝে পর্যায়ক্রমে পুরোপুরি ডুবে যাওয়া ও ভেসে থাকার ভিত্তিতে আলাদা করব।"

৯. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন–

"আমাদের চেনা পরিবেশের বস্তুগুলোর মাঝে কোনগুলো পানিতে সম্পূর্ণ ভেসে থাকে ও কোনগুলো সম্পূর্ণ ডুবে যায়?"

১০. বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

চিন্তার উদ্রেক করার জন্য শ্রেণিকক্ষে নিচের চিত্রের ছবিটি প্রদর্শন করবেন।

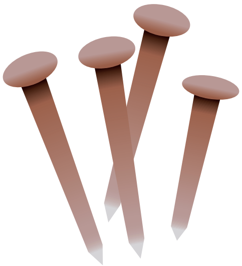

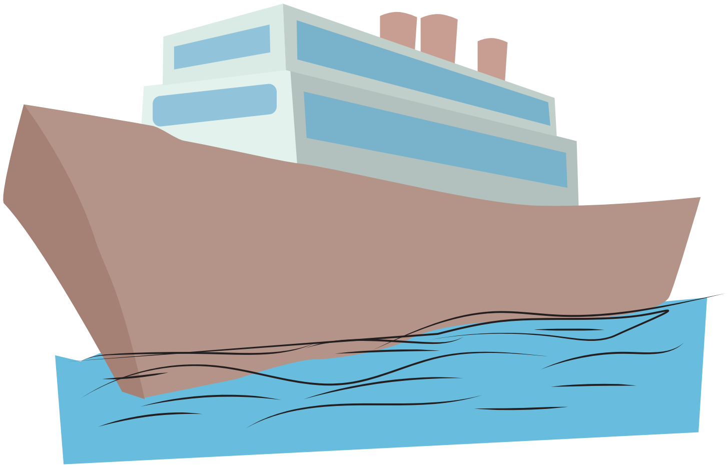

খ. মূল পাঠ

১. দলগত কাজ

বাস্তব বস্তু পর্যবেক্ষণ অথবা চিত্র প্রদর্শন

- শিক্ষার্থীরা কী কী পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন।
- স্কুলব্যাগ থেকে পেন্সিল, কলম, রাবার, শার্পনার, পেন্সিলবক্স, স্কেল, পানির বোতল বের করতে বলবেন।
- আপনি কয়েকটি কয়েন, পলিথিনের ব্যাগ, চিপসের প্যাকেট, টমেটো/যে কোনো ফল ও পিন দিবেন।
- দলের সকলে মিলে একটি কাগজের নৌকা বানিয়ে তা পানিতে ভাসাতে বলবেন।
- প্রথমে পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের মাধ্যমে ডুবে ও ভেসে থাকা বস্তুসমূহকে আলাদা করে রাখতে বলবেন।
- তারপর পানির পাত্রের পানির উপর সাবধানে রেখে ডুবে যাওয়া ও ভেসে থাকার বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ছকে ও চার্টে তা লিপিবদ্ধ করবেন।
- যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা বা ভুল ধারণা গ্রহণ করে পরবর্তী সময়ে যুক্তিসহকারে সংশোধন করে দিবেন।
- নিকট পরিবেশের বস্তুসমূহের ভেসে থাকা ও ডুবে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য পরীক্ষণের ফলাফল

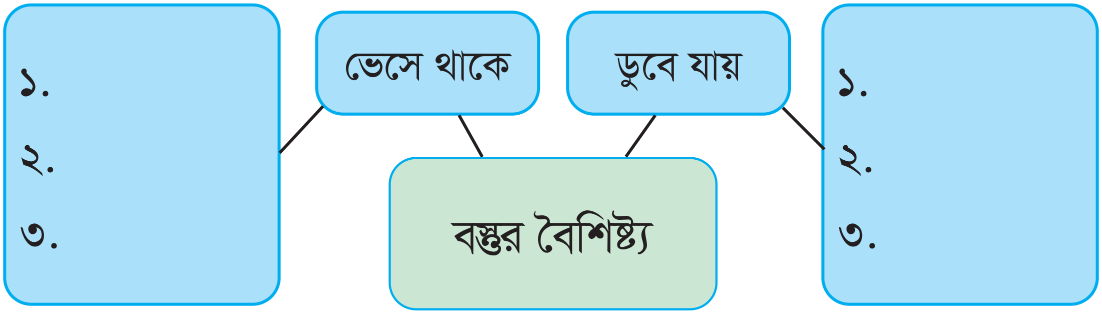

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন
শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

১. সারসংক্ষেপ
- আমরা শ্রেণিকক্ষে অনেক কিছু দেখেছি ও বেশ কিছু পরীক্ষা করেছি।
- দলের সকলে মিলে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুসমূহকে ভাসা ও ডুবার ভিত্তিতে শনাক্ত করে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে তা শ্রেণিকরণ করতে পেরেছি।
- একটি কাগজের নৌকা বানিয়ে তা পানিতে ভাসিয়েছি।
- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে শিখন যাচাই করবেন।

২. পাঠ সমাপ্তি
- পরবর্তী পাঠে করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন ও ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৫ ও ৬
উজ্জ্বলতা

শিখনফল
৩.১.৩ নিকট পরিবেশের বস্তুসমূহকে উজ্জ্বলতার ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ
শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ, যেমন–

১. বইয়ের মলাট (উজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল), ২. খাতার মলাট (উজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল), ৩. রাবার (অনুজ্জ্বল), ৪. পেন্সিল (উজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল), ৫. স্কেল (উজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল), ৬. পলিথিন (উজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল), ৭. ব্যাগ (উজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল), ৮. চিপসের প্যাকেট (উজ্জ্বল), ৯. স্টিলের গ্লাস (উজ্জ্বল), ১০. প্লাস্টিকের গ্লাস (অনুজ্জ্বল), ১১. প্লাস্টিকের চামচ (অনুজ্জ্বল), ১২. স্টিলের চামচ (উজ্জ্বল), ১৩. ভিডিও

১. বইয়ের মলাট (উজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল)

২. খাতার মলাট (উজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল)

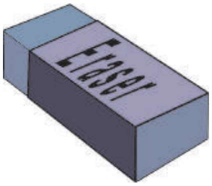

৩. রাবার (অনুজ্জ্বল)

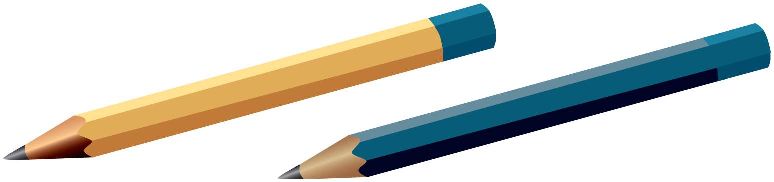

৪. পেন্সিল (উজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল)

৫. স্কেল (অনুজ্জ্বল, উজ্জ্বল)

৬. পলিথিন (উজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল)

৭. ব্যাগ (উজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল)

৮. চিপসের প্যাকেট (উজ্জ্বল)

৯. স্টিলের গ্লাস (উজ্জ্বল)

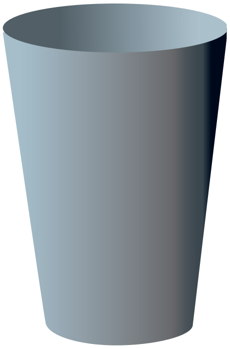

১০. প্লাস্টিকের গ্লাস (অনুজ্জ্বল)

১১. প্লাস্টিকের চামচ (অনুজ্জ্বল)

১২. স্টিলের চামচ (উজ্জ্বল)

বিষয়বস্তু

উজ্জ্বলতা বস্তুর একটি অন্যতম ভৌত বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতিতে নানা ধরনের বস্তুসমূহের মধ্যে কোনোটি উজ্জ্বল আবার কোনোটি অনুজ্জ্বল। কোনো বস্তুর উপর আলো পড়লে যে বস্তু থেকে বেশি পরিমাণে আলো প্রতিফলিত হয় সেটি তত উজ্জ্বল দেখা যায়, অন্যদিকে প্রতিফলনের পরিমাণ কমতে থাকলে উজ্জ্বলতার পরিমাণও কমতে থাকে। চোখে দেখে বোঝা যায় কোন বস্তুটি উজ্জ্বল এবং কোনটি অনুজ্জ্বল। প্রকৃতিগতভাবেই পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে উজ্জ্বলতার ভিন্নতা রয়েছে। আবার মানুষের তৈরি করা বস্তুসমূহের মাঝে উজ্জ্বলতার পার্থক্য দেখা যায়। যেমন– প্লাস্টিকের স্কেল ও স্টিলের স্কেলের মাঝে একটি উজ্জ্বল অন্যটি অনুজ্জ্বল। কোনো কোনো বস্তু উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল দুইয়ের সমন্বয়ে তৈরি হয়ে থাকে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. কুশল বিনিময়য়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।
২. তোমাদের ব্যাগ থেকে একটি স্টিলের ও একটি প্লাস্টিকের স্কেল বের করো এবং দেখে বলো;
৩. কোনটি উজ্জ্বল এবং কোনটি অনুজ্জ্বল?
৪. নিচের ছবিগুলো থেকে কোনটি উজ্জ্বল ও কোনটি অনুজ্জ্বল বস্তু তা বলো।

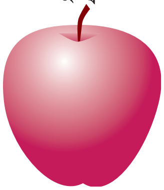

৫. উত্তর পাওয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

৬. ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। (শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলেও সবার উত্তর গ্রহণ করবেন ও পরবর্তী সময়ে সংশোধন করে দিবেন।)

৭. শিক্ষার্থীদের থেকে পাওয়া উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন।

৮. শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন

"আজ আমরা আমাদের চেনা পরিবেশের বস্তুগুলোর মাঝে কোনগুলো উজ্জ্বল ও কোনগুলো অনুজ্জ্বল তা পর্যবেক্ষণ করে শনাক্ত করতে চেষ্টা করব। বস্তুসমূহকে উজ্জ্বলতার ভিন্নতার ভিত্তিতে আলাদা করব।"

৯. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন–

" আমাদের চেনা পরিবেশের দেখা বস্তুগুলোর মাঝে কোনগুলো উজ্জ্বল ও কোনগুলো অনুজ্জ্বল?"

১০. বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

খ. মূল পাঠ

১. দলগত কাজ

বাস্তব বস্তু পর্যবেক্ষণ অথবা চিত্র প্রদর্শন

- শিক্ষার্থীরা কী কী পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের স্কুলব্যাগ থেকে শিখন-শেখানো উপকরণসমূহ বের করতে বলবেন।
- আপনি ১ থেকে ১২ পর্যন্ত উপকরণসমূহের মধ্যে কয়েকটি করে দলে ভাগ করে দিবেন।
- দলের সকলকে প্রতিটি বস্তুর উজ্জ্বলতার ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন।
- আলোচনা শেষে প্রতি দলের একজনকে পর্যবেক্ষণের ফলাফল বলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ছকে ও চার্টে তা লিপিবদ্ধ করবেন।
- যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা বা ভুল ধারণা গ্রহণ করে পরবর্তী সংশোধিত ধারণা ব্যবহার করতে হবে।

নিকট পরিবেশের বস্তুসমূহের উজ্জ্বলতার ভিন্নতা

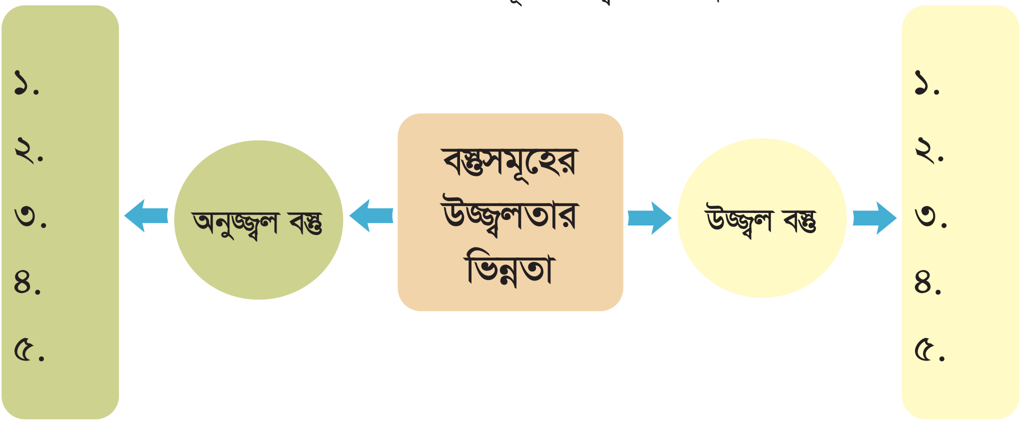

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন :

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

১. সারসংক্ষেপ :

- আমরা শ্রেণিকক্ষে অনেক বস্তু দেখেছি।
- দলের সকলে মিলে পর্যবেক্ষণের মাঝে বস্তুসমূহের উজ্জ্বলতার বৈশিষ্ট্যর ভিন্নতা শনাক্ত করতে পেরেছি।
- দলের সকলে মিলে পর্যবেক্ষণের মাঝে বস্তুসমূহের উজ্জ্বলতার বৈশিষ্ট্যর ভিন্নতা শ্রেণিকরণ করতে পেরেছি।
- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে শিখন যাচাই করবেন।

২. পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠে করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন ও ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৭ ও ৮

আঘাত ও শব্দ

শিখনফল

৩.১.৪ নিকট পরিবেশের বস্তুসমূহকে আঘাতের ফলে সৃষ্ট শব্দের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. তিনটি সমান মাপের তিনটি প্লাস্টিকের পাত্র ও রাবার ব্যান্ড, সুতা ও চিকন তার
২. একটি খালি টিনের কৌটা, খালি কাগজের প্যাকেট, খালি প্লাস্টিকের পাত্র, খালি কাচের গ্লাস
৩. আঘাত করার জন্য কলম/পেন্সিল/কাঠি/চামচ/স্কেল

বিষয়বস্তু

কোনো বস্তুতে আঘাতের ফলে তাতে কম্পনের সৃষ্টি হয়। কম্পনের পরিমাণ যত বেশি হবে, শব্দ সৃষ্টির পরিমাণও তত বেশি হবে। কম্পনের পরিমাণ কমতে থাকলে শব্দ সৃষ্টির পরিমাণও কমতে থাকে। পরিবেশে নানা ধরনের বস্তুসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ ভৌত বৈশিষ্ট্য হলো আঘাতের ফলে সৃষ্ট শব্দ। কোনোটিতে আঘাত করলে উল্লেখযোগ্য শব্দের সৃষ্টি হয়, আবার কোনোটিতে তেমন উল্লেখযোগ্য শব্দের সৃষ্টি হয় না। শব্দের সৃষ্টি হওয়া সাধারণত নির্ভর করে বস্তু কি পদার্থ দিয়ে তৈরি এবং বস্তুর আকার ও আকৃতি কেমন তার উপর। ধাতব বস্তুতে আঘাত করলে সাধারণত বিশেষ শব্দের সৃষ্টি হয়। প্লাস্টিক ও কাঠের বস্তুতে আঘাতের ফলে তেমন উল্লেখযোগ্য শব্দের সৃষ্টি হয় না। যেমন– প্লাস্টিকের স্কেল ও স্টিলের স্কেলের মাঝে একটিতে আঘাতের ফলে শব্দ সৃষ্টি হয়, অপরটিতে তেমন উল্লেখযোগ্য শব্দ হয় না।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. তোমাদের ব্যাগ থেকে একটি স্টিলের ও একটি প্লাস্টিকের স্কেল বের কর এবং উপর থেকে নিচে ফেল;
- ফেলার ফলে কোনটিতে কী ধরনের শব্দ হয়?
- নিচের ছবিগুলো লক্ষ করো। কোনটিতে সবচেয়ে বেশি শব্দ হবে বলে তোমার ধারণা?

উত্তর পাওয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন

৩. ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। (শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলেও সবার উত্তর গ্রহণ করবেন)। পরবর্তী সময়ে সঠিক উত্তরে যেতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের থেকে পাওয়া উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন।

৫. শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

"আজ আমরা আমাদের চেনা পরিবেশের বস্তুগুলোতে আঘাতের ফলে শব্দ সৃষ্টির ভিন্নতা শনাক্ত করব। কোনগুলোতে শব্দ হয় ও কোনগুলোতে তেমন শব্দ হয়না তার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তা শুনব। তারপর সৃষ্ট শব্দের ভিন্নতার ভিত্তিতে বস্তুসমূহকে আলাদা করব।"

৬. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন–

"আঘাতের ফলে সৃষ্ট শব্দের পার্থক্যের ভিত্তিতে আমাদের চেনা পরিবেশের বস্তুগুলোতে কী কী ভিন্নতা আছে?"

৭. বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

খ. মূল পাঠ

১. দলগত কাজ (৩ জনের দল)

বাস্তব বস্তু/ভিডিও প্রদর্শন

- শিক্ষার্থীরা কী কী পরীক্ষণ করবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন।
- একটি টেবিলে ১নং উপকরণসমূহ রাখবেন।
- শিক্ষক ১ম দলকে নিচের মতো করে উপকরণসমূহ সাজাতে বলবেন

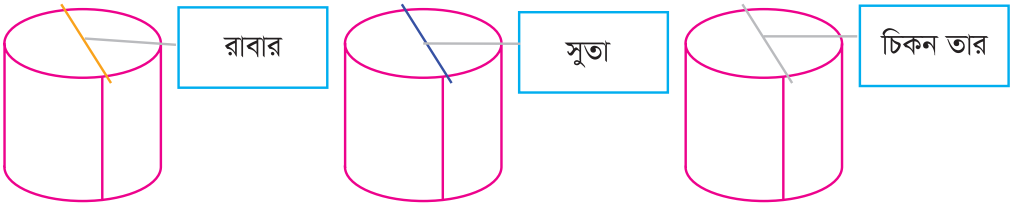

- দলের প্রতি একজনকে টানটান করে জড়ানো বস্তুতে আঙুল দিয়ে টান দিতে বলবেন। দলের অন্য সদস্যদের শব্দের পার্থক্যের ভিত্তিতে বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে বলবেন।
- অপর একটি টেবিলে ২নং উপকরণসমূহ রাখবেন। মুখ খোলা বস্তুসমূহকে উপুড় করে রাখতে বলবেন। চামচ/স্কেল দিয়ে দলের একজনকে সাবধানে আঘাত করতে বলবেন। দলের অন্য সদস্যদের শব্দের পার্থক্যের ভিত্তিতে বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে বলবেন।
-

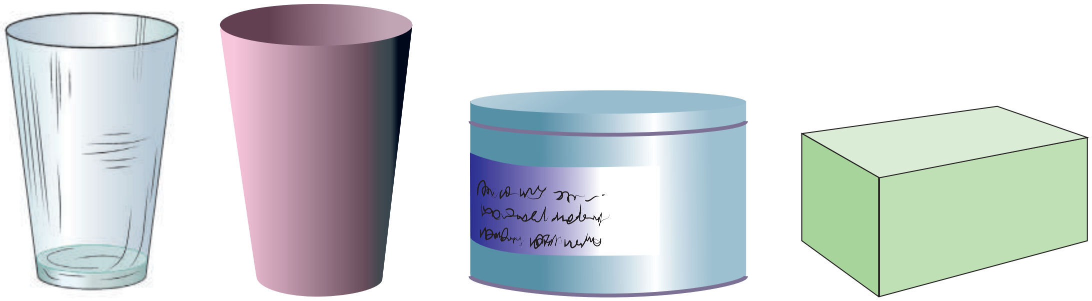

কাচের গ্লাস | প্লাস্টিকের গ্লাস | মুখ-বন্ধ টিনের কৌটা | কাগজের প্যাকেট

- আলোচনা শেষে প্রতি দলের একজনকে কোনো বস্তুতে কী ধরনের (বেশি/কম) শব্দের সৃষ্টি হয়েছে তা বলতে বলবেন।
- কোনো বস্তুতে সৃষ্ট শব্দের ব্যাপারে দ্বিধা থাকলে পুনরায় পরীক্ষা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ছকে ও চার্টে তা লিপিবদ্ধ করবেন।
- যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা বা ভুল ধারণা ব্যবহার করতে হবে। পরবর্তী সময়ে সঠিক উত্তরে যেতে সহায়তা করবেন।

১নং পরীক্ষণে আঘাতের ফলে সৃষ্ট শব্দের ভিত্তিতে বস্তুসমূহের ভিন্নতা

২নং পরীক্ষণে আঘাতের ফলে সৃষ্ট শব্দের ভিত্তিতে বস্তুসমূহের ভিন্নতা

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

১. সারসংক্ষেপ

- আমরা শ্রেণিকক্ষে অনেক বস্তু দেখেছি এবং তাতে নির্দিষ্ট বস্তু দিয়ে আঘাত করেছি।
- কোনো কোনোটিকে মেঝের বেশ কিছুটা উপর থেকে মেঝেতে ফেলেছি।
- প্রতিটি বস্তুকে আঘাত করে কী ধরনের শব্দের সৃষ্টি হয় তা শুনতে চেষ্টা করেছি।
- সৃষ্ট শব্দের ভিত্তিতে বস্তুর ভিন্নতা বোঝার চেষ্টা করেছি।
- দলের সকলে মিলে সৃষ্ট শব্দের ভিন্নতা শনাক্ত করে বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে পেরেছি।
- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে শিখন যাচাই করবেন।

২. পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠে করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন ও ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৯

আঘাত ও শব্দ

শিখনফল

৩.১.৪ নিকট পরিবেশের বস্তুসমূহকে আঘাতের ফলে সৃষ্ট শব্দের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ, যেমন–
১. বই (কম শব্দ) ২. মুদ্রা (বেশি শব্দ) ৩. রাবার (কম শব্দ) ৪. পেন্সিল (কম শব্দ) ৫. স্কেল (প্লাস্টিক, কাঠ ও স্টিল) (কম শব্দ, কম শব্দ, বেশি শব্দ) ৬. পলিথিন (কম শব্দ) ৭. স্টিলের গ্লাস (বেশি শব্দ) ৮. প্লাস্টিকের চামচ (কম শব্দ) ৯. স্টিলের চামচ (বেশি শব্দ) ১০. আঘাত করার জন্য কলম/পেন্সিল/কাঠি/চামচ/স্কেল

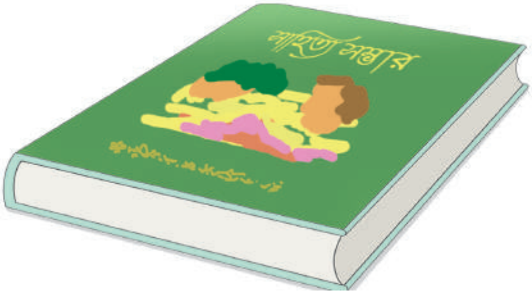

১. বই (কম শব্দ)

২. মুদ্রা (বেশি শব্দ)

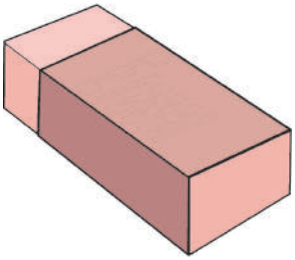

৩. রাবার (কম শব্দ)

৪. পেন্সিল (কম শব্দ)

৫. স্কেল (প্লাস্টিক, কাঠ ও স্টিল) (কম শব্দ, কম শব্দ, বেশি শব্দ)

৬. পলিথিন (কম শব্দ) ৭. স্টিলের গ্লাস (বেশি শব্দ) ৮. প্লাস্টিকের চামচ (কম শব্দ)

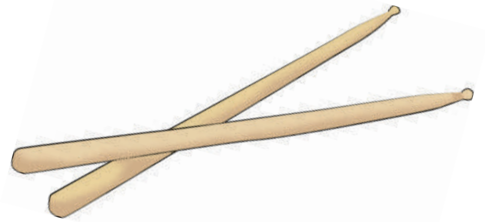

৯. স্টিলের চামচ (বেশি শব্দ) ১০. আঘাত করার জন্য কলম/পেন্সিল/কাঠি/চামচ/স্কেল

বিষয়বস্তু

পূর্ব পাঠের অনুরূপ

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. কুশল বিনিময়য়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. প্রত্যেকে নিজ নিজ বেঞ্চের উপর স্কেল দিয়ে আঘাত করো। প্রতি বেঞ্চ থেকে একজন গিয়ে একে একে স্কেল দিয়ে জানালার রডে আঘাত করো;

৩. প্রশ্ন করবেন–

- ○ কোনটিতে কী ধরনের শব্দ হয়?
- ○ যে বস্তুতে শব্দের পরিমাণ বেশি হচ্ছে সেই বস্তুটি কী পদার্থ দিয়ে তৈরি? কম শব্দ হওয়া বস্তুটি কী পদার্থ দিয়ে তৈরি?
- ○ নিচের ছবিগুলো লক্ষ করো। কোনটিতে সবচেয়ে বেশি শব্দ হবে বলে তোমার ধারণা?

উত্তর পাওয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

৪. ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। (শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলেও সবার উত্তর গ্রহণ করবেন)

৫. শিক্ষার্থীদের থেকে পাওয়া উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন।
শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

৬. "আজ আমরা আমাদের চেনা পরিবেশের বস্তুগুলোতে আঘাতের ফলে সৃষ্ট শব্দের পার্থক্যের ভিত্তিতে বস্তুর ভিন্নতা শনাক্ত করব। তারপর সৃষ্ট শব্দের ভিন্নতার ভিত্তিতে বস্তুসমূহকে আলাদা করব।"

৭. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন–

৮. "আমাদের চেনা পরিবেশের বস্তুগুলোতে আঘাতের ফলে সৃষ্ট শব্দের ভিত্তিতে বস্তুসমূহের মাঝে কী কী ভিন্নতা আছে ?"

৯. বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

খ. মূল পাঠ

১. দলগত কাজ

বাস্তব বস্তু/ভিডিও প্রদর্শন

- শিক্ষার্থীরা কী কী পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন।
- আমরা এখন আমাদের স্কুলব্যাগ থেকে শিখন-শেখানো উপকরণসমূহ বের করব।
- আপনি বাকি শিখন-শেখানো উপকরণ সমূহ প্রদান করবেন।
- দলের সকল সদস্যকে শিখন-শেখানো উপকরণ থেকে প্রতিটি বস্তুর উপর আঘাত করে শব্দের ভিন্নতা শনাক্ত করতে বলবেন।
- আলোচনা শেষে প্রতি দলের একজনকে কোন বস্তুতে কী ধরনের শব্দের সৃষ্টি হয়েছে তা বলতে বলবেন।
- কোনো বস্তুতে সৃষ্ট শব্দের ব্যাপারে দ্বিধা থাকলে পুনরায় পরীক্ষা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ছকে ও চার্টে তা লিপিবদ্ধ করবেন।
- যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা বা ভুল ধারণা ব্যবহার করতে হবে।

আঘাতের ফলে সৃষ্ট শব্দের ভিত্তিতে নিকট পরিবেশের বস্তুসমূহের ভিন্নতা

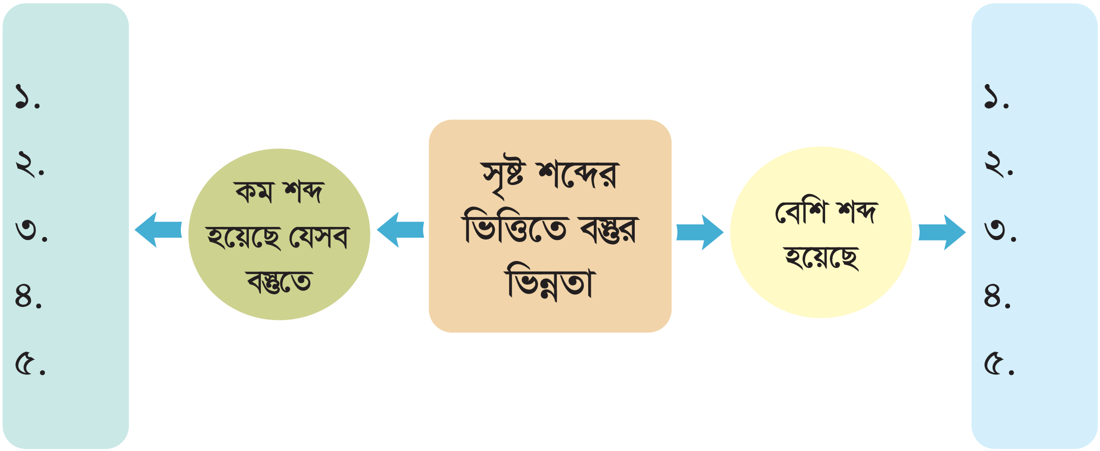

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

১. সারসংক্ষেপ

- আমরা শ্রেণিকক্ষে অনেক বস্তু দেখেছি এবং তাতে নির্দিষ্ট বস্তু দিয়ে আঘাত করেছি।
- কোনো কোনোটিকে মেঝের বেশ কিছুটা উপর থেকে মেঝেতে ফেলেছি।
- প্রতিটি বস্তুকে আঘাত করে কী ধরনের শব্দের সৃষ্টি হয় তা শুনতে চেষ্টা করেছি।
- সৃষ্ট শব্দের ভিন্নতার ভিত্তিতে বস্তুর বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা বোঝার চেষ্টা করেছি।
- দলের সকলে মিলে সৃষ্ট শব্দের ভিন্নতার ভিত্তিতে বস্তু সমূহকে শ্রেণিকরণ করতে পেরেছি।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে শিখন যাচাই করবেন।

২. পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠে করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন ও ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-১০ ও ১১

বস্তুসমূহের ভৌত ধর্মের ভিন্নতা

শিখনফল

৩.১.৫ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বস্তুসমূহের ভৌত ধর্ম বর্ণনা করতে আগ্রহী হবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

পূর্বের পাঠসমূহে ব্যবহৃত হয়নি এমন সব উপকরণ, যেমন–
১. ওষুধের স্ট্রিপ, ২. বিভিন্ন ধরনের কৌটার ছিপি ও ঢাকনা (প্লাস্টিক, ধাতব), ৩. নানা রঙের সুতার রিল/কাপড়ের টুকরা, ৪. কাঁচি (ছোটো, বড়ো), ৫. বিভিন্ন ধরনের কাঁচা ও পাকা সবজি, ৬. কলা (কাঁচা ও পাকা), ৭. মাটির পাত্র (দই রাখার, হাঁড়ি-পাতিল, টব ইত্যাদি), ৮. মেলামাইনের পাত্র (ছোটো-বড়ো প্লেট, কাপ), ৯. অ্যালুমিনিয়ামের ঢাকনা ও পাত্র, ১০. বিভিন্ন ধরনের ফুল (লাল, হলুদ, কমলা, সাদা), ১১. বিভিন্ন ধরনের পাতা (সবুজ, লাল, হলুদ, শুকনা), ১২. হালকা ও ভারী পরিমাপের জন্য হাতে তৈরি নিক্তি/ডাস্টার, স্কেল; ডুবা ও ভাসা পর্যবেক্ষণের জন্য পানি ও বড়ো পাত্র এবং সৃষ্ট শব্দের ভিন্নতা বোঝার জন্য আঘাতের জন্য স্টিলের চামচ/স্টিলের স্কেল/কাঠের স্কেল/বড়ো কাঠি (সহজে পাওয়া যায় এমন উপকরণ শিক্ষক বেছে নেবেন)।

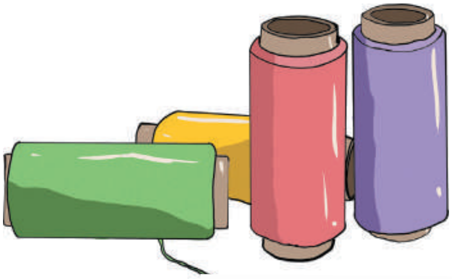

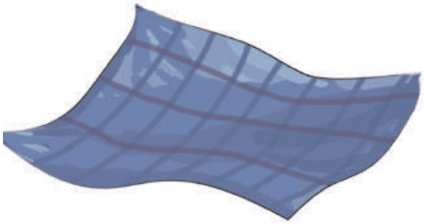

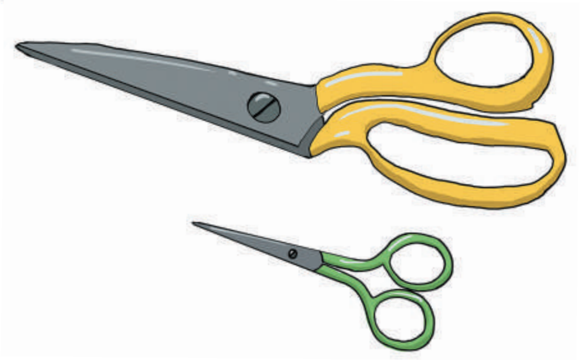

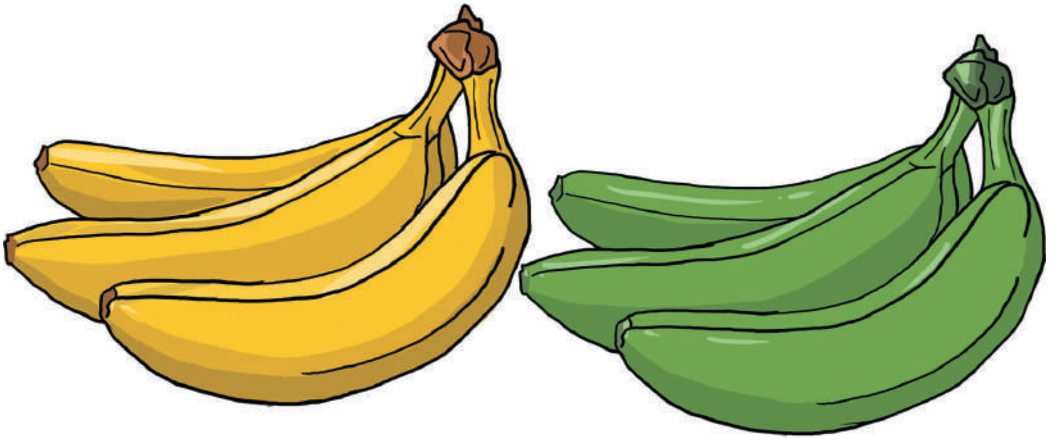

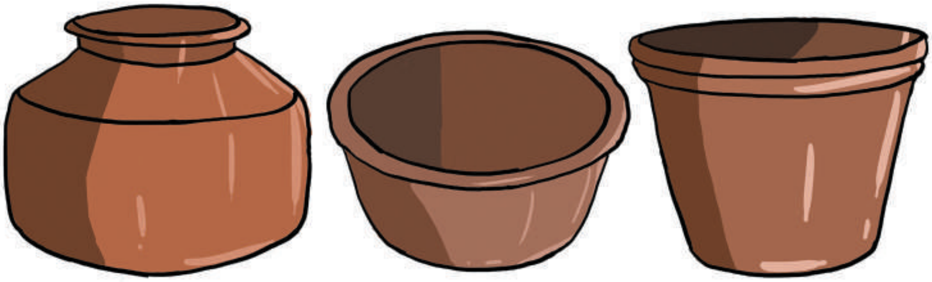

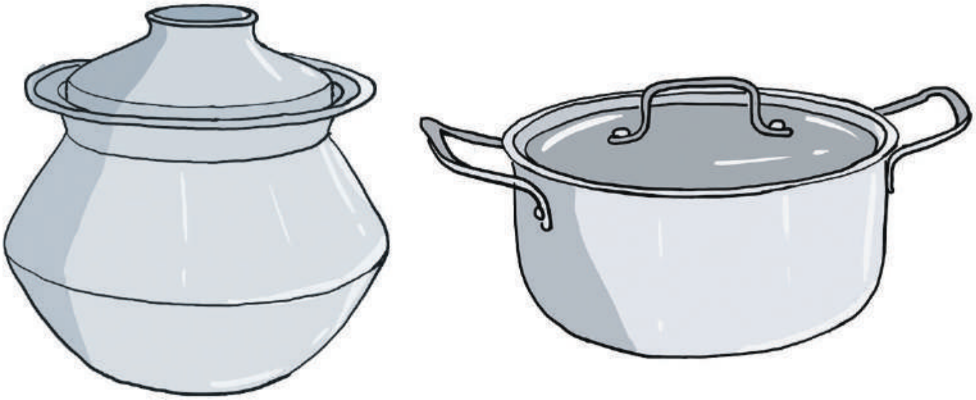

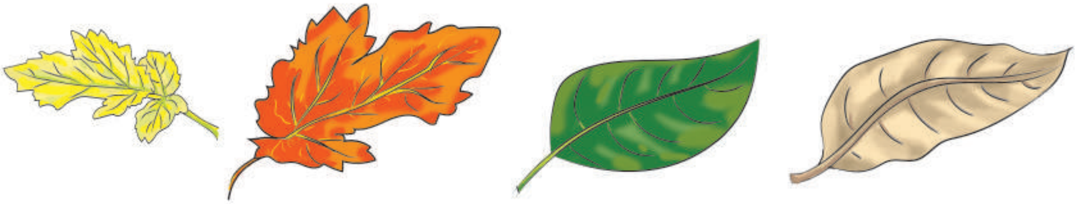

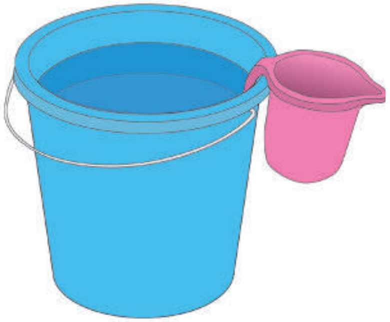

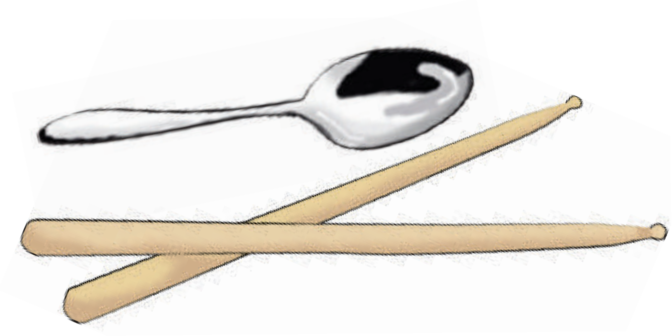

বিষয়বস্তু

প্রকৃতিতে ও মানুষের তৈরি নানা ধরনের বস্তুসমূহের মধ্যে কোনোটি ভারী, কোনোটি হালকা। কোনো কোনো বস্তু পানিতে ভাসে, আবার কোনোটি ডুবে যায়। অনেক বস্তু দেখতে উজ্জ্বল, অনেক বস্তু অনুজ্জ্বল। কোনো কোনো বস্তুতে আঘাত করলে শব্দের সৃষ্টি হয়, কোনোটিতে কম হয়। ওজন মাপার যন্ত্র ছাড়াই অনুমান,পর্যবেক্ষণ এবং হাতে নিয়ে অনেক সময় বোঝা যায় ওজনের পার্থক্য। যে সব বস্তু অনায়াসে উপরে তোলা বা বহন করা যায় সেগুলোকে সাধারণত হালকা যেগুলো উপরে তোলা বা বহন করতে কিছুটা বেগ পেতে হয় সেগুলো কিছুটা ভারী। ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে তা বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। বয়সের পার্থক্য, ব্যক্তির ব্যক্তিগত সামর্থের উপর হালকা বা ভারী লাগার পার্থক্য হয়ে থাকে। তবে কিছু কিছু বস্তুকে হাতে ওজন নিয়ে বোঝার উপায় থাকে না কোনটি ভারী, কোনটি হালকা। যেমন– রাবার, পেন্সিল, শার্পনার, বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিকের বোতল ইত্যাদি। বস্তুর ডুবা-ভাসা, উজ্জ্বলতার পার্থক্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ধারণ করা সম্ভব; শব্দ সৃষ্টির মাধ্যেমে বস্তুর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে বস্তুর উপর অন্য কোনো বস্তু দিয়ে আঘাতের প্রয়োজন হয়। উপরে উল্লেখিত ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ধারণে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহৃত হয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. কুশল বিনিময়য়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. ব্যাগ থেকে একটা বই ও খাতা বের করে পাশাপাশি রাখতে বলবেন; এরপর একটি কয়েন ও টাকার নোট দিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন–

- কোনটি ভারী আর কোনটি হালকা ?

- এবার দুই হাতের তালুতে দুটি নিয়ে বলো তোমার অনুমান সঠিক হয়েছে কি?
- কয়েন ও টাকার নোট, এ দুটির মধ্যে কোনটা হালকা, কোনটা ভারী?
- কোনটি উজ্জ্বল, কোনটি অনুজ্জ্বল?
- কোনটিতে আঘাতের ফলে বেশি শব্দ ও কোনটিতে কম শব্দ উৎপন্ন হবে?
- কোন কোনটি পানিতে ডুবে যাবে ও কোন কোনটি ভেসে থাকবে?

৩. শিক্ষার্থীদের থেকে পাওয়া উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন।
৪. উত্তর পাওয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।
৫. ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। (শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলেও সবার উত্তর গ্রহণ করবেন)
৬. শিক্ষার্থীদের থেকে পাওয়া উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন।
৭. শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

“আজ আমরা ভিন্ন পরিবেশের বস্তুগুলোর মাঝে কোনগুলো হালকা, কোনগুলো ভারী, কোনগুলো ডুবে ও ভাসে, কোনগুলো উজ্জ্বল ও কোনগুলো উজ্জ্বল নয় এবং কোনগুলোতে আঘাতের ফলে শব্দ সৃষ্টি হয়, কোনগুলোতে তেমন শব্দ সৃষ্টি হয় না তা অনুমান, পর্যবেক্ষণ ও সহজ পরীক্ষণের মাধ্যমে শনাক্ত করতে আগ্রহী হব। বস্তুসমূহের মাঝে পর্যায়ক্রমে হালকা, কিছুটা ভারী; ডুবা ও ভাসা; উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল এবং আঘাতের ফলে কোন কোনটিতে শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে, কোনটিতে হচ্ছে না তা বাছাই করব।”

১. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন–

“আমাদের ব্যবহৃত বস্তুগুলোর মাঝে কোনগুলো হালকা, কোনগুলো ভারী, কোনগুলো ডুবে ও ভাসে, কোনগুলো উজ্জ্বল ও কোনগুলো অনুজ্জ্বল, কোনগুলোতে আঘাতের ফলে শব্দ সৃষ্টি হয় ও কোনগুলোতে হয় না?”

২. বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।

মাথা খাটানোর জন্য শ্রেণিকক্ষে নিচের বস্তুসমূহের ছবি ও চিত্রের চার্টটি প্রদর্শন করবেন। প্রশ্ন করবেন–

- কোন বস্তুগুলোকে হালকা ও কোনগুলোকে ভারী মনে হচ্ছে? কোনটি উজ্জ্বল, কোনটি অনুজ্জ্বল, কোনটি পানিতে ডুবে যাবে, কোনটি যাবে না, কোনটিতে আঘাতের ফলে শব্দ সৃষ্টি হবে ও কোনটিতে হবে না বলে তোমার ধারণা?

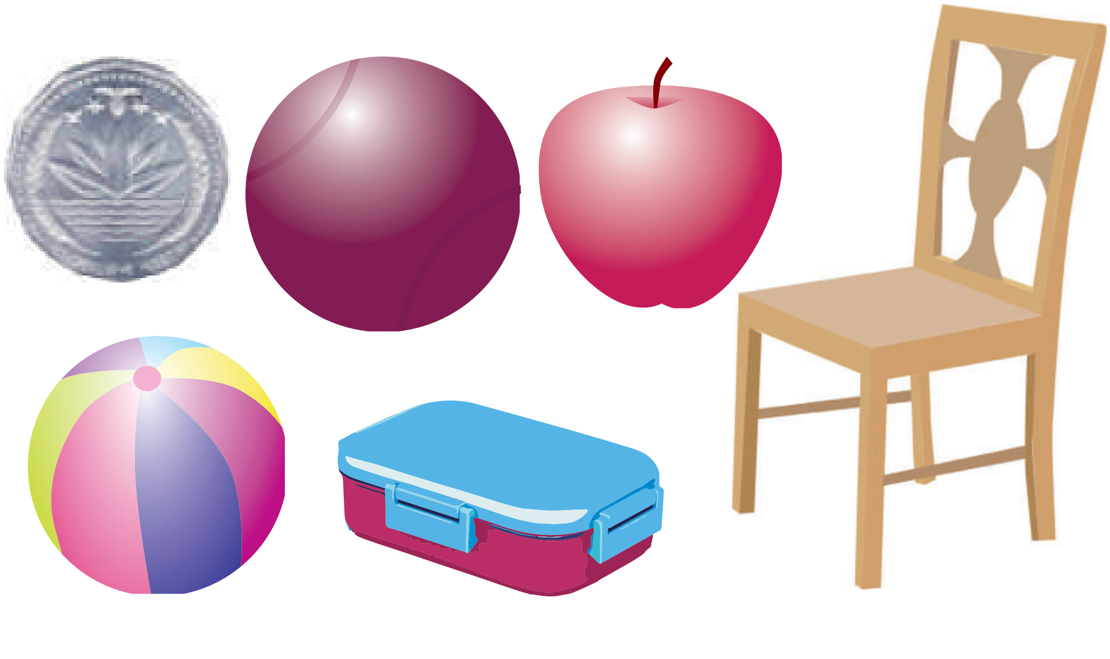

খ. মূল পাঠ

১. একক কাজ (শ্রেণিকক্ষে)

- শিক্ষকের টেবিলে শিখন-শেখানো উপকরণসমূহ রাখবেন। অন্য একটি টেবিলে বা মেঝেতে নিক্তি, পানিসহ পাত্র ও আঘাত করার জন্য একাধিক উপকরণ রাখবেন।
- শিক্ষার্থীদের নিজের ইচ্ছেমতো বস্তুসমূহ বাছাই করে ভৌত ধর্ম পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম যাচাই করতে আগ্রহী হচ্ছে কি না তা দেখবেন।
- প্রয়োজনে পূর্বের পাঠসমূহে শিক্ষার্থীরা কোন কোন ভৌত ধর্ম পর্যবেক্ষণ করেছে তা নিয়ে ওদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। একটি উজ্জ্বল (স্টিলের চামচ) ও একটি অনুজ্জ্বল (প্লাস্টিকের চামচ) বস্তু পাশাপাশি দেখিয়ে উজ্জ্বলতার পার্থক্য বলতে বলবেন। দুটির মধ্যে কোনটি হালকা, কোনটি ভারী; কোনটি ভাসে, কোনটি ডুবে এবং কোনটিতে আঘাতের ফলে শব্দ সৃষ্টি হয, কোনটিতে কম শব্দ হয় জানতে চাইবেন।
- পর্যবেক্ষণ, অনুমান ও পরীক্ষণের ভিত্তিতে মতামত ও ফলাফল নির্দিষ্ট চার্টে তা লিপিবদ্ধ করবেন।
- যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা বা ভুল ধারণা ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের জন্য হাতের চিহ্নসহ ধারাবাহিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করবেন।

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন :

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

১. সারসংক্ষেপ

- আমরা শ্রেণি কক্ষে অনেক বস্তু দেখেছি ও বেশ কিছু পরীক্ষা করেছি।

বস্তুর বিভিন্ন ভৌত ধর্মের ভিন্নতার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ফলাফল ছক								
বস্তু	ভারী	হালকা	ডুবে	ভাসে	উজ্জ্বল	অনুজ্জ্বল	বেশি শব্দ	কম শব্দ

- পর্যবেক্ষণ ও হাতে নিয়ে বস্তুসমূহের মাঝে ওজনের ভিন্নতা শনাক্ত করতে পেরেছি।
- পর্যবেক্ষণ, হাতে নিয়ে ও পরীক্ষণ করে ওজনের ভিন্নতার ভিত্তিতে বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে পেরেছি।
- পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উজ্জ্বলতার পার্থক্যের ভিত্তিতে বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে পেরেছি।
- পর্যবেক্ষণের মাঝে উজ্জ্বলতার বৈশিষ্ট্যর ভিন্নতার প্রেক্ষিতে বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে পেরেছি।
- পরীক্ষণ করে সৃষ্ট শব্দের ভিন্নতার ভিত্তিতে বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে পেরেছি।
- পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে পানিতে ডুবে ও ভেসে থাকার প্রেক্ষিতে বস্তুসমূহের ভিন্নতা শনাক্ত ও শ্রেণিকরণ করতে পেরেছি।
- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে শিখন যাচাই করবেন।

২. পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠে করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন ও ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শীতার সূচক নং (PI)	পারদর্শীতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা		
			প্রারম্ভিক	ভালো	উত্তম
৩.১ পরিচিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতার ভিত্তিতে বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে কৌতুহলী হওয়া।	04.02.04.01	পরিচিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারছে।	পরিচিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রকাশ করতে পেরেছে।	পরিচিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য চিহিত করতে পেরেছে।	পরিচিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য চিহিত করে তা ব্যাখ্যা করতে পেরেছে।
	04.02.04.02.	পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে পারছে।	পরিচিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণ করতে সচেষ্ট হয়েছে।	ভিন্ন পরিবেশে বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতার ভিত্তিতে বিভিন্ন নতুন বস্তুকে শ্রেণিকরণ করতে পেরেছে।	পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুসমূহের শ্রেণিকরণ যুক্তি সহ করতে পেরেছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আলো, বিদ্যুৎ ও তাপ সম্পর্কিত ঘটনাসমূহ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৩.২ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ, তাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনাসমূহ শনাক্ত করে শক্তির অপচয় রোধে সচেতন হওয়া।

শিখনফল

৩.২.১ দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ ও তাপ শক্তি ব্যবহারের ঘটনাসমূহের তালিকা তৈরি করতে পারবে।

৩.২.২ দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ ও তাপ সম্পর্কিত ঘটনাসমূহে শক্তির অপচয় শনাক্ত করতে পারবে।

৩.২.৩ দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ ও তাপশক্তিসমূহের অপচয় রোধের উপায় শনাক্ত করতে পারবে।

৩.২.৪ দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ ও তাপশক্তি যথাযথ ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৯

পাঠ-১ ও ২

চারপাশের শক্তির ঘটনাসমূহ

শিখনফল

৩.২.১ দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ ও তাপ শক্তি ব্যবহারের ঘটনাসমূহের তালিকা তৈরি করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. বাল্ব/টিউব লাইট, ২. মোমবাতি, ৩. সূর্য, ৪. ফ্যান, ৫. ফ্রিজ, ৬. টিভি, ৭. চুলার আগুন, ৮. বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, ৯. পোস্টার ইত্যাদি।

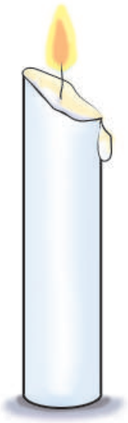 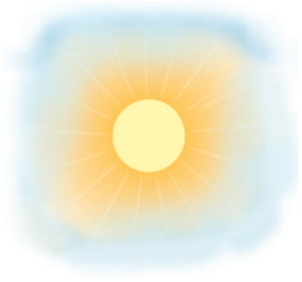

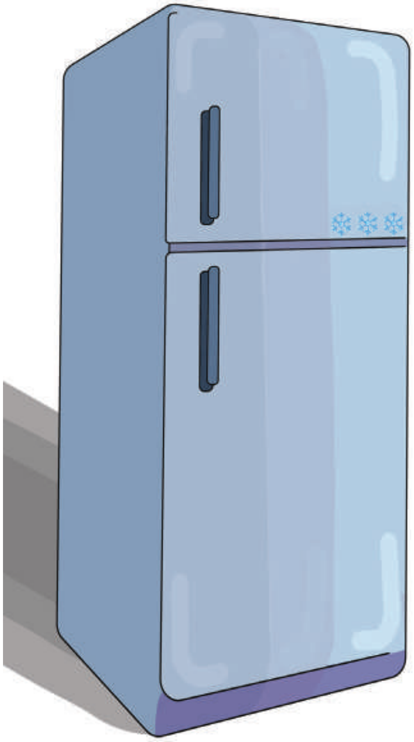

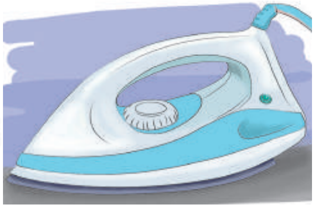

বিষয়বস্তু

দৈনন্দিন জীবনযাপনে বিভিন্ন ঘটনাবলিতে আলো, বিদ্যুৎ ও তাপ ইত্যাদি ব্যবহার হয়ে থাকে। আলো, তাপ ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার শক্তি। পদার্থের ওজন আছে কিন্তু শক্তির কোনো ওজন নেই, কখনো কখনো কোনো কোনো শক্তিকে দেখা যায় না, অনুভব করা যায় মাত্র। যেমন– তাপ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি। শক্তি দ্বারা বিভিন্ন কাজ সম্পাদিত হয়। যেমন– আলো আমাদের দেখতে সাহায্য করে, তাপ রান্না, ঠান্ডা ও গরম করার কাজে সাহায্য করে। কাজের সময় এক শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন– বাতি জ্বলার সময় বিদ্যুৎ শক্তি আলো ও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। জীবন যাপনে বিভিন্ন ঘটনাবলিতে কোনোটিতে থাকে আলোর ভূমিকা, কোনোটিতে তাপের, কোনোটিতে বিদ্যুতের, আবার কোনোটিতে একাধিকের। পড়াশুনা, রান্না-বান্না, ধৌত করার কাজে, টেলিভিশন দেখা ও শোনা, বিনোদনে, যোগাযোগসহ বিভিন্ন কাজে ও ঘটনাবলিতে প্রতিনিয়ত আলো, বিদ্যুৎ ও তাপের উপস্থিতি দেখা যায়। দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ ও তাপ সম্পর্কিত ঘটনাসমূহ শনাক্তকরণ খুব সহজ হয় যখন মনোযোগ দিয়ে ঘটনাবলিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে বলবেন শ্রেণির লাইটের সুইচ অফ করে দিতে, অন্য একজনকে ফ্যানের সুইচ অফ করে দিতে। শ্রেণির উদ্দেশে বলবেন, তোমরা যারা যে জানালার কাছে বসে আছ, তারা গিয়ে সে জানালাটি বন্ধ করে দাও। প্রশ্ন করবেন–

- কী ঘটল বলো তো?
- ঘটনাগুলোর সঙ্গে কোন কোনটির আলোর সম্পর্ক রয়েছে?

  - কোনটির সঙ্গে বিদ্যুতের সম্পর্ক রয়েছে?
- কোনটির সঙ্গে তাপের সম্পর্ক রয়েছে?
- কোন ঘটনার সঙ্গে সূর্যের কোন কোন শক্তির সম্পর্ক রয়েছে?

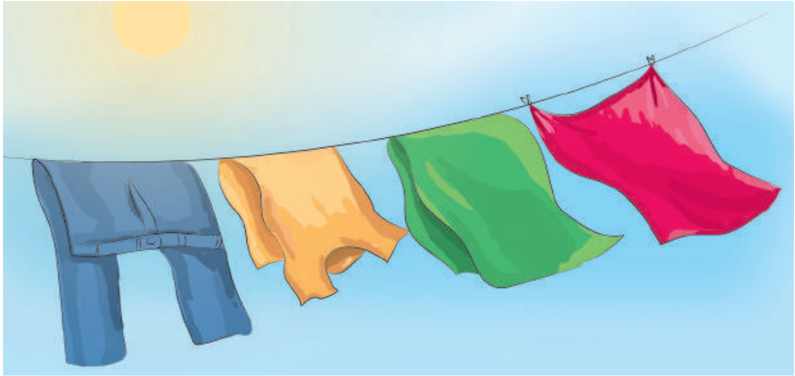

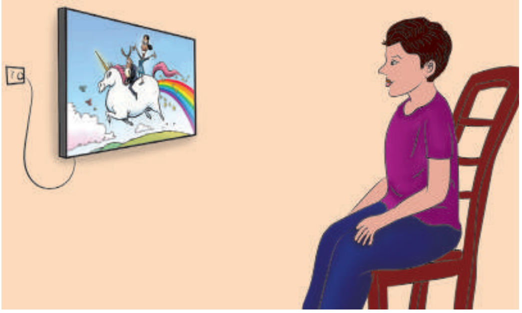

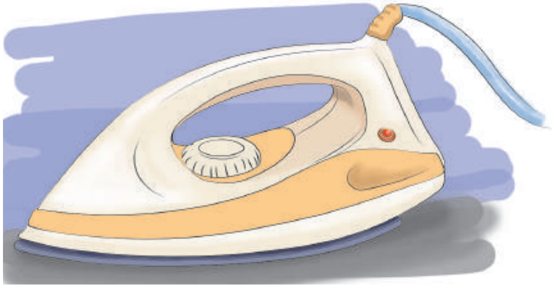

৩. শ্রেণিতে উপরের ছবি-সংবলিত একটি পোস্টার প্রদর্শন করে কোনটি আলো, তাপ ও বিদ্যুৎ সম্পর্কিত ঘটনা তা জানতে চাইবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেওয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

৫. ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৬. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

"আজ আমরা আনন্দ করতে করতে আমাদের নিকট পরিবেশের ঘটনাসমূহ ভালো করে দেখব, কোনো কোন ঘটনাসমূহ আলো, কোনগুলো তাপ ও কোনগুলো বিদ্যুতের সঙ্গে সম্পর্কিত তা পর্যবেক্ষণ ও হাতে-কলমে কাজ করে বের করব। এর মাঝে অনেকগুলো কাজ বেশ সাবধানতার সঙ্গে ও শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে করব। প্রতিটি কাজ করার আগে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করে কাজটি করব। কিছু বৈশিষ্ট্য শ্রেণিতে বসে ও কিছু বৈশিষ্ট্য শ্রেণির থেকে বেরিয়ে গিয়ে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করব। এর সঙ্গে আমাদের আজকের পাঠের মূল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করব"।

৬. বোর্ডে মূল প্রশ্নটি লিখবেন :

"আমাদের চারপাশে ও নতুন পরিবেশের যেসব ঘটনা দেখি, সেগুলোর মধ্যে কোনগুলো আলোর, কোনগুলো তাপের, কোনগুলো বিদ্যুতের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনা?"

খ. মূল পাঠ

দলগত কাজ

বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ

বিশেষ সাবধানতা : যে কোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ভেজা হাতে ও খালি পায়ে ধরা যাবে না। শুকনা হাতে ও স্পঞ্জের সেন্ডেল পায়ে রাখতে হবে। তাপ পরিমাপের জন্য কোনো বস্তু হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাবে না। আগুন জ্বালানোর কাজ শুধু শিক্ষক নিজ হাতে করবেন। উত্তপ্ত কোনো বস্তু খালি হাতে হাত দেওয়া যাবে না।

- সব দলের মধ্যে একটি করে মোমবাতি ও একটি পাত্র দেবেন। মোমটি অবশ্যই তিনি নিজে জ্বালিয়ে দেবেন।
- খুব সাবধানতার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের দলকে নিরাপদ দূরত্বে বসাবেন। এক্ষেত্রে কী কী ঘটনা ঘটছে জানতে চাইবেন। মোমের বেশ উপরে দলের প্রত্যেককে হাত দিয়ে কী অনুভব করছে জানতে চাইবেন।
- প্রতি দলে নিচের বক্সে লেখা তিনটি কার্ড দেবেন। চিন্তা করতে বলবেন।
- প্রতি দলকে শ্রেণিতে শনাক্তকৃত ঘটনাবলি বলতে ও ঘটনাবলির সঙ্গে সম্পৃক্ত কার্ড বা কার্ডসমূহ উঁচু করে দেখাতে বলবেন।

আলোর ঘটনা | **তাপের ঘটনা** | **বিদ্যুতের ঘটনা**

- নিজ নিজ ঘরে কী কী ঘটনায় আলো, তাপ ও বিদ্যুতের ব্যবহৃত হয় তাও আলাদাভাবে বলতে বলবেন।
- দলে আলোচনা করে একজনকে সামনে এসে বলতে বলবেন।
- শ্রেণির সকলে একমত হলে ছকে তা যোগ করবেন।
- যেক্ষেত্রে একাধিক ঘটনা ঘটে, সেক্ষেত্রে একাধিক ঘরে টিক দিবেন।
- বোর্ডে বাম দিকে সংগঠিত শক্তির ঘটনাসমূহের নাম চারকোনা কার্ডে লিখবেন এবং ডান পাশে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তাকার কার্ডে আলো, তাপ ও বিদ্যুৎ লিখবেন।
- দলের মতামত শুনে দাগ দিয়ে মিলকরণ করবেন।
- এক দল অন্যদলের মতামতের পক্ষে ও বিপক্ষে নিজ দলের মতামত প্রকাশ করতে বলবেন।
- যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা বা ভুল ধারণা গ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তী সময়ে যুক্তিসহ ভুল ধারণা সংশোধন করতে হবে।

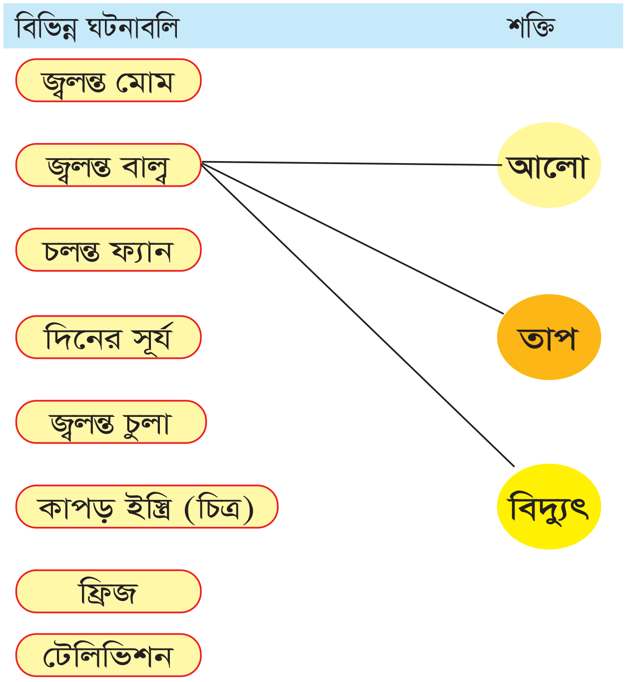

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

১. সারসংক্ষেপ

- আমরা শ্রেণিকক্ষ, গৃহে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে তাপ, আলো ও বিদ্যুতের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক ঘটনা দেখেছি ও হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে বেশ কিছু ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হয়েছি।
- আলো, তাপ ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে ঘটনাসমূহ শনাক্ত করতে পেরেছি।
- আলো, তাপ ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে ঘটনাসমূহ শনাক্ত করে তালিকা তৈরি করতে পেরেছি।
- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে শিখন যাচাই করবেন।

২. পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠে করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন ও ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৩

আলো, বিদ্যুৎ ও তাপ শক্তির অপচয়

শিখনফল

৩.২.২ দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ ও তাপ সম্পর্কিত ঘটনাসমূহে শক্তির অপচয় শনাক্ত করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. বাল্ব/টিউব লাইট, ২. ফ্যান, ৩. ফ্রিজ, ৪. টিভি, ৫. চুলার আগুন, ৬. কম্পিউটার/ল্যাপটপ
৭. চার্জ করা অবস্থায় মোবাইল

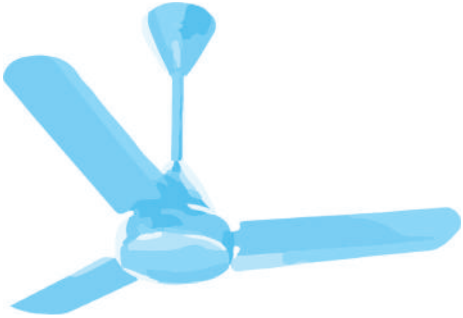

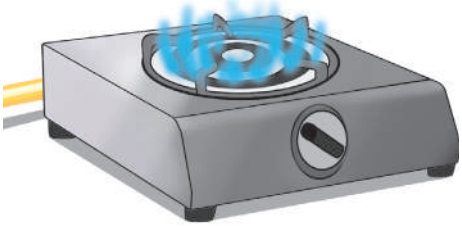

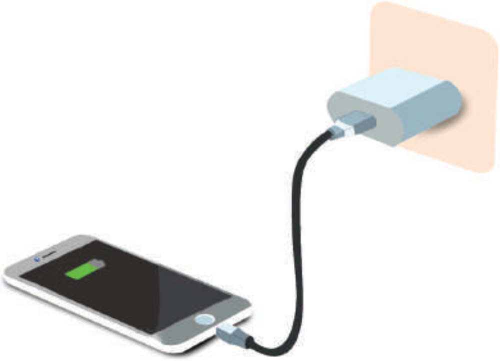

বিষয়বস্তু

নিজ বাড়ি ও বিদ্যালয়ের আশপাশের পরিবেশে আলো, বিদ্যুৎ ও তাপ সম্পর্কিত ঘটনাসমূহে অহরহ শক্তির অপচয় ঘটে থাকে। অপচয় হলো প্রয়োজনের বাইরে কোনো শক্তির ব্যবহার। বিশেষ করে বাংলাদেশে শক্তির অপচয়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। অপ্রয়োজনে বাতি জ্বালিয়ে রাখা, ফ্যান চালিয়ে রাখা, চার্জার চার্জ দিয়ে রাখা, টেলিভিশন অন করে রাখা, গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে পড়েছে। শক্তির অপচয় পরিবারের অর্থনীতিতে যেমন চাপ ফেলে, বৃহৎ পরিসরে তা দেশের অর্থনীতিতেও বিপুল চাপের সৃষ্টি করে। পরিণামে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কমে যেতে থাকে, শক্তির সংকট দেখা দেয়। সময়ের সঙ্গে দিন দিন বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে। সচেতনতা ও দক্ষতার অভাবে এ শক্তির অপচয়ের পরিমানও বিপুল হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আলো ও তাপ শক্তির ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য। শক্তির অপচয় শুধু অর্থনীতিতে চাপ ফেলে তা নয়, পরিবেশ, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও তা ক্ষতিকারক।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।
২. পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিক্ষক ২/৩ জোড়া শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষ ও স্থান ঘুরে কোথায় কোথায় অযথা বাতি জ্বলছে, ফ্যান ঘুরছে দেখে আসতে বলবেন। শ্রেণির সকলের সামনে প্রতি জোড়ার একজনকে পর্যবেক্ষণসমূহ বলতে বলবেন।
৩. শ্রেণির ২/৩ জনকে তাদের নিজ নিজ ঘরে কোন কোন ঘটনায় বিদ্যুৎ, আলো ও তাপ শক্তি অপচয়ের ঘটনা ঘটতে দেখে তা বলতে বলবেন।
৪. অন্য শিক্ষার্থীদের ভিন্ন কোনো অভিজ্ঞতা আছে কি না জানতে চাইবেন।

৫. শিক্ষার্থীদের সকলকে চিন্তা করার জন্য কিছুক্ষণ সময় দিবেন।

৬. শিক্ষার্থীদের মতামতের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

"আজ আমরা আনন্দ করতে করতে আমাদের নিকট পরিবেশের বেশ কিছু ঘটনা ভালো করে দেখব, কোন কোন ঘটনাসমূহ আলো, কোনগুলো তাপ ও কোনগুলো বিদ্যুতের সঙ্গে সম্পর্কিত তা শনাক্ত করব। অতঃপর কোন কোন ঘটনায় এসব শক্তির অপচয় ঘটছে তা শনাক্ত করব। এর সঙ্গে আমাদের আজকের পাঠের মূল প্রশ্নের উত্তর খুঁজব"।

৭. পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

৮. আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি বোর্ডে লিখবেন–

"আমাদের চারপাশে ও নতুন পরিবেশের যেসব ঘটনা দেখি, সেগুলোর মধ্যে কোন কোন ঘটনায় আলো, বিদ্যুৎ ও তাপ শক্তির অপচয় ঘটছে?"

খ. মূল পাঠ

১. জোড়ায় কাজ

- শিক্ষার্থীদের কিছু সময়ের জন্য শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যান।
- বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ, অফিস রুম, লাইব্রেরি, কম্পিউটার রুম, টয়লেট, শিক্ষকদের বসার ঘর, বারান্দা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে কোন কোন ঘটনায় বিদ্যুৎ, আলো ও তাপশক্তির অপচয় ঘটছে তা এসে প্রতি জোড়ার একজনকে বলতে বলবেন। শিক্ষক প্রতি জোড়ার মতামত নির্দিষ্ট ছকে লিপিবদ্ধ করবেন। অন্য জোড়া ভিন্ন মত পোষণ করলে তাদের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা বলতে উৎসাহিত করবেন। বিভিন্ন শক্তির অপচয় শনাক্তকরণে কোনো বিশেষ দক্ষতা কাজে লাগিয়েছে কি না তা মূল্যায়ন করবেন।
- কাজটি সম্পাদনের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- ছকে নির্দিষ্ট কক্ষের বিপরীতে বিভিন্ন ঘটনায় আলো, বিদ্যুৎ ও তাপশক্তির অপচয়ের ঘটনাসমূহ লিখবেন।
- বোর্ডে ভেন ডায়াগ্রামে শিক্ষক ছকে লেখা সিদ্ধান্তসমূহ লিখে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাইবেন।
- যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের বিকল্প ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

পর্যবেক্ষণ ছক

শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ঘটনায় আলো, বিদ্যুৎ ও তাপশক্তির অপচয় পর্যবেক্ষণ								
কক্ষ/স্থান	অপচয়ের ঘটনা	বিদ্যুৎ	আলো	তাপ	বিদ্যুৎ-আলো-তাপ	বিদ্যুৎ-আলো	আলো-তাপ	বিদ্যুৎ-তাপ

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

১. সারসংক্ষেপ

- আমরা শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঘটনায় তাপ, আলো ও বিদ্যুতের অপচয় শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি।
- একটি ঘটনার সঙ্গে বিভিন্ন শক্তির অপচয় শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি।
- আলো, তাপ ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে অপচয়ের ঘটনাসমূহ শনাক্ত করে তালিকা তৈরি করতে পেরেছি।
- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে শিখন যাচাই করবেন।

২. পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠে করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন ও ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৪ ও ৫

বিভিন্ন শক্তির অপচয়

শিখনফল

৩.২.২ দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ ও তাপ সম্পর্কিত ঘটনাসমূহে শক্তির অপচয় শনাক্ত করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

পোস্টার-১ : সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত
পোস্টার-২ : সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত

পোস্টার-১

পোস্টার-২

বিষয়বস্তু

পাঠ-২-এর অনুরূপ

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আগের দিনের পাঠের পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন :

- ○ তোমাদের দেখা কোন কোন ঘটনায় তিন ধরনের শক্তির অপচয় হতে দেখেছ?
- ○ কোন ঘটনায় দুই ধরনের শক্তির অপচয় হয়েছে? সেগুলো কী কী?
- ○ লাইট, ফ্যান ও টেলিভিশন প্রয়োজন ছাড়া চালিয়ে রাখলে সবগুলোর ক্ষেত্রে কোন শক্তিটির অপচয় ঘটবে?
- ○ তোমাদের গৃহে কোন ঘটনায় সবচেয়ে বেশি শক্তির অপচয় ঘটে?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেওয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

৪. ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

"আজ আমরা আলো, বিদ্যুৎ ও তাপশক্তি ব্যবহারের কিছু চিত্র দেখব। সেগুলো থেকে কোন কোনটি ব্যবহারে শক্তির অপচয় ঘটছে তা বৃত্ত দ্বারা চিহ্নিত করব। কোনটি ব্যবহারে শক্তির অপচয় হয় তা "টিক" চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করব। এ কাজগুলো করতে করতে আমাদের আজকের পাঠের মূল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করব"।

৬. বোর্ডে মূল প্রশ্নটি লিখবেন–

"আমাদের চারপাশে ও নতুন পরিবেশের যেসব ঘটনা দেখি, সেগুলোর মধ্যে কোনগুলোতে আলো, কোনগুলোতে তাপ, কোনগুলোতে বিদ্যুৎশক্তির বা কোন কোনটিতে একই সঙ্গে একাধিক শক্তির অপচয় ঘটে?"

খ. মূল পাঠ

১. জোড়ায় কাজ

- প্রতি জোড়ায় প্রথমে পোস্টার-১ দিবেন। যে ঘটনাগুলোতে শক্তির অপচয় হয় তা গোল (○) দাগ দিতে বলবেন। কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ৫-৬ মিনিট সময় দিবেন।
- কাজটি শেষ করার পর কোন কোনটিতে একাধিক শক্তির অপচয় ঘটে তা জিজ্ঞেস করবেন। একাধিক শক্তিগুলোর নাম বলতে বলবেন।
- পোস্টার-১ এর কাজ ও মূল্যায়ন শেষে প্রতি জোড়ায় পোস্টার-২ প্রদান করবেন। কোনটি ব্যবহারে শক্তির অপচয় ঘটে তাতে টিক (√) চিহ্ন দিতে বলবেন। কোনটিতে কোন ধরনের শক্তির (বিদ্যুৎ/আলো/তাপশক্তি) অপচয় ঘটছে তা এসে প্রতি জোড়ার একজনকে বলতে বলবেন। কোন কোনটিতে একাধিক শক্তির অপচয় ঘটে তা জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষক প্রতি জোড়ার মতামত নির্দিষ্ট ছকে লিপিবদ্ধ করবেন। অন্য জোড়া ভিন্ন মত পোষণ করলে তাদের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা বলতে উৎসাহিত করবেন। বিভিন্ন শক্তির অপচয় শনাক্তকরণে কোনো বিশেষ দক্ষতা কাজে লাগিয়েছে কি না তা মূল্যায়ন করবেন।
- কাজটি সম্পাদন ও মূল্যায়নের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- ছকে নির্দিষ্ট কক্ষের বিপরীতে বিভিন্ন ঘটনায় আলো, বিদ্যুৎ ও তাপশক্তির অপচয়ের ঘটনাসমূহ লিখবেন। মূল্যায়ন ছকের নির্দিষ্ট ঘরে টিক(√) দিবেন।

- যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

পর্যবেক্ষণ ছক

পোস্টার-১ ও পোস্টার-২-এর চিত্রের বিভিন্ন ঘটনায় আলো, বিদ্যুৎ ও তাপশক্তির অপচয় পর্যবেক্ষণ

পোস্টার-১	অপচয়ের ঘটনা	বিদ্যুৎ	আলো	তাপ	বিদ্যুৎ-আলো-তাপ	বিদ্যুৎ-আলো	বিদ্যুৎ-তাপ	আলো-তাপ
টেলিভিশন	যখন কেউ দেখছে না							
টেপ রেকর্ডার								
বাল্ব জ্বলছে								
ফ্যান ঘুরছে								
ফ্রিজের দরজা খোলা								
গ্যাসের চুলা জ্বলছে								
এয়ার কন্ডিশন								
ওভেন								
মোবাইল ফোন চার্জ								
শিশু ব্যাটারিচালিত খেলনা দিয়ে খেলছে								
রাস্তায় গাড়ি চলছে								

পোস্টার-২	অপচয়ের ঘটনা	বিদ্যুৎ	আলো	তাপ	বিদ্যুৎ-আলো-তাপ	বিদ্যুৎ-আলো	বিদ্যুৎ-তাপ	আলো-তাপ
উপরে উঠার সিঁড়ি ও লিফট								
ওয়াশিং মেশিন ও রোদে কাপড় শুকানোর চিত্র								
স্বাভাবিক বাল্ব ও এনার্জি সেভিং বাল্ব								
হেঁটে যাওয়া, সাইকেলে চড়ে ও গাড়িতে চড়ে কোনো স্থানে যাওয়া								

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

১. সারসংক্ষেপ

- আমরা ২টি পোস্টারের বিভিন্ন ঘটনায় তাপ, আলো ও বিদ্যুতের অপচয় শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি।
- একটি ঘটনার সঙ্গে বিভিন্ন শক্তির অপচয় শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি।
- একাধিক শক্তি অপচয়ের ক্ষেত্রে কোন শক্তিটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে তা উল্লেখ করতে পেরেছি।
- আলো, তাপ ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে অপচয়ের ঘটনাসমূহ শনাক্ত করে কারণসমূহ বর্ণনা করতে পেরেছি।
- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে শিখন যাচাই করবেন।

২. পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠে করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন ও ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৬ ও ৭

শক্তি অপচয় রোধের উপায়

শিখনফল

৩.২.৩ দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ ও তাপশক্তিসমূহের অপচয় রোধের উপায় শনাক্ত করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. সমপরিমাণ পানিসহ দুটি বিকার বা পাত্র, স্পিরিট ল্যাম্প, ম্যাচ বাক্স ২. একটি এনার্জি সেভিং বাল্ব ও একটি সাধারণ বাল্ব

পোস্টার ১

১. সোলার প্যানেলসহ বাড়ি ও সোলার প্যানেল ছাড়া বাড়ি ২. রুমে মানুষ নেই কিন্তু জানালা বন্ধ, ফ্যান চলছে, লাইট জ্বলছে, টেলিভিশন চলছে ৩. চুলার এক বার্নারে ঢাকনা ছাড়া ও অন্য বার্নার ঢাকনাসহ পাত্রে পানি গরম করা হচ্ছে ৪. পাত্রহীন ও পাত্রসহ অবস্থায় গ্যাসের চুলা জ্বলছে ৫. একটি ঘরে অনেক ধরনের লাইট, ২টি পাখা, এসি লাগানো ও জানালা খোলা অপর ঘরে শেড ছাড়া ২টি এনার্জি সেভিং লাইট, একটি ফ্যান লাগানো

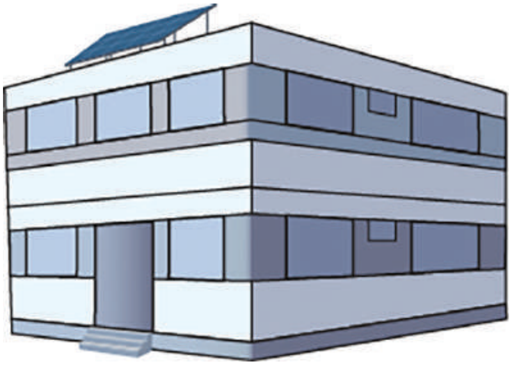

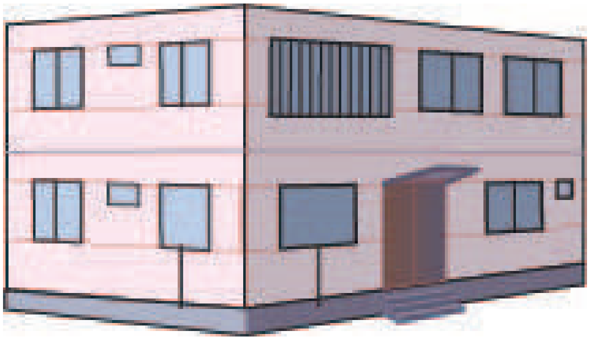

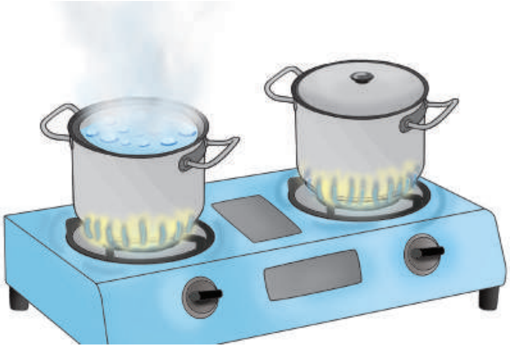

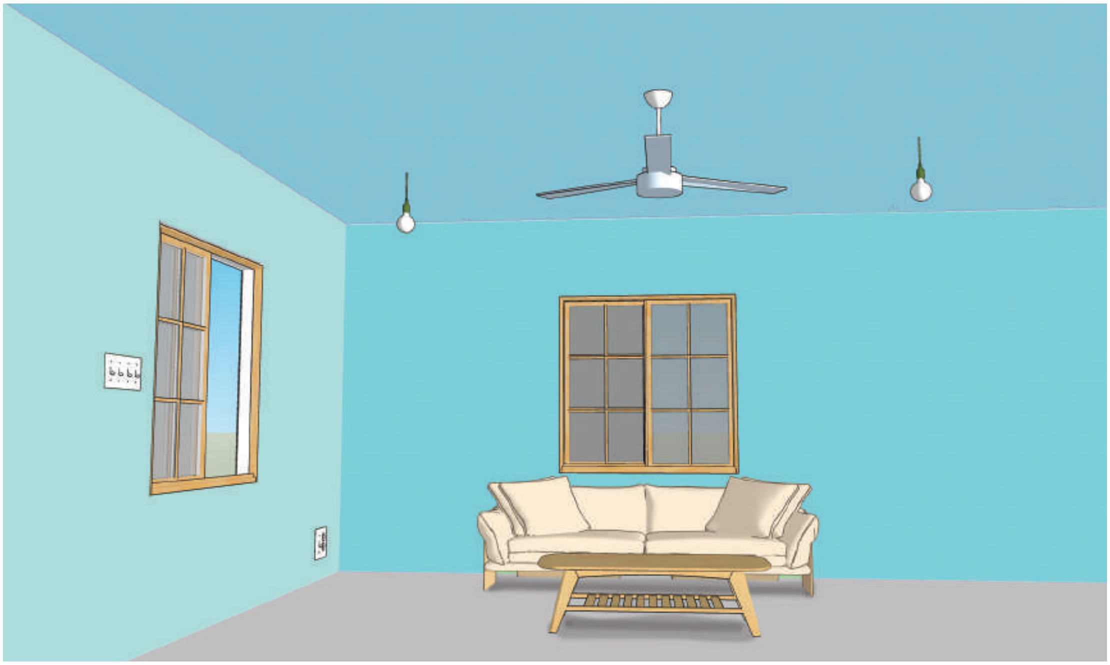

পোস্টার ২

১. উপরে উঠার সিঁড়ি ও লিফট ২. ওয়াশিং মেশিন ও রোদে কাপড় শুকানোর চিত্র ৩.স্বাভাবিক বাল্ব ও এনার্জি সেভিং বাল্ব ৪. হেঁটে যাওয়া, সাইকেলে চড়ে ও গাড়িতে চড়ে কোনো স্থানে যাওয়া, নিজবাড়ি ও বিদ্যালয়ের আশপাশের পরিবেশের উপকরণসমূহ (পূর্ব পাঠের উপকরণসমূহ ব্যবহার করতে পারেন)

বিষয়বস্তু

নিজবাড়ি ও বিদ্যালয়ের আশপাশের পরিবেশে আলো, বিদ্যুৎ ও তাপ সম্পর্কিত ঘটনাসমূহে শক্তির অপচয় অহরহ ঘটে থাকে। বিশেষ করে বাংলাদেশে শক্তির অপচয়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। শিক্ষার্থীদের ছোটো থেকেই এ সম্পর্কে সচেতন না করলে পরিণামে দেশে ও বিশ্বে বিভিন্ন শক্তির সংকট দেখা দিবে। প্রায়শ দেখা যায় খালি ঘরে অযথা লাইট জ্বলছে ,ফ্যান চলছে, গ্যাসের চুলা জ্বালানো, টেলিভিশন চলছে, ল্যাপটপ, মোবাইল, কম্পিউটার চলছে বা অনবরত চার্জ দেয়া হচ্ছে, রাস্তায় রাতের বাতি দিনের বেলায় জ্বলছে। এক্ষেত্রে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সুইচগুলো অফ করে দিয়ে, খুব বেশি প্রয়োজন না হলে এয়ারকুলার ও হিটার ব্যবহার না করা। পানি গরম করা বা রান্না করার সময় ঢাকনা দ্বারা পাত্র ঢেকে দেওয়া, সারা রাত/দিনভর মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদি চার্জ দেওয়া থেকে বিরত থাকা, শিশুদের বেশি পরিমাণে ব্যাটারিচালিত খেলার সামগ্রী ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা অর্থাৎ শক্তির অপচয়সমূহ শনাক্ত করে অপচয় রোধের উপায়সমূহ বের করে তা ব্যবহারে সচেতন হওয়াই অপচয় রোধের একমাত্র উপায়। প্রধান উপায় হলো নিজে সচেতন হয়ে অন্যদের সচেতন করা এবং অন্যদের দেখে নিজে করতে উৎসাহিত হওয়া। প্রযোজনে ঘরে, বিদ্যালয়ে পোস্টার প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আগের দিনের পাঠের পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন :

- তোমাদের দেখা কোন কোন ঘটনায় তিন ধরনের শক্তির অপচয় হতে দেখেছ? সেই শক্তিসমূহ অপচয় কমাতে তুমি কী কী উপায় অবলম্বন করবে?
- কোন ঘটনায় দুই ধরনের শক্তির অপচয় হয়েছে? সেগুলো কী কী?
- তোমরা কি জান কোন কোন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ব্যবহারে বিদ্যুৎ শক্তির সবচেয়ে বেশি অপচয় হয়? তা অপচয় কমানোর উপায় কী?
- তোমাদের গৃহে যেসব ঘটনায় সবচেয়ে বেশি শক্তির অপচয় ঘটে তা রোধের উপায় কী বলো তো?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেওয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

৪. ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

“আজ আমরা ২টি পোস্টার দেখব যেখানে কিছু ঘটনায় আলো, বিদ্যুৎ ও তাপশক্তির অপচয় ঘটছে, কোনোটায় অপচয় রোধ হচ্ছে। সেগুলো থেকে শক্তির অপচয় রোধ করার উপায়সমূহের চিত্রগুলো বৃত্ত দ্বারা চিহ্নিত করব। পূর্ব পাঠের অভিজ্ঞতার আলোকে অপচয় রোধের উপায়সমূহ শনাক্ত করে আমাদের আজকের পাঠের মূল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করব” ।

৬. বোর্ডে মূল প্রশ্নটি লিখবেন :

“আমাদের চারপাশে ও নতুন পরিবেশের যেসব ঘটনা দেখি, সেগুলোর মাঝে যেগুলোতে আলো, তাপ ও বিদ্যুৎশক্তির অপচয় ঘটে তা রোধের উপায়সমূহ কী ?

খ. মূল পাঠ

শিক্ষক দ্বারা প্রদর্শন

- শিক্ষক বার্নারে/চুলায়/স্পিরিট ল্যাম্পের উপর দুটি সমান পাত্রে সমপরিমাণ পানি নিবেন। একটিতে ঢাকনা দিবেন ও অপরটিতে কোনো ঢাকনা না দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে আগুন জ্বালিয়ে দেবেন। কোন পাত্রের পানি

ফুটতে বেশি সময় লেগেছে তা পরিমাপ করবেন। জানতে চাইবেন, কোনটিতে শক্তির অপচয় কম হয়েছে?

- একটি এনার্জি সেভিং বাল্ব ও একটি সাধারণ বাল্ব সকলের উদ্দেশে দেখাবেন। জানতে চাইবেন, কোনটি ব্যবহার করলে শক্তির অপচয় কম হবে?

১. জোড়ায় কাজ

- প্রতি জোড়ায় প্রথমে পোস্টার-১ দিবেন। যে ঘটনাগুলোতে শক্তির অপচয় রোধ হয় তাতে টিক(√) চিহ্ন দিতে বলবেন। প্রতিটির অপচয়সমূহ রোধের উপায় বলতে বলবেন। কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ৬-৭ মিনিট সময় দিবেন।
- যে ঘটনায় একাধিক শক্তির অপচয় ঘটে তা অপচয় রোধের উপায় বলতে বলবেন।
- পোস্টার-১-এর কাজ ও মূল্যায়ন শেষে প্রতি জোড়ায় পোস্টার-২ প্রদান করবেন। কোনটি ব্যবহারে শক্তির অপচয় রোধ বা কমানো যায় তাতে টিক (√) চিহ্ন দিতে বলবেন। প্রতি জোড়ার একজনকে সামনে এসে শনাক্তকৃত অপচয় রোধ বা কমানোর উপায়সমূহ বলতে বলবেন। যেসব ঘটনায় একাধিক শক্তির অপচয় ঘটে তা রোধের উপায় জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষক প্রতি জোড়ার মতামত নির্দিষ্ট ছকে লিপিবদ্ধ করবেন। অন্য জোড়া ভিন্ন মত পোষণ করলে তাদের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা বলতে উৎসাহিত করবেন। বিভিন্ন শক্তির অপচয় রোধ শনাক্তকরণে কোনো বিশেষ দক্ষতা কাজে লাগিয়েছে কি না তা মূল্যায়ন করবেন।
- কাজটি সম্পাদন ও মূল্যায়নের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- ছকে নির্দিষ্ট কক্ষের বিপরীতে বিভিন্ন ঘটনায় আলো, বিদ্যুৎ ও তাপশক্তির অপচয় রোধের উপায়সমূহ লিখবেন। মূল্যায়ন ছকের নির্দিষ্ট ঘরে টিক(√) দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

১. সারসংক্ষেপ

- আমরা ২টি পোস্টারের বিভিন্ন ঘটনায় তাপ, আলো ও বিদ্যুতের অপচয় রোধের উপায় শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি।
- একটি শক্তির অপচয় রোধ করে একাধিক শক্তির অপচয় রোধের উপায় শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি।
- আলো, তাপ ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে অপচয় রোধের উপায়ের ঘটনাসমূহ শনাক্ত করে কারণসমূহ বর্ণনা করতে পেরেছি।
- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে শিখন যাচাই করবেন।

২. পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠে করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন ও ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৮ ও ৯

শক্তির যথাযথ ব্যবহার

শিখনফল

৩.২.৪ দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ ও তাপশক্তি যথাযথ ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. পর্দা দেয়া দরজা-জানালা বন্ধ অবস্থায় বিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড়ো কক্ষ যেখানে সবগুলো লাইট জ্বালান, ফ্যান চালান, টিভি চালানো অবস্থায় থাকবে। সম্পূর্ণ চার্জযুক্ত একটি মোবাইল চার্জরত অবস্থায় থাকবে।

২. কর্মপত্র-১

১.উপরে উঠার সিঁড়ি ও লিফট ২. ওয়াশিং মেশিন ও রোদে কাপড় শুকানোর চিত্র ৩. স্বাভাবিক বাল্ব ও এনার্জি সেভিং বাল্ব ৪. হেঁটে যাওয়া, সাইকেলে চড়ে ও গাড়িতে চড়ে কোনো স্থানে যাওয়া

৩. কর্মপত্র-২

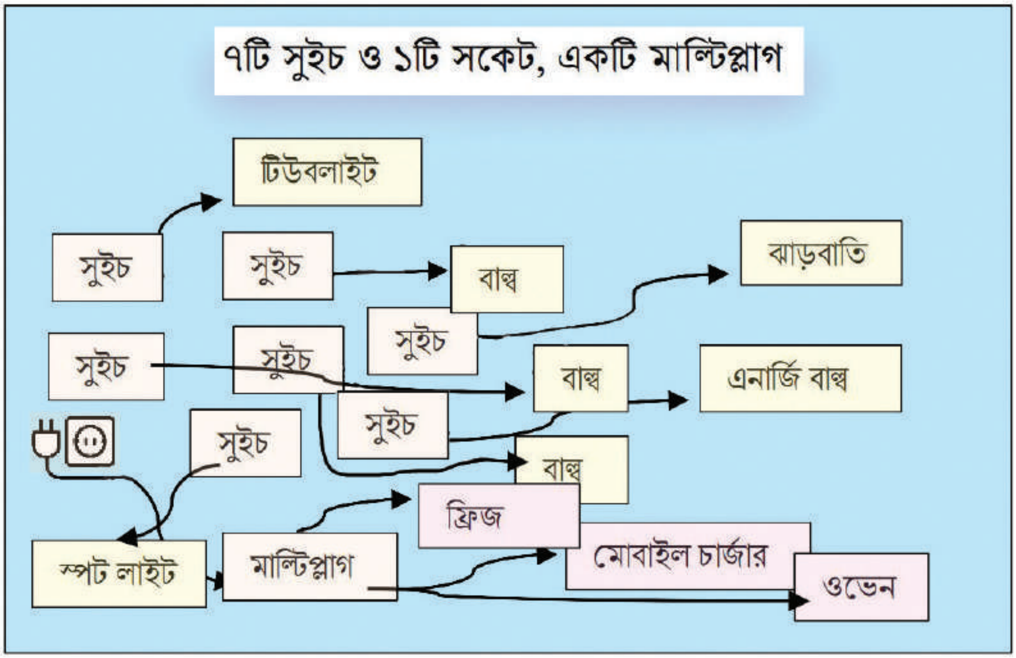

বিষয়বস্তু

দৈনিন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ ও তাপশক্তিসমূহের যথাযথ ব্যবহার দেশের শক্তি সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দীর্ঘ সময়ের জন্য শক্তি ব্যবহারের নিশ্চয়তাসহ পারিবারিক ও দেশের অর্থনীতির উপর চাপ কমিয়ে একটি সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে সহায়তা করে। সর্বোপরি দৈনন্দিন জীবনে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি তত কমে যাবে। তাপের উৎস জীবাশ্ম জ্বালানির সীমিত ব্যবহার পরিবেশে গ্রিনহাউজের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আমাদের রক্ষা করে। বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার সীমিত করতে প্রাকৃতিক শক্তি যেমন সূর্যের আলো, বায়ুর ব্যবহার বাড়ানোর প্রতি আগ্রহ বাড়াতে হবে। গৃহে, প্রতিষ্ঠানে, বাজারে অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক চালিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার কমাতে হবে। স্মার্টফোন, কম্পিউটার অতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে শিশুদের জানাতে হবে। জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ ও তাপশক্তিসমূহের যথাযথ ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আগের দিনের পাঠের পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন :

- ○ তোমার বাসা থেকে বের হওয়ার সময় তুমি শক্তির সঠিক ব্যবহারের জন্য তুমি কী কী কাজ কর?
- ○ কে কে স্মার্টফোনে বেশিক্ষণ সময় ব্যয় কর? এতে কী কী ক্ষতি হয়?
- ○ ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য তোমাকে কী করতে হবে?
- ○ কে কে পায়ে হেঁটে স্কুলে আসা-যাওয়া কর?
- ○ কে কে রিকশা/ভ্যানে এবং কতজন ব্যাটারিচালিত যানবাহন ব্যবহার কর?
- ○ কোনটির ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এবং শক্তির অপচয় কমায়?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেওয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

৪. ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

"আজ আমরা ২টি পোস্টার দেখব যেখানে কিছু ঘটনায় আলো, বিদ্যুৎ ও তাপশক্তির অপচয় ঘটছে, কোনোটায় অপচয় রোধ হচ্ছে। সেগুলো থেকে শক্তির অপচয় রোধ করার উপায়সমূহের চিত্রগুলো টিক (√) দ্বারা চিহ্নিত করব। পূর্ব পাঠের অভিজ্ঞতার আলোকে অপচয় রোধের উপায়সমূহ শনাক্ত করে শক্তির যথাযথ ব্যবহারে সচেতন হয়ে আমাদের আজকের পাঠের মূল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করব" ।

৬. বোর্ডে মূল প্রশ্নটি লিখবেন–

"আমাদের চারপাশের ঘটনাগুলোতে আলো, তাপ ও বিদ্যুতশক্তির অপচয় রোধে শক্তিসমূহের যথাযথ ব্যবহারের গুরুত্ব কী?"

- পুরো ক্লাসকে উপকরণ-১ নির্দেশিত কক্ষে নিয়ে যাবেন। শিক্ষার্থীরা কী কী করছে তা পর্যবেক্ষণ করবেন। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর মাঝে কাঙ্ক্ষিত আচরণিক পরিবর্তন না এলে পুনরায় তা করান।

খ. মূল পাঠ

১. দলগত কাজ

- প্রতি দলকে প্রথমে কর্মপত্র-১ দিবেন। যে ঘটনাগুলোতে শক্তির অপচয় রোধ হয় তাতে টিক (√) চিহ্ন দিতে বলবেন। প্রতিটির অপচয়সমূহ রোধের উপায় বলতে বলবেন। আলোচনা করে প্রতি দলের একজনকে (√) চিহ্ন দেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে বলবেন।
- যে ঘটনায় একাধিক শক্তির অপচয় ঘটে তা অপচয় রোধের উপায় বলতে বলবেন।

- কর্মপত্র-১-এর কাজ ও মূল্যায়ন শেষে প্রতি দলে কর্মপত্র-২ প্রদান করবেন। কোনটি ব্যবহারে শক্তির অপচয় রোধ বা কমানো যায় তাতে টিক (√) চিহ্ন দিতে বলবেন। প্রতি দলকে শক্তির যথাযথ ব্যবহারের জন্য চিত্রের কোন কোন যন্ত্রপাতি বাদ দেবে, কী কী যুক্ত করবে, কোন কোনটি একই সঙ্গে চালাবে না সে সম্পর্কে মতামত জানাতে বলবেন। একজনকে সামনে এসে শনাক্তকৃত অপচয় রোধ বা কমানোর উপায়সমূহ বলতে বলবেন। যেসব ঘটনায় একাধিক শক্তির অপচয় ঘটে তা রোধের উপায় ও যথাযথ ব্যবহারের গুরুত্ব কী তা জিজ্ঞেস করবেন।

- শিক্ষক প্রতি দলে মতামত নির্দিষ্ট ছকে লিপিবদ্ধ করবেন। অন্য দল ভিন্ন মত পোষণ করলে তাদের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা বলতে উৎসাহিত করবেন। বিভিন্ন শক্তির অপচয় রোধ শনাক্তকরণে কোনো বিশেষ দক্ষতা কাজে লাগিয়েছে কি না তা মূল্যায়ন করবেন।

- কাজটি সম্পাদন ও মূল্যায়নের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।

- ছকে নির্দিষ্ট কক্ষের বিপরীতে বিভিন্ন ঘটনায় আলো, বিদ্যুৎ ও তাপশক্তির অপচয় রোধের উপায়সমূহ লিখবেন। মূল্যায়ন ছকের নির্দিষ্ট ঘরে টিক(√) দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

১. সারসংক্ষেপ

আমরা ২টি কর্মপত্রের বিভিন্ন ঘটনায় তাপ, আলো ও বিদ্যুতের অপচয় রোধের উপায় শনাক্ত করে শক্তিসমূহের যথাযথ ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি।

- নিজ গৃহ, বিদ্যালয়ে, বিভিন্ন স্থানে যথাযথ ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছি।
- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে শিখন যাচাই করবেন।

২. পাঠ সমাপ্তি

পরবর্তী পাঠে করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন ও ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শীতার সূচক নং (PI)	পারদর্শীতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা		
			প্রারম্ভিক	ভালো	উত্তম
৪.১ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ, তাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা সমূহ শনাক্ত করে শক্তির অপচয় রোধে সচেতন হওয়া।	04.02.05.01	দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ, তাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনাসমূহ শনাক্ত পারছে।	দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ, তাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনাসমূহ প্রকাশ করতে পেরেছে।	দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ, তাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনাসমূহ শনাক্ত করে এগুলো সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে।	দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ, তাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনার আলোকে আলো, তাপ ও বিদ্যুতের ঘটনাসমূহ শনাক্ত করতে পেরেছে এবং ঘটনা সম্পর্কিত শক্তিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পেরেছে।
	04.02.05.02.	দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ, তাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনাসমূহ শনাক্ত করে শক্তির অপচয় রোধে উদ্যোগ নিতে পারছে।	দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ , তাপ শক্তিসমূহ পরিমিতভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে ।	দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ, তাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা সমূহ শনাক্ত করে শক্তির অপচয় রোধে উদ্যোগ নিতে পেরেছে ।	দৈনন্দিন জীবনে আলো, বিদ্যুৎ, তাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা সমূহ শনাক্ত করে অন্যকে শক্তির অপচয় রোধে সচেতন করেছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় করণীয়

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৫.৩ বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সচেতন হয়ে নিজ ভূমিকা পালন করতে পারা।

পাঠ বিভাজন : ৩

পাঠ-১

শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় আমার করণীয়

শিখনফল

৫.৩.১ বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় নিজ করণীয় বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. শ্রেণিকক্ষে ডাস্টার দিয়ে বোর্ড পরিষ্কার করারত শিক্ষার্থী (ছবি/ভিডিও)।

২. রঙিন পোস্টার পেপার।

৩. বিভিন্ন রঙের সাইন পেন।

বিষয়বস্তু

পরিচ্ছন্নতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি নিজে নিজে রক্ষিত হয় না। এজন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। সাধারণত বাড়িতে মা-বাবা, পরিবারের অন্য সদস্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গৃহকর্মী তা করে থাকেন। একইভাবে বিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্নতা কর্মী এ কাজটি করেন। তবে পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় শিশুর নিজের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বাড়িতে শিশু নিজের পড়ার টেবিল পরিষ্কার করে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে; পাশাপাশি আসবাবসহ সাধ্যমত অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সচেষ্ট হতে পারে। একইভাবে বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় শিক্ষার্থী সাধ্যমতো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য শিক্ষার্থীকে এ বিষয়ে সচেতন করা এবং সুচিন্তিতভাবে নিয়োজিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিশুর কাজের দৃশ্যমান ফলাফল অপেক্ষা তার মনোজগতে পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় নিজ দায়িত্ব বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে শিশু ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর পরিসরে বৃহত্তর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হবে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২. শিক্ষার্থীদেরকে বলবেন যে, প্রথম শ্রেণিতে বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং বর্তমান পাঠের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টির জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - আমাদের শ্রেণিকক্ষ কি পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন?
  - যে কোনো জায়গা কি নিজে নিজেই পরিচ্ছন্ন হয়?

৩. আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় আমাদের করণীয় কী?' ব্যাখ্যা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূল পাঠ

১. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - এ শ্রেণিকক্ষে কারা ক্লাস করে, তোমরা নাকি অন্য কেউ?
  - শ্রেণিকক্ষটি অপরিচ্ছন্ন হয় কীভাবে?
  - অন্য কেউ এসে কি এটি অপরিচ্ছন্ন করে?
- ১নং উপকরণ প্রদর্শনপূর্বক নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - ছবিতে ছেলেটি/মেয়েটি কী করছে?
  - ও কি তোমাদের সমবয়সি?
  - তাহলে তোমরা কি এরকম করতে পার?
  - এতে কি তোমাদের শ্রেণিকক্ষটি আগের চেয়ে পরিচ্ছন্ন হবে?
  - এরকম কোনো কাজ নিজে করলে ভালো লাগে, নাকি খারাপ লাগে?
  - এ কাজ নিজে করা কি সম্মানের না অসম্মানের?
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে একই প্রশ্ন করবেন।
- প্রশ্নোত্তরের আলোকে শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় যে শিক্ষার্থীর কিছু বর্জনীয় ও কিছু করণীয় আছে তা, এগুলোর গুরুত্ব এবং এর সঙ্গে ভালো লাগা ও আত্মসম্মানের সম্পর্ক বুঝিয়ে বলবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে জোড় সংখ্যক দলে ভাগ করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের দলের একটি নাম নির্ধারণ করবে এবং দলনেতা নির্বাচন করবে। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- সব দলকে একটি করে পোস্টার পেপার ও ভিন্ন ভিন্ন রঙের সাইন পেন সরবরাহ করবেন। দলগত কাজটি বুঝিয়ে বলবেন। কাজটি হলো– বেজোড় ক্রমিকের দলগুলো দলে আলোচনার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় শিক্ষার্থীর বর্জনীয় কাজের তালিকা সরবরাহকৃত পোস্টার পেপারে রঙিন সাইন পেন দিয়ে লিখবে। একইভাবে জোড় ক্রমিকের দলগুলো করণীয় কাজের তালিকা লিখবে। দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- দলগত কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন, প্রয়োজনীয় উৎসাহ দেবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- নির্ধারিত সময় শেষে একটি বেজোড় ক্রমিকের দলকে সামনে এসে দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনা শেষে জোড় দলের শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় কোনো পর্যবেক্ষণ বা সংযোজন-বিয়োজনের প্রস্তাব থাকলে তা করবে।
- ফলাবর্তন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের মতামত এবং ফলাবর্তনের আলোকে প্রয়োজনে পোস্টার পেপারে পরিমার্জন আনা হবে।
- এভাবে সব বেজোড় দল উপস্থাপন করবে।

- একই প্রক্রিয়ায় জোড় দলগুলো উপস্থাপন করবে।
- সব দলের উপস্থাপনা শেষে পোস্টার পেপারগুলো শ্রেণিকক্ষে গ্যালারি শো আকারে অথবা সুবিধাজনকভাবে টাঙানোর ব্যবস্থা করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : পরবর্তী পাঠের ইঙ্গিত দিয়ে এবং শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

উপকরণ-১

পাঠ-২

বাড়ির পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় আমার করণীয়

শিখনফল

৫.৩.১ বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় নিজ করণীয় বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. অষ্টম অধ্যায়ের পাঠ-১-এর ১নং উপকরণের ছবি।

২. রঙিন পোস্টার পেপার।

৩. বিভিন্ন রঙের সাইন পেন।

বিষয়বস্তু

পাঠ-১-এর বিষয়বস্তু দ্রষ্টব্য

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. বর্তমান পাঠের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টির জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

- তোমরা সবচেয়ে বেশি সময় কোথায় থাক?
- তোমার বাড়ি কি পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন?
- এটি কি আপনা আপনি পরিচ্ছন্ন হয়?
- তোমাদের বাড়ি কে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন?

৩. আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।
৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'বাড়ির পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় আমাদের করণীয় কী?' ব্যাখ্যা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূল পাঠ

১. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - তোমাদের বাড়িতে কারা থাকে, তোমরা নাকি অন্য কেউ?
  - বাড়িটি অপরিচ্ছন্ন হয় কীভাবে?
  - অন্য কেউ এসে কি এটি অপরিচ্ছন্ন করে?
- ১নং উপকরণ প্রদর্শনপূর্বক নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - ছবিতে ছেলেটি/মেয়েটি কী করছে?
  - ও কি তোমাদের সমবয়সি?
  - তাহলে তোমরা কি এরকম করতে পার?
  - এতে কি তোমাদের বাড়িটি আগের চেয়ে পরিচ্ছন্ন হবে?
  - এরকম কোনো কাজ নিজে করলে ভালো লাগে, নাকি খারাপ লাগে?
  - এ কাজ নিজে করা কি সম্মানের না অসম্মানের?
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে একই প্রশ্ন করবেন।
- প্রশ্নোত্তরের আলোকে বাড়ির পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় যে শিক্ষার্থীর কিছু বর্জনীয় ও কিছু করণীয় আছে তা, এগুলোর গুরুত্ব এবং এর সঙ্গে ভালো লাগা ও আত্মসম্মানের সম্পর্ক বুঝিয়ে বলবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে জোড় সংখ্যক দলে ভাগ করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের দলের একটি নাম

নির্ধারণ করবে এবং দলনেতা নির্বাচন করবে। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

- সব দলকে একটি করে পোস্টার পেপার ও ভিন্ন ভিন্ন রঙের সাইন পেন সরবরাহ করবেন। দলগত কাজটি বুঝিয়ে বলবেন। কাজটি হলো– বেজোড় ক্রমিকের দলগুলো দলে আলোচনার মাধ্যমে বাড়ির পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় শিক্ষার্থীর বর্জনীয় কাজের তালিকা সরবরাহকৃত পোস্টার পেপারে ছোটো ছোটো বাক্য রঙিন সাইন পেন দিয়ে বড়ো অক্ষরে লিখবে। একইভাবে জোড় ক্রমিকের দলগুলো করণীয় কাজের তালিকা লিখবে। দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- দলগত কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন, প্রয়োজনীয় উৎসাহ দেবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- নির্ধারিত সময় শেষে একটি বেজোড় ক্রমিকের দলকে সামনে এসে দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনা শেষে জোড় দলের শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় কোনো পর্যবেক্ষণ বা সংযোজন-বিয়োজনের প্রস্তাব থাকলে তা করবে।
- ফলাবর্তন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের মতামত এবং ফলাবর্তনের আলোকে প্রয়োজনে পোস্টার পেপারে পরিমার্জন আনা হবে।
- এভাবে সব বেজোড় দল উপস্থাপন করবে।
- একই প্রক্রিয়ায় জোড় দলগুলো উপস্থাপন করবে।
- সব দলের উপস্থাপনা শেষে পোস্টার পেপারগুলো শ্রেণিকক্ষে গ্যালারি শো আকারে অথবা সুবিধাজনকভাবে টাঙানোর ব্যবস্থা করবেন।

  [পাঠ-৩-এ ব্যবহারের জন্য এ পোস্টার পেপারগুলো প্রয়োজন হবে।]

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : পরবর্তী পাঠের ইঙ্গিত দিয়ে, পরবর্তী পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে নিজের জন্য ফেস মাস্ক নিয়ে আসতে বলে এবং ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৩

পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় ব্যবহারিক কাজ

শিখনফল

৫.৩.২ বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. ক্লথ ডাস্টার-৩টি (আসবাবপত্র মুছবার উপযোগী)।

২. শপিং ব্যাগ-৩টি (শ্রেণিকক্ষে ময়লা ফেলার ঝুড়ি থাকলে এটির প্রয়োজন হবে না)।

৩. ফেস মাস্ক (গত পাঠে শিক্ষার্থীদের বর্তমান পাঠের জন্য নিজ নিজ ফেস মাস্ক নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল।

তারপরও কোনো শিক্ষার্থী নিজ ফেস মাস্ক আনতে ভুলে গেলে আপদকালীন ব্যবস্থা হিসেবে এগুলোর প্রয়োজন হবে)।

৪. পোস্টার পেপার।

৫. সাইন পেন।

বিষয়বস্তু

পাঠ-১-এর বিষয়বস্তু দ্রষ্টব্য

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২. শিক্ষার্থীদেরকে গত দুটি পাঠে শ্রেণিকক্ষ ও বাড়িতে পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় করণীয় আলোচনা করা হয়েছে বলে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

- গত দুটি পাঠে যে করণীয়গুলো তোমরা উল্লেখ করেছ, সেগুলো তোমরা নিজেরা কখনো করেছ?
- এ কাজগুলো করতে কেমন লাগে?
- আজ আমরা নিজেরা যদি একসঙ্গে কিছু কাজ করি, তাহলে কেমন হয়?

৩. আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের মূল উদ্দেশ্য ‘হাতে-কলমে পরিচ্ছন্নতা রক্ষার অনুশীলন’ ব্যাখ্যা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূল পাঠ

১. ব্যবহারিক কাজ

- শিক্ষার্থীদের জানাবেন যে, এটি একটি দলগত মজার ব্যবহারিক কাজ; কাজটি শেষ হলে ওদের শ্রেণিকক্ষটি এখনকার চেয়ে অনেক সুন্দর দেখাবে।
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঁচটি ছোটো দলে ভাগ করবেন। দলগুলোর নাম হবে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই দলের দলনেতা নির্বাচন করবে। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। প্রতি দলে একটি করে পোস্টার পেপার ও সাইন পেন সরবরাহ করে প্রত্যেক দলকে পোস্টার পেপারে দলের নাম ও সদস্যদের নাম লিখতে বলবেন।
- পাঠ-১-এ প্রস্তুতকৃত পোস্টার পেপারগুলো হতে শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে দল সংখ্যার সমান সংখ্যক করণীয় নির্বাচন করবেন। লটারির মাধ্যমে একেকটি দলকে একেকটি করণীয় কাজ বরাদ্দ করবেন। কাজের সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- প্রত্যেক দলকে বরাদ্দকৃত কাজটি করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন এবং উপকরণ সরবরাহ করবেন।
- কাজ শুরুর পূর্বে সব দলকে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির জন্য কিছু সময় বরাদ্দ করবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন, প্রয়োজনীয় উৎসাহ দেবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- কাজ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের ফেস মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন।
- কাজ সমাপ্তির পর সব শিক্ষার্থীকে যথাযথভাবে হাত, মুখ ইত্যাদি ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হতে বলবেন।

- কাজের ফলাফল হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে সব শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ শ্রেণিকক্ষের চারপাশ ভালো করে দেখতে বলবেন।
- প্রত্যেক দলের দলনেতা ব্যবহারিক কাজটি করার অনুভূতি ব্যক্ত করবে।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
    - ○ এখন শ্রেণিকক্ষটি কেমন দেখাচ্ছে? আগের চেয়ে ভালো না খারাপ?
    - ○ কে বা কারা শ্রেণিকক্ষটিকে এরকম সুন্দর করল?
    - ○ এটি কি শুধু স্কুলের পরিচ্ছন্নতা কর্মীর কাজ?
    - ○ তোমরা কি নিজেদের বাড়িতেও এরকম করতে পার?
    - ○ এটি কি শুধু একদিনের কাজ?
- প্রশ্নোত্তরের আলোকে শিক্ষার্থীদের বলবেন যে, শ্রেণিকক্ষের ন্যায় নিজ বাড়িতেও শিক্ষার্থীরা এরকম ভূমিকা পালন করলে নিজ পরিবেশ এরকম সুন্দর থাকবে। পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় নিজের সক্রিয় ভূমিকা এবং ইতিবাচক মনোভাব খুব প্রয়োজন। তবে অতি উৎসাহী হয়ে সব ধরনের কাজ শিক্ষার্থীর বয়স বিবেচনায় করা যাবে না। পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় অন্যকে সাহায্য করাও গুরুত্বপূর্ণ। পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত কাজে নিরাপত্তা রক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা প্রয়োজন।
- শিক্ষার্থীদের যে দলের নাম সপ্তাহের যে দিনের সঙ্গে মিলে, সে দলকে সেদিন শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রদান করবেন। প্রতি দলের নাম লেখা পোস্টার পেপার শ্রেণিকক্ষের সুবিধাজনক দৃশ্যমান স্থানে টাঙাবেন।

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।
পাঠসমাপ্তি : পরবর্তী পাঠের ইঙ্গিত দিয়ে এবং শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৫.৩ বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সচেতন হয়ে নিজ ভূমিকা পালন করতে পারা।	06.02.(5.3).01 (PI-10)	স্বতস্ফূর্তভাবে বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে পেরেছে।	বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতারধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতায় করণীয়প্রকাশ করতে পেরেছে।	পরিচ্ছন্নতা কাজে অংশগ্রহণ করে বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্ন রাখতে পেরেছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

নিরাপদে সড়কে চলাচল

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৫.৪ সড়কে চলাচলের নিয়মকানুন জেনে নিরাপদে সড়কে চলাচল করা।

পাঠ বিভাজন : ৩

পাঠ-১

সড়কে হাঁটার নিয়ম

শিখনফল

৫.৪.১ নিরাপদে সড়কে চলাচলের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ (ছবি/ভিডিও)

১. ফুটপাথের বাম পাশ দিয়ে মা অথবা বাবার হাত ধরে হেঁটে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থী

বিষয়বস্তু

শিক্ষার্থীসহ প্রায় সব মানুষকেই দৈনন্দিন প্রয়োজনে বাড়ি থেকে নানান জায়গায় যেতে হয়। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া-আসার জন্য আমরা সবাই সড়ক ব্যবহার করি। সড়কে মানুষ এবং নানান ধরনের ও গতির যানবাহনের ভিড় থাকে। তাই সড়কে হাঁটা ও পারাপারের সময় দূর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় আহত হওয়া এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। সুশৃঙ্খলভাবে সড়কে চলাচলের কিছু সাধারণ নিয়মকানুন রয়েছে। এসব নিয়মকানুন মেনে চললে সড়কে নিরাপদভাবে চলাচল করা যায়।

সড়কে ছোটো শিশুর একা চলাচল করা বিপজ্জনক। তাই অভিভাবকের চলাচল করা উচিত। অধিকাংশ সড়কের পাশে নিরাপদে চলাচলের জন্য ফুটপাত রয়েছে। নিরাপত্তার জন্য হাঁটার সময় ফুটপাথ ব্যবহার করতে হবে। হাঁটার সময় ডানে-বামে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। যেখানে ফুটপাথ নেই, সেখানে সড়কের পাশ দিয়ে সাবধানে হাঁটতে হবে। এরকম ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে পেছন দিকেও খেয়াল করা প্রয়োজন, যাতে পেছন থেকে আসা কোনো যানবাহনের সঙ্গে দুর্ঘটনা না ঘটে। কোনোদিকে না তাকিয়ে হুট করে সড়ক পার হওয়া যাবে না। সড়ক পারাপারের জন্য রাস্তার পাশে থামতে হবে। প্রথমে বামে তারপর ডানে দেখে সাবধানে রাস্তা পার হতে হবে। জেব্রা ক্রসিং, আন্ডারপাস, ফুট ওভার ব্রিজ থাকলে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে। সড়কে ট্রাফিক বাতি থাকলে সিগনাল মেনে সড়ক পার হতে হবে। রেল লাইন পার হওয়ার জন্য নিয়ম মেনে রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং ব্যবহার করতে হবে। সড়কে নিজেদের নিরাপদে চলাচলের জন্যই নিয়মগুলো মানা প্রয়োজন।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- আজকের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করবেন :
    - তোমাদেরকে কি কখনো রাস্তায় হাঁটতে হয়?

  - ○ রাস্তা কি একেবারে ফাঁকা থাকে?
  - ○ রাস্তায় কী কী চলে?
  - ○ কেউ রাস্তায় এলোমেলোভাবে হাঁটলে কী হতে পারে?
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষার্থীদের জানাবেন যে, আজকের পাঠে সড়কে নিরাপদে চলাচলের কিছু নিয়ম এবং পরবর্তী পাঠে আরও কিছু নিয়ম আলোচনা করা হবে।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- উপকরণটি প্রদর্শনপূর্বক নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন :
  - ○ শিশুটি রাস্তার যেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তার নাম কী?
  - ○ ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার সুবিধা কী?
  - ○ শিশুটি অভিভাবকের সঙ্গে হাঁটছে কেন?
  - ○ শিশুটি অভিভাবকের হাত ধরে আছে কেন?
- প্রশ্নোত্তরের আলোকে **'ফুটপাথ'**-এর ধারণা, ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার সুবিধা, ফুটপাথ থাকলেও ফুটপাথ ব্যবহার না করার অসুবিধা এবং অভিভাবকের সঙ্গে হাঁটার সুবিধা ব্যাখ্যা করবেন। একইসঙ্গে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার সময় ডানে-বামে লক্ষ **করার** প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে ভাগ করবেন এবং প্রত্যেক দলের একজন দলনেতা নির্বাচন করবেন।
- দলগুলো নিজেরাই দলের একটি করে নাম স্থির করবে।
- দলগত কাজটি ব্যাখ্যা করবেন। কাজটি হলো, দলে আলোচনা করে যেখানে রাস্তায় ফুটপাথ নেই, সেখানে নিরাপদে হাঁটার নিয়ম নির্ধারণ করা। শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে নিয়ম নির্ধারণ করবে। দলের একেকজন শিক্ষার্থী একেকটি নিয়ম মনে রাখবে এবং পরে দলীয় উপস্থাপনার সময় বলবে। সব দল একই কাজ করবে।
- দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- দলগত কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে একটি দলকে দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে আহ্বান জানাবেন।
- উপস্থাপনা শেষে বাকি শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় পর্যবেক্ষণ বা সংযোজন-বিয়োজনের প্রস্তাব থাকলে তা করবে।
- এভাবে প্রাপ্ত নিয়মগুলো বোর্ডে তালিকা আকারে লিখবেন।
- পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় সব দল উপস্থাপন করবে।
- সব দলের উপস্থাপনা হতে প্রাপ্ত নতুন নিয়ম বোর্ডে পূর্বের তালিকায় যোগ করবেন।
- ফলাবর্তন করবেন। কোনো দলের উপস্থাপনায় না আসলে ফলাবর্তনে নিম্নোক্ত নিয়মগুলো উল্লেখ করবেন ও বোর্ডের তালিকায় যোগ করবেন :
  - ○ ফুটপাথ না থাকলে রাস্তার একপাশ দিয়ে হাঁটতে হবে
  - ○ সম্ভব হলে হাঁটার সময় একা না হেঁটে মা, বাবা অথবা অন্য অভিভাবকের সঙ্গে থাকবে
  - ○ হাঁটার সময় মা, বাবা অথবা অন্য অভিভাবক সঙ্গে থাকলে সম্ভব হলে তাঁর হাত ধরে হাঁটবে
  - ○ হাঁটার সময় ডান-বামের পাশাপাশি পেছনেও লক্ষ রাখতে হবে, যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তালিকাটি পড়ে শোনাতে বলবেন।

ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

উপকরণ-১

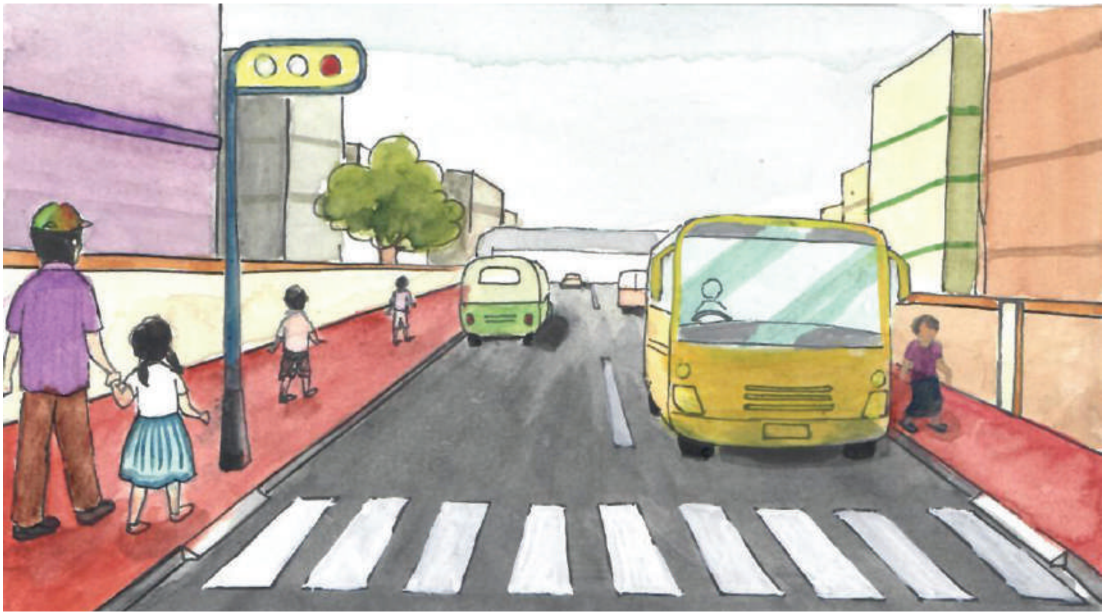

পাঠ-২

রাস্তা পারাপারের নিয়ম

শিখনফল

১.১.১ নিরাপদে সড়কে চলাচলের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ (ছবি)

১. রাস্তায় দুর্ঘটনা : বাসের ধাক্কায় পড়ে আছে এক শিক্ষার্থী

২. জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে শিক্ষার্থী

৩. ফুট ওভার ব্রিজ ব্যবহার করে রাস্তা পারাপার

বিষয়বস্তু

পাঠ-১-এর বিষয়বস্তু

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২. আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

- তোমাদের কি কখনো রাস্তার একপাশ থেকে অন্যপাশে যেতে হয়েছে?
- রাস্তায় কি যানবাহন থাকে?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'নিরাপদে রাস্তা পার হওয়ার নিয়ম কী?' ব্যাখ্যা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- উপকরণ-১-এর ছবি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - এখানে কী হয়েছে?
  - কেন এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয়?
- একই প্রশ্ন ২/৩ জনকে করবেন।
- প্রশ্নোত্তর ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে সড়ক পারাপারে ঝুঁকি ও সাবধানতা অবলম্বনের গুরুত্ব আলোচনা করবেন।
- উপকরণ-২-এর ছবি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - কোনো পশুর সারা গায়ে রাস্তার সাদা-কালো ডোরাকাটা দাগের মতো দেখেছ?
  - ওই পশুর নাম কী?
  - রাস্তার এ অংশকে কী বলে?
  - রাস্তায় এরকম জেব্রা ক্রসিং কেন দেওয়া হয়?
- প্রশ্নোত্তর ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে জেব্রা ক্রসিংয়ের ধারণা দেবেন এবং জেব্রা ক্রসিং ব্যবহারের উপায় ও গুরুত্ব আলোচনা করবেন।
- অনুরূপভাবে উপকরণ-৩ প্রদর্শন করে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তর ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে ফুট ওভার ব্রিজের ধারণা দেবেন এবং ফুট ওভার ব্রিজ ব্যবহারের উপায় ও গুরুত্ব আলোচনা করবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে ভাগ করবেন এবং প্রত্যেক দলের একজন দলনেতা নির্বাচন করবেন।
- দলগুলো নিজেরাই দলের একটি করে নাম স্থির করবে।
- দলগত কাজটি ব্যাখ্যা করবেন। কাজটি হলো, দলে আলোচনা করে যেখানে রাস্তায় জেব্রা ক্রসিং বা ফুট ওভার ব্রিজ নেই, সেখানে নিরাপদে রাস্তা পারাপারের নিয়ম নির্ধারণ করা। শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে নিয়ম নির্ধারণ করবে। দলের একেকজন শিক্ষার্থী একেকটি নিয়ম মনে রাখবে এবং পরে দলীয় উপস্থাপনার সময় বলবে। সব দল একই কাজ করবে।
- দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিবেন।
- দলগত কাজের সময় ঘুরে ঘুরে সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

- নির্দিষ্ট সময় শেষে একটি দলকে দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে আহ্বান জানাবেন।
- উপস্থাপনা শেষে বাকি শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় পর্যবেক্ষণ বা সংযোজন-বিয়োজনের প্রস্তাব থাকলে তা করবে।
- এভাবে প্রাপ্ত নিয়মগুলো বোর্ডে তালিকা আকারে লিখবেন।
- ফলাবর্তন করবেন। কোনো দলের উপস্থাপনায় না আসলে ফলাবর্তনে নিম্নোক্ত নিয়মগুলো উল্লেখ করবেন ও বোর্ডের তালিকায় যোগ করবেন :
  - ব্যস্ত রাস্তায় একা পারাপার করা যাবে না; মা, বাবা অথবা অন্য অভিভাবকের সঙ্গে রাস্তা পার হতে হবে।
  - রাস্তার উভয় পাশ ভালো করে দেখতে হবে; যানবাহন বেশ দূরে থাকলে তখন পার হওয়া যাবে
  - যানবাহনের গতি লক্ষ করতে হবে, দ্রুতগতির যানবাহন দূরে থাকলেও অল্প সময়ে কাছাকাছি চলে আসে।
  - সাবধানে রাস্তা পার হতে হবে; এ সময় হুড়োহুড়ি করা যাবে না বা হঠাৎ দৌড়ানো যাবে না।
- চূড়ান্ত তালিকাটি ব্যাখ্যা করবেন।

৩. দলগত কাজ

- পূর্বের দলগুলোকেই একটি করে কর্মপত্র সরবরাহ করবেন।
- দলগত কাজটি বুঝিয়ে বলবেন। কর্মপত্রে সঠিক নিয়মে এবং ভুলভাবে সড়কে চলাচলের কয়েকটি ছবি দেওয়া আছে। দলগত কাজটি হলো, শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে কর্মপত্রে সঠিক নিয়মে সড়কে চলাচলের ছবির পাশে টিক চিহ্ন (√) এবং ভুলভাবে চলাচলের ছবির পাশে ক্রস চিহ্ন (X) বসাবে।
- দলগত কাজ শেষে একটি দলকে সামনে এসে কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনা শেষে বাকি শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে তা বলবে।
- ফলাবর্তন করবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৪. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী পাঠের ইঙ্গিত দিয়ে পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

১নং উপকরণ

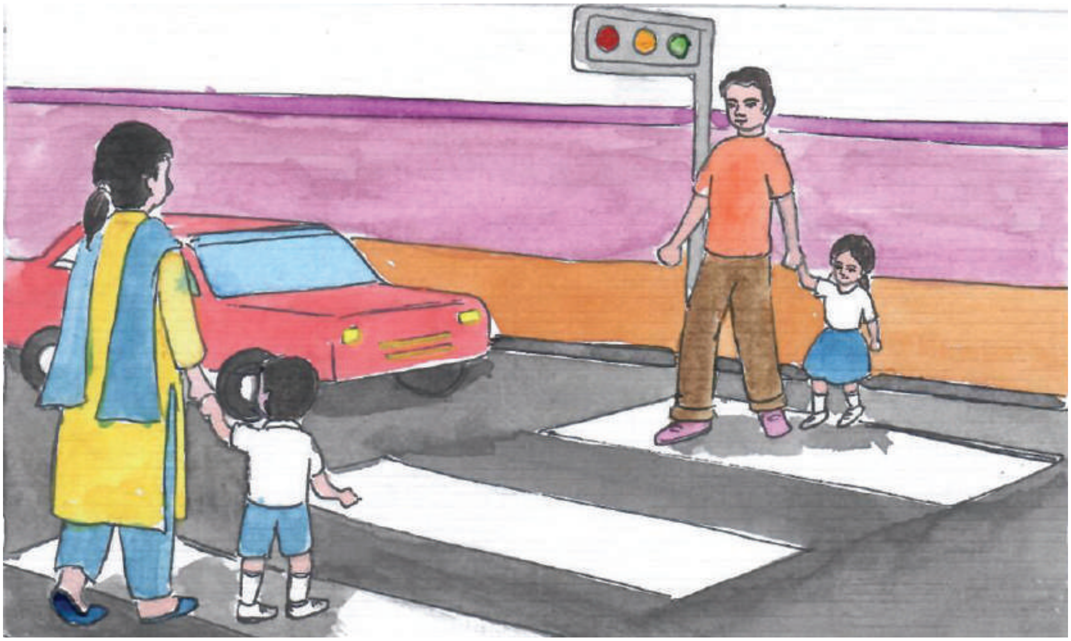

২নং উপকরণ

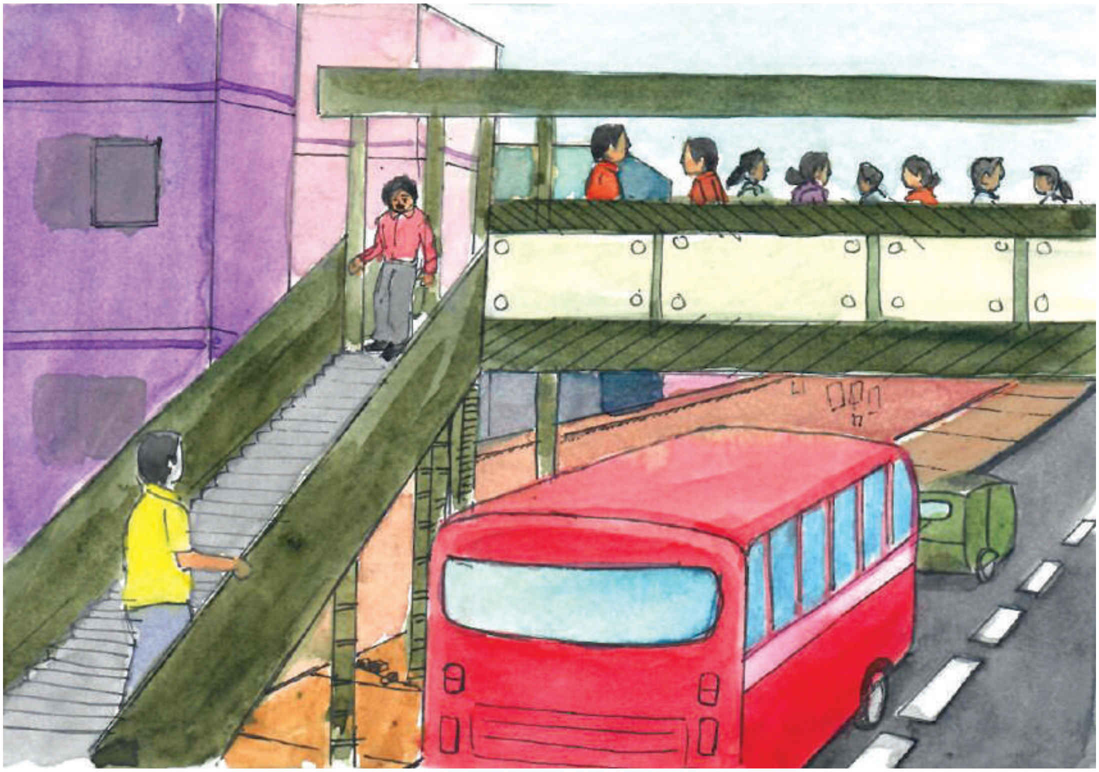

৩নং উপকরণ

পাঠ-৩

নিয়ম জেনে সড়কে চলাচল

শিখনফল

৬.১.১ নিরাপদে সড়কে চলাচলের নিয়ম জেনে নিরাপদে সড়কে চলাচল করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

উপকণের প্রয়োজন নেই।

বিষয়বস্তু

পাঠ-১-এর বিষয়বস্তু দ্রষ্টব্য

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের পূর্বপাঠ হতে অর্জিত জ্ঞান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

- ○ রাস্তায় ফুটপাথ থাকলে কোথা দিয়ে হাঁটতে হয়?
- ○ জেব্রা ক্রসিং কী কাজে লাগে?

৩. উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।
৪. শিক্ষার্থীদের জানাবেন যে, গত দুটি পাঠে সড়কে চলাচলের নিয়ম আলোচনা করা হয়েছে। আজ সে নিয়মগুলো মেনে কীভাবে নিরাপদে সড়কে চলাচল করা যায়, তা ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে করে দেখানো হবে।
৫. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য 'নিরাপদে সড়কে চলাচল অনুশীলন' ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শ্রেণিকক্ষে ভূমিকাভিনয়ের জন্য পর্যাপ্ত স্থান ফাঁকা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় চক/মার্কার পেন ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে ফুটপাথ ও জেব্রা ক্রসিংসংবলিত একটি রাস্তা আঁকবেন। শ্রেণিকক্ষের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সম্মতিতে প্রতিষ্ঠানের মাঠ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা বা অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানও ব্যবহার করা যাবে।
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক (ন্যূনতম নয়জন) শিক্ষার্থী নিয়ে একটি দল গঠন করবেন। প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা ভূমিকাভিনয় করেছে বিধায় এটি ওদের পরিচিত কাজ। শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয়ের নির্দেশনাগুলো এবং উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। দলগত পরিকল্পনা এবং ভূমিকাভিনয়ের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- নির্বাচিত দলকে ভূমিকাভিনয়ের খসড়া স্ক্রিপ্ট বুঝিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দলের প্রত্যেকের ভূমিকা নির্ধারণ করবে।
- ভূমিকাভিনয়ের জন্য নিম্নের স্ক্রিপ্টটি সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে :

একজন পথচারী (শিক্ষার্থী নং-১) ফুটপাথ দিয়ে হাঁটবে; অন্য একজন পথচারী (শিক্ষার্থী নং-২) ফুটপাথের পরিবর্তে রাস্তা দিয়ে হাঁটবে। একজন পথচারী (শিক্ষার্থী নং-৩) কোনোদিকে না তাকিয়ে জেব্রা ক্রসিংয়ের পরিবর্তে অন্য জায়গা দিয়ে রাস্তা পার হতে চেষ্টা করবে। কিছুদূরে এক শিশু তার বাবা/মা'র হাত ধরে (শিক্ষার্থী নং-৪ ও ৫) বামে-ডানে দেখে জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হতে চেষ্টা করবে। চারজন শিক্ষার্থী (শিক্ষার্থী নং-৬, ৭, ৮ ও ৯) চারটি চলন্ত গাড়ির ভূমিকায় অভিনয় করবে। একটি চলন্ত গাড়ি (শিক্ষার্থী নং-৬) ফুটপাথের পরিবর্তে রাস্তা দিয়ে হাঁটা পথচারীকে (শিক্ষার্থী নং-২) ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। শিক্ষার্থী নং-২ গুরুতর আহত হওয়ার অভিনয় করবে। আরেকটি চলন্ত গাড়ি (শিক্ষার্থী নং-৭) ফুটপাথ দিয়ে হাঁটা পথচারীর (শিক্ষার্থী নং-১) পাশ দিয়ে চলে যাবে। ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া পথচারী নিরাপদ থাকবে। একটি চলন্ত গাড়ি (শিক্ষার্থী নং-৮) জেব্রা ক্রসিংয়ের পরিবর্তে অন্য জায়গা দিয়ে রাস্তা পার হতে যাওয়া পথচারীকে (শিক্ষার্থী নং-৩) ধাক্কা দেবে। শিক্ষার্থী নং-৩ গুরুতর আহত হওয়ার অভিনয় করবে। একটি চলন্ত গাড়ি (শিক্ষার্থী নং-৯) জেব্রা ক্রসিংয়ের সামনে এসে সেখান দিয়ে রাস্তা পার হতে যাওয়া পথচারীদের (শিক্ষার্থী নং-৪ ও ৫) থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে যাবে। পথচারীরা নিরাপদে রাস্তা পার হবে। তারপর গাড়ি সে জায়গা অতিক্রম করবে।

- নির্ধারিত সময়ে দলটি ভূমিকাভিনয় করবে এবং বাকি শিক্ষার্থীরা তা পর্যবেক্ষণ করবে।
- ভূমিকাভিনয়ের পরে শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে ভূমিকাভিনয়ের একেকজনের অভিনীত ভূমিকা সম্পর্কে এবং এ থেকে কী শিখেছে তা জিজ্ঞাসা করবেন।
- ফলাবর্তন করবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৫.৪ সড়ক চলাচলের নিয়মকানুন জেনে নিরাপদে সড়ক চলাচল করা।	06.02.(5.4).01 (PI-11)	সড়ক চলাচলের নিয়মকানুন জেনে নিরাপদে সড়ক চলাচল করতে পেরেছে।	নিরাপদ সড়ক চলাচলের নিয়মকানুন প্রকাশ করতে পেরেছে।	নিয়ম মেনে সড়কে নিরাপদে হাঁটতে পেরেছে।	নিয়ম মেনে সড়কে নিরাপদে হাঁটতে ও রাস্তা পার হতে পেরেছে।

ষোড়শ অধ্যায়

সদাচার

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৬.১ ব্যক্তিগত জীবনে সকলের সঙ্গে সদাচার প্রদর্শন করা।

পাঠ বিভাজন : ৩

পাঠ-১

সদাচারের উপায়

শিখনফল

৬.১.১ পারিপার্শ্বিক সকলের সঙ্গে সদাচার প্রদর্শনের উপায়গুলো বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১ দুজন শিক্ষার্থী বল নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে; একই শিক্ষার্থীরা বন্ধুর মতো একসঙ্গে বল খেলতে যাচ্ছে (ছবি/ভিডিও)।
২. কর্মপত্র।
৩. কর্মপত্রের তালিকাটি লেখা পোস্টার পেপার।

বিষয়বস্তু

মানুষের সঙ্গে ভালো আচরণ করা ও শিষ্টাচার প্রদর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম। চরিত্রের নম্রতা, ভদ্রতা, বিনয়, দয়া, সততা, ব্যবহারের মাধুর্য, ইত্যাদি মানুষকে সভ্য করে তোলে এবং সভ্য মানুষই সভ্য সমাজ গঠন করতে পারে। পৃথিবীর সভ্য দেশগুলোর দিকে তাকালে এটি স্পষ্ট হয়। শৈশব থেকেই এসব গুণাবলি আত্মস্থ করা জরুরি, যাতে ধীরে ধীরে তা মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়। সাধারণত পরিবার, বিদ্যালয় এবং পারিপার্শ্বিক সবাইকে নিয়ে গঠিত হয় শিশুর জগৎ। এসব ক্ষেত্রে ভালো আচরণ এবং শিষ্টাচার দিয়ে শিশুর এ বিষয়ে শিখন শুরু করা উত্তম।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. আজকের পাঠের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

- তোমরা কেমন বন্ধু চাও?
- তুমি যদি অন্যের সঙ্গে ভালো আচরণ কর, তাহলে মানুষ তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে?
- তুমি যদি অন্যের সঙ্গে খারাপ আচরণ কর, তাহলে মানুষ তোমাকে পছন্দ করবে কি?
- তাহলে অন্যের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত?

৩. আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'সদাচার প্রদর্শনের উপায়গুলো কী কী?' ব্যাখ্যা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূল পাঠ

১. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- ১নং উপকরণ প্রদর্শনপূর্বক শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - বাম পাশের ছবিতে ছেলেদুটি কী করছে?
  - ডান পাশের ছবিতে ছেলেদুটি কী করছে?
  - কোন ছবিতে ছেলেদুটি ভালো ব্যবহার করছে?
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে একই প্রশ্ন করবেন।
- প্রশ্নোত্তরের আলোকে সদাচার বলতে কী বোঝায় তা, সাধারণভাবে মানুষের জীবনে এবং বিশেষভাবে শিশুর জীবনে সদাচারের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলবেন।

২. জোড়ায় কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় ভাগ করবেন এবং প্রতি জোড়াকে একটি করে কর্মপত্র ২নং উপকরণ সরবরাহ করবেন।
- কাজটি বুঝিয়ে বলবেন। সব জোড়া আলাদাভাবে একই কাজ করবে। কর্মপত্রে কয়েকটি আচরণের একটি তালিকা দেওয়া আছে, যার মধ্যে সদাচার এবং অসদাচার মেশানো আছে। কাজটি হলো, প্রত্যেক জোড়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তালিকায় সদাচারগুলোর পাশে টিক (√) চিহ্ন বসাবে।
- শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে কাজ শুরুর পূর্বে পুরো তালিকা ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী পড়ে ব্যাখ্যা করবেন। শিক্ষার্থীদের বলবেন, তালিকায় শিষ্টাচারবাচক কিছু বাংলা শব্দ আছে যেমন– 'ধন্যবাদ', 'দুঃখিত' ইত্যাদি; এগুলো ইচ্ছে করলে ইংরেজিতে 'Thank you', 'sorry' ইত্যাদি বলা যাবে। কাজটি করবার জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- জোড়ায় কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন, উৎসাহ দেবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- কাজ চলাকালে বোর্ডে অথবা সুবিধাজনক স্থানে কর্মপত্রের তালিকা লেখা পোস্টার পেপারটি ৩নং উপকরণ টাঙাবেন।
- নির্ধারিত সময় শেষে একটি জোড়াকে সামনে এসে কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনা শেষে শ্রেণির বাকি শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে তা বলবে।
- ফলাবর্তন করবেন।
- এভাবে পরপর তিনটি (সময়ের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে তিনের অধিক) জোড়াকে কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- পুরো শ্রেণির অংশগ্রহণে ৩নং উপকরণ এ সঠিক স্থানে টিক (√) চিহ্ন বসাবেন।
- পরপর তিনজন শিক্ষার্থীকে ৩নং উপকরণ হতে শুধু সদাচারগুলো জোরে পড়তে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের বলবেন, কর্মপত্রে মানুষের জীবনের সব সদাচার উল্লেখ করা হয়নি; এর বাইরে আরও অনেক সদাচার রয়েছে। বস্তুত পক্ষে চরিত্রের মাধুর্য, বিনয় এবং অন্যের প্রতি সম্মানবোধের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সব আচরণই সদাচার হয়ে উঠতে পারে।

পোস্টার পেপারটি শ্রেণিকক্ষের দৃশ্যমান স্থানে এক মাস ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : পরবর্তী পাঠের ইঙ্গিত দিয়ে এবং শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

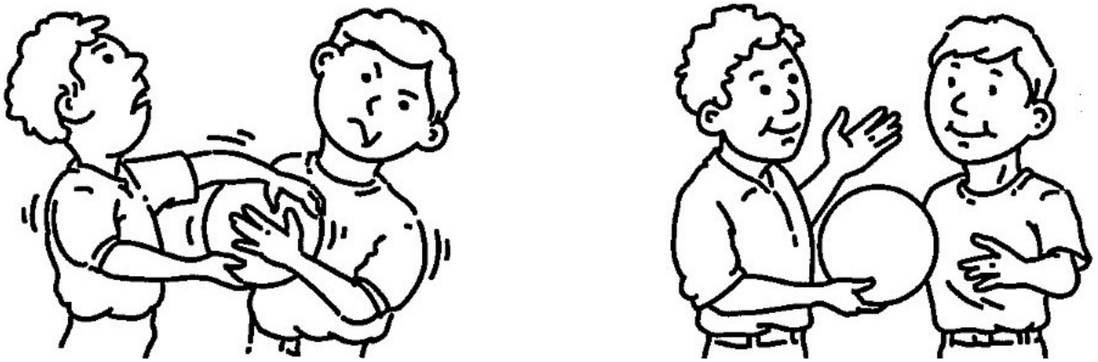

উপকরণ-১

কর্মপত্র

সদাচার বুঝায় এমন বাক্যের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও

	গুরুজনের সঙ্গে দেখা হলে সালাম দেওয়া (নিজস্ব ধর্মরীতি অনুযায়ী)
	হাসিমুখে কথা বলা
	উচ্চস্বরে কথা বলা
	কারো সঙ্গে ধাক্কা লাগলে 'দুঃখিত' বলা
	খাবার টেবিলে জোরে শব্দ করে খাওয়া
	বিদায় নেয়ার সময়ে 'খোদা হাফেজ' বা এ জাতীয় কিছু বলা
	কেউ পড়ে গেলে সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়া
	হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় হাত বা রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকা
	যেখানে-সেখানে থুথু ফেলা
	বাড়িতে অতিথি এলে মোবাইল ফোন, ট্যাব, টেলিভিশন ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকা
	শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক প্রবেশ করলে দাঁড়িয়ে সম্মান জানানো
	অন্যকে কোনো অনুরোধ করলে আগে 'অনুগ্রহপূর্বক'/'দয়া করে'/'প্লিজ' বলা
	অন্যকে মন্দ কথা বলা
	কেউ কোনো উপকার করলে 'ধন্যবাদ' বলা
	কোথাও প্রবেশ বা বের হওয়ার সময় অন্যের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করা

পাঠ-২ ও ৩
সদাচার প্রদর্শন

শিখনফল

৬.১.২ পারিপার্শ্বিক সকলের সঙ্গে সদাচার প্রদর্শন করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. পাঠ-১ এর পোস্টার পেপার

বিষয়বস্তু

পাঠ-১-এর বিষয়বস্তু দ্রষ্টব্য।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং আজকের পাঠের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টির জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

- যে কোনো দুটি সদাচার বলো।
- গতপাঠের বাইরে আর যে কোনো একটি সদাচার বলো।
- সদাচার কি শুধু মুখস্থ করার বিষয়, নাকি বাস্তবে অনুশীলন করার বিষয়?

৩. আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।
৪. আজকের পাঠের মূল উদ্দেশ্য “সদাচার অনুশীলন” ব্যাখ্যা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত স্থান ফাঁকা করবেন।
- পাঠ-১-এর পোস্টার পেপারটি প্রদর্শন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ছোটো ছোটো নয়টি দলে ভাগ করবেন। ভূমিকাভিনয়ের জন্য প্রতি দলকে পোস্টার পেপার হতে একটি করে সদাচার বরাদ্দ করবেন। বর্তমান পাঠে চারটি এবং পরবর্তী পাঠে পাঁচটি সদাচারের ভূমিকাভিনয় হবে। এ কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সূক্ষ্ম চিন্তন ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা, শিক্ষকের ফলাবর্তন এবং শিক্ষার্থীদের প্রতিফলনের অবকাশ থাকা প্রয়োজন, যা পর্যাপ্ত সময় দাবি করে। তাই তাড়াহুড়ো করে এক পাঠে না করে দুটি পাঠে এটি সম্পন্ন করতে হবে। সময়ের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে পরবর্তী পাঠে প্রথম পাঠ বহির্ভুত এক বা একাধিক সদাচারের ভূমিকাভিনয় করা হবে।
- শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয়ের ধাপগুলো বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ইতঃপূর্বে ভূমিকাভিনয় করেছে বিধায় এটি ওদের পরিচিত কাজ। শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয়ের নির্দেশনাগুলো এবং উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। সব দলের পরিকল্পনা এবং প্রতি দলের ভূমিকাভিনয়ের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- প্রতি দলের শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ভূমিকাভিনয়ের একটি স্ক্রিপ্টের পরিকল্পনা করবে; দলের প্রত্যেকের ভূমিকা নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

- নির্ধারিত সময়ে একটি দল ভূমিকাভিনয় করবে। এ সময়ে বাকি শিক্ষার্থীরা তা পর্যবেক্ষণ করবে।
- ভূমিকাভিনয়ের পরে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন, তারা এ ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে কী শিখেছে।
- ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- একই প্রক্রিয়ায় পরবর্তী দলগুলোর ভূমিকাভিনয়, শিক্ষার্থীদের মতামত এবং শিক্ষকের ফলাবর্তন হবে।

শিক্ষার্থীদের বলবেন, ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে সদাচার প্রদর্শনের উপায় দেখানো হলো। প্রদর্শন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, তবে সদাচারের মূলে রয়েছে যে বিনয়, ভদ্রতা, অপরের প্রতি সম্মানবোধ সেগুলো প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ে ধারণ ও লালন করার বিষয়। তাই সর্বাগ্রে বিনয়ী হতে হবে, ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে এবং অপরকে সম্মান করতে হবে। সবাই সদাচারী হলে সমাজ এবং পৃথিবী অনেক সুন্দর হবে।

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : পরবর্তী পাঠের ইঙ্গিত দিয়ে এবং শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৬.১ ব্যক্তিগত জীবনে সকলের সাথে সদাচার প্রদর্শন করা।	06.02.(6.1).01 (PI-12)	ব্যক্তিগত জীবনে সকলের সাথে সদাচার প্রদর্শন করতে পেরেছে।	সদাচারেরধারণা প্রকাশ করতেপেরেছে।	পারিপার্শ্বিক সকলের সাথে সদাচার প্রদর্শনের উপায় প্রকাশ করতে পেরেছে।	শ্রেণি কার্যক্রমে পারিপার্শ্বিক সকলের সাথে সদাচার প্রদর্শন করতে পেরেছে।

সপ্তদশ অধ্যায়
বাংলাদেশের মানচিত্র

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৭.১ কৌতূহলী হয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র পাঠ করা।

পাঠ বিভাজন : ৩

পাঠ-১
বাংলাদেশের রাজধানী ও বিভাগ

শিখনফল

৭.১.১ বাংলাদেশের রাজধানী ও বিভাগগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্র।
২. কর্মপত্র।

বিষয়বস্তু

বাংলাদেশকে আটটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিভাগগুলো হলো– ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর এবং ময়মনসিংহ। বিভাগগুলো বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক একক। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। রাজধানী হওয়ার কারণে ঢাকার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। নিজ দেশকে জানার স্বার্থে শিক্ষার্থীদের রাজধানী ও বিভাগগুলোর নাম এবং মানচিত্রে তাদের অবস্থান জানা প্রয়োজন।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্র প্রদর্শনপূর্বক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাতে বাংলাদেশকে শনাক্ত করতে বলবেন। প্রয়োজনে সাহায্য করবেন।
৩. বর্তমান পাঠের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং শিক্ষার্থীদেরকে কৌতূহলী করার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
   - ○ বাংলাদেশ কি মানচিত্রে যতটুকু দেখা যায় ততটুকুই, নাকি অনেক বড়ো?
   - ○ আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের ভেতরে কী কী গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে তা কি তোমরা জানতে চাও?
৪. আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।
৫. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন ‘বাংলাদেশের বিভাগগুলো কী কী এবং রাজধানীর নাম কী?’ ব্যাখ্যা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূল পাঠ

১. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
   - ○ স্কুলের সব শ্রেণি এবং সেকশনের ক্লাস কি একসঙ্গে একই কক্ষে হয়, নাকি আলাদা আলাদা কক্ষে হয়?

  - কেন আলাদা আলাদা কক্ষে হয়?
- প্রশ্নোত্তরের আলোকে বলবেন, একটি স্কুলের চেয়ে বাংলাদেশ যেহেতু অনেক বড়ো, তাই বাংলাদেশকেও বড়ো বড়ো কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। এ ভাগগুলোকে বলা হয় 'বিভাগ'। স্কুলের শ্রেণি ও সেকশনের মতো বাংলাদেশের প্রত্যেকটি বিভাগেরও আলাদা আলাদা নাম আছে। বিভাগগুলোর নামগুলো হলো চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ঢাকা, রংপুর এবং ময়মনসিংহ। শিক্ষার্থীদের নিজ বিদ্যালয়টি কোন বিভাগে অবস্থিত তা জানাবেন।

২. জোড়ায় কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জোড়ায় ভাগ করবেন। প্রতি জোড়াকে একটি করে কর্মপত্র সরবরাহ করবেন এবং কাজটি বুঝিয়ে বলবেন। কর্মপত্রে এক কলামে বিভাগগুলোর নাম এবং পাশের কলামে বিভাগগুলোর নামের কিছু বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে। কিন্তু বিভাগ আর বৈশিষ্ট্যগুলো এলোমেলো করে দেওয়া আছে, অর্থাৎ কোনো একটি বিভাগের নামের ঠিক একই লাইনে পাশের কলামে ওই বিভাগের বৈশিষ্ট্যটি নেই, ভিন্ন লাইনে আছে। জোড়ার কাজটি হলো, জোড়ায় আলোচনা করে বিভাগগুলোর সঙ্গে প্রযোজ্য বৈশিষ্ট্যগুলোকে লাইন টেনে যুক্ত করা। কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে সব জোড়ার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন, প্রয়োজনীয় উৎসাহ দেবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- নির্ধারিত সময় শেষে যে কোনো একটি জোড়াকে সামনে এসে কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনা শেষে বাকি শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে তা উত্থাপন করবে।
- ফলাবর্তন করবেন এবং বিদ্যালয়টি কোন বিভাগে অবস্থিত তা বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ এবং ফলাবর্তনের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জোড়াগুলো তাদের কর্মপত্রে পরিমার্জন করবে।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বিভাগগুলোর নাম বলতে বলবেন।

৩. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - এ স্কুল পরিচালনায় প্রধান ব্যক্তি কে?
  - স্কুলের মতো বাংলাদেশের পরিচালনায় কি প্রধান কেউ আছেন?
  - তিনি দেশের কী হন?
  - প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত?
  - যেখানে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর এবং দেশ পরিচালনার অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ অফিসগুলো থাকে, তাকে দেশের কী বলা হয়?
- প্রশ্নোত্তরের আলোকে 'রাজধানী'র ধারণা প্রদান করবেন। বলবেন যে, সব দেশেরই একটি করে রাজধানী থাকে। একটি দেশের সব এলাকাই বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তবে রাজধানী থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয় বলে তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
- শিক্ষার্থীদের পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - বাংলাদেশের বিভাগগুলোর মধ্যে কোনটির নাম সবচেয়ে ছোটো?
  - এ বিভাগটির আর কী বৈশিষ্ট্য আছে?
- প্রশ্নোত্তরের আলোকে শিক্ষার্থীদের জানাবেন যে, ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। তবে বিভাগ অনেক বড়ো, রাজধানী তার তুলনায় অনেক ছোটো হয়। তাই ঢাকা বিভাগের একটি অংশে রাজধানী ঢাকা অবস্থিত, পুরো বিভাগটি রাজধানী নয়।

৪. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : পরবর্তী পাঠের ইঙ্গিত দিয়ে এবং শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

১নং উপকরণ

কর্মপত্র

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	নামের বৈশিষ্ট্য
	রংপুর	সবচেয়ে ছোটো নাম
	চট্টগ্রাম	সবচেয়ে বড়ো নাম
	সিলেট	খুলতে মানা
	ঢাকা	রং আছে পেন্সিল নেই
	বরিশাল	নামের মধ্যে ‘গ্রাম’ আছে
	ময়মনসিংহ	প্রথম আর শেষ অক্ষর মিলে হয় বল
	খুলনা	মাঝখানের বর্ণগুলো বাদ দিলে নাম হয় ‘বল’
	রাজশাহী	‘ি’ দিয়ে শুরু

পাঠ-২ ও ৩

বাংলাদেশের মানচিত্রে রাজধানী ও বিভাগ

শিখনফল

৭.১.২ বাংলাদেশের মানচিত্রে রাজধানী ও বিভাগগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. বাংলাদেশের শুধু বিভাগগুলো (নামছাড়া) নির্দেশিত রাজনৈতিক মানচিত্র।
২. কর্মপত্র (১নং উপকরণের অনুলিপি)।
৩. কর্মপত্রের সূত্র।
৪. পাজল সেট (১নং উপকরণের অনুলিপি হতে বাংলাদেশের সীমারেখা বরাবর কেটে আবার বাংলাদেশের প্রত্যেক বিভাগের সীমারেখা বরাবর কেটে বিভাগগুলো বিচ্ছিন্ন করা; আটটি টুকরো হবে)।
৫. বাংলাদেশের রাজধানী এবং বিভাগীয় শহর নির্দেশিত রাজনৈতিক মানচিত্র।

বিষয়বস্তু

পাঠ-১-এর বিষয়বস্তু দ্রষ্টব্য

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং বর্তমান পাঠের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টির জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

- ○ বাংলাদেশের রাজধানী কোন বিভাগে অবস্থিত?
- ○ বাংলাদেশে কয়টি বিভাগ আছে?
- ○ মানচিত্র কী?
- ○ বাংলাদেশের কি মানচিত্র আছে?

৩. আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন ‘বাংলাদেশের মানচিত্রে রাজধানী ও বিভাগগুলোর অবস্থান কোথায় কোথায়?’ ব্যাখ্যা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূল পাঠ

১. প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- ১নং উপকরণ প্রদর্শন করে বলবেন যে, এখানে বাংলাদেশের শুধু বিভাগগুলোর সীমারেখা দেওয়া আছে, নাম দেওয়া নেই। কিছু সূত্রের সাহায্যে বিভাগগুলোর নাম ও অবস্থান বের করতে হবে। শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ সূত্র প্রদানপূর্বক মানচিত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগটি নির্দেশ করতে বলবেন :
  - ○ সিলেট বিভাগ মানচিত্রে ডানপাশে ওপরে;

- ○ চট্টগ্রাম বিভাগ মানচিত্রে ডানপাশে নিচে;
- ○ রংপুর বিভাগ মানচিত্রে বামপাশে সবচেয়ে ওপরে;
- ○ খুলনা বিভাগ মানচিত্রে বামপাশে সবচেয়ে নিচে;
- ○ রাজশাহী বিভাগ মানচিত্রে বামপাশে মাঝে;
- ○ ময়মনসিংহ বিভাগ মানচিত্রে মাঝখানে সবচেয়ে ওপরে;
- ○ বরিশাল বিভাগ মানচিত্রে মাঝখানে সবচেয়ে নিচে;
- ○ আর একটিমাত্র বিভাগ বাকি আছে।

- একাধিক শিক্ষার্থীকে সূত্র অনুযায়ী বিভাগ নির্দেশ করতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের দলের একটি নাম নির্ধারণ করবে এবং দলনেতা নির্বাচন করবে। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- সব দলকে একটি করে কর্মপত্র ও কর্মপত্রের সূত্র সরবরাহ করবেন। দলগত কাজটি বুঝিয়ে বলবেন। কাজটি হলো– শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে সূত্র অনুযায়ী কর্মপত্রে বিভাগের সীমারেখার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের নাম লিখবে। সব দল একই কাজ করবে। দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- দলগত কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন, উৎসাহ দেবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- নির্ধারিত সময় শেষে যে কোনো একটি দলকে সামনে এসে দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনা শেষে বাকি শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে তা উত্থাপন করবে।
- ফলাবর্তন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ এবং ফলাবর্তনের আলোকে প্রয়োজনে উপস্থাপিত কর্মপত্রে পরিমার্জন আনা হবে।

৩. দলগত কাজ

- পূর্বের প্রত্যেক দলকে একটি করে ৪নং উপকরণ (পাজল সেট) সরবরাহ করবেন। দলগুলোকে বিভাগের টুকরোগুলো পাশাপাশি বসিয়ে সম্পূর্ণ বাংলাদেশ বানাতে বলবেন। এক্ষেত্রে অব্যবহিত পূর্বের দলগত কাজে ব্যবহৃত কর্মপত্রের সূত্র ব্যবহার করা যাবে। সব দল একই কাজ করবে। দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- দলগত কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন, উৎসাহ দেবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- নির্ধারিত সময় শেষে দলগুলোর বেঞ্চে গিয়ে কাজের ফলাফল দেখবেন ও ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৪. প্রদর্শন ও আলোচনা

- ৫নং উপকরণ প্রদর্শন করবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে প্রদর্শিত মানচিত্রে শুধু 'ঢাকা' লেখাটি নির্দেশ করতে বলবেন। সূত্র হিসেবে বলবেন, ঢাকা বিভাগের মধ্যে 'ঢাকা' তুলনামূলকভাবে ছোটো একটি জায়গা। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ঢাকা বিভাগের মধ্যে আবার নির্দিষ্ট একটি স্থানকে 'ঢাকা' নামে চিহ্নিত করার কারণ জিজ্ঞাসা করবেন।

- শিক্ষার্থীদের বলবেন, যেকোনো বিভাগ একটি বড়ো জায়গা। দেশের রাজধানী নির্দিষ্ট একটি বিভাগের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি স্থানে অবস্থিত এবং সে বিভাগের তুলনায় ছোটো একটি জায়গা। তাই ঢাকা বিভাগের নির্দিষ্ট যে স্থানটিতে রাজধানী ঢাকা অবস্থিত, মানচিত্রে ঢাকা বিভাগের সে স্থানে আলাদাভাবে রাজধানী ঢাকাকে দেখানো হয়েছে। মানচিত্রে এমনিভাবে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আরও অনেক জায়গা দেখানো হয়, যেগুলো রাজধানী নয়।

৫. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : পরবর্তী পাঠের ইঙ্গিত দিয়ে এবং শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

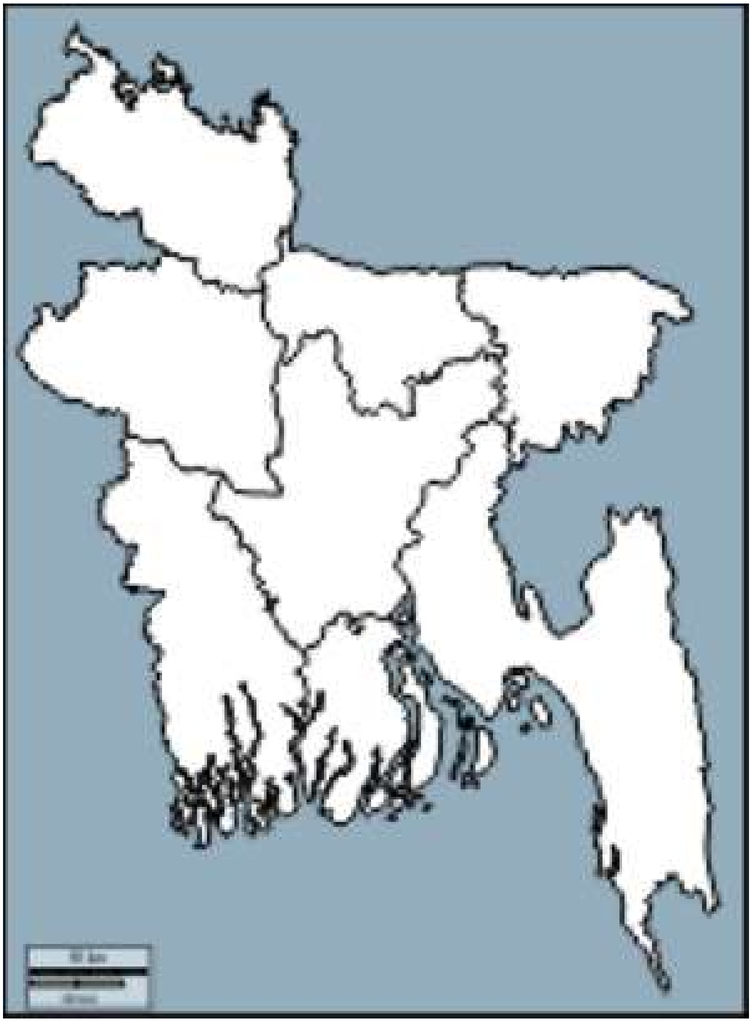

১নং উপকরণ

বাংলাদেশ
রংপুর বিভাগ
রংপুর
মেঘালয় (ভারত)
উ
রাজশাহী বিভাগ
রাজশাহী
ময়মনসিংহ
সিলেট
সিলেট বিভাগ
ঢাকা বিভাগ
ঢাকা
ত্রিপুরা (ভারত)
খুলনা বিভাগ
বরিশাল
চট্টগ্রাম বিভাগ
বরিশাল বিভাগ
খুলনা
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
চট্টগ্রাম
বঙ্গোপসাগর
মায়ানমার
সেন্ট মার্টিন্ স দ্বীপ

২নং উপকরণ

কর্মপত্রের সূত্র		
ক্রমিক নং	সূত্র	বিভাগ
	মানচিত্রে ডানপাশে ওপরে	সিলেট
	মানচিত্রে ডানপাশে নিচে	চট্টগ্রাম
	মানচিত্রে বামপাশে ওপরে	রংপুর
	মানচিত্রে বামপাশে নিচে	খুলনা
	মানচিত্রে বামপাশে মাঝে	রাজশাহী
	মানচিত্রে মাঝখানে ওপরে	ময়মনসিংহ
	মানচিত্রে মাঝখানে নিচে	বরিশাল
	মানচিত্রে মাঝখানে মাঝে	ঢাকা

৩নং উপকরণ

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৭.১কৌতূহলী হয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র পাঠ করা।	06.02.(7.1).01 (PI-13)	বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র পাঠ করতে পেরেছে।	বাংলাদেশের রাজধানী ও বিভাগগুলোর নামপ্রকাশ করতে পেরেছে।	বাংলাদেশের মানচিত্রে রাজধানী ও বিভাগগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করতে পেরেছে।	কৌতূহলী হয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র পাঠ করতে পেরেছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পরিবেশের উপাদান

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা শনাক্ত করতে কৌতূহলী হওয়া।

শিখনফল

৫.১.১ পরিবেশের মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক উপাদানের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারবে।

৫.১.২ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পরিবেশের উপাদানগুলোকে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানে শ্রেণিকরণ করতে পারবে।

৫.১.৩ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানের ভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৩

পাঠ- ১

পরিবেশের উপাদান

শিখনফল

৫.১.১ পরিবেশের মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক উপাদানের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. কিছু প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানের ছবি/চিত্র/ফ্ল্যাশকার্ড। (মাটি, পানি, গাছপালা, পশুপাখি, বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, চেয়ার, টেবিল, পুকুর, নদ-নদী, ছাতা, পাথর, বিড়াল, আম, ঘড়ি, মোটরগাড়ি, জুতা ইত্যাদি।)

প্রাকৃতিক উপাদানের ছবি

		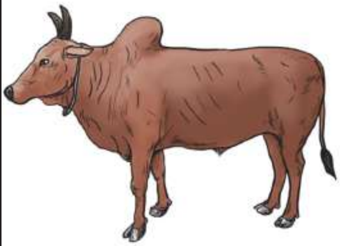
মাটি	পানি	গরু
	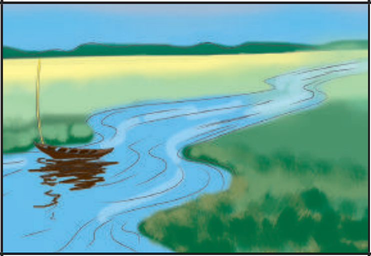	
গাছপালা	নদ-নদী	পাখি

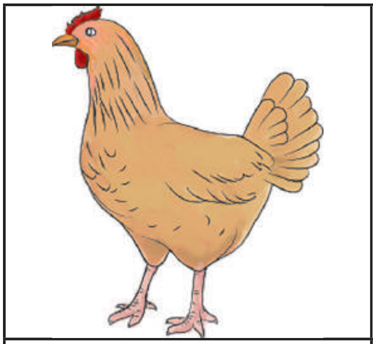	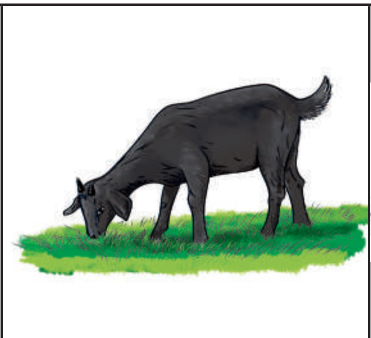	
মুরগি	ছাগল	কয়লা
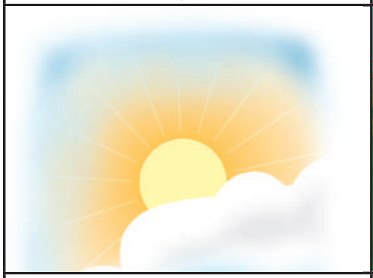		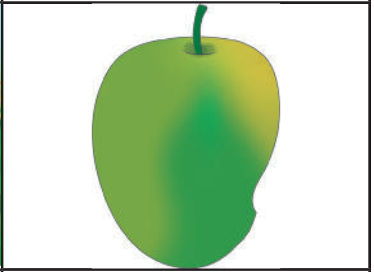
সূর্য	ধানখেত	আম
		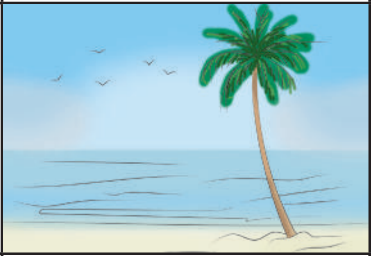
বিড়াল	ব্যাঙ	সাগর

পরিবেশের মানবসৃষ্ট উপাদানে

		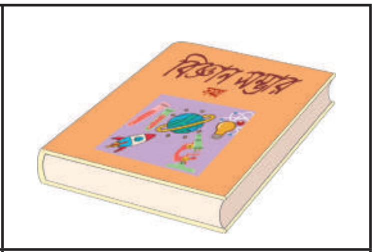
মোটরসাইকেল	শার্ট	বই
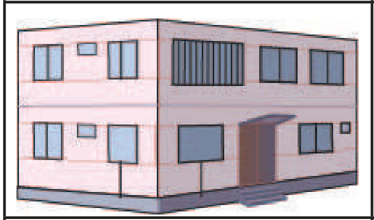		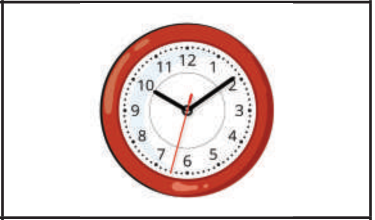
দালানকোঠা	ছাতা	ঘড়ি

জুতা	মোবাইল ফোন	টেবিল
তালাচাবি	চেয়ার	ফ্যান
	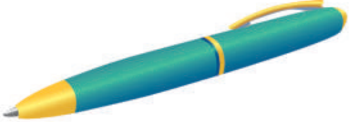	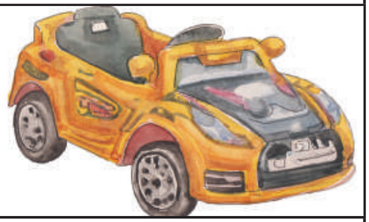
আইসক্রিম	কলম	মোটরগাড়ি

বিষয়বস্তু

পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে প্রথম শ্রেণিতে জেনেছে। এছাড়া জীব ও জড়ের পার্থক্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান সম্পর্কেও তারা ধারণা লাভ করেছে। কিন্তু এখনো শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদান সম্পর্কিত ধারণা তৈরি হয়নি। এ পাঠের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা পরিবেশের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করে এদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে। এ পাঠ থেকে লব্ধ ধারণা ও জ্ঞান পরবর্তী পাঠে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানের শ্রেণিকরণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

প্রাকৃতিক উপাদান

প্রকৃতিতে পাওয়া পরিবেশের যেসব উপাদান মানুষ তার চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহার করে, তাই প্রাকৃতিক উপাদান। মানুষ প্রাকৃতিক উপাদান তৈরি করতে পারে না। সূর্যের আলো, মাটি, পানি, বায়ু, গাছপালা, পশুপাখি, সাগর, নদ-নদী ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানের উদাহরণ।

মানব সৃষ্ট উপাদান

যেসব উপাদান সরাসরি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, বরং প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে মানুষ তৈরি করে সেগুলো হলো মানবসৃষ্ট উপাদান। প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর পরিবর্তন ঘটিয়ে মানবসৃষ্ট উপাদান তৈরি করা হয়। তার মানে মানবসৃষ্ট উপাদানও পরোক্ষভাবে প্রকৃতি থেকেই আসে। বাড়িঘর, গাড়ি, রাস্তা, চেয়ার, টেবিল, বই, খাতা, ইত্যাদি মানবসৃষ্ট উপাদানের উদাহরণ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. কুশল বিনিময়য়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। যেমন– পরিবেশ কী?

- পরিবেশের কয়েকটি উপাদানের নাম বলো।

৩. শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন।
৪. কয়েকজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। বোর্ডে উত্তরগুলো শিক্ষক মাইন্ড ম্যাপিং করে লিখবেন।

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–
আজ আমরা পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করব। অর্থাৎ এগুলো কে তৈরি করেছে, কোথা থেকে পাই অর্থাৎ পরিবেশের উপাদানগুলো কোন কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভিন্ন হয় তা পর্যবেক্ষণ করব। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে এই প্রশ্নের সমাধান করব।
৬. পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।
৭. আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি বোর্ডে লিখবেন–

- পরিবেশের উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ

- নিচের মতো করে বোর্ডে একটি ছক আঁকবেন।

পরিবেশের উপাদান	কে তৈরি করেছে?
চেয়ার	মানুষ
গরু	
গাছ	

- এবার ইতোপূর্বে তৈরি করা পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (উপকরণ ১) ছবি/চিত্র/ভিডিও দেখাবেন। শিক্ষার্থীদের ছবি/চিত্র বা ভিডিও ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে এতে পরিবেশের কী কী উপাদান আছে, এগুলো কে তৈরি করেছে তা চিন্তা করে বলতে বলবেন।

- এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উত্তর শিক্ষক বোর্ডের ছকে লিখবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি ছোটো দলে ভাগ করবেন।
- বোর্ডে নিচের মতো করে একটি ছক তৈরি করবেন।

পরিবেশের উপাদান	কোথা হতে পাই?	এগুলো কি মানুষ তৈরি করে?

- শিক্ষার্থীদেরকে বলবেন যে, উপকরণ -১ এর ছবি/চিত্র/ফ্ল্যাশকার্ডগুলো ভালো করে দেখে বলো উপাদানগুলো আমরা কোথা হতে পাই? এগুলো কি মানুষ তৈরি করে নাকি সরাসরি প্রকৃতি থেকেই পাওয়া যায়? দলের অন্যান্যদের সঙ্গে নিজেদের মত বিনিময় করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে কাজটি করতে বলবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।
- প্রতিটি দলকে তাদের দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- প্রতিটি দল থেকে পাওয়া উত্তরগুলো বোর্ডে আঁকা ছকে লিখবেন।

নমুনা উত্তর

পরিবেশের উপাদান	কোথা হতে পাই?	এগুলো কি মানুষ তৈরি করে?
মাটি	শ্রেণিকক্ষের বাইরে, খেলার মাঠে, ইত্যাদি।	না
বই	বাড়িতে, শ্রেণিকক্ষে, ইত্যাদি।	হ্যাঁ
টেবিল	বাড়িতে, শ্রেণিকক্ষে, ইত্যাদি।	হ্যাঁ
পাথর	বাহিরে/বিদ্যালয়ের আশপাশে, পাহাড়-পর্বতে, নদ-নদীর আশপাশে, ইত্যাদি।	না
পানি		

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন।
শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আজ আমরা পরিবেশের উপাদানসমূহকে মানুষের তৈরি এবং মানুষের তৈরি নয় এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভাগ করেছি। “মানুষের তৈরি নয়” পরিবেশের-এমন উপাদান প্রকৃতিতে নিজে নিজে তৈরি হয় বলে এগুলোকে

পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদান বলা হয়। এই প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে মানুষ তাঁর প্রয়োজনীয় সকল জিনিস তৈরি করে।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-২

পরিবেশের উপাদান শ্রেণিকরণ

শিখনফল

৫.১.২ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পরিবেশের উপাদানগুলোকে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানে শ্রেণিকরণ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. টবসহ একটি চারাগাছ।

২. ১নং পাঠের অনুরূপ উপকরণ।

১. টবসহ একটি চারাগাছ

বিষয়বস্তু

শিক্ষার্থীরা গত পাঠে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদান এবং এদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনেছে। এ পাঠে শিক্ষার্থীরা নিজেদের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে তা তুলনা করে উপাদানগুলোকে প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট উপাদানের দলে ভাগ করতে পারবে।

- প্রাকৃতিক উপাদান : মাটি, পানি, গাছপালা, পশুপাখি, নদ-নদী, সূর্যের আলো, ইত্যাদি।
- মানব সৃষ্ট উপাদান : বাড়িঘর, দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বলবেন যে, তোমরা আগের পাঠে পরিবেশের উপাদান এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনেছ। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য টবসহ একটি চারাগাছের ছবি (উপকরণ-১) দেখিয়ে নিচের প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–

  ○ প্রদর্শিত ছবিতে কোনটি মানুষের তৈরি?

৩. শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন।

৪. ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৫. শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

"আজকে আমরা জানবো যে, পরিবেশের উপাদানগুলোকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। তবে এ পাঠে উৎসের ভিত্তিতে কোনগুলো পরিবেশের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদান তা খুঁজে বের করব। এটাই হলো আমাদের আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। বিভিন্ন মজার কাজ করার মাধ্যমে আমরা এ প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে বের করব"।

৬. পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

৭. আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি বোর্ডে লিখবেন–

  ○ পরিবেশের কোন উপাদানগুলো প্রাকৃতিক এবং কোনগুলো মানবসৃষ্ট?

খ. মূল পাঠ

১. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি ছোটো ছোটো দলে ভাগ করবেন।
- বোর্ডে নিচের মতো করে একটি ছক তৈরি করবেন।

মানুষের তৈরি জিনিস	প্রকৃতির তৈরি জিনিস

- মানুষের তৈরি ও প্রকৃতির তৈরি জিনিসসমূহের ছবি/চিত্র/ফ্ল্যাশকার্ড/ভিডিও দেখিয়ে শিক্ষার্থীরা কাজটি কীভাবে সম্পাদন করবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছবি/চিত্র/ফ্ল্যাশকার্ডগুলো ভালো করে দেখতে বলবেন। দলে আলোচনা করে ছবি/ফ্ল্যাশকার্ডগুলো প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানের ভিত্তিতে দুইটি দলে ভাগ করতে বলবেন।

- শিক্ষার্থীদের প্রত্যেক দলে এক সেট করে ফ্ল্যাশকার্ড বিতরণ করবেন এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে তাদেরকে কাজটি করতে বলবেন। সময় পাওয়া গেলে শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে বিদ্যালয়ের আশপাশের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানগুলো খুঁজে বের করতে বলবেন।
- দলগত কাজ করার সময় শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।
- প্রতিটি দলকে তাদের দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- প্রতিটি দল থেকে পাওয়া উত্তরগুলো বোর্ডে আঁকা ছকে লিখবেন।

নমুনা উত্তর

মানবসৃষ্ট উপাদান	প্রাকৃতিক উপাদান
বাড়িঘর, রাস্তা, বিল্ডিং, বিদ্যালয়, চেয়ার, টেবিল, ইত্যাদি।	মাটি, পানি, গাছপালা, পশুপাখি, নদ-নদী, ইত্যাদি।

২. জোড়ায় কাজ

- প্রত্যেক জোড়ায় শিক্ষার্থীদেরকে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের ছবি বা ছবির চার্ট সরবরাহ করবেন।
- জোড়ায় আলোচনা করে প্রদত্ত ছবির কোনটি মানুষ তৈরি করতে পারে সেগুলোকে সবুজ রং করতে বলবেন। অথবা জোড়ায় আলোচনা করে প্রদত্ত ছবির যেগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে সেগুলোকে টিক চিহ্ন এবং যেগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে না সেগুলো ক্রস চিহ্ন দিয়ে শনাক্ত করতে বলবেন।
- কাজটি করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।
- নির্দিষ্ট সময় পরে প্রতিটি দলকে তাদের দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।

সাইকেল	বাড়ি	পাহাড়
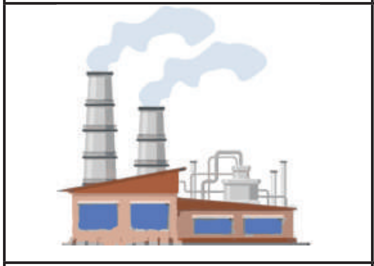	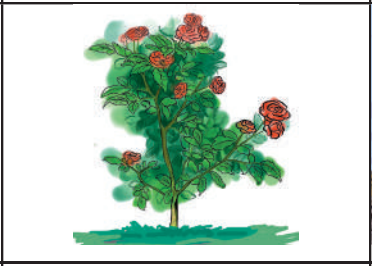	
কলকারখানা	ফুলগাছ	রেলগাড়ি

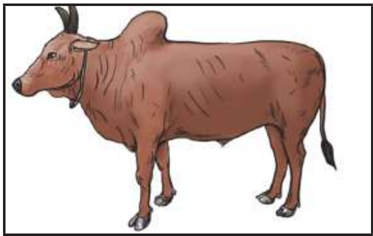	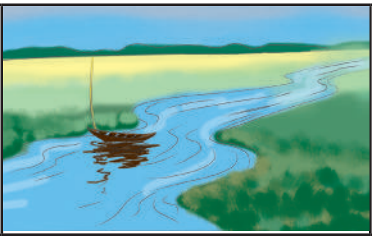	
গরু	নদী	পাখি
		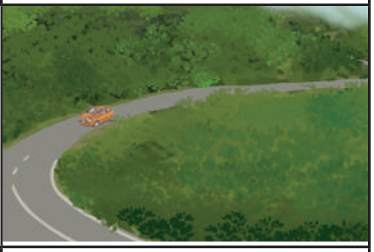
সূর্য	মোটরগাড়ি	রাস্তাঘাট
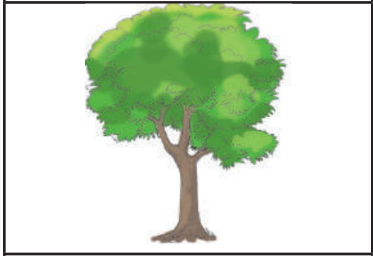	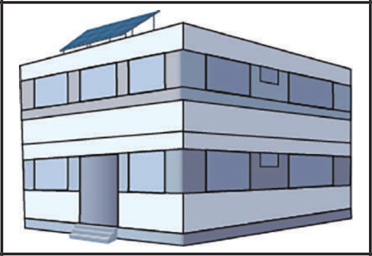	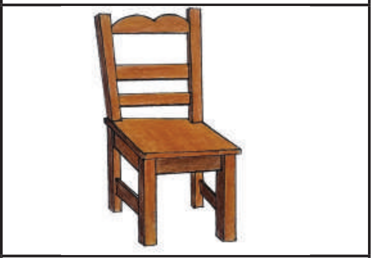
গাছ	দালান	চেয়ার

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আজকের পাঠে আমরা পরিবেশের উপাদানসমূহের কোনগুলো প্রাকৃতিক এবং কোনগুলো মানবসৃষ্ট এই দুই ভাগে ভাগ করেছি। অর্থাৎ পরিবেশের সকল উপাদানকে "প্রাকৃতিক" ও "মানবসৃষ্ট" উপাদান হিসেবে ভাগ করা যায় তা জেনেছি। যেমন–

- প্রকৃতিক উপাদান : মাটি, পানি, গাছপালা, পশুপাখি, নদ-নদী, সূর্যের আলো ইত্যাদি।
- মানবসৃষ্ট উপাদান : বাড়িঘর, দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক উপাদান থেকে মানবসৃষ্ট উপাদানসমূহ তৈরি করা হয় বা করা যায়।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৩

পরিবেশের উপাদানের ভিন্নতা

শিখনফল

৫.১.৩ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানের ভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানের ছবি/চিত্র/ফ্ল্যাশকার্ড/ভিডিও যাতে প্রকৃতির তৈরি ও মানুষের তৈরি বিভিন্ন উপাদান যেমন– মাটি, পানি, গাছপালা, পশু, পাখি, বাড়িঘর, দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, চেয়ার, টেবিল, পুকুর, নদনদী ইত্যাদি থাকবে।

মাটি	বেল্ট	কাঠ
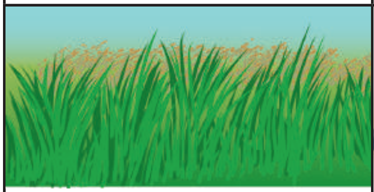		
ধানখেত	ফলমূল	পাথর
চেয়ার	ঘড়ি	টেবিল

	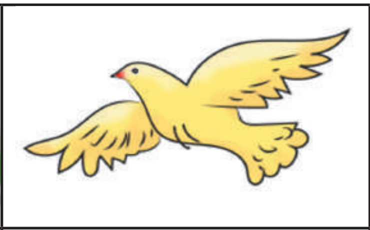	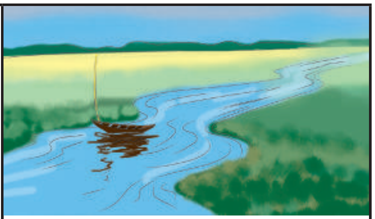
পশু	পাখি	নদী
জামা	সূর্য	ফ্যান
		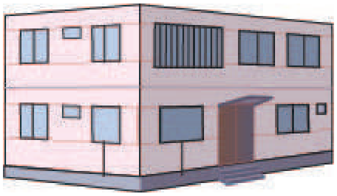
বালু	কয়লা	দালানকোঠা,
	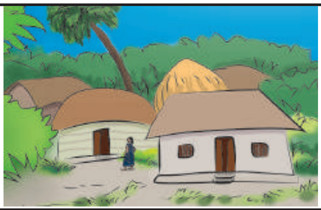	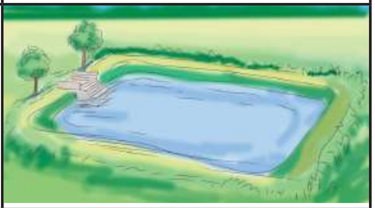
রাস্তাঘাট	বাড়িঘর	পুকুর
চক	তুলা	বিদ্যালয়
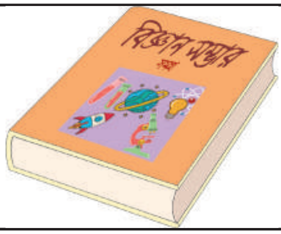		
বই	গাড়ি	জুতা

বিষয়বস্তু

শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ ও তুলনা করে উপাদানগুলোকে প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট উপাদান এ দু দলে ভাগ করতে পেরেছে। এ পাঠে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠের ধারণার উপর ভিত্তি করে পরিবেশের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানের ভিন্নতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। শিক্ষার্থীরা পরিবেশের উপাদানগুলোকে উৎস বা প্রাপ্যতার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানে ভাগ করা যায়, তা জেনেছে। কিন্তু পরিবেশের উপাদানগুলোকে আরও বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায় এ সম্পর্কে পরবর্তী শ্রেণিতে জানতে পারবে।

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানের ভিন্নতা

পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদান	মানব সৃষ্ট উপাদান
পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদানগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে না।	পরিবেশের এ উপাদানগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে।
প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান মানুষের তৈরি পরিবেশের উপাদানের উপর নির্ভরশীল নয়।	মানুষের তৈরি পরিবেশের উপাদানগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানের উপর নির্ভরশীল।
মানুষ প্রাকৃতিক উপাদান ছাড়া বাঁচতে পারে না।	মানুষের তৈরি উপাদান ছাড়াও মানুষ বাঁচতে পারে।
প্রাকৃতিক উপাদান : মাটি, পানি, বায়ু, গাছপালা, পশুপাখি, নদ-নদী, সূর্যের আলো ইত্যাদি।	মানব সৃষ্ট উপাদান : বাড়িঘর, দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বলবেন যে, তোমরা আগের পাঠে পরিবেশের মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক উপাদানগুলো কী তা জেনেছ। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানের ছবি/চিত্র/ফ্ল্যাশকার্ড (উপকরণ-১) দেখিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। যেমন-

- প্রদর্শিত ছবিতে কোনটি মানুষের তৈরি?
- কোনটি প্রকৃতির তৈরি?

৩. শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন।

৪. ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৫. শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

"আজকে আমরা পরিবেশের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানগুলোর ভিন্নতাগুলো শনাক্ত করব। পরিবেশের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানের ভিন্নতাগুলো কী কী তা খুঁজে বের করব। বিভিন্ন মজার কাজ করার মাধ্যমে আমরা এ প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে বের করব"।

৬. পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

৭. আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি বোর্ডে লিখবেন–

- ○ পরিবেশের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানের ভিন্নতাগুলো কী কী?

খ. মূল পাঠ

১. দলগত কাজ

- নিচের মতো করে বোর্ডে একটি ছক আঁকবেন।
- আগের পাঠে আমরা জেনেছি যে, পরিবেশের কোন কোন উপাদান মানুষের তৈরি এবং কোনগুলো প্রকৃতির তৈরি ।
- শিক্ষার্থীদেরকে পরিবেশের উপাদানগুলোর বিভিন্ন ছবি সরবরাহ করবেন অথবা শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ভালোভাবে দেখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে মানুষের তৈরি ও প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর মধ্যে কী কী ভিন্নতা আছে তা নিয়ে দলে আলোচনা করতে বলবেন।
- দলগত কাজ করার সময় শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।
- প্রতিটি দলকে তাদের দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- প্রতিটি দল থেকে পাওয়া উত্তরগুলো বোর্ডে আঁকা ছকে লিখবেন।

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানের ভিন্নতা

পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদান	মানব সৃষ্ট উপাদান
পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদানগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে না।	পরিবেশের এ উপাদানগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আজকের পাঠে আমরা পরিবেশের প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট উপাদানের ভিন্নতাগুলো শনাক্ত করেছি। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের তৈরি পরিবেশের উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু মানুষ প্রাকৃতিক উপাদান ছাড়া বাঁচতে পারে না। প্রাকৃতিক উপাদান থেকে মানবসৃষ্ট উপাদানসমূহ তৈরি করা যায়। শিক্ষক আরও বলবেন যে, তোমরা পরিবেশের উপাদানগুলোকে শুধু উৎস বা প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানে ভাগ করা যায় তা জেনেছ। কিন্তু পরিবেশের উপাদানগুলোকে আরও বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়– এ সম্পর্কে পরবর্তী শ্রেণিতে জানতে পারবে।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

পরবর্তী পাঠের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শীতার সূচক নং (PI)	পারদর্শীতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা		
			প্রারম্ভিক	ভালো	উত্তম
৫.১ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা শনাক্ত করতে কৌতুহলী হওয়া।	04.02.06.01	পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা শনাক্ত করতে পারছে।	পরিবেশের উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা শনাক্ত করতে পেরেছে।	পরিবেশের উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা শনাক্ত করে শ্রেণিকরণ করতে পেরেছে।	পরিবেশের উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা শনাক্ত করে তা শ্রেণিকরণ করতে পেরেছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে।

উনবিংশ অধ্যায়

প্রাকৃতিক সম্পদ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৫.২ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ চিহ্নিত করে দৈনন্দিন জীবনে এগুলোর ব্যবহারে যত্নশীল হওয়া।

শিখনফল

৫.২.১ সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫.২.২ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের নাম উল্লেখ করতে পারবে।
৫.২.৩ দৈনন্দিন জীবনে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার চিহ্নিত করতে পারবে।
৫.২.৪ প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এগুলোর যথাযথ ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৩

পাঠ-১

আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ

শিখনফল

৫.২.১ সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫.২.২ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের নাম উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের ছবি/চার্ট/ফ্ল্যাশ কার্ড (যাতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন– পানি, মাটি, গাছপালা, সূর্যের আলো, বায়ু, বনভূমি, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদির ছবি থাকবে)।

	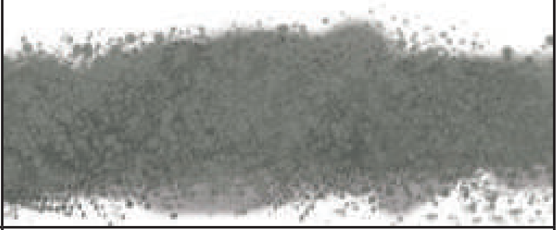
পানি	মাটি
গাছ	সূর্যের আলো

	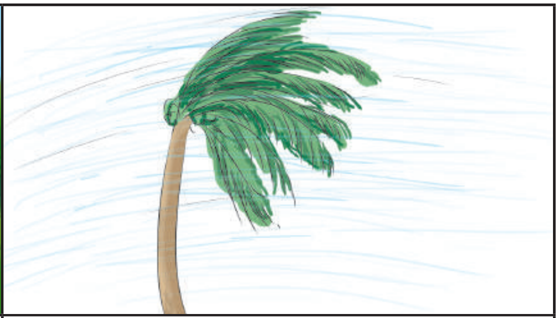
বনভূমি	বায়ু
প্রাকৃতিক গ্যাস	কয়লা
গরু	ছাগল

বিষয়বস্তু

সম্পদ হলো এমন কিছু যা ব্যবহার করে মানুষ উপকৃত হয়। পরিবেশের কিছু উপাদান যেমন– মাটি, পানি, বায়ু, গাছপালা, পশুপাখি, নদ-নদী, সূর্যের আলো ব্যবহার করে আমরা নানাভাবে উপকৃত হই। প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন যা কিছু আমাদের কাজে লাগে তাই প্রাকৃতিক সম্পদ। যেমন– মাটি, পানি, বায়ু, গাছপালা, নদ-নদী, সূর্যের আলো এগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশে আছে এমন উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলো হলো– প্রাকৃতিক গ্যাস, বনভূমি, পশুপাখি, কয়লা, ইত্যাদি। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে এসব প্রাকৃতিক সম্পদ আমরা ব্যবহার করে থাকি। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে মানুষের জীবন সুন্দর ও আরামদায়ক হয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. আগের অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা পরিবেশে মানুষের তৈরি উপাদান ও প্রাকৃতিক উপাদান সম্পর্কে জেনেছ। তাদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিচের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–

- পরিবেশের কোন কোন উপাদান মানুষ তৈরি করতে পারে না?

- ○ এগুলো আমাদের জীবনে কীভাবে কাজে লাগে?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।
৪. ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।
৫. শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

"আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। আজ আমরা বাংলাদেশে কী কী প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তা জানব ও বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তা খুঁজে বের করব।

৬. পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।
৭. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন।

- ○ বাংলাদেশে কী কী প্রাকৃতিক সম্পদ আছে?

খ. মূল পাঠ

১. একক কাজ

- শিক্ষার্থীদের বলবেন আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের জিনিস ব্যবহার করি। প্রশ্ন করবেন– দৈনন্দিন জীবনে তোমরা কী কী জিনিস ব্যবহার করো?
- শিক্ষার্থীদেরকে চিন্তা করে উত্তর দিতে বলবেন। সম্ভাব্য উত্তরগুলো শিক্ষক নিচের ছবির মতো মাইন্ডম্যাপ আকারে বোর্ডে লিখবেন–

এবার বলবেন– পরিবেশের এ উপাদানগুলো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে আমরা উপকৃত হই। এই উপাদানগুলোর কিছু আমরা সরাসরি প্রকৃতি থেকে পাই। আবার প্রকৃতি থেকে পাওয়া জিনিস থেকে আমরা নানা জিনিস তৈরি করি। এগুলো ছাড়া আমরা চলতে পারি না।

- শিক্ষক আবার বিষয়বস্তুর আলোকে সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করবেন। সম্পদ হলো এমন কিছু যা মানুষ ব্যবহার করে উপকৃত হয়। পরিবেশের কিছু উপাদান যেমন– মাটি, পানি, বায়ু, গাছপালা, পশুপাখি, নদ-নদী, সূর্যের আলো আমরা নানাভাবে ব্যবহার করে উপকৃত হই।

একক কাজ-২

- শিক্ষক নিচের মতো করে বোর্ডে একটি ছক আঁকবেন।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের নাম

- বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের ছবি /চিত্র বা ফ্লাশ কার্ড, দৃশ্য বা ভিডিও (উপকরণ-১-এ বর্ণিত) দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদের তা ভালো করে দেখতে এবং চিন্তা করতে বলবেন। ছবিতে কী কী প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তা খুঁজে বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা একজন করে বলবে আর শিক্ষক সেগুলো বোর্ডে আঁকা ছকে লিখবেন। এভাবে ৪-৫ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় দিবেন এবং প্রয়োজনে তাদের সহায়তা প্রদান করবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের নিয়ে কয়েকটি দল গঠন করবেন।
- দলগত কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে দলগতভাবে ছবিতে/ভিডিওতে তারা কী কী প্রাকৃতিক সম্পদ দেখেছে এবং এগুলোর মধ্যে কোনগুলো বাংলাদেশে পাওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করে শিক্ষককে জানাবে এবং শিক্ষক তা ছকে লিখবেন। কাজটি করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করবেন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন প্রাকৃতিক সম্পদের নাম
গাছপালা, পানি, মাটি, বায়ু, পশু, গরু, ছাগল, মহিষ, পাখি, নদ-নদী, প্রাকৃতিক গ্যাস, বনভূমি, কয়লা, কাঠ

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আজ আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন– মাটি, পানি, গাছপালা, পশুপাখি, নদ-নদী, সূর্যের আলো, প্রাকৃতিক গ্যাস, বনভূমি, কয়লা, ইত্যাদি সম্পর্কে জানলাম। বিষয়বস্তুর সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের নাম নিয়ে আলোচনা করবেন। যেহেতু এগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে না এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য এগুলোর প্রয়োজন হয়। তাই এগুলোর যথাযথ ব্যবহার করতে হবে ও যত্ন নিতে হবে।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-২

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার

শিখনফল

৫.২.৩ দৈনন্দিন জীবনে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার চিহ্নিত করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ছবি। ছবির চার্ট যাতে বাংলাদেশের গাছপালা, পানি, মাটি, নদী, পশু, পাখি, প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের ছবি থাকবে। (মানুষ বিভিন্ন কাজে পানি ব্যবহারের ছবি, যেমন– পানি পান করা, কাপড় ধোয়া, গোসল করা, মুখ ধোয়া, সেচ দেওয়ার দৃশ্য, মাটি ব্যবহারের দৃশ্য, সূর্যের আলো ব্যবহারের দৃশ্য, বায়ুর ব্যবহার, গাছপালার ব্যবহার, প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে রান্নার কাজ, কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র যেমন– চেয়ার-টেবিল বানানো হয় ইত্যাদির ছবি থাকবে।)

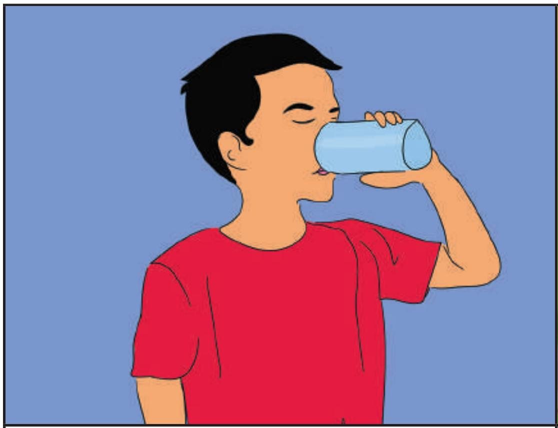
পানির ব্যবহার (পানি পান করা)

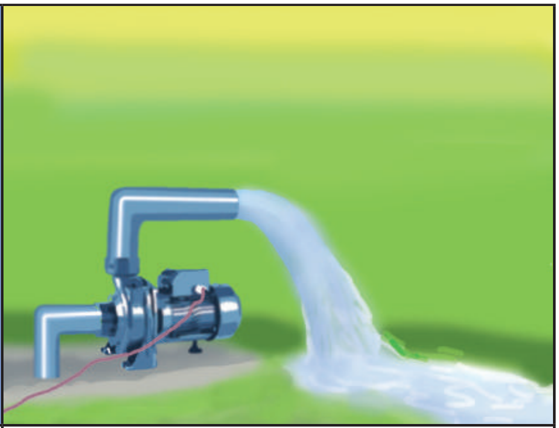
পানির ব্যবহার (সেচ দেওয়ার দৃশ্য)

পানির ব্যবহার (গোসল করা)

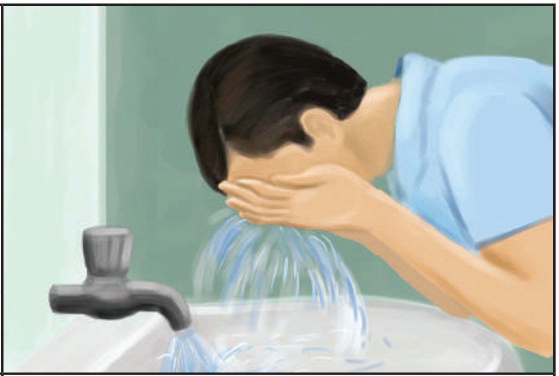
পানির ব্যবহার (মুখ ধোয়া)

পানির ব্যবহার (কাপড় ধোয়া)

গাছপালার ব্যবহার (কাঠ)

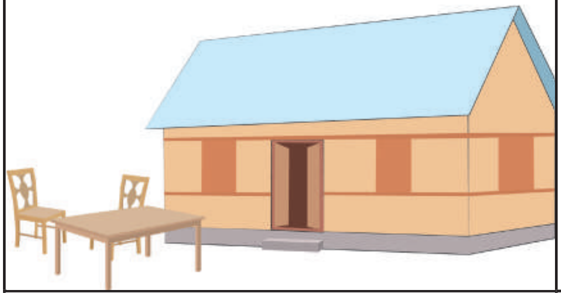
গাছপালার ব্যবহার (বাড়ি, আসবাবপত্র)

গাছপালার ব্যবহার (ফলমূল)

বায়ুর ব্যবহার (বায়ুকল)

প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার (রান্নার কাজে)

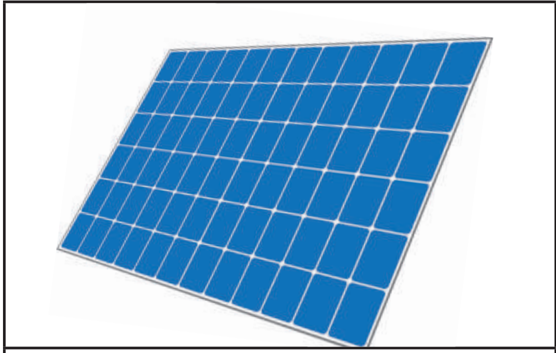

সূর্যের আলো ব্যবহার (সোলার প্যানেল)

সূর্যের আলো ব্যবহার (রৌদ্রে কাপড় শুকানো)

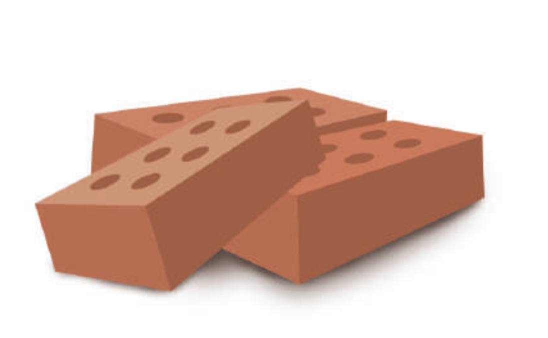

মাটি ব্যবহার (ইট)

মাটি ব্যবহার (মাটিতে জন্মানো উদ্ভিদ)

বিষয়বস্তু

আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। যেমন– মাটি, পানি, গাছপালা, সূর্যের আলো, বায়ু প্রবাহ, বনভূমি, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর ইত্যাদি। আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে এই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে থাকি। পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বিভিন্ন কাজে আমরা পানি ব্যবহার করে থাকি। যেমন– পানি পান করা, কাপড় ধোয়া, গোসল করা, হাত ধোয়া, সেচ দেওয়ার কাজে আমরা পানি ব্যবহার করি। পানিতে মাছ থাকে। নদীতে নৌকা, লঞ্চ ও জাহাজ চলে। এগুলোতে চড়ে আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করি ও মালামাল নিয়ে যাই। পানির স্রোত থেকে বিদ্যুৎও উৎপাদন করা হয়ে থাকে। পানি ছাড়া আমরা একদিনও চলতে পারব না। পানির মতো মাটিও আমাদের অনেক কাজে লাগে। মাটিতে আমরা ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট বানাই, ফসল ফলাই। মাটি দিয়ে হাঁড়িপাতিল, খেলনা ও ঘর সাজাবার জিনিস তৈরি করা হয়। মাটি দিয়ে ঘরও তৈরি করা হয়। মাটির উপর নানা ধরনের গাছ জন্মে। তাই মাটিও একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। গাছপালাও প্রকৃতির দান যা মাটিতে জন্মে। গাছপালা আমাদের অনেক কাজে লাগে। গাছ থেকে আমরা খাবার পাই। গাছের কাঠ দিয়ে ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র তৈরি করি। গাছের পাতা ও কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

সূর্যের আলোতে আমরা কাপড় শুকাতে দেই। নৌকার পালে বাতাস লাগলে নৌকা চলে। বাতাস আছে বলেই ঘুড়ি উড়ে। গরমের দিনে শীতল বাতাস আমাদের গা জুড়িয়ে দেয়। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে আমরা বায়ু গ্রহণ করি ও ত্যাগ করি। আমাদের চারপাশে বাতাস আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি। বাতাস না থাকলে আমরা দম বন্ধ হয়ে মরে যেতাম।

এ পাঠে শিক্ষার্থীরা নিকট পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, ছবি এবং ভিডিও পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে দৈনন্দিন জীবনে কী কী কাজে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা হয় তা চিহ্নিত করতে পারবে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২. পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বলবেন যে আমরা আগের পাঠে বাংলাদেশে কী কী প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তা জেনেছি। এবার শিক্ষার্থীদের পূর্ব জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিচের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–

- ○ কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদের নাম বলো।
- ○ উক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ তোমরা প্রতিদিন কোন কোন কাজে ব্যবহার কর?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

৪. ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

"আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে আমরা এসব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন কোন কাজে এসব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করি? কিছু মজার কাজের মাধ্যমে এ পাঠে আমরা তা জানব।"

৬. পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

৭. আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি বোর্ডে লিখবেন–

○ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন কোন কাজে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করি?

খ. মূল পাঠ

১. একক কাজ

- নিচের মতো করে বোর্ডে একটি ছক আঁকবেন।

প্রাকৃতিক সম্পদের নাম	কী কী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে
পানি	পান করি হাত ধোয়ার কাজে
মাটি	
গাছপালা	
পশুপাখি	
বায়ু	
প্রাকৃতিক গ্যাস	
সূর্যের আলো	
কাঠ	
নদ-নদী	
পশুপাখি	

- শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের একটি দৃশ্য/ছবি/ভিডিও (উপকরণ-১-এ বর্ণিত) দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদের ছবিটি মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলবেন। ছবিতে মানুষ কী কী কাজে বা কীভাবে ঐ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করছে সে সম্পর্কে বলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর নিয়ে শিক্ষক তা বোর্ডে লিখবেন।
- এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় দিবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের নিচের ছকটি কর্মপত্র হিসেবে দিবেন। ছকের বাম পাশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের নাম ও ডান পাশের ওগুলো থেকে কী কী পাই বা কী কী কাজে ব্যবহার করি তা উল্লেখ থাকবে। অথবা প্রত্যেক দলকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন– গাছপালা, পানি, মাটি, প্রাকৃতিক গ্যাস, সূর্যের আলো, কয়লা ইত্যাদি ব্যবহারের ছবি-সংবলিত ছক সরবরাহ করবেন।
- শিক্ষক ছকটি বুঝিয়ে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে বাম পাশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে ডান পাশে তাদের সঠিক ব্যবহারের সঙ্গে দাগ টেনে মিল করতে বলবেন।
- কাজটি করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।

প্রাকৃতিক সম্পদের ছবি	যা পাই বা যে যে কাজে ব্যবহার করি
গাছপালা	মাছ, নৌকা চলে, লঞ্চ চলে
পানি	কাপড় শুকানো, বিদ্যুৎ উৎপাদন
মাটি	গোসল করি, পানি দিয়ে হাত-মুখ ধোয়া
বায়ু	ফসলের ছবি
পশু (গরু, ছাগল, মহিষ)	ঘুড়ি উড়ানো, পালতোলা নৌকা
কাঠ	ডিম, মাংস
নদ-নদী	মাংস, চাষাবাদ, দুধ
প্রাকৃতিক গ্যাস	ফলমূল, কাঠ
সূর্যের আলো	চেয়ার, টেবিল, আসবাবপত্র
হাঁস-মুরগি	রান্নার কাজে, গাড়ির জ্বালানি

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আজকের পাঠে আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন– মাটি, পানি, গাছপালা, পশুপাখি, প্রাকৃতিক গ্যাস, বায়ু ইত্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছি। এগুলোর প্রত্যেকটি নানাভাবে মানুষের কাজে লাগে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজনে এসব প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ ব্যবহার করে থাকি। তাই এগুলোকে আমাদের সংরক্ষণ করা দরকার।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৩

প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব

শিখনফল

৫.২.৪ প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এগুলোর যথাযথ ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ছবির চার্ট (যাতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন– পানি, মাটি, গাছপালা, বায়ু, বনভূমি, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি ব্যবহারের ছবি থাকবে)।

২. পানির অপচয় হচ্ছে এবং অপচয় রোধ করা হচ্ছে, গাছ লাগানো হচ্ছে, গাছ কাটা হচ্ছে এরকম কয়েকটি ছবি দেখাতে হবে।

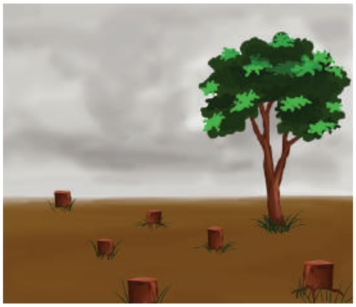

বিষয়বস্তু

আগের পাঠে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছি। যেমন– পানি, মাটি, গাছপালা, সূর্যের আলো, বায়ু, বনভূমি, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন

কাজে ব্যবহার করে থাকি। এই মাটি, পানি, গাছপালা, বায়ু এগুলোর সবগুলোই আমরা প্রকৃতি থেকে পাই। আমরা এগুলো তৈরি করতে পারি না। তাই মাটি, পানি, গাছপালা, বায়ুকে নষ্ট বা দূষিত হতে দেয়া যাবে না। অকারণে গাছ কাটা যাবে না। এগুলো ব্যবহারেও আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। তাহলে প্রশ্ন হলো কী করে আমরা এগুলো ব্যবহারে যত্নবান হব? প্রতিদিবেন দাঁত ব্রাশ করার সময় বা গোসলের সময় অল্প অল্প পানি ব্যবহার করতে পারি, অপ্রয়োজনে কল বন্ধ রাখতে পারি। ঘর বা রুম থেকে বের হওয়ার সময় লাইট, ফ্যান, টেলিভিশন বন্ধ রাখতে পারি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসব সম্পদ কমে যাচ্ছে। তাই সৌর প্যানেল বা বায়ুশক্তি ব্যবহার করে আমরা প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর আমাদের নির্ভরতাকে অনেকাংশে কমাতে পারি।

এ পাঠে শিক্ষার্থীরা নিকট পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, ছবি এবং ভিডিও পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে দৈনন্দিন জীবনে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব বুঝতে পারবে। তাই ওরা এগুলোর যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণের প্রতি যত্নশীল হবে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ছবি (উপকরণ-১-এ বর্ণিত) দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন–

- ছবিতে কোন কোন কাজে আমরা মাটি, পানি, বায়ু, প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করি?
- আমরা নিজেরা কি মাটি, পানি ও বায়ু তৈরি করতে পারি?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

৪. ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৫. এরপর শিক্ষার্থীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবেন যে, এগুলো হলো প্রাকৃতিক সম্পদ। আরও বলবেন যে, মানুষ এগুলো তৈরি করতে পারে না। তাই এগুলো ব্যবহারে আমাদের অনেক যত্নশীল হতে হবে।

৬. শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

"আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করি। কীভাবে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারি? এগুলো না থাকলে আমাদের কী কী অসুবিধা হবে? এ পাঠে আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে এই প্রশ্নের সমাধান করব।"

৭. পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

৮. আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি বোর্ডে লিখবেন–

- "কীভাবে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারি?"

খ. মূল পাঠ

১. জোড়ায় কাজ

- নিচের মতো করে বোর্ডে একটি ছক আঁকবেন।
- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি জোড়ায় ভাগ করবেন।
- আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত ছবি (উপকরণ-১) দেখাবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন।
- প্রকৃতিতে পানি, মাটি, বায়ু, গ্যাস এসব সম্পদ না থাকলে বা শেষ হয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের

জীবন যাপনে কেমন অসুবিধা হতে পারে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে এককভাবে চিন্তা করে জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।

- এগুলো কীভাবে ব্যবহার করা উচিত, কেন এগুলো রক্ষা করা উচিত, কীভাবে আমরা এগুলোর যত্ন নিতে পারি সে সম্পর্কেও ভাবতে বলবেন।
- কাজটি করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।
- নির্দিষ্ট সময় পরে প্রতিটি দলকে তাদের দলগত কাজের ফলাফল বলতে বলবেন এবং শিক্ষক বোর্ডের ছকে লিখবেন।

প্রাকৃতিক সম্পদের নাম	যেভাবে সংরক্ষণ করা যায়
পানি	• ব্যবহারের পর পানির কল বন্ধ করা • পানিতে ময়লা আবর্জনা না ফেলা • গোসল, হাত-মুখ ধোয়া, কাপড় ধোয়ার পর কল বন্ধ করা • পুকুরের পানি নষ্ট না করা
মাটি	
বায়ু	
প্রাকৃতিক গ্যাস	

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- এবারে তাদের সম্পদের অপচয় করা এবং সম্পদের অপচয় রোধ করা এই দুই ধরনের কতগুলো ছবি দিবেন। আমাদের কোন কাজগুলো করা উচিত সেই ছবিগুলোতে পেন্সিল দিয়ে টিক দিতে বলবেন।

- কাজটি করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।
- নির্দিষ্ট সময় পরে প্রতিটি দলকে তাদের দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- সবশেষে বিষয়বস্তুর সাহায্য নিয়ে পানি, মাটি, গাছপালার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আজকের পাঠে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে জেনেছি। এসব প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকলে বা শেষ হয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের জীবন যাপনে অসুবিধা হতে পারে। তাই পানি, মাটি, গাছপালা, গ্যাস ইত্যাদি ব্যবহারে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। সবশেষে বিষয়বস্তুর সাহায্য নিয়ে পানি, মাটি, গাছপালার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিবেন।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শীতার সূচক নং (PI)	পারদর্শীতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা		
			প্রারম্ভিক	ভালো	উত্তম
৬.১ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ চিহ্নিত করে দৈনন্দিন জীবনে এগূলো ব্যবহারে যত্নশীল হওয়া।	04.02.07. 01	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ চিহ্নিত করে দৈনন্দিন জীবনে এগূলোর যথাযথ ব্যবহার করতে পারছে।	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ চিহ্নিত করে এগুলোর দৈনন্দিন ব্যবহার করতে পেরেছে।	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ চিহ্নিত করে এগুলোর যথাযথ ব্যবহার করতে পেরেছে।	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ যথাযথ ব্যবহার করে অন্যকেও যথাযথ ব্যবহারে সহযোগিতা করতে পেরেছে।

বিংশ অধ্যায়

আমাদের জীবনে সম্পদ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৯.১ সম্পদের ব্যবহার জেনে সাশ্রয়ী ব্যবহার করা।

পাঠ বিভাজন : ৩

পাঠ-১

আমার জীবনে সম্পদের ব্যবহার

শিখনফল

৯.১.১ ব্যক্তিগত জীবনে সম্পদের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. দুই-তিনজন শিক্ষার্থী স্কুলব্যাগ কাঁধে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে।
২. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা বেঞ্চে বসে আছে, উপরে একাধিক ফ্যান ঘুরছে।
৩. কর্মপত্র।

বিষয়বস্তু

প্রথম শ্রেণিতে শিশুর নিজ পরিসরের সম্পদের সঙ্গে পরিচিতি ঘটেছে। শিশুর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশেষ কিছু সম্পদ, যেমন– বইপত্র, খাতা-কলম, পোশাক-পরিচ্ছদ, স্কুলব্যাগ, আসবাবপত্র, বিদ্যুৎ, পানি, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি। শিশু নিজে এসমস্ত সম্পদ দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করছে। সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার এর অপচয় রোধ করে। অপচয় রোধের জন্য শিশুদের সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। নিজ জীবনে কীভাবে সম্পদের ব্যবহার হচ্ছে এবং কীভাবে সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা যায় তা অনুশীলন করা এ পাঠের মূল উদ্দেশ্য।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. ১নং ও ২নং উপকরণ প্রদর্শন করে সকলকে দেখতে বলবেন। দেখা শেষে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন-
   - এ ছবিতে কাদের দেখা যাচ্ছে? (১নং ছবি)
   - কাঁধে কী নিয়ে যাচ্ছে?
   - ব্যাগটি কি তার সম্পদ?
   - ব্যাগটি কী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে?
   - এ ছবিতে শিশুরা কোথায় বসে আছে? (২নং ছবি)

- ○ বসার জন্য কী ব্যবহার করছে?
- ○ এ বেঞ্চগুলোও কি সম্পদ?
- ○ উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে শিরোনাম লিখবেন।

৩. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'নিজের জীবনে সম্পদ কী কাজে ব্যবহার করা হয়?' ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনা

- ১নং ও ২নং উপকরণের সূত্র ধরে শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে কিছু সময় ভাবতে বলবেন :
  - ○ তোমরা প্রতিদিন ব্যাগ ও বেঞ্চ ছাড়া আর কী কী সম্পদ ব্যবহার কর?
- ভাবা শেষে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর জানবেন ও বোর্ডে নিম্নরূপ মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন :

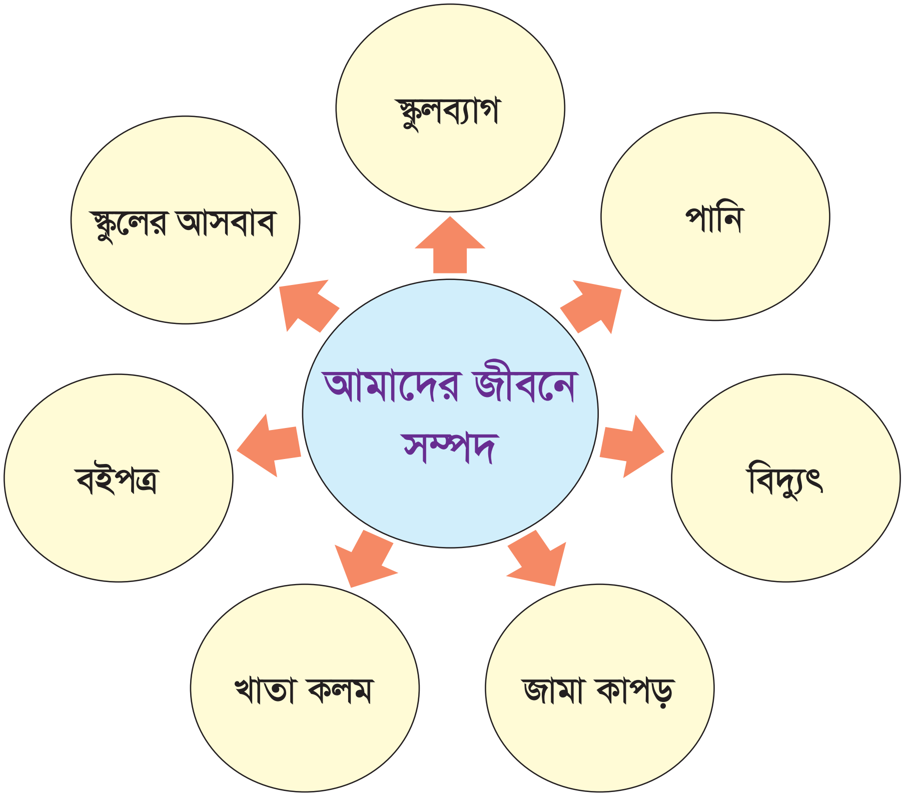

মাইন্ডম্যাপ

২. জোড়ায় কাজ

- এবার মাইন্ডম্যাপে থাকা একেকটি সম্পদ কী কী কাজে ব্যবহার হয় তা শিক্ষার্থীদের জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
- আলোচনার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন।
- আলোচনা শেষে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েক জোড়ার নিকট থেকে তথ্য নিবেন এবং নিম্নরূপ ভাবে মাইন্ডম্যাপে সংযোজন করবেন :

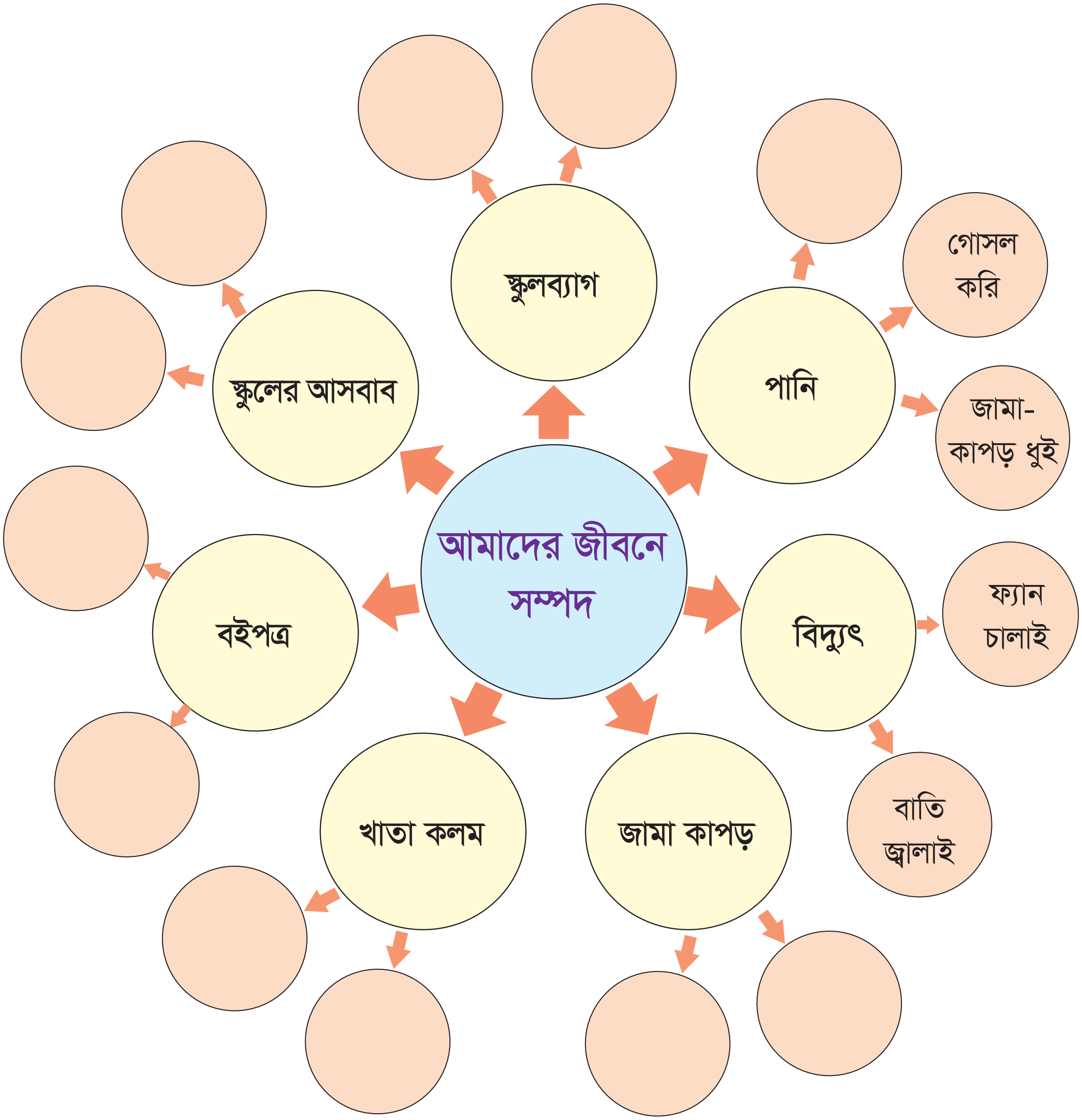

৩. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করবেন।
- প্রত্যেক দলে কর্মপত্র সরবরাহ করবেন ও কীভাবে কর্মপত্রে কাজ করবে তা বুঝিয়ে বলবেন।
- দলগত কাজের জন্য দল কতটুকু সময় পাবে তা বলে দিবেন।
- কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে এক এক করে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- উপস্থাপন শেষে নিজের জীবনে কীভাবে সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার করা যায় তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৪. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিক্ষক শিখনফল ও শিখন-শেখানো কার্যাবলির আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ প্রদান করবেন।

পাঠ সমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী পাঠের ইঙ্গিত প্রদান করে পাঠ সমাপ্তি করবেন।

১নং উপকরণ

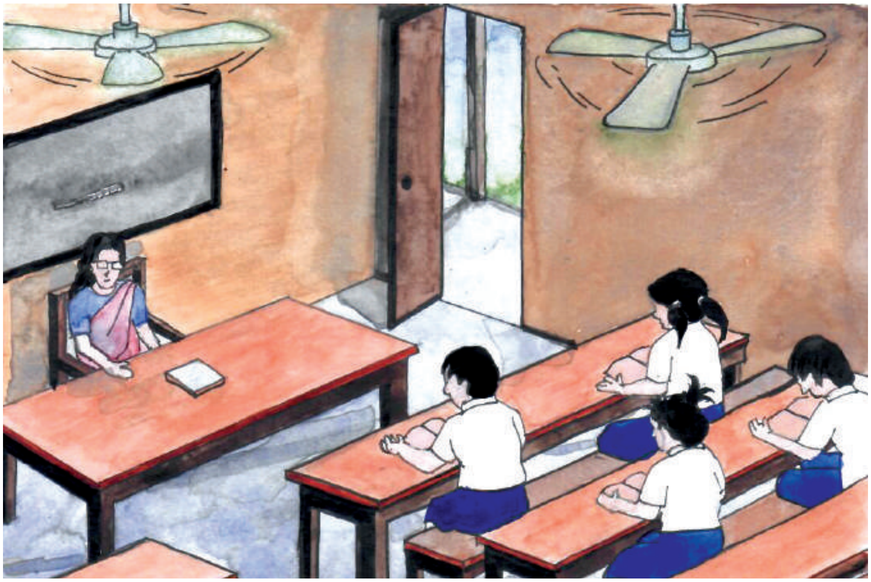

২নং উপকরণ

কর্মপত্র

নিচের যে কাজটি করা উচিত তার পাশে 'টিক' (√) আর যেটি করা উচিত নয় তার পাশে 'ক্রশ' (x) চিহ্ন দাও		
১	খাওয়ার পানি নষ্ট না করা	
২	ফাঁকা ঘরে ফ্যান চলতে থাকা	
৩	দরকারের চেয়ে বেশি পানি ব্যবহার করা	
৪	খাতার প্রতিটি পাতা সম্পূর্ণ ব্যবহার করা	
৫	দরকার ছাড়াই ঘরে বাতি জ্বালানো	
৬	বই যত্ন করে ব্যবহার করা যাতে না ছিঁড়ে	
৭	এমনভাবে স্কুলব্যাগ ব্যবহার করা যাতে অনেক দিন চলে	
৮	স্কুলে আনা টিফিন নষ্ট না করে সবটুকু খাওয়া	
৯	স্কুলের জিনিসপত্র যত্ন করে ব্যবহার না করা	

পাঠ- ২

পরিবারে সম্পদের ব্যবহার

শিখনফল

৯.১.২ পরিবারের দৈনন্দিন কাজে সম্পদের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. রান্নার কাজে গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে এমন ছবি।
২. পানি দিয়ে গোসল করছে এমন ছবি।
৩. কর্মপত্র।

বিষয়বস্তু

শিশুর ব্যবহৃত সম্পদের বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে পরিবারের সম্পদ। পরিবারের কোনো সম্পদ কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বা শিশু নিজে কীভাবে ব্যবহার করছে তা তাদের জানা প্রয়োজন। সম্পদের সঠিক বা সাশ্রয়ী ব্যবহার অপচয় রোধ করে। শিশু ছোটোকাল থেকেই যদি পরিবারের সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার সম্পর্কে অবগত থাকে তাহলে সেটি ভবিষ্যৎ জীবনে বড়ো পরিসরে দেশের সম্পদ ব্যবহারে তাকে সাশ্রয়ী করে তুলবে তাতে সন্দেহ নেই। নিরাপদ পানির সাশ্রয়ী ব্যবহারে আমরা অনেকেই সচেতন নই। বোতলজাত পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রচুর পরিমাণ পানি অপচয় হচ্ছে। দিনে কয়েকবার চুলা জ্বালাতে হবে বলে সারাদিন গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখতে আমরা দ্বিধাবোধ করি না। আমরা অনেকেই পানির কল সঠিকভাবে বন্ধ না করেই চলে যাই, বাতি ও ফ্যান বন্ধ না করেই দীর্ঘ সময় বাইরে অবস্থান করি। ফলে সম্পদের অপচয় হচ্ছে। একটু সচেতন হলেই আমরা সাশ্রয়ী ব্যবহারের মাধ্যমে এ অপচয় রোধ করতে পারি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. ১নং ও ২নং উপকরণ প্রদর্শন করে সকলকে দেখতে বলবেন। দেখা শেষে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন-
  - ○ এ ছবিতে কী করা হচ্ছে? (১নং ছবি)
  - ○ রান্নার কাজে কী ব্যবহার করা হচ্ছে?
  - ○ এ ছবিতে কী করা হচ্ছে? (২নং ছবি)
  - ○ গোসলের জন্য কী ব্যবহার করা হচ্ছে?

  উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে শিরোনাম লিখবেন।
৩. আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'পরিবারে কোন সম্পদ কী কাজে ব্যবহার করা হয়?' ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনা

- ১নং ও ২নং উপকরণের সূত্র ধরে শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে কিছুসময় ভাবতে বলবেন :
  - ○ পরিবারে আমরা পানি ও গ্যাস ছাড়া আর কী কী সম্পদ ব্যবহার করি?

ভাবা শেষে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর জানবেন ও বোর্ডে লিখে নিম্নরূপ মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন।

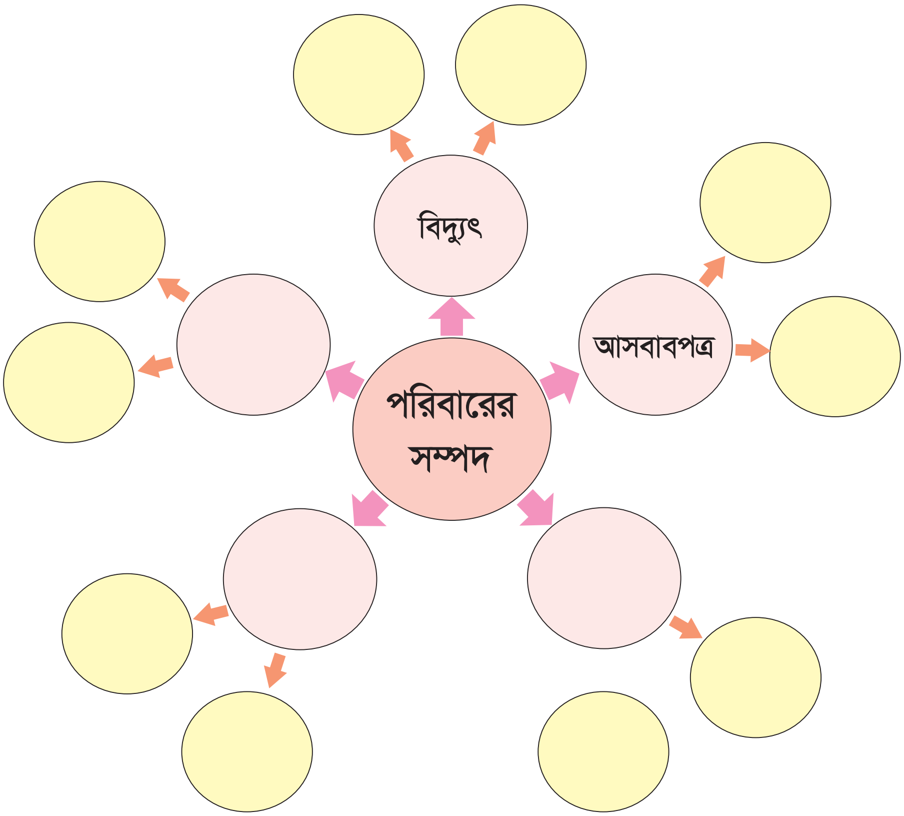

মাইন্ডম্যাপ

২. দলগত কাজ

- এবার প্রত্যেক বেঞ্চে বসা শিক্ষার্থীদেরকে একেকটি দল বিবেচনা করে নিচের বিষয়টি দলে আলোচনা করতে বলবেন– "পরিবারে কোন সম্পদ কী কাজে ব্যবহার করি?"
- প্রত্যেক দলে কর্মপত্র সরবরাহ করবেন।
- বাম পাশে দেয়া সম্পদের সঙ্গে ডান পাশে উল্লেখিত/সম্পর্কিত কাজের দাগ টেনে মিল করতে বলবেন।
- দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিবেন ও দলগত কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন।
- নির্ধারিত সময় শেষে এক এক করে প্রত্যেক দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনের সময় অন্যান্য দলের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে কর্মপত্রের অনুরূপ ছক বোর্ডে তৈরি করে রাখবেন এবং দলগত কাজ উপস্থাপন শেষে সিদ্ধান্তগুলো বোর্ডে লিখবেন।
- সকল দলের কাজ উপস্থাপন শেষে একজন শিক্ষার্থীকে সকলের উদ্দেশে পড়তে বলবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিক্ষক শিখনফল ও শিখন-শেখানো কার্যাবলির আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ প্রদান করবেন।

পাঠ সমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী পাঠের ইঙ্গিত প্রদান করে পাঠ সমাপ্তি করবেন।

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

কর্মপত্র

সম্পদ	কী কাজে ব্যবহার করি
পানি	ফ্যান চালাই
	গোসল করি
বিদ্যুৎ	রান্না করি
	জিনিস রাখি
গ্যাস	বাতি জ্বালাই
	পান করি
আসবাবপত্র	গরম করি
	বসি ও ঘুমাই

পাঠ-৩

পারিবারিক/সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার

শিখনফল

৯.১.৩ পারিবারিক সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. খাবার নষ্ট করছে এমন চিত্র।
২. কেউ কেউ জিনিস নষ্ট করছে এরূপ ছবি/চিত্র।
৩. কেউ কেউ নষ্ট না করে গুছিয়ে রাখছে এরূপ ছবি/চিত্র।
৪. টিক-ক্রস খেলার কর্মপত্র।

বিষয়বস্তু

পাঠ-২ বিষয়বস্তু দ্রষ্টব্য

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. কুশল বিনিময় শেষে শিক্ষার্থীদেরকে পূর্বপাঠের সূত্র ধরে জিজ্ঞাসা করবেন :
- ○ পানি আমাদের কেন প্রয়োজন?
- ○ বাড়িতে যদি হঠাৎ করে পানি না পাই তাহলে কী হতো?
- ○ তাহলে কীভাবে পানি ব্যবহার করা উচিত?

২. উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখে দেবেন।
৩. বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'আমাদের পরিবারের সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করা উচিত?' অবহিত করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনা

- শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত করবেন–
  - ○ পরিবারে আমরা কী কী সম্পদ ব্যবহার করি?
  - ○ এ ধরনের সম্পদ না থাকলে কী অসুবিধা হবে?
- কেউ তোমাকে পান করার জন্য এক বোতল পানি দিল, তুমি অর্ধেক পানি পান করলে–
  - ○ বাকি পানি তুমি কী করবে?
  - ○ কেন করবে?
- ঘরে কেউ নেই অথচ ফ্যান চলছে–
  - ○ তুমি কী করবে?
  - ○ কেন করবে?
- গ্যাসের চুলা জ্বলছে, কিন্তু কেউ রান্না করছে না–
  - ○ তুমি মাকে কী বলবে?

    - কেন বলবে?
- বাড়িতে কেউ খাবার নষ্ট করছে–
    - তুমি কী করবে?
    - কেন করবে?

এভাবে প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে সম্পদের অপচয় ও সাশ্রয়ী ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- প্রত্যেক দলে কর্মপত্রটি সরবরাহ করবেন এবং কর্মপত্রে কীভাবে করণীয় কাজে 'টিক' (√) ও বর্জনীয় কাজে 'ক্রস' (X) চিহ্ন ব্যবহার করে খেলাটি খেলতে হবে তা বুঝিয়ে দেবেন।
- খেলাটি খেলার জন্য শিক্ষার্থীদের সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং দলগত কাজ পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।
- কাজ শেষে প্রত্যেক দলের দলনেতাকে তাদের দলগত কাজ শ্রেণির সামনে এসে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহারের ধারণা স্পষ্ট করবেন ও ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিক্ষক শিখনফল ও শিখন-শেখানো কার্যাবলির আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ প্রদান করবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী পাঠের ইঙ্গিত প্রদান করে পাঠ সমাপ্তি করবেন।

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

৩নং উপকরণ

কর্মপত্র

	টিক (√) / ক্রস (x)
খালি ঘরে ফ্যান চলছে	
রান্নার পর চুলা বন্ধ করা	
ঘরের জিনিস গুছিয়ে রাখা	
প্রয়োজন ছাড়া বাতি জ্বালানো	
ব্যবহারের পর পানির কল বন্ধ করা	
খাবার নষ্ট করা	
সারাদিন গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখা	

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৯.১ সম্পদের ব্যবহার জেনে সাশ্রয়ী ব্যবহার করা।	06.02.(9.1).01 (PI-14)	সম্পদের ব্যবহার জেনে সাশ্রয়ী ব্যবহার করতে পেরেছে।	ব্যক্তিগত জীবনে সম্পদের ব্যবহারের ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	পরিবারের দৈনন্দিন কাজে সম্পদের ব্যবহার প্রকাশ করতে পেরেছে।	বাক্তিগত জীবনে ও পারিবারে সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার করতে পেরেছে।

একবিংশ অধ্যায়

বাংলাদেশের ঋতু

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৬.১ পর্যবেক্ষণ ও তুলনাকরণের মাধ্যমে ঋতুভেদে প্রকৃতির পরিবর্তন শনাক্ত করে মানব জীবনে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হওয়া।

শিখনফল

৬.১.১ বিভিন্ন ঋতু শনাক্ত করতে পারবে।

৬.১.২ বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির পরিবর্তন বর্ণনা করতে পারবে।

৬.১.৩ মানুষের জীবনযাত্রায় ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব উল্লেখ করতে পারবে।

৬.১,৪ ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার খাপ খাওয়ানোর উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৬

পাঠ-১ ও ২

আমাদের ঋতুসমূহ

শিখনফল

৬.১.১ বিভিন্ন ঋতু শনাক্ত করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্তকালের প্রকৃতির দৃশ্যের ছবি। যাতে থাকবে-

১. গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে শুকিয়ে যাওয়া খাল-বিল, ডোবা, পুকুররের ছবি। কম পানির নদ-নদীর ছবি, মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির হয়ে থাকার ছবি, কালবৈশাখি ঝড়ের ছবি। আম, জাম, লিচু, কলা, কাঁঠাল ও তরমুজ এসব ফলসহ গাছের ছবি।

২. বর্ষাকালের ছবি– কদম ফুল, বৃষ্টির দৃশ্যসহ প্রকৃতি, জলে ভরা নদী, পুকুর, খাল-বিল, ছাতা মাথায় দিয়ে মানুষের বৃষ্টিতে হেঁটে যাওয়ার ছবি।

৩. আকাশে সাদা মেঘ ভেসে বেড়োয়, নদী তীরে কাশফুল, আকাশে উড়ে চলে সাদা বকের সারি– এসবের ছবি।

৪. হেমন্ত কালের ছবি- ধান খেতে বাতাসে দোলা লাগছে, পিঠা বানানোর দৃশ্য।

৫. খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধা, শীতের সকালে কুয়াশায় খেজুরের রস নিয়ে লোক হেঁটে যাচ্ছে, গায়ে গরম কাপড় বা গায়ে চাদর পড়া মানুষের আগুন পোহানোর ছবি।

৬. গাছের ঝরা পাতার ছবি। অনেক রঙের প্রজাপতি উড়ার ছবি। শিমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়ার ডালে লাল লাল ফুল ফোটে আছে এমন ছবি।

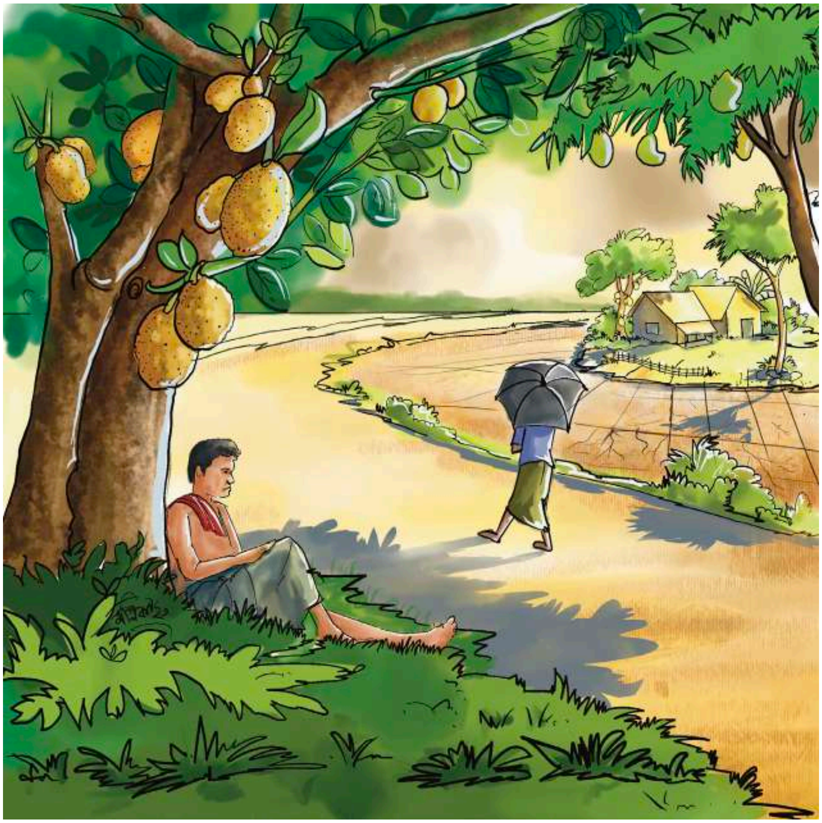

গ্রীষ্মকাল

বর্ষাকাল

শরৎকাল

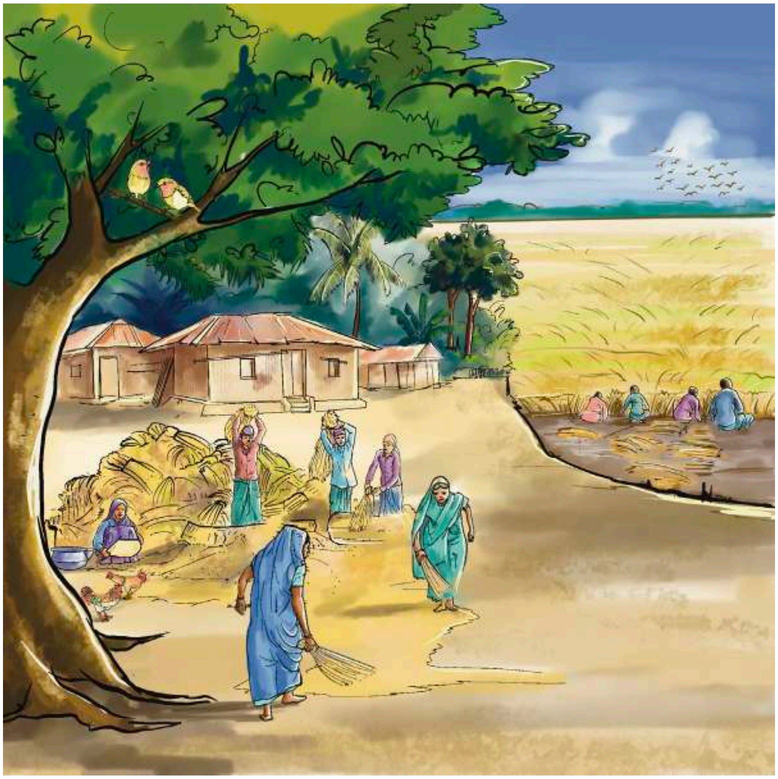

হেমন্তকাল

শীতকাল

বসন্তকাল

বিষয়বস্তু

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। ঋতু হলো বছরের কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ের বৈশিষ্ট্য বা ধরন যা আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। এ দেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয়টি ঋতু দেখা যায়। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে ঋতুর সংখ্যা চারটি। আমাদের দেশের প্রকৃতি ও আবহাওয়ার কারণে বছরের বারো মাসের প্রতি দুই মাসে একেকটি ঋতু হয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস নিয়ে গ্রীষ্মকাল। এই সময় দিন বড়ো এবং রাত ছোটো হয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে নদ-নদীর পানি কমে যায় এবং খাল-বিল, ডোবা, পুকুর শুকিয়ে যায়। কড়া রোদের কারণে অনেক গরম লাগে। গ্রীষ্মকালে আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল পাকে। আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস নিয়ে বর্ষাকাল। এ সময় ভারী বৃষ্টি হয়। টানা বৃষ্টিতে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর কানায় কানায় পানিতে ভরে যায়। বর্ষায় কদম, কেয়া, জুঁই ফুল ফোটে এবং আনারস, পেয়ারা প্রভৃতি ফল পাওয়া যায়। ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুই মাস শরৎকাল। এ সময়ে আকাশে সাদা মেঘ ভেসে বেড়োায়, কাশবনে কাশফুল ফোটে। তাছাড়া এ ঋতুতে টগর, গন্ধরাজ, শিউলি ইত্যাদি ফুলও ফোটে। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাস নিয়ে হয় হেমন্তকাল। এই সময়ে কৃষক নতুন ফসল ঘরে তোলে। ঘরে ঘরে চলে নবান্ন উৎসব। পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীতকাল। শীতকালে বেশিরভাগ গাছের পাতা ঝরে গিয়ে প্রকৃতি বিবর্ণ দেখায়। এ সময়ে অনেক ঠান্ডা অনুভূত হয়। শীতের সকালে গ্রামের মানুষ আগুনে তাপ পোহায়। শীতে নানা রকম পিঠাপুলি বানানো হয়। ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস বসন্তকাল। একে ঋতুরাজ বসন্ত বলা হয়। কোকিল, ময়না, টিয়া, শালিক পাখির ডাকাডাকিতে প্রকৃতি মুখর হয়ে উঠে। বসন্তকালে শিমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়াসহ অনেক রকম ফুল ফোটে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন ।

২. পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বলবেন যে, আমরা আবহাওয়ার বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে প্রথম শ্রেণিতে জেনেছি।

পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিচের প্রশ্ন করবেন–

- আজকের আবহাওয়া কেমন?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

৪. ৪/৫ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৫. সারা বছর আমরা কি আবহাওয়ার একই অবস্থা দেখি? নাকি ভিন্নতা দেখতে পাই?

৬. শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৪/৫ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৭. শিক্ষার্থীর উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৮. শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

"বাংলাদেশে আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্যই আমরা কখনো গরম কখনো ঠাণ্ডা অনুভব করি। বিভিন্ন সময়ে ঋতুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আমরা কীভাবে ঋতুগুলো চিনতে পারি?" কিছু মজার কাজ করার মাধ্যমে আজকে আমরা এই প্রশ্নটির উত্তর জানব।

৯. পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

১০. আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি বোর্ডে লিখবেন–

"আমরা কীভাবে ঋতুগুলো শনাক্ত করতে পারি/বিভিন্ন ঋতুর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?"

খ. মূল পাঠ

১. একক কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন ঋতুর (উপকরণ ১-৬-এ বর্ণিত) পৃথক ছবি/চিত্র দেখাবেন। প্রতিটি ছবির কী কী বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেগুলো কোন ঋতুর সঙ্গে মিলে তা চিহ্নিত করতে বলবেন।
- কাজটি করার জন্য নির্দিষ্ট সময় দিবেন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ঋতু যেমন– গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত ঋতুর ছবি দিয়ে দিবেন এবং সেগুলোকে রং করতে বলবেন।
- কাজটি করার জন্য নির্দিষ্ট সময় দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। প্রত্যেক দলকে আলাদা আলাদা ঋতুর ছবি দিবেন।
- প্রতিটি দলের শিক্ষার্থীদেরকে ঋতুর ছবি পর্যবেক্ষণ করে তার বৈশিষ্ট্য দলে আলোচনা করতে দিবেন।
- কাজটি করার জন্য নির্দিষ্ট সময় দিবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে শ্রেণিতে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের আলোচনা শুনবেন ও প্রয়োজনে তাদের ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা করবেন।
- এবার প্রত্যেক দলের দলনেতাকে দলগত কাজের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করতে বলবেন।

উপস্থাপনের পূর্বে শিক্ষক যখন শ্রেণিতে পাঠদান করবেন তখন যে ঋতু থাকবে সে ঋতুর বৈশিষ্ট্যের ধারণা চিত্র দেখাবেন। (ধরি, তখন গ্রীষ্মকাল)

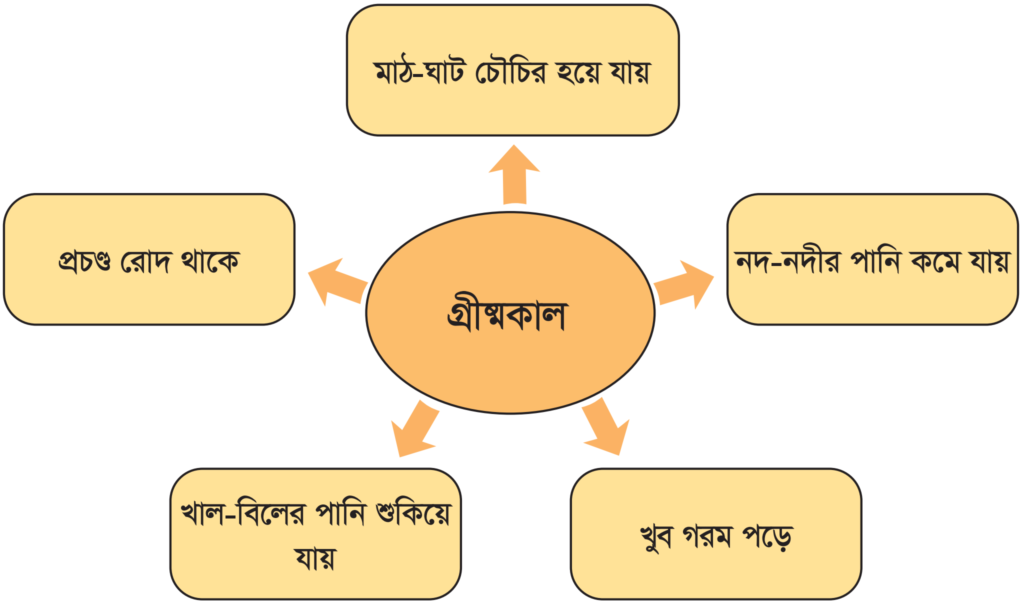

- দলের একজনের উপস্থাপনায় অন্যরা সংযোজন ও ভিন্নমত পোষণ করলে তাদের সে সুযোগ দিবেন। আলোচনার সুবিধার্থে প্রশ্ন করবেন–
    - কোন ঋতুতে খুব গরম লাগে?

- ○ কোন ঋতুতে কাশফুল ফোটে?
- ○ কোন ঋতুতে খেজুরের রস পাওয়া যায়?

- তাদের মতামতের সারসংক্ষেপ বোর্ডের ছকে লিখবেন এবং পড়ে শোনাবেন।

ঋতুর নাম	বৈশিষ্ট্য
গ্রীষ্ম	• খুব গরম লাগে। • গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে খাল-বিল, ডোবা, পুকুর শুকিয়ে যায়। নদ-নদীর পানি কমে যায়। • মাঠ-ঘাটের মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। • এই সময়ে কালবৈশাখি ঝড় হয়। ঝড়ে অনেক গাছাপালা, ঘরবাড়ি ভেঙে যায়। • গ্রীষ্মকালে দিন বড়ো থাকে ও রাত ছোটো হয়। • এ সময়ে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল ও তরমুজ এসব ফল পাওয়া যায়।
বর্ষা	• আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। • প্রচুর বৃষ্টি হয়। • খাল-বিল, পুকুর, নদী পানিতে ভরে যায়। • বেশি বৃষ্টি হলে বন্যা হয়।
শরৎ	• আকাশে সাদা সাদা মেঘ ভেসে বেড়োায়। • নদীর তীরে সাদা কাশফুল ফোটে। • রাতে শিশির পড়ে।
হেমন্ত	• ফসলের খেতে কৃষকেরা ফসল কাটে। • ঘরে ধান উঠায় নবান্ন উৎসব হয়। • এ সময় নানা রকম পিঠা বানানো হয়।
শীত	• ভোরে কুয়াশা পড়ে। • গ্রামের মানুষ সকালে আগুনের তাপ পোহায়। • শীতকালে দিন ছোটো ও রাত বড়ো হয়। • গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়। • এ সময় খেজুরের রস ও নানা রকম শাকসবজি পাওয়া যায়।
বসন্ত	• বিভিন্ন ধরনের ফুলে গাছ ভরে যায়। • অনেক রঙের প্রজাপতি উড়ে বেড়োায়। • কোকিল, শালিক, ময়না, টিয়া পাখির ডাকে প্রকৃতি মুখর হয়ে ওঠে। • শিমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুলে চারপাশ সুন্দর দেখায়।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আজকের পাঠে আমরা বাংলাদেশের ঋতু সম্পর্কে জেনেছি। সেই সঙ্গে বৈশিষ্ট্য দেখে কীভাবে ঋতুগুলো শনাক্ত করা যায় তাও জেনেছি।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ-৩ ও ৪

আমাদের জীবনে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব

শিখনফল

৬.১.২ বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির পরিবর্তন বর্ণনা করতে পারবে।
৬.১.৩ মানুষের জীবনযাত্রায় ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব উল্লেখকরতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্তকালের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি।
১. পূর্ব পাঠের অনুরূপ।
২. ভিডিও।

বিষয়বস্তু

আমরা আগের পাঠে বাংলাদেশের ছয়টি ঋতুর বৈশিষ্ট্য দেখে ঋতুগুলো শনাক্ত করতে পেরেছি। ঋতুগুলোর বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা বুঝতে পারি, আমাদের জীবনে ঋতুর প্রভাব অপরিসীম। আমরা কখন কী ধরনের কাপড় পরছি, কী খাওয়াদাওয়া করছি সবই ঋতু পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তন হচ্ছে। তাছাড়া ঋতু পরিবর্তনের ফলে একেক সময় একেক ধরনের ফসল উৎপাদন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিবর্তন (যেমন– উদ্ভিদের বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধরনের ফুল পাখি) হয়। এছাড়াও ঋতু পরিবর্তনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– বন্যা, খরা, কালবৈশাখি ঝড় ইত্যাদি দেখা যায়। গ্রীষ্ম ঋতুর প্রথম দিন অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিন বাংলা নববর্ষ উৎসব পালন করা হয়। গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা। বর্ষায় এমনকি সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টি হয়। মানুষ সহজে ঘর থেকে বের হতে পারে না। গ্রামের রাস্তাঘাট কাদাময় হয়ে যায়। অতিবৃষ্টিতে অনেক সময় নদী-নালা, খাল-বিলের পানি বেড়ে গিয়ে বন্যা দেখা দেয়। বন্যায় ফসলের মাঠ, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর তলিয়ে যায়। তখন মানুষের কষ্টের সীমা থাকে না। বর্ষা শেষে আসে শরৎ। তখন আবহাওয়া বেশ চমৎকার থাকে। আকাশে তখন সাদা মেঘ ভেসে বেড়োায়। শরতের পরে আসে হেমন্ত। গ্রামের মাঠে মাঠে তখন কৃষকেরা ফসল কাটে। হেমন্তের পরে আসে শীত। শীতের সকালে অনেকে আগুন পোহায়। কুয়াশায় অনেক সময় সূর্যের আলো দেখা যায় না। গরম কাপড়ের অভাবে অনেকেই শীতে কষ্ট করে। সবশেষে আসে ঋতুরাজ বসন্ত। এ সময় ধীরে ধীরে শীত কমে যায়, গাছে গাছে নানা রঙের ফুল ফোটে। কোকিল, শালিক, ময়না ইত্যাদি পাখির ডাকাডাকিতে প্রকৃতি মুখর হয়ে উঠে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।
২. শিক্ষার্থীদে পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন ঋতুর দৃশ্য দেখিয়ে একটু চিন্তা করতে বলবেন এবং নিচের প্রশ্ন করবেন–

- এখানে কী দেখতে পাচ্ছ?

৩.শিক্ষার্থীদের উত্তর দেয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।
৪. ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।
৫. এরপর শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দিবেন যে, বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু রয়েছে এবং প্রতিটি ঋতুর বৈশিষ্ট্য আলাদা।
৬. নিচের প্রশ্নটি করবেন–

- প্রত্যেকটি ঋতুতে আমাদের চারপাশের প্রকৃতি যেমন– গাছপালা, নদী-নালা, মাঠঘাট ইত্যাদির অবস্থা কেমন হয়?

৭. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।
৮. ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর দিতে না দেয় তাহলে যে কোনো একজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
৯. শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–
“আজ আমরা বিভিন্ন ঋতুর ছবি/চিত্র পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে বিভিন্ন ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের জীবনধারার কী কী পরিবর্তন হয় তা পর্যবেক্ষণ করব এবং জীবনধারা পরিবর্তনের তালিকা তৈরি করব। এটিই আমাদের আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে এই প্রশ্নটির সমাধান করব।
১০. পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।
১১. আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি বোর্ডে লিখবেন–
“ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের জীবন যাপনে কী কী পরিবর্তন ঘটে?”

খ. মূল পাঠ

১. একক কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন ঋতু পরিবর্তনের (আবহাওয়া পরিবর্তন) সঙ্গে মানুষের জীবনধারার বিভিন্ন পরিবর্তনের পৃথক পৃথক ছবি/চিত্র পর্যবেক্ষণ করতে দিবেন।
- ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন ঋতুতে মানুষের জীবনে কী কী এবং কেমন পরিবর্তন হয়েছে তা ভাবতে বলবেন।
- একটি ঋতুর সঙ্গে আরেকটি ঋতুর আবহাওয়ার পার্থক্য ভালোভাবে দেখতে বলবেন এবং এর সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার জন্য মানুষকে তাদের জীবনে কী কী পরিববর্তন করতে হচ্ছে তাও ভাবতে বলবেন। (শিক্ষার্থীদের গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্তে ঋতু পরিবর্তনের ছবি দেখতে দিবেন।)
- তারপর বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যগুলো শুনবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। দল অনুযায়ী তাদেরকে ৬টি ঋতুর ছবি (উপকরণ ১-৬-এ বর্ণিত) দিবেন। এসব ঋতুতে আবহাওয়া কেমন থাকে, তারা তখন কোন ধরনের পোশাক পরে, তখন মানুষের কী কী ধরনের অসুবিধা হয় এগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন।

- কাজটি করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।
- বোর্ডে নিচের ছকটি আঁকবেন এবং প্রত্যেক দলের কাজ উপস্থাপনের সময় শিক্ষক ছকে লিখবেন।
- দলের একজনের উপস্থাপনায় অন্যরা সংযোজন ও ভিন্নমত পোষণ করলে তাদের সে সুযোগ দিবেন।

ছবি প্রদর্শন	ছবিটি কোন ঋতুর?	তখন চারপাশ কেমন দেখায়?	এ সময়ে তোমরা কী কী কর?
গ্রীষ্মকালের ছবি	এটা গ্রীষ্মকালের ছবি	-খুব গরম লাগে। -খাল-বিল, পুকুরের পানি শুকিয়ে যায়। -মাঠঘাটের মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়।	-গরমের জন্য পাতলা সুতি কাপড় পরি। -আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল খাই। -পুকুরে সাঁতার কাটি। -আরও কিছু বললে তাও লিখবেন।
বর্ষাকালের ছবি	এটা বর্ষাকালের ছবি	-বৃষ্টি হয়। -আকাশ কালো মেঘে ঢাকা থাকা থাকে। - চারদিকে পানি থই থই করে।	-ছাতা নিয়ে বা রেইন কোট পরে বাইরে যাই। -নৌকা দিয়ে ঘুরতে যাওয়া যায়। -পানিতে কলাগাছের ভেলায় চড়ি।
শরৎকালের ছবি	এটা শরৎকালের ছবি	-নীলচে আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়োয়। -রোদের তীব্রতা থাকে না।	-সুন্দর প্রকৃতিকে উপভোগ করি।
হেমন্তকালের ছবি	এটা হেমন্তকালের ছবি	- খুব শীত বা খুব গরম লাগে না। - সোনালি ধানে চারদিক ভরে উঠে।	-ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব হয়। -নানা রকম পিঠা বানানো হয়।
শীতকালের ছবি	এটা শীতকালের ছবি।	-কুয়াশা পড়ে। -শীত লাগে। -আবহাওয়া শুষ্ক থাকে।	-গায়ে গরম কাপড় পরি। -খেজুরের রস খাই। বিভিন্ন ধরনের শীতের পিঠা বানানো ও খাওয়া হয়।
বসন্তকালের ছবি	এটা বসন্তকালের ছবি।	-মৃদুমন্দ বাতাসে শরীর-মন জুড়িয়ে যায়।	-বিভিন্ন পাখির গান ও ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করি।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে

ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আজকের পাঠে আমরা বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির পরিবর্তন এবং এর ফলে মানুষের জীবনধারার কী কী পরিবর্তন ঘটে তা জানলাম।
আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।
-

পাঠ-৫ ও ৬

বিভিন্ন ঋতুতে আমরা

শিখনফল

৬.১.৪ ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার খাপ খাওয়ানোর উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. পাঠ-১-এর অনুরূপ
২. ভিডিও।

বিষয়বস্তু

প্রত্যেকটি ঋতুরই আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন– গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে খাল-বিল, ডোবা, পুকুর ইত্যাদি শুকিয়ে যায়। তখন কড়া রোদ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ ছাতা মাথায় দিয়ে বাইরে যায়। গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা পাতলা সুতি কাপড়ের জামা পরি। কৃষকেরা রোদে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলে গাছের নিচে বা অন্য কোনো জায়গায় ছায়ায় বসে বিশ্রাম নেয়। গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষাকাল। বর্ষায় সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টি হয়। বাইরে বের হওয়ার জন্য ছাতা বা রেইনকোট ব্যবহার করতে হয়। বর্ষা শেষে আসে শরৎকাল। তখন আবহাওয়া বেশ চমৎকার থাকে। আকাশে সাদা সাদা মেঘ ভেসে বেড়োয়। শরতের পরে আসে হেমন্তকাল। গ্রামের মাঠে মাঠে তখন কৃষকেরা ফসল কাটে। ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব হয়। হেমন্তের পরে আসে শীতকাল। শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবাই চাদর ও গরম কাপড় পরি। শীতের সকালে অনেকে আগুনের তাপ পোহায়। কুয়াশায় অনেক বেলা পর্যন্ত সূর্যের আলো দেখা যায় না। গরম কাপড়ের অভাবে অনেকেই শীতে কষ্ট পায়। সবশেষে আসে ঋতুরাজ বসন্ত। এ সময় শীত অনেকটাই কমে যায়। গাছে গাছে নানা রঙের ফুল ফোটে। কোকিল, শালিক, ময়না ইত্যাদি পাখির ডাকে প্রকৃতি মুখর হয়ে উঠে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বলবেন যে, আমরা আগের পাঠে বিভিন্ন ঋতুর নাম, ঋতুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনেছি। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের এর জন্য নিচের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন–

- বাংলাদেশের ঋতুগুলোর নাম কী?
- বছরের কোন মাসে শীত পড়ে?
- বর্ষা ঋতুর বৈশিষ্ট্যগুলো কী?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

৪. ৪/৫ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। প্রয়োজনে উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।

৫. এবার প্রশ্ন করবেন–

- শীতের সময় মানুষের জীবনযাপন কেমন হয়?
- প্রচণ্ড শীতে আমরা কীভাবে দৈনন্দিন চলাফেরা ও কাজকর্ম করে থাকি?

৬ . শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৪/৫ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যে কোনো একজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

৭. শিক্ষার্থীর উত্তরের প্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৮. শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন

"আজ আমরা বিভিন্ন ঋতুর ছবি/চিত্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির কী কী পরিবর্তন হয় এবং ঋতু পরিবর্তনে আমরা কীভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি?"

কিছু মজার কাজ করার মাধ্যমে এই প্রশ্নটির উত্তর জানব।

৯. পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

১০. আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি বোর্ডে লিখবেন–

"বিভিন্ন ঋতুতে খাপ খাওয়ানোর উপায়গুলো কী?"

খ. মূল পাঠ

১. একক কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন ঋতু পরিবর্তনের (আবহাওয়া পরিবর্তন) সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনধারার বিভিন্ন ধরনের পৃথক পৃথক ছবি/চিত্র পর্যবেক্ষণ করতে দিবেন।
- ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন ঋতুতে মানুষের জীবনে কী কী এবং কেমন পরিবর্তন হয়েছে তা চিহ্নিত করতে বলবেন।
- একটি ঋতুর সঙ্গে আরেকটি ঋতুর আবহাওয়ার কেমন পরিবর্তন হচ্ছে তা ভালোভাবে দেখতে বলবেন এবং এর সঙ্গে মানুষকে তাদের জীবনে কী কী পরিবর্তন করতে হচ্ছে তা চিহ্নিত করতে বলবেন।
- তারপর পরিবর্তিত আবহাওয়াতে আমরা কীভাবে নিজেরা খাপ খাইয়ে চলি তা চিন্তা করে বলতে বলবেন ।
- (শিক্ষার্থীদের গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্তে ঋতু পরিবর্তনের ছবি দেখতে দিবেন)।
- এ কাজটি করার জন্য নির্দিষ্ট সময় দিবেন।
- তারপর নির্দিষ্ট সময় শেষে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যগুলো শুনবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- দলগুলোর মধ্যে ১-৬নং উপকরণে বর্ণিত ছবি দিয়ে দিবেন।
- প্রদর্শিত ছবি সম্পর্কে নিজেদের মতামত দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে বলবেন।
- কাজটি করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।
- নির্দিষ্ট সময় পরে প্রতিটি দলকে তাদের দলগত মতামত উপস্থাপন করতে বলবেন।

শিক্ষক বোর্ডে নিচের ছক এঁকে তাতে দলগত মতামত লিখবেন। উপস্থাপনের পূর্বে শিক্ষক যখন শ্রেণিতে পাঠদান করবেন তখন যে ঋতু থাকবে সে ঋতুতে আমরা যা করি তার ধারণা চিত্র দেখাবেন। (উদাহরণ: গ্রীষ্মকাল)

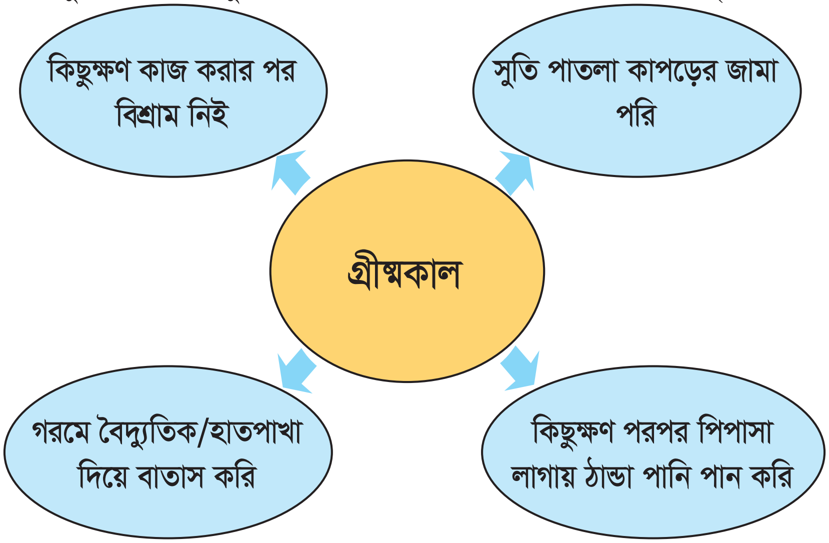

ছবি প্রদর্শন	ছবিটি কোন ঋতুর?	এই ঋতুতে আমি/আমরা যা করি
	এটা গ্রীষ্মকালের ছবি	-সুতি কাপড়ের জামা পরি। -বৈদ্যুতিক/হাতপাখা দিয়ে নিজেদের জুড়াই। - বেশি পিপাসা লাগায় ঘনঘন পানি পান করি। -আরও কিছু বললে তাও লিখবেন।
	এটা বর্ষাকালের ছবি	-বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ছাতা বা রেইন কোট ব্যবহার করি। -পায়ে যেন কাদা না লাগে সেজন্য গামবুট পরি। -রিকশায় চলাচলের সময় পলিথিন দিয়ে নিজেদের ঢেকে রাখি।
	এটা শরৎকালের ছবি	-সুন্দর প্রকৃতিতে মন আনন্দে মেতে উঠে।
	এটা হেমন্তকালের ছবি	-নবান্ন উৎসবে মেতে উঠি। -বিভিন্ন ধরনের পিঠা খাই।
	এটা শীতকালের ছবি।	-শীত থেকে বাঁচতে গরম কাপড় পরি। -ঠান্ডা কমাতে আগুনে তাপ পোহাই। -কাঁথা, লেপ, কম্বল ব্যবহার করি।
	এটা বসন্তকালের ছবি।	-নানা রঙের ফুল, প্রজাপতির সৌন্দর্য উপভোগ করি। -বিভিন্ন পাখির কলকাকলিতে আনন্দিত হই।

- ছক পূরণ শেষ হলে শিক্ষক পড়ে শোনাবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করতে দিবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আজকের পাঠে আমরা ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রা মানিয়ে নেওয়ার উপায়গুলো সম্পর্কে জানলাম।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শীতার সূচক নং (PI)	পারদর্শীতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা		
			প্রারম্ভিক	ভালো	উত্তম
৭.১ পর্যবেক্ষণ ও তুলনাকরণের মাধ্যমে ঋতুভেদে প্রকৃতির পরিবর্তন শনাক্ত করে মানব জীবনে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হওয়া।	04.02.08.01	ঋতুভেদে প্রকৃতির পরিবর্তন শনাক্ত করে মানব জীবনে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব তুলনা করতে পারছে।	ঋতুভেদে প্রকৃতির পরিবর্তন শনাক্ত করে মানব জীবনে এর প্রভাব প্রকাশ করতে পেরেছে।	ঋতুভেদে প্রকৃতির পরিবর্তন শনাক্ত করে মানব জীবনে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব তুলনা করতে পারছে।	ঋতুভেদে প্রকৃতির পরিবর্তন শনাক্ত করে মানব জীবনে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব তুলনা করে তা ব্যাখ্যা করতে পেরেছে।
	04.02.08.02	শিক্ষার্থী ঋতু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হতে পারছে।	শিক্ষার্থী ঋতু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপায় প্রকাশ করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী ঋতু পরিবর্তনের সাথে নিজে খাপ খাওয়াতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী ঋতু পরিবর্তনের সাথে নিজে খাপ খাওয়াতে পেরেছে এবং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পেরেছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জরুরি পরিস্থিতিতে করণীয়

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

১০.১ জরুরি পরিস্থিতিতে (অগ্নিকান্ড ও পানিতে পড়া) নিজেকে এবং অন্যদেরকে রক্ষা করা।

পাঠ বিভাজন : ৩

পাঠ-১

অগ্নিকাণ্ডে আমার করণীয়-১

শিখনফল

১০.১.১ জরুরি পরিস্থিতিতে নিজেকে ও অন্যকে রক্ষায় করণীয় উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ (ছবি/ফ্ল্যাশকার্ড/ভিডিও)

১. শিশুরা আগুন নিয়ে খেলা করছে।
২. একটি বাড়িতে আগুন লেগেছে, শিক্ষার্থীদের কেউ শান্ত অবস্থায় বাড়ি থেকে বের হচ্ছে, কেউ প্রতিবেশিদের খবর দিচ্ছে, কেউ ৯৯৯ এ ফোন করে খবর দিচ্ছে।
৩. কর্মপত্র

বিষয়বস্তু

আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের মাঝে হঠাৎ দূর্ঘটনাও ঘটে। ফলে জরুরি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এসব দুর্ঘটনার মধ্যে অগ্নিকান্ড অন্যতম। সম্প্রতি আমাদের দেশে আগুন লাগার ঘটনা বেশি ঘটছে। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে শহর ও গ্রামের হাট-বাজার, গার্মেন্টস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক ভবনে আগুন লেগে দুর্ঘটনা ঘটে। সাধারণত যেসব এলাকায় বেশি লোক বসবাস করে সেসব এলাকাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বেশি ঘটে থাকে। এর ফলে সম্পদের প্রচুর ক্ষতি হয় এবং মানুষের জীবন বিপদগ্রস্থ হয়। অগ্নিকাণ্ডে অন্যদের ন্যায় শিশুরাও বিপদগ্রস্থ হয়। অগ্নিকাণ্ডের দূর্ঘটনা ঘটতে পারে এমন কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আগুন লেগে দুর্ঘটনায় কবলিত হলে বিচলিত না হয়ে প্রথমে নিজেকে রক্ষা করে পরে অন্যকে রক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের ১নং উপকরণের ছবি প্রদর্শন করে আজকের পাঠের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করবেন :

- প্রথম ছবিতে শিশুরা কী করছে?
- এর ফলে কী হতে পারে?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ শিরোনাম ঘোষনা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

৪. আজকের পাঠের মূলপ্রশ্ন "অগ্নিকাণ্ডে আমাদের করণীয় কী?" ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- ২নং উপকরণের ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন এবং নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - ছবি/ভিডিওতে শিক্ষার্থীরা কী কী করছে?
  - আগুন লাগলে আমরা কি করব?
  - প্রতিবেশীদের খবর দেওয়া প্রয়োজন কেন?
  - ৯৯৯ এ ফোন দিচ্ছে কেন?
- শিক্ষার্থীদের ২/৩ জনকে একই প্রশ্ন করবেন।
- প্রশ্নোত্তরের আলোকে বলবেন বাড়িতে বা কোথাও আগুন লাগার মত জরুরি পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারে। এরকম পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিরাপদ দুরত্বে অবস্থান করতে হবে তা বুঝিয়ে বলবেন।

২. দলগত কাজ

- প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে দলনেতা নির্বাচন করবেন।
- প্রত্যেক দলে কর্মপত্র সরবরাহ করবেন এবং কাজটি বুঝিয়ে বলবেন।
- কাজটি হলো, কোথাও আগুন লাগলে শিক্ষার্থী নিজেকে ও অন্যকে রক্ষায় কী করণীয় দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তা নির্ধারণ করবে। দলের একেকজন শিক্ষার্থী একেকটি করণীয় মনে রাখবে এবং পরে দলগত উপস্থাপনার সময় বলবে।
- দলগত কাজের সময় ঘুরে ঘুরে সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন এবং সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- দলগত কাজ চলাকালীন বোর্ডে নিম্নরূপ একটি ছক প্রস্তুত করবেন :
- নির্দিষ্ট সময় শেষে একটি দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শ্রেণির বাকি শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় কোন সংযোজন-বিয়োজনের প্রস্তাব থাকলে তা করবে।
- প্রতিটি দলের উপস্থাপনা হতে তথ্য নিয়ে বোর্ডের ছকে একটি সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করবেন।
- তালিকাটি কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পড়ে শোনাতে বলবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোন কিছু সংযোজন করা, যুক্তি প্রদানের সুযোগ দেবেন ও সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন এর সুযোগ দিবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

কর্মপত্র

অগ্নিকাণ্ডে নিজেকে রক্ষায় করণীয়	অগ্নিকাণ্ডে অন্যকে রক্ষায় করণীয়
১)	১)
২)	২)
৩)	৩)
৪)	৪)
৫)	৫)

পাঠ-২

অগ্নিকাণ্ডে আমার করণীয়-২

শিখনফল

১০.১.২ জরুরি পরিস্থিতিতে নিজেকে ও অন্যদেরকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. একটি ঘরের উপরের অংশে আগুন জ্বলছে এরূপ ছবি/পোস্টার।
২. বালতি, পানি।
৩. ফায়ার সার্ভিসের গাড়ির ছবি।

বিষয়বস্তু

পাঠ-১ বিষয়বস্তু দ্রষ্টব্য

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করবেন :
   - ○ অগ্নিকাণ্ডে আমরা কী করব?
   - ○ বাড়িতে আগুন লাগলে আমরা কী করব?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ শিরোনাম ঘোষনা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।
৪. আজকের পাঠের মূলপ্রশ্ন "জরুরী পরিস্থিতিতে করণীয় কী?" ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত স্থান ফাঁকা করবেন। (মাঠে করা সম্ভব হলে মাঠে করবেন)
- প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থী নিয়ে একটি দল গঠন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয়ের নির্দেশনাগুলো ও উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলবেন। দলগত পরিকল্পনা এবং ভূমিকাভিনয়ের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে আগুন লাগলে নিজেকে এবং অন্যকে রক্ষায় করণীয় বিষয়টি ফুটিয়ে তুলতে নিম্নরূপ স্ক্রিপটির সহায়তা নিতে পারবেন :
- একজন শিক্ষার্থী আগুন জ্বলছে এরূপ বাড়িতে তার দাদিসহ অবস্থান করবে। বাড়িতে আগুন জ্বলছে দেখে সে অস্থির না হয়ে তার দাদিকে নিয়ে বাড়ি থেকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বের হবে। বের হয়ে সে তার প্রতিবেশীকে খবর দিবে এবং ৯৯৯ এ ফোন করে আগুন লাগার ঘটনা জানাবে। তিনজন শিক্ষার্থী প্রতিবেশী হয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করবে। চার জন শিক্ষার্থী ফায়ার সার্ভিসের কর্মী হয়ে গাড়ি নিয়ে আসবে ও আগুন নেভাবে। গাড়ির গায়ে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ির ছবি সাঁটানো থাকবে।
- শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ভূমিকাভিনয়ের একটি উল্লেখিত অথবা অনুরূপ স্ক্রিপ্টের পরিকল্পনা করবে এবং দলের প্রত্যেকের ভূমিকা নির্ধারণ করবে।
- নির্ধারিত সময়ে দলটি ভূমিকাভিনয় করবে এবং বাকি শিক্ষার্থীরা তা পর্যবেক্ষণ করবে।
- ভূমিকাভিনয় শেষে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - ○ আগুন লেগেছে দেখে শিক্ষার্থী দাদিকে নিয়ে বের হলো কেন?

- ৯৯৯ এ ফোন দিলে কী সেবা পাওয়া যায়?
- প্রতিবেশীরা এসে কী করছে?

এভাবে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে আগুন লাগলে কী করণীয় তা বুঝিয়ে বলবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

১নং উপকরণ

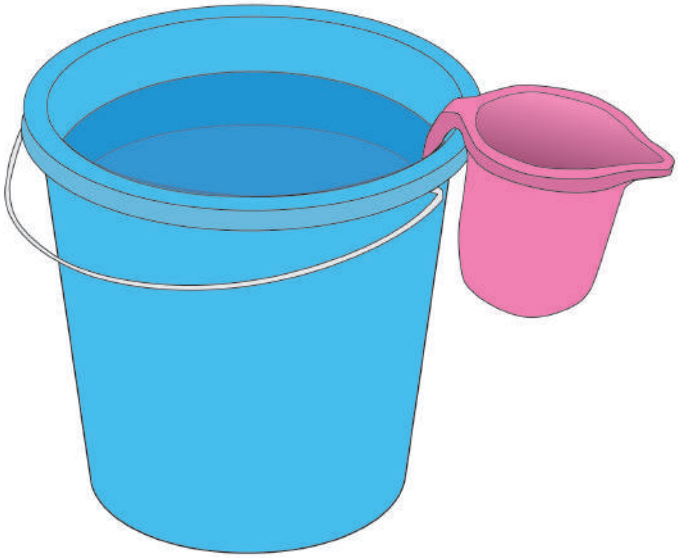

২নং উপকরণ

২নং উপকরণ

পাঠ-৩

পানিতে পড়া অবস্থায় করণীয়

শিখনফল

৯.১.২ জরুরি পরিস্থিতিতে নিজেকে ও অন্যকে রক্ষায় করণীয় উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ (ছবি/ফ্ল্যাশকার্ড)

১. শিক্ষার্থীদের খেলার সময় বল জলাশয়ে পড়ে যাওয়া।
২. বাড়িতে পানি ভর্তি বড়ো বালতি বা গামলার পাশে শিক্ষার্থী।
৩. নদীতে শিক্ষার্থীরা গোসল করছে।
৪. কর্মপত্র

বিষয়বস্তু

আমাদের দেশ নদীমাতৃক দেশ। দেশের সর্বত্র পুকুর, খাল-বিল, হাওর, বাওড়, জলাশয় বিদ্যমান। পুকুর, খাল-বিল, জলাশয় আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকি। ব্যবহারের সময় পানিতে পড়ে বড়ো-ছোট অনেক মানুষ বিপদগ্রস্থ হয়। সাঁতার না শিখে পানিতে নামার কারণে অনেক শিক্ষার্থী প্রাণ হারাচ্ছে। শুধু গ্রামের শিক্ষার্থীরাই নয় বর্তমানে শহরের অনেক শিক্ষার্থীও বিভিন্ন নৌবিহারে, সমুদ্রে ঘুরতে গিয়ে এমন করুণ মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছে। আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ পানিতে ডুবে মৃত্যু। তাই এসব দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাঁতার শিখতে হবে এবং পানিতে নামতে হলে বড়োদের সঙ্গে নামতে হবে। কেউ পানিতে পড়ে গেলে কী করতে হবে সে সম্পর্কে জানতে হবে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের ১নং উপকরণের ছবি প্রদর্শন করে আজকের পাঠের সঙ্গে সংযোগ করার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করবেন :

- তোমরা কে কে সাতাঁর কাটতে পার?
- সাতাঁর না শিখলে কি গভীর পানিতে যেতে পারবে?
- সাঁতার না শিখে পানিতে পড়া বল তুলতে গেলে কী বিপদ হতে পারে?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ শিরোনাম ঘোষনা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।
৪. আজকের পাঠের শিরোনাম “পানিতে পড়ে গেলে করণীয় কী?” ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- ২ ও ৩নং উপকরণের ছবি প্রদর্শন করে তা পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন এবং নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :
  - যে বাড়িতে ছোটো শিশু, সে বাড়িতে বড়ো বালতিতে পানি ভরে রাখলে কী বিপদ হতে পারে?
  - নদীতে একা একা গোসল করতে গেলে কী ঘটতে পারে?
  - বড়োদের সহায়তা ছাড়া নদীতে নামলে কী হতে পারে?
- শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে একই প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পানিতে পড়ার বিপদ সম্পর্কে ধারনা প্রদান করবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী দলে ভাগ করে দলনেতা নির্বাচন করবেন এবং কাজটি বুঝিয়ে বললেন।

- কাজটি হলো, পানিতে পড়লে শিক্ষার্থীরা নিজেকে ও অন্যকে রক্ষায় কী করণীয় তা নির্ধারণ করবে। দলের একেকজন শিক্ষার্থী একেকটি করণীয় মনে রাখবে এবং পরে দলগত উপস্থাপনায় সময় বলবে।
- দলীয় কাজের সময় ঘুরে ঘুরে দলীয় কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন
- দলীয় কাজের জন্য সময় নির্ধারন করে দিবেন এবং দলীয় কাজের সময় বোর্ডে নিম্নরূপ একটি ছক তৈরি করবেন :
- নির্দিষ্ট সময় শেষে একটি দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- বাকি শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনায় কোনো পর্যবেক্ষণ বা সংযোজন-বিয়োজনের প্রস্তাব থাকলে তা করবে।
- এভাবে প্রতি দলের উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে বোর্ডের ছকে একটি সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করবেন।
- তালিকাটি কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পড়ে শোনাতে বলবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোন কিছু সংযোজন করা, যুক্তি প্রদানের সুযোগ দিবেন ও সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন এর সুযোগ দিবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ : শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

পাঠসমাপ্তি : শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

১নং উপকরণ

২নং উপকরণ

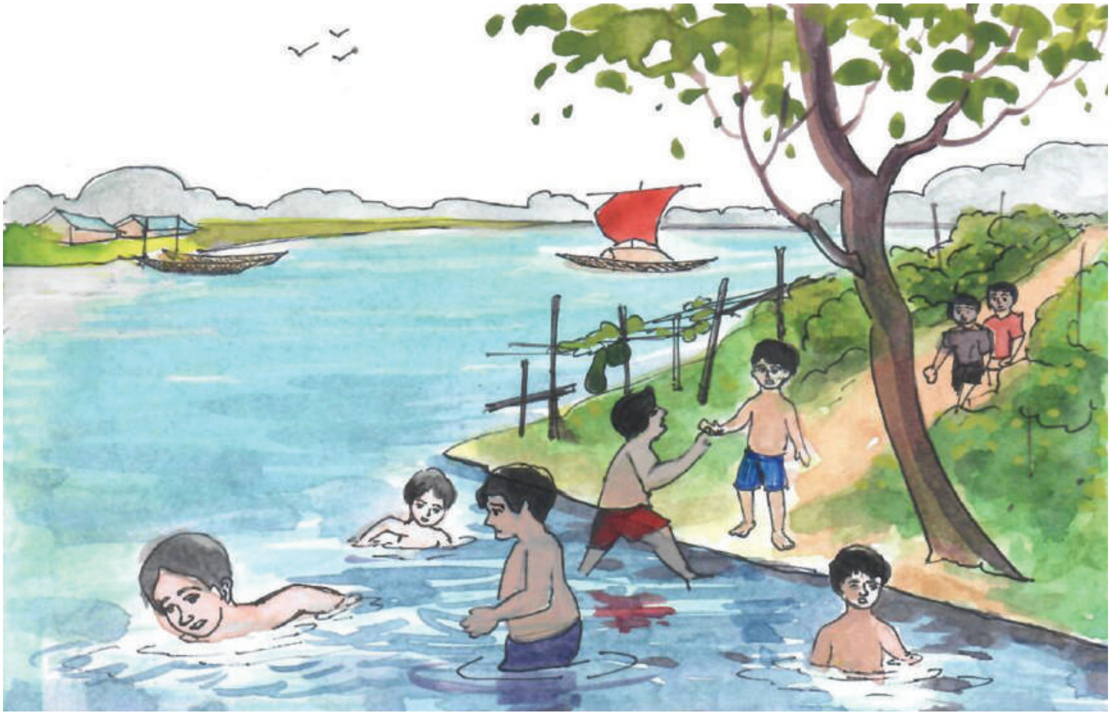

৩নং উপকরণ

কর্মপত্র

পানিতে নিজে পড়লে করণীয়	অন্য কেউ পানিতে পড়লে করণীয়
১)	১)
২)	২)
৩)	৩)
৪)	৪)
৫)	৫)

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
১০.১ জরুরি পরিস্থিতিতে (অগ্নিকান্ড ও পানিতে পড়া) নিজেকে এবং অন্যদেরকে রক্ষা করা।	06.02.(10.1).01 (PI-15)	জরুরি পরিস্থিতিতে (অগ্নিকান্ড ও পানিতে পড়া) নিজেকে এবং অন্যদেরকে রক্ষা করতে পেরেছে।	জরুরী পরিস্থিতিতে নিজেকে রক্ষায় করণীয়প্রকাশ করতে পেরেছে।	জরুরী পরিস্থিতিতে নিজেকে ও অন্যকে রক্ষায় করণীয় প্রকাশ করতে পেরেছে।	জরুরী পরিস্থিতিতে নিজেকে ও অন্যদেরকে রক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্তি

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

৭.১ বিদ্যালয় ও বাড়িতে প্রযুক্তির ধরন ও ব্যবহার অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করে নিরাপদ ব্যবহারে সচেষ্ট হওয়া।

পাঠ বিভাজন : ৫

পাঠ-১

বাড়ি ও বিদ্যালয়ের প্রযুক্তিসমূহ

শিখনফল

৭.১.১ বিদ্যালয় ও বাড়িতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি শনাক্ত করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. বাস্তব উপকরণ– বই, খাতা, কলম, চক, ডাস্টার, চেয়ার, টেবিল, হোয়াইট বোর্ড, ব্ল্যাকবোর্ড, মার্কার, মোবাইল ফোন, বৈদ্যুতিক পাখা।

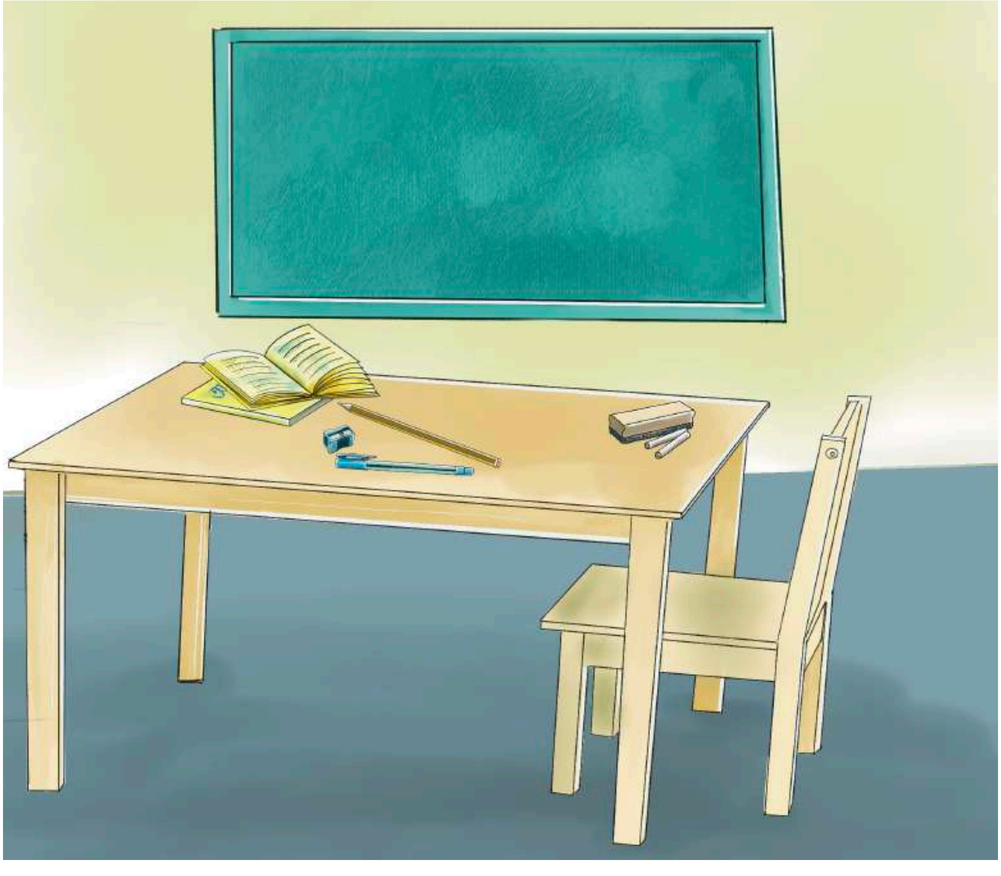

২. বাড়িতে ব্যবহৃত প্রযুক্তির (যেমন– হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাসন, দা, কাঁচি, রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, মোবাইল ফোন) ছবি।

বিষয়বস্তু

প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে প্রথম শ্রেণিতে জেনেছে। প্রযুক্তি কী, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি, প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে। কোনো কাজ সহজে করার জন্য আমরা যেসব জিনিস ব্যবহার করি তা-ই প্রযুক্তি। যেমন– আমরা পড়ার জন্য বই, লেখার জন্য কলম, বিদ্যালয়ে বই নেয়ার জন্য স্কুল-ব্যাগ, দ্রুত চলাচল করতে রিকশা, সাইকেল, বাস ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করি। অর্থাৎ প্রযুক্তি হলো কোনো যন্ত্র বা কৌশল বা পদ্ধতি যা নির্দিষ্ট কাজ বা সমস্যা সমাধান করার জন্য ব্যবহার করা হয়। কোনো কাজ সহজে, দ্রুত ও ভালোভাবে করতে আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করি। আমরা বাড়িতে, বিদ্যালয়ে, খেলাধুলায়, কৃষিতে, চিকিৎসায় ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করি। বাড়িতে আমরা হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাসন, দা, কাঁচি, ছুরি, কাস্তে, শাবল, রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, মোবাইল ফোন ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করি। বিদ্যালয়ে আমরা বই, খাতা, কলম, চক, ডাস্টার, চেয়ার, টেবিল, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করি। এসব প্রযুক্তি আমাদের কাজকে সহজ করে এবং জীবনকে উন্নত ও আরামদায়ক করে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করার উদ্দেশ্যে উপকরণ-১-এ বর্ণিত উপকরণ দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন–

- এগুলো কী?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন ।

৪. ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৫. বিভিন্ন প্রযুক্তির ছবি (উপকরণ-২-এ বর্ণিত) দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন–

- এগুলো কীসের ছবি?

৬. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

৭. ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৮. এরপর শিক্ষার্থীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবেন যে, বই, খাতা, কলম, ফ্রিজ, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদি সবই হলো প্রযুক্তি।

৯. নিচের প্রশ্নটি করবেন–

- এই প্রযুক্তিগুলো কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হয়?

১০. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

১১. ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

১২. শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

“আমরা বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ে নানা ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করি। বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ে আমরা কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করি? এটিই আমাদের আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। কিছু মজার কাজ করার মাধ্যমে আমরা এই প্রশ্নটির সমাধান খুঁজবো ”।

১৩. পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

১৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি বোর্ডে লিখবেন–

- বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ে আমরা কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করি?

খ. মূলপাঠ

১. একক কাজ

- শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে বলবেন–

  “তোমাদের শ্রেণিকক্ষে এবং বাড়িতে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় তা চিন্তা কর”।

- এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন এবং বোর্ডে আঁকা ছকে লিখবেন।

বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত প্রযুক্তিসমূহ
• দা, কাঁচি, হাঁড়ি-পাতিল, ফ্রিজ, টেলিভিশন ইত্যাদি
• খাতা, কলম, চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি
• লেখা শেষ হলে পড়ে শোনাবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন এবং দল অনুযায়ী কাজ দেবেন।
- কোনো দলকে বাড়িতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি নিয়ে এবং কোনো দলকে বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন। নিজেদের মতামত দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে বলবেন।
- কাজটি করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।
- নির্দিষ্ট সময় পরে প্রতিটি দলকে তাদের দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।

- প্রতি দলের দলনেতা উপস্থাপন করার সময় নিচের মতো করে বোর্ডে আঁকা ছকে লিখবেন।

বাড়িতে ব্যবহৃত প্রযুক্তির নাম	বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত প্রযুক্তির নাম
ফ্রিজ, টেলিভিশন	চক, ডাস্টার, ব্যাকবোর্ড
হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাসন	মার্কার, হোয়াইট বোর্ড
দা, কাঁচি, ছুরি	মাল্টিমিডিয়া
ইত্যাদি	ইত্যাদি

- লেখা শেষ হলে পড়ে শোনাবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আজকের পাঠে আমরা বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনেছি।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-২ ও ৩

বাড়ি ও বিদ্যালয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার

শিখনফল

৭.১.২ বিদ্যালয় ও বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. বিভিন্ন প্রযুক্তির ছবি। (২ ও ৩নং-এ বর্ণিত উপকরণ)

২. বাড়িতে ব্যবহৃত প্রযুক্তির (যেমন– হাঁড়িপাতিল, থালা-বাসন, দা, কাঁচি, ছুরি, কাস্তে রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, মোবাইল ফোন) ছবি

৩. বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত প্রযুক্তির (যেমন– বই, খাতা, কলম, চক, ডাস্টার, চেয়ার, টেবিল, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া) ছবি।

বিষয়বস্তু

আগের পাঠে আমরা বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় তা জেনেছি। আজ আমরা এসব প্রযুক্তি কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয় তা নিয়ে আলোচনা করব। বিভিন্ন প্রযুক্তি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন– রান্না করতে হাঁড়ি-পাতিল, ধান কাটতে কাস্তে, গর্ত করতে শাবল ব্যবহার করি। রেডিওতে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও খবর শুনি। টেলিভিশনে আমরা দেখি ও শুনি। তাছাড়া বাইসাইকেল ও মোটরসাইকেল দ্রুত ভ্রমণ করতে, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন কারো সঙ্গে কথা বলতে, বৈদ্যুতিক বাতি কোনো কিছু আলোকিত করতে, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি কাপড় ইস্ত্রি করতে, ফ্রিজ খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয়। মার্কার, চক, কলম লেখার কাজে এবং খাতা, ব্যাকবোর্ড, হোয়াইট বোর্ড লিখতে ব্যবহার করা হয়। এগুলো ছাড়া আরও অনেক প্রযুক্তি আছে যা বিভিন্ন কাজে বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে ব্যবহার করা হয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করবেন–

- বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে ব্যবহার করা হয় এমন কয়েকটি প্রযুক্তির নাম বলো।

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন ।

৪. ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৮. এরপর শিক্ষার্থীদেরকে নিচের প্রশ্নটি করবেন–

- তোমাদের হাতে যে পেন্সিল আছে সেটি কী কাজে ব্যবহার কর?

১০. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

১১. ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

১২. শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

"আমরা বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করি। বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ে প্রযুক্তি কী কাজে ব্যবহার করি? এটিই আমাদের আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। কিছু মজার কাজ করার মাধ্যমে আমরা এই প্রশ্নটির সমাধান খুঁজবো"।

১৩. পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

১৪. আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি বোর্ডে লিখবেন–

- প্রযুক্তি কীভাবে আমাদের সহায়তা করে?

খ. মূল পাঠ

১. একক কাজ

- শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে বলবেন–

  "তোমাদের শ্রেণিকক্ষে এবং বাড়িতে কী কী কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় তা চিন্তা কর।"
- এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।

- নির্দিষ্ট সময় শেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন এবং নিচের মতো করে বোর্ডে আঁকা ছকে লিখবেন ।

বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে কী কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়
রান্না করতে, ভাত খেতে
মাটি খনন করতে, গর্ত করতে
লেখার ক্ষেত্রে ইত্যাদি

লেখা শেষ হলে পড়ে শোনাবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। প্রতি দলকে উপকরণ-১-এ বর্ণিত ছবি প্রদর্শন করবেন।
- প্রদর্শিত ছবির প্রযুক্তিগুলো বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ে কী কাজে ব্যবহার করা হয় তা আলোচনা করতে বলবেন।
- প্রদর্শিত ছবি সম্পর্কে নিজেদের মতামত দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে বলবেন।
- কাজটি করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।
- নির্দিষ্ট সময় পরে প্রতিটি দলকে তাদের দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- প্রতি দলের দলনেতা উপস্থাপন করার সময় নিচের মতো করে বোর্ডে আঁকা ছকে লিখবেন।

ক্ষেত্র	প্রযুক্তির নাম	কী কাজে ব্যবহার করা হয়
বাড়িতে	বৈদ্যুতিক বাতি মোটরসাইকেল ইত্যাদি	কোনো কিছু আলোকিত করতে দ্রুত ভ্রমণ করতে ইত্যাদি
বিদ্যালয়ে	কলম ইত্যাদি	এর সাহায্যে আমরা লিখি ইত্যাদি

- লেখা শেষ হলে পড়ে শোনাবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

২. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আজকের পাঠে আমরা বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছি।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ-৪ ও ৫

প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার

শিখনফল

৭.১.৩ প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারে সচেষ্ট হবে।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কিত পোস্টার।

২. প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কিত পোস্টার।

৩. ভিডিও (একজন এক নাগাড়ে মোবাইল/কম্পিউটার/ট্যাবে গেম খেলছে। ফলে মাথা ব্যথা, খাবারে অরুচি, ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে এরকম)

বিষয়বস্তু

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্তির অবদান রয়েছে। আমরা যেসব ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করি তা হলো– শিক্ষা, কৃষি, যোগাযোগ, চিকিৎসা, পরিবহণ, খেলাধুলা, বিনোদন ইত্যাদি। প্রযুক্তি যেমন আমাদের কাজকে সহজ করে দেয় তেমনি প্রযুক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করলে আমাদের জীবনে অনেক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তাই প্রযুক্তি ব্যবহারে আমাদের সচেতন হতে হবে। যেমন– বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ সঠিকভাবে না হলে প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তি ব্যবহারকারীর অনেক ক্ষতি হতে পারে। এজন্য সব ধরনের প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। তাছাড়া বাড়িতে ব্যবহৃত ধারালো যন্ত্রপাতি যেমন– দা, কাঁচি, ছুরি, কাস্তে, শাবল ইত্যাদি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অনেক সময় প্রযুক্তির ব্যবহার নেশায় পরিণত হয়। বিভিন্ন প্রযুক্তি বিশেষ করে মোবাইল ফোন, ট্যাব বা কম্পিউটার অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে শিশুদের মাথা ব্যথা হয়, রাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, চোখের উপর চাপ পড়ে,খাবারে অরুচি ও বিষণ্নতা দেখা দেয়।

এজন্য প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শিশুদের নিরাপদ থাকার জন্য কতগুলো নিয়ম মেনে চলতে বলবেন–

- প্রয়োজন না হলে প্রযুক্তি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা।
- ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিভাবকের সাহায্য নেওয়া।
- বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের সুইচ শুকনো হাতে ধরা।
- যেকোনো প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার সঠিক ব্যবহারবিধি জেনে নেওয়া।
- পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত খেলাধুলা, ব্যায়াম ও মাঝে মাঝে বেড়োাতে যাওয়া।
- একটানা অনেক সময় ধরে মোবাইল ফোন/ট্যাব/কম্পিউটার ব্যবহার করা ও টিভি দেখা থেকে বিরত থাকা।
- ট্যাব/মোবাইল ফোন/কম্পিউটার/টিভি দেখার সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা।
- ট্যাব/মোবাইল ফোন/কম্পিউটার/টিভি দেখার সময় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখা।
- প্রয়োজনে চশমা বা আই প্রটেক্টস ব্যবহার করা।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করবেন–

- আমরা কী কী কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করি?

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

৪. ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৫. এরপর শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করবেন–

- আমরা মোবাইল ফোন/ট্যাব/কম্পিউটার কী কাজে ব্যবহার করি?

৬. শিক্ষার্থীদের উত্তর দেয়ার জন্য কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন।

৭. ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।

৮. এবার নিচের প্রশ্ন করবেন–

- একটানা মোবাইল ফোন/ট্যাব/কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে কী ধরনের সমস্যা হয়?

৯. শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন–

"আজ আমরা প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে জানব। প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকসমূহ কী কী এবং কীভাবে আমরা প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করতে পারি?" এটিই আমাদের আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নটির সমাধান খুঁজব।

১০. পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

১১. আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি বোর্ডে লিখবেন–

- কীভাবে আমরা প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করতে পারি?

খ. মূল পাঠ

১. একক কাজ

- পরের পৃষ্ঠার চিত্রের মতো করে বোর্ডে একটি চিত্র আঁকবেন।

- শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট নির্দেশনা প্রশ্ন করবেন -

প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকসমূহ কী কী?

- এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে এবং শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন।
- লেখা শেষ হলে শিক্ষক পড়ে শোনাবেন।

২. দলগত কাজ

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন এবং নিচের প্রশ্নটি করবেন–
    - প্রযুক্তি নিরাপদ ব্যবহারের উপায়সমূহ কী কী?
- নিজেদের মতামত দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে বলবেন।
- কাজটি করার জন্য সময় নির্দিষ্ট দিবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।
- নির্দিষ্ট সময় পরে প্রতিটি দলকে তাদের দলগত কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবেন।
- বোর্ডে আঁকা চিত্রে শিক্ষক লিখবেন।
- লেখা শেষ হলে শিক্ষক পড়ে শোনাবেন।

যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা, কোনো কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন এবং সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন করাবেন। প্রয়োজনে গুণগত ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

গ. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

আজকের পাঠে আমরা প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছি।

- আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের ভিত্তিতে তাদের শিখন যাচাই করবেন।

পাঠ সমাপ্তি

- পরবর্তী পাঠের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পারদর্শিতার সূচক ও মাত্রা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শীতার সূচক নং (PI)	পারদর্শীতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা		
			প্রারম্ভিক	ভালো	উত্তম
৮.১ বিদ্যালয় ও বাড়িতে প্রযুক্তির ধরণ ও ব্যবহার অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করে নিরাপদ ব্যবহারে সচেষ্ট হওয়া।	04.02.09.01	বিদ্যালয় ও বাড়িতে ধরণ ও ব্যবহার অনুযায়ী প্রযুক্তির শ্রেণিকরণ করে এগুলোর নিরাপদ ব্যবহার করতে পারছে।	বিদ্যালয় ও বাড়িতে ধরণ ও ব্যবহার অনুযায়ী বিভিন্ন প্রযুক্তির শ্রেণিকরণ করে এগুলোর নিরাপদ ব্যবহার প্রকাশ করতে পেরেছে।	ধরণ ও ব্যবহার অনুযায়ী প্রযুক্তির শ্রেণিকরণ করে নিজে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করতে সচেষ্ট হতে পেরেছে।	বিদ্যালয় ও বাড়িতে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করে অন্যদের নিরাপদ ব্যবহারে সহযোগিতা করতে পেরেছে।

(সমাপ্ত)